

বিবাহের চেয়ে বড়ো

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ডি, এম, লাইব্রেরী

৪২, বর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

অথব মূদ্রণ
জ্যৈ, ১৩৩৮
দ্বিতীয় সংস্করণ
বৈশাখ, ১৩৪৪
তৃতীয় সংস্করণ
শ্রাব, ১৩৬০

সাড়ে চার টাকা

৪২নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ডি, এন, লাইব্রেরী হইতে শ্রীগোপালদাস মজুমদার
কর্তৃক প্রকাশিত ও ৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা, বাণী-শ্রী প্রেস, শ্রীমদ্রুদ্র
জ্যোতী দ্বারা মুদ্রিত।

শ୍ରୀବୁଦ୍ଧଦେବ ବନ୍ଧୁ

କରକମଳେଷୁ

ଅଚିନ୍ତ୍ୟକୁମରେ ସେନଶୁଣ୍ଠ

এই লেখকেরই :

কল্লোল যুগ	৫১
পাথনা	২১০
যায় যদি থাক	৩১
উর্গনাভ	৩১০
প্রাচীর ও প্রান্তর	৩১০
কালো রক্ত	১১০

বিবাহের চেয়ে বড়ো

সোড়ার কথা বলতে গেলে সামান্যই। প্রভাত কেরানি—বাঙালি কেরানি যা হ'তে হয়—গরিব অথচ গর্বিত। বাপ বেতো, থিটুথিটে; মা কিন্তু মমতাময়ী। দু'টি ছোট বোন, একটি অন্ধ ভাই। হঠাৎ একদিন প্রভাতের বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেলো—হাজার কয়েক টাকা পাওয়া যাবে। প্রভাত গেলো দিদিকে দেখতে ভারতবর্ষের মধ্য-প্রদেশে। সেই মধ্য-প্রদেশের ওপর মধ্যরাত্রিতে অশ্রুর সঙ্গে তার আলাপ হলো এবং আলাপটা এতো জমে উঠলো যে বাঙলা ভাষায় তার প্রতিশব্দ দিতে হলে বলতে হয় প্রেম।

বিয়ে অন্তএব হলো না। ছোট দু'টি বোন এক খালার ভাত খেয়ে কলেরা হ'য়ে একই বিছানায় শুয়ে মারা পড়লো, তাতে কিছু আয় বাড়লো সংসারেব। অশ্রুর সঙ্গে প্রভাতের প্রেমে এলো বাধা—ভটা আসবেই—এব সেই বাধাকে শাসন করতে অশ্রু যা করে বসলো বাঙলা সমাজকে তা চমকে দেবার মতো। মানে, এক ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বিয়ের দিনে অশ্রু তাব বিয়ের সভা থেকে উঠে এসে সটান প্রভাতের ঘরে গিয়ে হাজির হলো—এব সেখান থেকে জলপাইগুড়িতে। অশ্রু ইস্কুলের টিচারি করে। সেইখানেই যবনিকা পড়েছিলো—তিন বছরের আত্মগোপন। ওপরের ঐ ঘটনাগুলো নিয়ে চমৎকার একটা গল্প লেখা যেতো, কিন্তু তার দরকার নেই। তিন বছর পরে হঠাৎ গল্পের সুর :

তিন বছর পরে ফের যবনিকা উঠলো। স্টাইলও গেছে বদলে। রঙ্গমঞ্চে একা প্রভাত।

প্রভাতের একটা চাকরি জুটেছে অবিশ্রি। চাকরি না জুটলে চলে কি করে? মাইনে এবার ছ'-এর কোঠায় পৌঁচেছে যা হোক; তেমনি

বছর খানেক আগে বাবাও বাতের ব্যাধায় ধতম হ'য়েছেন। সংসারে মা আর প্রভাত; আর সেই দুঃখী অন্ধ ভাইটি,—ছোট হাত তুলে ঘরের দেয়াল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে মল্লমেন্টের স্বপ্ন দেখে। 'টিমটাম করে' সংসার চলে। প্রভাত সকাল বেলা টিউশনি করে' বাজার এনে দেয়; মা-ই রাখেন,—মা'র সঙ্গে-সঙ্গে প্রভাতও সকালবেলাটা নিরিমিষ খায়। আফিস থেকে খেটেখুটে এসে ছোট ছাতে একটু পাইচারি করে, মা'র সঙ্গে সংসার সম্বন্ধে একটু বা মনকষাকষি চলে, কোনো দিন বা মাঠে খেলা দেখে আসে। রাতে তোলা-উছনে মা মাছ ভেজে স্নান করে' বিছানায় অন্ধ ছেলেটিকে বুকে নিয়ে শুয়ে পড়েন। প্রভাত অনেক রাত করে' শোয়—জ্বগে জ্বগে ততক্ষণ বই পড়ে, ভাবে, হু' এক পৃষ্ঠা কি একটু লিখতে চেষ্টা করে, কাটাছুটি কবে' ছিঁড়ে ফেলে দেয়। এবাব একটি টকটকে বো নিয়ে এলে ভাবি মানায় কিন্তু। প্রভাতের ঔদাসীন্যকে আর ক্ষমা করা যায় না।

মা কিছু বলতে এলে প্রভাত হেসে বলে,—দেখ মা, পুরুষমানুষের ল্যাঠা কম। কাছাটা নামিয়ে দিয়ে বেবিঘে পড়লেই হ'ল। পেণ্ড থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত রাস্তা খোলা।

মা বলেন—কিন্তু এই শূন্য পুরীতে মন আব টেঁকে না, খাণা করে। হাঁপিয়ে উঠছি।

প্রভাত সরাসরি বলে—তবে তুমি দিদির কাছে দিন কয়েকের জগ্নে জিরোও গে। নাটুকে অন্ধ-ইন্ধুলে ভর্তি কবে' দি।

মা একটু রেগে বলেন—কিন্তু বিয়ে তুই কববি না কেন?

—বিয়ে কেন-ই বা যে করবো তারো কোনো ভালো কারণ তুমি দেখাতে পারবে না। যে-সব কথা তোমার জিভের গোড়ায় আসছে তা আমি জানি, মা। বড় বাজে ও মামুলি। বিয়ে করছি এ-ব্যাপারের

চেয়ে কাকে বিয়ে করছি এইটেই বড়ো কথা। তাকে পাওয়া যায় না, মা।

মা সন্দ্বিহ্ন হ'য়ে প্রশ্ন করেন—কাকে ?

প্রভাত হেসে বলে—যাকে পাওয়া যায় না, তাকে।—তারপর কথাটাকে সহজ করে' দেবার চেষ্টায় বলে—বিয়ে আমি একেবারে করবো না, এমন আমার ধর্মুর্ভঙ্ক পণ নেই। তোমাদের এই বিয়ের প্রথাটা বড় পুরোনো হ'য়ে গেছে, তাকে আমি একটু ঝালিয়ে নিতে চাই। দরকার হয়েছে।

মা কি-যেন বলতে চান, প্রভাত বাধা দিয়ে বলে' চলে - তেমন পরীক্ষার যদি সুযোগ না জ্বোটে, আমি না-হয় প্রতীক্ষা করে'ই থাকবো। দেহেব সেবাদাসী অনেক জ্বোটে মা, আত্মার ঘরগীরই দেখা মেলে না।

মা বলেন—আত্মা কি দেহ থেকে ভিন্ন ?

প্রভাত জবাব দেয় : কিন্তু সেবাদাসী আব পূজারিণী এক নয়, মা।

মা বলেন—কিন্তু সেই স্বপ্নভঙ্গের দুঃখ যে আবো ভীষণ। পূজারিণী যখন ভুখারিণী হ'য়ে ওঠেন ?

—সেই ত' আমার ভয়, মা।

—ভয় না থাকলে ভালোবাসা হয় না।

মা'র মুখে এত সব কথা শুনে প্রভাত বিম্বিত হলো। মা'র বৈধব্যদীপ্ত লালটে তেজস্বিতা, সমস্ত শরীর থেকে পবিত্রতা বিকীর্ণ হচ্ছে।

প্রভাত মাকে জড়িয়ে ধরে' স্নেহাঙ্গ কণ্ঠে বললে—বাঙলা দেশের মেয়েদের ত' তুমি চেন না মা, তারা স্বামীকে মা'র কোল থেকে কেড়ে রাখে! সংসারের শেষ প্রান্তে মাকে নির্বাসন দিয়ে বোরা স্বামীর কাঁধে সওয়ার হ'য়ে রাজস্ব চালায়। তোমার ছেলে হ'য়ে তোমার এই লালনা সহিবো না, মা!

প্রভাতের পিঠে হাত বুলুতে-বুলুতে মা স্নিগ্ধস্বরে বলেন—বাঙলা-দেশের মেয়েদের আমি চিনি না, তুই চিনিস! আমি যেন বিলেত থেকে উঁড়ে এসেছি। বাঙলা-দেশের মেয়ের মতো মেয়ে আছে ভূ-ভারতে? দেখিস, তোর বৌ আমাকে মাথায় করে রাখবে।

কথোপকথনকে প্রভাত আরো স্বচ্ছ করে তোলে। বলে—তারপর বৌ এলে তুমি আমাকে ফেলে নাটুকে তুলে নেবে, ওকেই আকড়ে ধরবে তখন। আমি তখন তোমার পর হ'য়ে গেছি। পরের মেয়েকে ডেকে এনে এত হাঙ্গামায় কাজ কি, মা? এই আমরা আছি বেশ। স্নেহের চেয়ে স্বস্তি ভালো।

মা বলেন—স্বস্তির চেয়ে ভালো স্বাস্থ্য। আমার হাতে একটি সন্ধ্যা আছে, লক্ষ্মী মেয়ে, তাকে পেলে আমার সংসারে সোনার ফসল ফলবে। সামনের পূজো পেরোলেই অম্মানে আমি উৎসব লাগাবো।

প্রভাত হেসে বলে—তোমার এই ছোট বাড়িতে কুলুে হয়।

মা বলেন—স্বপ্ন দেখতে ছোট বাড়ি বাধা দেয় না। আয়, মা-কালীর প্রসাদটুকু নে দিকি।

হাত পেতে সন্দেশটুকু নিতে-নিতে প্রভাত বলে—তোমার ঐ কালীর মতো একটি মেয়ে জুটিয়ে দিতে পার ত' দেখ। আর লক্ষ্মী নয়, হু' একটি কালী পেলে দেশের হয় তো কালিমা ঘোচে।

রঙ্গমঞ্চে একা প্রভাত।

নিজের ছোট ঘরটিতে একা প্রভাত তার ভাঙা চেয়ারে চুপ করে বসে আছে,—সামনের কেরোসিন-কাঠের নড়বড়ে টেবিলের ওপর ছোট টাইম-পিস ঘড়িতে হু'টো বাজে—প্রভাতের চোখে ঘুম নেই।

জান্নাগুলি খোলা, কুষ্ণ-পক্ষের ফ্যাকাসে ছোয়াংনা মেঝের এক ধারে এলিয়ে পড়েছে। অস্থিরপদে খানিকটা পাইচারি কবে' প্রভাত আবার এসে চেয়ারে বসলো।

এক-এক করে' তিনটি বছর খসেছে, হিসাব করে দেখলো একহাজার পঁচানব্বুই দিন। দিগ্ধব্রু ছিন্ন কণ্ঠহার থেকে এতগুলি মুক্তো। প্র-ভাত তা ধুলায় ছড়িয়ে দিয়ে এসেছে, কুড়িয়ে বাধেনি। তিনটি বৎসরকে মিনিটে ভাগ করতে প্রভাত হাঁপিয়ে উঠলো,—এত-গুলি মুহূর্ত ধ'বে সে ববাবব নিশ্বাস নিয়েছে, ক্লান্তিতে থেমে পড়ে নি। তিন বছর পেরিয়ে এসে আবার ও চেনা আকাশের হাতছানি পেল। প্রভাত এতদিন বেঁচে ছিল কি কবে' ? এতদিন স্বচ্ছন্দচিত্তে নিশ্বাস গ্রহণ কবাবব ওর সামর্থ্য ছিল বলে' ও একেবারে অবাক হ'য়ে গেল। আনন্দে আত্মহত্যা কবা যায়—এমন কথা অবিশ্বি প্রভাত কোনো দিন শোনে নি, কিন্তু জগতে এমন ব্যাপাবও আজ সম্ভব হ'তে পারে। চেয়ার ছেড়ে উঠে প্রভাত জান্নায় এসে ফেঁদ দাঁড়ালো। আকাশের আরো বড়ো হওয়া উচিত ছিল, জীবনকে এত ক্ষণস্থায়ী করে' বিধাতাব সৃষ্টি-কৌশলেব এমন কি মযাদা হয়েছে।

প্রভাত ভাবছিলো এমনটি না হ'বেই যাব না। দিনেব আলোয় আকাশেব তাবা কতক্ষণ লুকিয়ে থাকবে—অন্ধকাবে আবার তাবা চোখ চেয়েছে। একমাত্র আশাই আকাশ উত্তীর্ণ হ'তে পারে—সেই আশা কি ধুলায় লুপ্তিত হবে ? বিচ্ছেদে প্রভাতেব নিশ্বাস নেই, সেই ছেদ শুব্ব ছন্দেবই কপাস্তব। এ যে ঘটবে প্রভাত জানতো, ভালো কবে'ই জানতো। না ঘটে'ই যে পাবে না। এ ঘটবে বলে'ই প্রভাত দুই হাতে এতগুলি দিন-রাত্রির উদ্বেল সমুদ্র সাঁত'বে এসেছে।

এই নিয়ে বোধ হয় তিরিশাব চিঠি পড়া হ'ল :

জলপাইগুড়ি

হাতের লেখা বদলাতে পারে কিন্তু আমি বলতে যাকে বৃষ্টি তা বদলায় নি। চিন্তে পাচ্ছ ত? তোমার সেই অশ্রু।

বহুদিন পূর্বে তোমার মনের যুক্রে আবার আমার ছায়া কেললাম। নিভুতে আমার আশাদের শুভদৃষ্টি হোক।

চিঠি লিখে নিগদ্য। পরে অনেক কথা আছে ইতি।

অম্পষ্টরূপে জানতো বটে আবার ডাক পড়বে, কিন্তু আজ কেন যে ইঠাৎ ডাক পড়লো সেই সমস্তারই সমাধান হচ্ছে না। প্রভাত ঘেমে উঠলো। তাবলো, যে-দিনই ডাকতো সেই দিনই এমনি চমকে উঠবার কারণ ঘটতো, আজকের বিশেষ কোনো উত্তরের জন্তে অধীর হওয়া নিতান্ত বোকামি! চক্রে ওপর পৃথিবীর ছায়া কতক্ষণ থাকে জ্যোতিবিদরা তা নিয়ে ঝাঁক কয়ক, — চাঁদও ঘুরছে, পৃথিবীও ঘুরছে। প্রভাত তর্ক করবে না, বিশ্বাস করবে।

রাইটিং প্যাড-এর খান পচিশ পাতা ছিঁড়ে প্রভাত শুধু এইটুকু লিখতে পারলো :

ভালো করে' চিন্তে পাচ্ছি না। তুমি আমার সেই অশ্রু।

ক্ষেরত ভাকেই চিঠি এলো :

তোমার সেই অশ্রু বটে কিন্তু গলানো অশ্রু নয়। একটু কঠিন, জমাট বরফের মতো। অশ্রু ঠাণ্ডা।

মনে হোল তুমি ভালো আছ। অনেক দিন কোনো খবর পাইনি—তাই চিঠি লিখতে ভাবি ভয় হচ্ছিল। আরো মনে হলো আমাকে একেবারে ভুলে যাও নি। আমি লিখিনি বলে তোমাকেও লিখতে হবে না—এ নিয়মটা ভাবি সত্য নিয়ম। আমি অত সত্যতা পছন্দ করি না। আমার নামে নিশ্চয়ই অনেক গুজব শুনেছ। ইন্সট্যান্টচারি করতে এলে অনেক আজন্ম গুজবের পসরা বইতে হয়। আমি আর বহুগে না ভাবছি, বেকবো।

বেগবো,—তোমার সঙ্গে। তুমি আমার এই চিঠি পেয়েই এখানে চলে আসবে। চাকরি করছ নাকি আজকাল? অত ছোট চিঠি লিখতে তোমাকে কে সাথার দিবা দিগেছিলো শুনি? যদি চাকরি থেকে ছুটি না পাও কাজে ইস্তফা দিয়ে আসবে। আমি এই তিন বছরে মন্দ টাকা জমাইনি। পুণ্যই খালি আমার বহন করার পক্ষ ভোগ করবে আর স্ত্রী-জাতিতে কুপাপাতী করে' রাখবে—এটা একটা বর্বর প্রথা। বন্ধুদের বেলার *divine right of sex* খাটে না, বুঝলে?

টাকার কথা শুনে এবারো যদি অপমানিত বোধ কর, তা হ'লে বুঝবে তোমার ছেলেরানি আজো ঘোচে নি। তুমি এখনো সেন্ট্রামেন্টাল যুগে বাস করছো। তিন বছরের অন্তর্দর্শনের একটা খুব ভালো স্বাস্থ্যকর টনিক। তুমি কি বল? আমার আমার পরস্পরকে নতুন করে' দেখবো—জলপাইগুড়ি স্টেশনের প্লাটফর্মে।

হ্যাঁ, ভালো কথা—এই প্রথম মন থেকে ভাড়াতে পাচ্ছি না, বিয়ে করনি ত' ? যদি বিয়ে করে থাক, তবে দিন করেকের জন্ত বোর সঙ্গে ধর্মঘট করে' এখানে হাওরা বদলে ধেরো। আর যদি ধর্মঘট করার অসুবিধা ঘটে, তোমার ধর্ম যা বলে তাই করো। এসো কিন্তু। কেমন? ইতি।

চিঠি পড়ে' প্রভাত লাফিয়ে উঠলো। জলপাইগুড়িটা কলকাতা থেকে তিন শো বারো মাইল দূরে কেন? মুহুর্তে মাইলের পর মাইল উড়ে' যাবার জন্ত মানুষের আয়ত্তাধীন কোনো যন্ত্র এতদিনে আবিস্কৃত

হওয়া উচিত ছিলো। স্নাইচ্ টিপলেই যেমন অতি-সহজে ইলেকট্রিক আলো জলে' ওঠে, তেমনি মনে করা মাত্রই প্রিয়ার সশরীর আবির্ভাবের কোনো একটা উপায় উদ্ভাবনের জন্তে কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছেন না কেন? মোট কথা, মালুয়েব একজোড়া পাখা থাকলে ভালো হ'ত, মিনিটে সে-পাখা তিন শো মাইল পার হ'য়ে যাবে।)

সত্যি, অশ্রুকে সে ভালো করে' মনেও কবতে পারছে না—সব কি-রকম ঝাপসা হ'য়ে আসে। তিন বছরের আগের অশ্রুকে কল্পনা করে' ওব তৃপ্তি হয় না, ও নতুন অশ্রুকে দেখতে চায়, অনাবিকৃত অশ্রুকে। নূতনতব উপলব্ধি আশায় প্রভাত ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো।

চিঠিটা জামাব পকেটে দুমড়ে রেখে তক্ষুনিই মা'বকাছে গেলো ছুটে। মা তখন রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে' ঝাঁট পেতে তবকারি কুটছিলেন। কাছে বসে' নাটু আলু নিয়ে লুফাব চেষ্টায় ব্যর্থ হ'য়ে আপন মনে খিল-খিল করে' হাসছে।

প্রভাত প্রসন্ন মুখে বললে—মা, আমি জলপাইগুড়ি যাচ্ছি।

মা প্রশ্ন করলেন—হঠাৎ?

প্রভাত মেঝের ওপর বসে' পড়লো। বললে—একটি বন্ধু ডেকেছে, মা।

মা'র আবার সন্দেহ করবার কারণ ঘটলো। বললেন—কে বন্ধু?

প্রভাত জবাব দিলে : তাকে তুমি চিনবে না, মা।

—কলেজের বন্ধু? ছেলেবেলার?

প্রভাত না বলে' পারলে না : বহু জন্মের। কথাটাকে ঠিক ব্যাখ্যা করা যাবে না, মা। মোটকথা, জলপাইগুড়ি আমাকে যেতে হ'বে। ভোমার অহুমতি চাই।

মা বললেন—আমার চেয়ে আফিসের অন্তিমতির দাম বেশি। ছুটি পাবি এ সময় ?

প্রভাত বলে' বস্‌লো : ছুটি যদি না পাই, চাকরিতে সেলাম ঠুকেই আমাকে ছুটতে হবে।

মা এবার বীতিমত ভয় পেলেন। বললেন—এমন তোঁর কে বন্ধু ? চাকবি দেবে ?

প্রভাত হেসে বললে—চাকরি কেড়ে নিয়ে বাউণ্ডুল কবে' ছাড়বে। আব চাকবি পোমাবে না, মা।

মা'ব তবকারি কোটা বন্ধ হ'য়ে গেল। বললেন—হেঁয়ালি রাখ্‌। কি ব্যাপাব খুলে' বল্‌।

প্রভাত গুঠা দমন কবে' অশাব চিঠিটা মা'র হাতে তুলে দিলো! চিঠি পড়ে' মা'ব মুখ গেল শুকিয়ে। চিঠিটা মুড়তে-মুড়তে বললেন—এ আমি পছন্দ কবি না। এ'ব জন্তে চাকরিতে জলাঞ্জলি দিয়ে সংসাব ফেলে উর্দা'খাসে ছুটতে হ'বে, এটা'ব মধ্যে যে অসংযম আছে তাকে আমি গুণা কবি। তোঁর মুখ দিয়ে এমন কথা বেকলো কি কবে' ?

প্রভাতের এবার লজ্জা করতে লাগলো। বললে—আচ্ছা, আফিসে একটা দবখাস্ত ববে' দিচ্ছি—আত্রই। যদি ছুটি না মেলে ? তবে আমাকে এথেনেই চুপ করে' বসে' থাকতে হ'বে ? এতটা সংযমই কি ভালো ?

মা কি বলতে যাচ্ছিলেন, প্রভাত বাধা দিয়ে বললে, -তোমার উপদেশের উপকারিতা সম্বন্ধে আমি সন্দেহান নই, চাকবি বাঁচিয়ে রেখেই আমি কলকাতা থেকে পা বাড়াবাব চেষ্টা করবো, কিন্তু যদি ফস্কে যায়, যাবে। জলপাইগুড়ি যাবো মানে, আমার দিন কয়েক অস্থখ করবে—ছুটি পাবো বোধ হয়। যদি নাই পাই, তোমাকে

জানিয়ে রাখা ভালো মনে করে' চিঠিটা আর লুকোলাম না। জীবনে মানুষ দু'টি নারীর আশ্রয় পায়—এক মা, আর প্রিয়া। তুমিও আমার বন্ধু, মা। এ আনন্দ তোমার কাছ থেকে লুণ্ঠিয়ে রাখি কি করে' ?

মা ফর্ট করে' বলে' বসলেন—কিন্তু অশ্রু তোকে বিয়ে করবে ?

—কথাটাকে পাল্টে বল মা, তুই কি অশ্রুকে বিয়ে করবি ? সে সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত আজ তোমাকে জানালে তুমি ভীষণ চমকে উঠবে ; সে-সিদ্ধান্তটা আমারো নবলব্ধ। পরে তোমাকে জানাবো, মা ; নিশ্চয়। বিয়েটাকেই নরনারীর সম্পর্কের চরম পরিণতি মনে করে' আশ্রয়বঞ্চনার দিন চলে' গেছে। বিয়ের চেয়ে বন্ধুতাটাই বড়ো জিনিস।

—কিন্তু সে-বন্ধুতা টিকলে হয় !

—যদি না টেকে, তবে তাকে রঙীন স্মৃতি দিয়ে বেঁধে আটকে রাখা যায় না, মা। পেয়ে হারানোর চেয়ে হারিয়ে পাওয়া ঢের ভালো।

মা মুখ ভার করে' বললেন—কিন্তু যে-মেয়েটিকে আমি ঘরের বউ করব বলে' ঠিক করে' রেখেছি তাকে তুই কিছুতেই ফেলতে পারবি না, প্রভাত। এ-সব ইতচ্ছাড়া প্রেমে সফল হয় না কোনো দিন।

—সফলের জগ্রে তো সেই অস্ত্রান-তক বনে' থাকতে হবে। তার আগে পূজো। একটা লম্বা ছুটির দরখাস্ত করে' দি। কিছু পাওনাও হয় ত' আছে। তিনটি প্রাণীর জগ্রে দরকার হ'লে আর একটা ছোট-খাটো চাকরি বাগিয়ে নেওয়া যাবে হয় ত'। কিন্তু শুভদিন মানুষের ভাগ্যে ঝাঁকে-ঝাঁকে আসে না, মা। সময়ের চূলের ঝুঁটি আঁকড়ে ধরা চাই। বলে' প্রভাত বেরিয়ে গেলো।

মা তক্ষুনি মনে মনে ছেলের শুভবুদ্ধির জগ্রে মা-কালীর কাছে মানত করলেন।

ঘরে গিয়ে প্রভাত কালি-কলম নিয়ে বসলো। চিঠিটা হলো এইরূপ :
আফিসে বরখাস্ত করে দিলাম। শনি, রবি নিয়ে সম্প্রতি তিন দিনের ছুটি পাবো
মনে হচ্ছে। তিন বছরের পর তিন দিন যথেষ্ট নয়, জানি। কিন্তু কোনো মেয়ের
জন্তে চাকরিতে ইন্তুকা দিবে আসার সেক্টিমেন্টাল্ বৃগ্ণ আমরা পেরিয়ে এসেছি।
মোস্তাফাবশতই বলতে হবে। কেন না বহুতা টেসে গেলেও চাকরিটা টেকে
পারবে। অল্পসমস্তার দিনে সেটা কম কথা নয়।

মোটকথা, শুক্রবার ভোরে স'পাঁটায় সমস্ত স্টেশনে থেকো। যদি একান্তই ছুটি
না পাওয়া যায়, টেলি কবাব। কিন্তু, পারবো কি না গিয়ে? যা সংবন্ধ অভ্যাস
করতে বসেছেন, তিন বছরের সংবন্ধ কি যথেষ্ট নয়? অশ্রু কি বলেন? উত্তি।

নাটুর মাথায় হাত বুলিয়ে প্রভাত মা'র পায়ের ধুলো নিলে। বাঁ
বগলে ছোট বেডিং ও ডান হাতে স্ট্রটেকশ নিয়ে প্রভাত তিন-নম্বর
বাস্ ধরতে বেরিয়ে পড়লো।

মা নাটুকে নিয়ে শুতে এলেন। সারা রাত তাঁর চোখে ঘুম এলো
না,—দুশ্চিন্তায় মন তাঁর ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছে। তবু ভাগ্যিস,
তিন দিন ছুটি পাওয়া গেছে। সোমবার সকালেই যে প্রভাতের ফিরে
আসা চাই এ বিষয়ে তিনি মাথাব কিরে দিয়ে দিয়েছেন,—প্রভাত তা
খেলাপ করবে না। এতদূর অধঃপতন তাঁর হবে না হয় ত',—কিন্তু
বলা কি যায়? বালুচরে পা আটকে যেতে কতক্ষণ?

যে-মেয়ে বিধেব সভা থেকে লুকিয়ে বেরিয়ে পড়তে পাবে তাকে
তিনি পুত্রবধূরূপে কল্পনা কবে' সুখ পান না। তিনি ত' আব জানেন
না সেই মেয়ে কিসের জন্মে বেবিয়ে এসেছিল। জানলেও হয় ত' ক্ষমা
করতেন না, কেন না এত বড় বিদ্রোহাচরণের মধ্যো সাহসের চেয়ে
নির্লজ্জতাই প্রকাশ পেয়েছিলো বেশি। অশ্রু'ব পবিত্র তাই তাঁর
মুখের ওপর তাদের বাড়ির সদর দরজা বন্ধ কবে' দিয়েছে—ও আজ
পথচারিণী, মাথায় গুর কলঙ্কের কুলো; এই মেয়ে' জন্মেই ছেলে তাঁর
বেহেড্ হ'য়ে ছুটে গেলো ভাবতে মা চোখের জলে বালিশ ভেজাতে
লাগলেন।

কিন্তু এ কয় দিনে প্রভাতের চেহারা এত সুন্দর ও মতেজ হ'য়ে
উঠেছে—ওর মুখে দীপ্তি, কাজে-কর্মে উৎসাহ—ছেলেকে এমন প্রসন্ন
তিনি আর দেখেন নি আগে। মরা শাখায় নতুন পাতা গজিয়েছে।
প্রভাত যেন একটা দিন সেতারের তারের মতো বেজেছে—হাতে গুর
স্পর্শমাণ! বিধাতা মানুষকে খুসি করেন, কিন্তু এমন সর্বস্বান্ত হ'বার
লোভ দেখিয়ে কেন? বিস্তৃত না এলে কি পরিপূর্ণ মুক্তি নেই?

মা তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা—এই আঙুল দুটিকে তুলে ধরে' নাটুকে বললেন—একটা আঙুল ধর ত', নাটু।

মধ্যমা ধরলেই প্রভাত শুভেলাভে সোমবার ভোরে কিরে আসবে, নচেৎ—তর্জনী-সম্বন্ধে কিছুই তিনি ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। অন্ধ ছেলে মা'র হাতখানি অনুভব করে' করে' আঙুল তুলবার জ্ঞে মূঠি মেললো। মা তাঁর নিজেরই অজ্ঞানতে মধ্যমাটি নাটুর প্রসারিত কবতলে ধীনে এনে স্পর্শ করালেন বোধ হয়। নাটু নিবিড় করে' তাই মূঠি চেপে ধবলো! স্বস্তিতে মা'র বুক ভরে' গেলো। এবারে ঘুমোবার জ্ঞে চোখ বোজা যাবে।

দার্জিলিং মেইল ত' ছাড়লো। বারাকপুরের পর স্পিড্ দিয়েছে।

ইন্টার ক্লাসের টিকিট। প্রভাত ভেবেছিলো কোনো রকমে একটু জায়গা করে' সতরঞ্চিটা পেতে লম্বা হ'য়ে পড়বে। একেবারে পার্বতী-পুরে গিয়ে. জাগ'বে—টাইম্-টেবিল্ মিলিয়ে দেখলো তখনো বেশ অঙ্ককার থাকবে, বাড়িতে হ'লে ডি লা. মেয়ারের কবিতা পড়তো; কিন্তু ট্রেনে এর পর আর ও চোখের পাতা এক করতে পারবে না—জানলা দিয়ে সুদূরবিস্তীর্ণ মাঠের দিকে চেয়ে থাকবে। ওর চোখের লামনে আস্তে-আস্তে অঙ্ককারের পর্দা উঠে যাবে ওর চোখের সামনে আকাশ উন্মাদিত হ'য়ে—ভাবতে ওর রোমাঞ্চ হচ্ছিল। ট্রেনে বসে' শেষ রাত্রিটুকু জাগার মতো সুখ নেই।

একে আর ভিড বলে না,—প্রভাত সতরঞ্চি পাত'ল। গাড়ি ছাড়তেই শুয়ে পড়লো। কিন্তু না আছে দার্জিলিং মেইল-এর স্পিড্, না আসে ঘুম। ঘুম না এলে ও মনে-মনে অনেক আজগুবি ছবি ঝাঁকে, হয়ত' পুর্বীর সমুদ্র সাঁতাবে যাচ্ছে, হয়ত' মোহনবাগানের হ'বে সতেরো মিনিটে সাতটা গোল স্কোব্ কব্লে, হয় ত' বা বিনেতেব কোয়েকাব্ সোসাইটি ওকে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রণ কবে' প্যাসেজ পাঠিয়ে দিয়েছে, ও সমুদ্র দিয়ে নয়, ওভারল্যান্ড-এ দেশ দেখতে-দেখতে বওনা হ'ল—বোঙ্গাদেই আটকা পড়ে গেলো বুঝি, যদি যেতে হয় ট্রেনে নয়, উডো জাহাজে যাবে এবার। কিন্তু আজ 'মনের মতবে যার ছায়া পড়েছে' কোনো আঁচড টেনেই তাকে আডাল করা গেল না। মুখিল। ট্রেনের আস্তে চলাটাও কখনো কখনো হার্টের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। অতএব গাড়ির শেকল টেনে দেওয়া উচিত। থামবার জন্তে নয়, চলবার জন্তে।

প্রভাত উঠে বসলো। এক যুগ কাটিয়ে এসে এতক্ষণে। কি না .রানাদাট। আকাশে মেঘ করেছে বুঝি। বৃষ্টি হ'লে মন্দ হয় না,

বৃষ্টি থামবার আশায় কান পেতে থেকে কতক্ষণ কাটিয়ে দেওয়া যায় তা হ'লে। বৃষ্টি তো এক সময়ে থামবেই। সঙ্গে একটা বই বা খবরের কাগজ পর্যন্ত আনেনি যে পড়বে। কী-ই বা পড়তো? একটা ছবির বই আনলে মন্দ হ'ত না, কিংবা যোগাড় করে' কোনো pornography। মনোযোগ আটতে থাকতো হয় ত'। যাক্ গে, পাশের ভদ্র-লোকের সঙ্গে আলাপ করা যাক :

—কদুর যাচ্ছেন?

—রংপুর। পার্বতীপুরে গাড়ি বদল করতে হবে। হাদ্বাম, মশাই। শেষ রাতেই ঘুমটা চেয়ে আসে। পড়ি ঘুমিয়ে, পার্বতীপুর পার হ'য়ে যাক। টিকিট ছিল সেকেণ্ড ক্লাসের—ভেবেছিলাম গার্ডকে পার্বতীপুরে জাগিয়ে দেবার কথা বলে' নবাবি করে' একটু ঘুমব, কিন্তু শালারা একটা বেকিংও খালি রাখেনি। টিকিট বদলাবারো সময় হ'ল না। একেই বলে ভাগ্য, মশাই। টাকাও গেল, টাকাও ঢাকলো না।

—বার্থ, আগে রিজার্ভ করেন নি কেন?

—এই দুর্ভোগ সহিতে। দূব থেকেই ভোগ করছি আর কি! এখন পৌছতে পারলে হয়। পেছনে শনি বেশ শানিয়েছেন বুঝলাম। ট্রেনে এখন কলিশান না হ'লে বাঁচি!

প্রভাত চমকে উঠলো। সত্যিই ত', যদি দুর্জয় ধাক্কা লেগে দার্জিলিং মেইল্ খান্ খান্ হ'য়ে যায়! এতে আশ্চর্য হবার ত' কিছুই নেই,—হামেসাত ত' হচ্ছে। ঢাকা মেইল উন্টোল, গয়া এক্সপ্রেস্ এক্সা হ'য়ে গেল। প্রভাত আরেকটু হ'লে চেষ্টায়ে উঠেছিল আর কি! কিন্তু না, দার্জিলিং মেইল্ এত দুর্বল হবে না। কে জানে? টাই-টানিকো তলিয়ে গেছে। ও যদি আজ মরে' যায়—এর চোখের সামনে আকাশ যদি আজ আর আত্মপ্রকাশ না করে—কি হয় তা হ'লে?

ও আকাশের ওপারে চলে' গিয়ে অশকে অশ্রু-সমুদ্রের পার থেকে লুট ক'রে নিয়ে যাবে। অলিভাব্ লজ্-এর ওপর ওর আস্থা আছে। অত কথায় কাজ কি? জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ঈশ্বরের কাছে আজকের রাতের জীবনটুকুর জন্তে ভিক্ষা চাটলে এমন কি অপমান হবে? ঈশ্বব নাই বা থাকলেন, তাব জন্তে একটু প্রার্থনা করলেই কি গঙ্গার জল শুকিয়ে উঠবে? সত্যি কথা বলতে কি, ওর প্রত্যাহের ভূগোলে অস্ট্রেলিয়া বলে'ও ত' কোনো দেশ নেই। তাই বলে' মনে-মনে সে দেশ বেড়িয়ে এলে ওকে মারে কে শুনি?

বসে', শুয়ে, স্টেশনে খাবাব খেয়ে, সিগারেট ফুঁকে, মনে-মনে আঁক করে', যাত্রীদেব চেহারা দেখে-দেখে তাদেব মনেব অবস্থা আন্দাজ করে'-কবে' (একটি যাত্রীও প্রেম পড়ে নি) প্রভাত কোনোরকমে রাত প্রায় কাবাব কবে' এনেছে। দার্জিলিং মেইল্ বেসামাল হয় নি যা হোক। আকাশে আলোব ছোঁয়াচ লাগলো বুঝি। দু'একটা করে' পাখি উডতে শুরু কবেছে। ফুৎফুৎ তাদেব পাখা। ঘুমো আকাশেব চোখ। বৃষ্টি না হ'য়ে ভালোই হয়েছে। ঝঞ্জেটে। হয় ত' ঠিক সময়ে অশ্রু এসে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছতে পাবতো না। আকাশেব রসিকতা করাব একটা সময়-অসময় আছে। ঘোড়াব গাড়ির গাড়োয়ানদের অযথা কষ্ট হতো।

মাইল্-পোস্ট-এর দিকে তাকিয়ে দেখলো জলপাইগুড়ি পৌঁছতে আব মোটে সাত মাইল বাকি। এবার স্বচ্ছন্দে দার্জিলিং মেইল্ ডিরেইল্ড্ হ'তে পাবে,—প্রভাত সাত মাইল পায়েই মেরে দিতে পারবে খুব। গ্রে স্ট্রিট এর মোড় থেকে ও হাজরা রোড্ পযন্ত অনেক হেঁটেছে, অনেক। কিন্তু না, দার্জিলিং মেইল্ বেশ ভদ্র। বাধ্য ছেলেটিব মতো জুড়জুড় করে' এগিয়ে চলেছে। হ্যাঁ, আর দুই কদম। এঞ্জিনের

ফুঁ-টা আরো জোরে হওয়া উচিত ছিল। জলপাইগুড়িটা যেন কিছু নয়!

আঃ! ফিলিপ সিড্‌নির হাত থেকে জলের গ্লাস পেয়ে মুম্বু' দৈনিক এর চেয়ে বেশি আরাম পাষনি। প্রভাত তাড়াতাড়ি বিছানাটা গুটিয়ে নিলে। ভগবান নেই এমন কথা যদি এখন কেউ বলতে আসে, প্রভাত তার সঙ্গে আদপেই তর্ক না করে' একটা ঘুসি মেয়ে বসবে হয় ত', কিন্তু তারো কাজ নেই—গোলমাল বাধতে পারে। তার চেয়ে সোজাছজি নেমে পড়াই ভালো। ট্রেনটা থামুক। চলন্ত ট্রাম থেকে নামবার ওণ অভ্যাস আছে। কিন্তু চলন্ত ট্রেন থেকে নামবার কোনো মানে নেই,—প্র্যাটফর্ম পালিয়ে যাচ্ছে না। আবে মশাই, দাঁড়াব কাছে মান-পত্তর নিয়ে এত ভিড করলে কি চলে? সমস্ত দিন ধরে' আপনিই নামবেন নাকি? আচ্ছা ভ্রলোক ত'!

প্র্যাটফর্ম। তা হ'লে নামা গেল! দাজিলিং মেইল-এর জন্তে অব ভাবনা নেই। পাতালে যাক। প্রভাত পা বাড়ালো।

কে যেন এগিয়ে আসছে। মেয়ে নিশ্চয়ই। প্রভাতের ততটুকু দৃষ্টিশক্তি আছে। নেহাৎই বাঙালি হ'বে জন্মেছে, নইলে প্রভাত নিশ্চয় নাম বেরে' ডেকে উঠতো। অনর্থক লোকদের হকচকিয়ে দিয়ে লাভ নেই। এখন অঙ্ককারো ছুবিবে গেছে। কণ্ঠস্বরটা নিশ্চয়ই সঙ্গত হত না।

ইয়া, অশ্রুই বটে। প্রভাত ঠিক চিন্তে পেরেছে, নিশ্চয়ই। চেহারাটা একটু ভালো হয়েছে মনে হচ্ছে; ভালো হয়েছে মানে অল্প একটু মোটা হয়েছে। বিয়ে না হ'য়ে বাঙালি মেয়ের স্বাস্থ্য ফেরার দৃষ্টান্ত দেখে প্রভাত মনে মনে খুশি হ'য়ে উঠলো। মাঝে ওর কানে একটা উড়ো খবর এসেছিল যে অশ্রুর ফুসফুসের ফেসে যাবার সম্ভাবনা হয়েছে,—কথাটায় কান দিলেও প্রাধান্য দেয়নি, কারণ অশ্রুর আহ্বান যে কোনকালে ফের শ্রুত হ'বে এ-ধারণা তখন ছিলো না। ফলাফল জানবার জন্তে তাই সে উৎসুক হয়নি। এই মোটা হওয়াটুকু হব ত' সেই 'অটো ভ্যাক্সিন'-এর—ঠিক ফল নয়, ফল!

বহরে বেড়েই যদি থেমে পড়ত তা হ'লে পিপের মতো গড়গড়িয়ে গড়িয়ে দেওয়া যেত হয় ত'। কিন্তু না; মাথায়ো অশ্রু বেশ ঢাঙা হয়েছে। মাসের কিনারা বেয়ে উপচে-পড়া উচ্ছ্বসিত স্রাব ফেনাব মতো অশ্রুর যৌবন,—উদার অঞ্জলি-উৎসারিত আলোর নিবেদনের মতো। কথাটাকে ছোট করে' বলা যেতে পারে—একটা কনকটাপা, উগ্র, উজ্জ্বল, মদির! এত রূপ যেন আর কোন দিন দেখেনি—ঝড়ে নয়, সমুদ্রে নয়, মৃত্যুর সুগভীর আবির্ভাবেও নয়। জীবনে যেন জোয়ার ডেকেছে। দুই চোখে এতরূপ যেন কুলিয়ে উঠছে না। প্রভাত যেন তার চোখের সামনে অরোরা-কে দেখছে। ও পা বাড়ালো।

পায়ে গ্রিশিয়ান স্ট্রাওল, এবং পায়ের পাতা থেকে সূর্য কণে' আটপোরে চওড়া-পাড়া শাড়িটি দেহবল্লরীকে বস্ত্রভ্রমের মতোই আবেশন করে' উঠে গেছে, মাথায় ছোট একটুখানি ঘোমটা, হেয়ার পিন্ দিয়ে ঝাটা নয়। অতএব এগিয়ে আসতে গিয়ে ঘোমটা গেল খসে, এবং সেটা ফের "ভুলতে গিয়ে খোঁপার ওপর বেকায়দায় হাতটা লাগতেই খোঁপাটা কাঁধ বেয়ে পিঠের ওপর ভেঙে পড়লো। চুলে অশ্রু

কি তেল মাখে? এত ঘন এত পুঞ্জিত হ'ল কি করে? আচ্ছা শিঙলুড্ হ'লে অশ্রুকে কেমন মানাবে? ঠোঁটে তার জন্তো লিপস্টিক দেওয়া চলবে না! অশ্রুর ঠোঁট দুটি ভারি হ'য়ে ভালই হয়েছে। মেয়েদের পাতলা ঠোঁট ব্যক্তিত্ব-বাক্যক নয়। নিশ্চয়ই অশ্রুর আজ ঘুন থেকে জাগতে দেরি হয়েছে, তাই শাড়িটা তাড়াতাড়ি বদলে আসতে পারে নি। মুখের উপর ঘুমের যে মলিনতাটুকু লেগে আছে তা ঘুমেরই মতো সুন্দর।

দু'জনে এগিয়ে আসতে লাগলো। ওদের ডান হাত দু'টোতে কখন যে ককটেইন্ হ'য়ে গেল কেউই ঠিক ঠাওরাতে পারলো না! দু'টি দেহ যেন নদীর সেতুর দুই পারের স্তম্ভের মতোই অবিচলিত পইলো—বীণার মতো ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো না যা হোক। কারণ হয়ত' এই যে, ওনা যেন এমনি পরস্পরের স্পর্শলাভের অভ্যাসে এখানে এগুন অসাড় হ'য়ে গেছে। সত্যিকারের কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায় বেশিক্ষণ হাতে হাত ঠেকিয়ে থাকা যায় না। ভীষণ ভিড, লোকের তত নয়—চোখের।

অশ্রু কথা বলতে পারলো: এই তোমার জিনিস? চল।

প্রভাত অশ্রুর চোখের দিকে তাকিয়ে বললো—কোথায়?

—আমার হাতে স্টকেস্টা দাও। আপাতত একটা ঘোড়াব গাড়িতে ত' গিয়ে উঠি,—যাবার জায়গা আছে।

প্রভাত স্টকেস্টা ছাড়লো না। বললে—এটুকু তার বইবার আমার ক্ষমতা আছে। চল।

গাড়িতে উঠবার আগে পা-দানিতে পা রেখে অশ্রু একটু পিছন ফিরে বললে—স্টকেস্টা আমার হাতে দিলেই ভালো করতে, কেননা রাজ্যি শুক্কু লোক আমার দিকে এমন ভাবে চাইছিলো যে তোষাধ

সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যেন কত সন্দেহের! এই সব লোকগুলোব ফাঁসি হয় না কেন?

প্রভাতদেখলো কথা বলতে ওর রীতিমত অসুবিধে হচ্ছে। স্বায়ুগুলো হঠাৎ যেন নিশ্বেজ হ'য়ে পড়লো। ট্রেনেই রোজকার মত মূল্য আর কতকগুলি 'ফিগার' করে' এলে পারতো। এত অবসর লাগবার ত' কথা নয়! সমস্ত রাত্রি ধবে' যে-জিভে ওর কথার সুড়সুড়ির শব্দ ছিল না সে-জিভ হঠাৎ মরে' শুকিয়ে গেল নাকি? এত টোঁক গিলবার অভ্যেস ওর কোনো কালে ছিলো না বলে'ই ত' মনে হচ্ছে।

প্রভাতের মুণোমুখি বসে' অশ্রু বুল্লে—পাশে বসলে কথা বলায় অসুবিধা হবে। তারপর দুই চোখে একটি কমনীয় কৌতুক নিয়ে শুধালো: তারপর?

প্রভাত পা দুটো একটু ছড়িয়ে, বুকটা সামান্য একটু ফুলিয়ে স্বায়ুগুলোকে শাসন করলে; বুল্লে—তারপর আর কি? জলপাইগুড়ি চলে' এলাম। এখন জল পাই তবেই হয়।

অশ্রুর দাঁত দেখা গেল। প্রভাত মুক্তো কোনো দিন দিখেনি, তা' তাবলে সারি সারি মুক্তো অমন হ'লে তার অমর্যাদা হ'বে না। বুল্লে, —জল না পাও, জলপাই পাবে। দাঁত যাবে টোঁকে।

প্রভাত। সে-জলনা ক'রেই ত' এসেছি।

অশ্রু। দাঁড়াও, দেখি আব হয় কি না। (ভাবিয়া) হয় না, না হোক, (খামিয়া) তারপর, আছ বেশ?

প্রভাত। ছিলাম বেশ। এখন কেমন যেন ফুলিয়ে উঠছি।

অশ্রু। কেন?

প্রভাত। তাই যদি জানতাম ত' ছুটি না পেয়েও ছুটে আসতাম না।

অশ্রু। ছুটি পাও নি? কি হবে তবে?

প্রভাত। কি আবার হবে? আমাব অসুখ করতে পারে না?
(একটু হাসিয়া) আমার অসুখই ত' কবেছে।

অশ্র। (চমকিত) অসুখ?

প্রভাত। (দিবি কইতে পারছে) অসুখ ছাড়া আর কি! নইলে
সুস্থ থাকলে কেউ এমনি হস্তদন্ত হ'য়ে ছুটে আনে নাকি?

অশ্র। (গম্ভীর) কথাটা কিবিয়ে নাও, নইলে কথা কইবো না।

প্রভাত। এও ওপন আবার যদি কথা না কও, তা হ'লে দয়া করে'
কোচোবানকে গাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে বল। হাসপাতাল
থেকে পলে একেবারে পাতালে।

অশ্র খিলখিল করে' হেসে উঠলো। পলে গম্ভীর হ'বার ভান
কবে' বললে—কালট তোমাকে কল্কাতাব কিনে যেতে হ'বে।

প্রভাত। কালট এটা বলি, তাই তোমাব এ কথায় আশ্চর্য
হ'লে শোনে কে? শুনেছি আজ বাত্রেই একটা ট্রেন আছে। যাবার
নমব নিশ্চয়ই এবাব ঘুমতে পাব।

অশ্র। তোমাব সাবা বাস্তা ঘুম হবনি? কাল রাতে ভারি গরম
ছিলো, না?

প্রভাত। তাই তোমাবো ঘুম হয় নি মনে হচ্ছে।

অশ্র। না, তা কি আব হয়েছে? ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই ত' চেহারা
কিবিয়ে দিলাম।

প্রভাত। এবাব আমাকেও ঘুমোবাব জগ্রে ফিরিয়ে দাও।

অশ্র। আহা! তোমাব সঙ্গে as if আমাব কোনো কথা নেই!

প্রভাত। আছে নাকি? কতটুকু সময় লাগবে? বলেই
ফেল না।

অশ্র। ঐ ত বললাম: তারপর?

প্রভাত। 'তারপর'-এর কোনো উত্তর হয় ?

অশ্র। উত্তর যদি কিছু না-ই হয় চুপ কবে' থাকো। মাথায় অতোগুলো চুল দেখেছ কেন ?

প্রভাত। তুমি বেখেছ কেন ? সতি, তোমাকে যে কী সুন্দর দেখাচ্ছে !

অশ্র। আর গৌফ জোড়া নিমূল কবে' তুমি যে কী অপকণ হুদেছ বাদরের মতো—

প্রভাত। আমার অপমান বোধ করা উচিত কিনা, তুমি বল তোমাকে চামচিকে বললে তুমি চিম্টি কেটে দেবে না ?

অশ্র। (অস্থমনঙ্গ) দেব ত', কিন্তু এসে পড়লো যে। তুমি এখানে না'। এটা ডাক-বাংলো। সঙ্গে টাকা আছে ত' ?

গাড়ি থামতেই প্রভাত নেমে পড়লো। ডাক-বাংলোর বেয়ারা এসে জিনিস দুটো ভেতবে নিয়ে গেলো। অশ্র গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে বললো,—বিকলে আসবে।। দুপবে একটু ঘুমিয়ে নিয়ো কিন্তু। আমি আগে থেকেই এখানে সব বন্দোবস্ত কবে' বেখেছি—তোমান ডাকতে হ'বে না।

গাড়োয়ানকে গাড়ি-ভাড়াটা দেওয়া সম্ভব হ'বে কিনা প্রভাতকে ভাববার অবকাশ না দিয়েই গাড়ির চাকা চাকটে ঘুরে গেলো।

সেই গাড়ি ক'রেই অশ্র তার স্থলব কোয়ার্টারে ফিরে এলো ভাড়া চুকিয়ে ভেতবে বারান্দায় ঢুকেই দেখলে বুলু (আরেকটি শিক্ষয়িত্রী) মুখে টুথ-ব্রাশ ঢুকিয়ে এক-মুখ ফেনা করে' কেলেছে। অশ্র ছুটে এসে এমন বেগে তাব গলা জড়িয়ে ধরলে যে কতগুলি কেনা বুলুর গিলে ফেলতে হ'লো। অশ্র প্রায় চোঁচিয়ে উঠলো : সে এসেছে।

বুলু নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা ক'রে বললে—ছাড়, বাবুসি।
কে এলো ?

আলিহন একটু শিথিল করে' অশ্রু কানে-কানে বললে—আমার
রাজপুত্র ।

—তা হ'লে বন্দীদশা ঘুচলো নাকি ? এই তিন বছর মাষ্টারি করে'
বি-এ পাশ করে' এখন বুঝি বিয়ে করে' বয়ে' যাবার সখ হয়েছে ।
হ'বে কবে শুনি ?

অশ্রু বুলু গাল টিপে দিয়ে বললে—যমের বাড়ি গিয়ে ।

বুলু বললে—বি-এ পাশ করে' সবাই এম-এ-ই পড়ে শুনেছি । কেউ
কেউ দেখছি প্রেমে-ও পড়ে । যাদ্বিন তো কৈ শুনতে পাইনি ।

—তোকে শোনাবার জগ্রে আমার যেন ঘুম হচ্ছিল না । কাল
সাবা বাত আমার বে ঘুম হয়নি, তা অবিশি অগ্ন্য কারণে ।

—কি কারণ ?

—সভয়ে বলবো, না নির্ভয়ে ?

—সভয়ে ।

—তা হ'লে বলি রাত বারোটা পর্যন্ত একজামিনের কাগজ দেখেছি—
বারোটার পর থেকেই আমি নির্ভয়, বুলু । তারপর আর ঘুম আসেনি ।
বই পড়বার জন্য টেবিলে বসতে গিয়ে ভুল করে' জানুয়ার এসে পাড়লাম ।
জানলা থেকে এঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা যায় ।

—রাজপুত্রকে কোথায় সিংহাসন দিলি ?

—ডাক-বাংলোয় । হৃদয়ে বলতে পারতাম বটে, কিন্তু সেটা তোমার
প্রশ্নের ঠিক স্বাভাবিক উত্তর হ'ত না । চা-র জল চাপিয়েছিলাম ? চা
খেয়েই ঘুম দেবো লম্বা । জাগাস্ নি পোড়ারমুখি ।

ব'লেই অশ্রু অন্তহিত হ'লো ।

অশ্রু জীবনের আজকের এই ছোট দিনটুকু নিয়েই একটা প্রকাণ্ড উপন্যাস লেখা চলে—জেইম্‌স্‌ জয়েস যেমন *Ulysses* লিখেছে। একটা দিন—অর্থাৎ সকাল আটটা থেকে রাত তিনটে পর্যন্ত (ঠিক পুরো একটা দিনো নয়)—তাই নিয়ে সাত শো বত্রিশ পৃষ্ঠার বিচিত্র উপন্যাস! অশ্রু এত ধীরে ধীরে গত রাত্রি যাপন করেছে যে তার প্রতিটি নিশ্বাস-পতন নিয়ে একেকটা পরিচ্ছেদ হ’তে পারে! সেই রাত্রি নিয়ে উপন্যাস লিখতে গেলে অশ্রুর একটা জীবনে প্রবেশই না।

অশ্রু *Ulysses*-এর সেই রুম্‌-এর কথা হঠাৎ ভাবতে বসলো। রুম্‌ জাতিতে জু, ভাবলিনের একটি সাদাসিধে কেরানি—ব্যাঙ্কে কাজ করে বোধ হয়। রুম্‌ ঘুম থেকে ওঠে; শোবার ঘরে বিছানার ওপর তার স্ত্রী মলি-কে অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় ফেলে বেগে বাম্বাঘরে ঢোকে, সেখান থেকে বড়ো-হলুটায়; সেখানে বসে’ একটা পুরোনো খবরের কাগজ পড়ে; এবং প্রাতঃকৃত্য শেষ করতে-করতে নিজের ভবিষ্যৎ সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা চালায়। অদ্ভুত লোক! তারপর মাংসের দোকানে গিয়ে ‘কিছু’ কেনে, একটা ঝি লেগে কামমোহিত হয়। তারপর বাড়ি এসে ‘কিছু’টা নিজেই ভাজে; ওপরে স্ত্রীর কাছে খাবার নিয়ে যায়। তার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টায় অনেকটা সময় হেলাফেলা করে,—নিচে মাংস-পোড়ান গন্ধ পেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় ফের বাম্বাঘরে। এই সব। তারপর ফের রাস্তায়; আনের দোকানে; শবাস্তগমন-মিছিলে; একটা খবরের কাগজের আপিসে; একটা রেস্তুরেটে; লাইব্রেরিতে; মদেন হোটেলে; সমুদ্রের পারে; হাসপাতালে; বেঞ্চালয়ে—(সেখানে রুম্‌ থাকে অনেকক্ষণ—ইউলিসিসও *Circe*-র গুহায় অনেক দিন ছিল, না?) সেখানে মদ খেয়ে শ্রান্ত হ’য়ে সে স্টিফেন্‌ ডেভ্‌লান্স-এর সঙ্গে বাড়ি ফিরে আসে।

গল্পের শেষ ভাগের কথা ভাবতে গিয়ে লজ্জায় অশ্রুর গা কাঁটা দিয়ে উঠলো। ব্যাপারটা কিছু নয়,—অতি সামান্যই; ব্রুন্-এর স্ত্রী মলি স্বামীর কাছে শুতে যাচ্ছে! ওটা জয়েন্স না লিখলেও পারতো। কিন্তু কেনই বা লিখবে না?

শুনেছে বইটা নাকি অল্লীল। হবে ও বা। অশ্রু অবিশ্রি এক নিশ্বাসে পড়তে পারেনি, কিন্তু ছাড়তেও পারেনি। কোনো বিষয় বিষয়-হিসেবেই যে কী করে' অল্লীল হ'তে পারে অশ্রু তা কিছুতেই বোঝে না। এ নিয়ে ও কত তর্ক করেছে—প্রাথমিক প্রথাগুলোকে বন্ধুদের মন থেকে ছিঁড়তে পারেনি। যা কিছু দোষ হ'তে পারে স্টাইলের বা লিখনভঙ্গীর। *Ulysses* কে সে কাবণে নির্বাসিত করলে অশ্রুর দুঃখ হ'ত না। অথ ঘে-কারণে লওনে ও নিউইয়র্কে *Ulysses*-এর লালন। হয়েছে সে-কাবণটাকে উপহাস করতে পারলে মাত্রাতির উপকারট হ'তো। মাত্রার মদ্য আছে আত্মা আছে বলতে পার, কিন্তু শরীর আছে বলতে পারে না। পেতে পাবনে, ঘুমুতে পারবে, কিন্তু আসঙ্ক-লিপ্সার বেলায় শুধু মুখ বুজলেই চলবে না, দস্তুরমতো জিভ কাটতে হ'বে। বার্ণার্ড শ-ব মতো জিভ বার করে' ভ্যাঙচাবার যো নেই। অস্বস্ত এ দেশে।

মনে-মনে এ-সব নিয়ে অশ্রু অনেক কিছু-ই তর্ক করতে চাইলো, কিন্তু তর্ক করতে চিন্তার পারস্পর রাখার জগ্রে যে সবল ও অনন্ত অভিনিবেশ দরকার এ-রকম উচাটন মন নিয়ে তার সাধনা চলে না। অতএব পাশ-বাশিষ্টা বুক থেকে ছুড়ে ফেলে অশ্রু বিছানার ওপর উঠে বসলো। এত রাজ্যের চুল নিয়ে ওর আপদ হয়েছে—একটু নাড়া-চাড়া করতে গেলেই ঘাড়ের ওপর দিয়ে শাপের মতো একে বেকে এসে পিঠ বেয়ে কোমরের ওপর লুটিয়ে পড়ে; বায়ে-বায়ের খোঁপা

বাধার স্বাক্ষর অনেক,—তবু ও পিন্ আটকাবে না। চুল বাঁধতে বাঁধতে নজরে পড়লো,—সেল্ফ-এর ওপরকার টাইম-পিস্-এ মোটে দু'টো বেজেছে। ইচ্ছে হ'ল ঘড়িটা মেঝের ওপর আছড়ে মারে। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতে মনে হয়েছিলো রোদ খিতিয়ে এসেছে বৃষ্টি; এখন ভালো করে' ঠাণ্ড করলে আকাশটা তামাটে, গমগমে,—ধীরে ধীরে মেঘ জমছে। পরনের শাড়িটাকে পরিপাটি করবার চেষ্টা করতে করতে অশ্রু বিছানা থেকে নেমে পড়লো। খালি পা,—জু'ইফুলের মতো শাদা, ধবধবে! মুখখানি যেন রূপোর পিলু'ছর ওপর নোনার প্রদীপ!

শাড়িটাকে গুছোতে-গুছোতে হঠাৎ অশ্রুর মনে হলো এই বেশেই বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়! বিকেল বলে' এসেছে ব'লেই যে কাঁটায় কাঁটায় কথা রাখতে হ'বে এতটা বিলিতি কায়দা তাকে না মানালে মহাভারত এক' ঘটায় অন্তর্ভুক্ত হ'বে না আশা করি। কুড়েমি খুব ভালো জিনিস,—অশ্রু কুড়েমি খুব পছন্দ করে। মাত্রাটুকু কুড়ে হ'তে শিখলে আরো খানিকটা সভ্য হ'তে পারতো। নিশ্চয়ই। তবু সন্ধ্যা বলে' ছুটতে গিয়ে অকারণে এতো সব কাণ্ড কবে' বসছে যে কোনো দার্শনিকই তার তারিফ করতে পারছেন না। একটু কুড়ে হ'লে লেখকরা বই লিখে তখনই ছাপতে ছুটতো না,—পূর্বে দেখতে পেতো কলম কি-রকম কাঁচিয়েছে। কাঁচির দরকার। বৈজ্ঞানিকরা আরেকটু কুড়ে হ'লে, অকারণ যন্ত্র-পাতির উৎপীড়নে পৃথিবীর যন্ত্রণা এতো বাড়াতো না। কবিরা যদি আরেকটু কুড়ে হ'তো তবে দেখতে পেতো বিনিয়ে-বিনিয়ে কথায় কাঁছনি গাওয়া কোনো ভঙ্গলোকের পোষায় না,—আরাম-কেন্দ্রীয় শুয়ে একটু 'রাম' খেলে বরং কাজ দেবে। নেপোলিয়ান খুব বড় বীর বটে, কিন্তু পৃথিবীতে এন্সাইক্লোপিডিয়া বলে'

কোনো বই না থাকলে অক্ষ অক্ষ কবে' প্রমাণ করে' দিতে পারতো Fabius Cunctator তাঁর চেয়ে মহৎ, তাঁর চেয়ে বরগীয। কোনো কাক্স তক্ষুনি-তক্ষুনি করে' ফেলাটা নিতান্ত সহজ, একেবারেই সাধারণ ; কিন্তু তাকে পিছিয়ে রেখে-রেখে তার জটিলতা বাড়িয়ে তবে তাকে সম্পন্ন করার মধ্যে বেশি বীরত্ব। ঠিক সময়ে স্টেশনে গিয়ে টিকিট কেটে ট্রেনে চাপার মধ্যে গৌরব কিছুই নেই, কিন্তু ট্রেন ছাড়বার সময়টুকু বাড়িতে বসে' হাই তুলে কাটিয়ে দিয়ে পরে হেঁটে যাবার মধ্যে সূর্য্যতাই আছে এ-কথা বেনে বা বণিকেরা বলতে পারে—অশ্রুর মত উন্টো। মাহুয়ের সময় কম—ঘড়ির কাঁটা নাকি অহর্নিশি তাই বলছে,—ঘড়ির এই গায়ে-পড়া অভিভাবকত্ব বরদাস্ত করবো না ; অশ্রু ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে পাঁচের কোঠায় প্রমোশন দিলে। এই গুর বিকেল।

অর্থাৎ কুডেমি করা দূরে থাক্, সময়নিষ্ঠা-পালনের খৈয়টুকুও গুর পোষাবে না এখন। সময় দিয়েছে বলে' তার আগে বাওয়া যাবে না এমনিই বা যদি কোনো নিয়ম থাকতো তবে আয়ুর অধিকারী হ'য়ে এসে এই বিস্তীর্ণ আকাশের তলে শিশুয়ত্ব ঘটতো না। এমন দৃষ্টান্ত বা কেন ? একটু মাথা ঠাণ্ডা কবে' ভাবলে অক্ষ এর চেয়েও অনেক খেলো নজির দেখাতে পারবে। কিন্তু না, সত্যি সময় নেই—অশ্রুর বলে' আসা উচিত ছিল ছপুরেই যাবে। বিকেলের চেয়ে ছপুরটাই বেশি রোমান্টিক—অমাবস্তার নিশীথ রাত্রির চেয়েও। প্রেম-বর্ণনায় একমাত্র কালিদাস ছাড়া আর কোনো কবি ঘাম বা মাছির কথা উল্লেখ করেনি বলে'ই কেউ তাঁর সমকক্ষ হ'তে পারলো না। বইলো পিছিয়ে। অক্ষ এবার কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করবে। লুভোভিচিকে পথে না বসিয়ে ও ছাড়ছে না। কিন্তু এক্ষুনিই কাগজ পেন্সিল নিয়ে

না বসলে রাতারাতি নোবেল প্রাইজ হস্তান্তরিত হচ্ছে না—এই যা-
নাস্থন। ততক্ষণে শাড়িটা বদলে নিলে কাজ দেবে। অশ্রু ট্রাক খুললো।

মেঘ করে' এসেছে বলে'ই ওকে ফিকে সবুজ রঙের শাড়ি পরতে
হ'বে এমন কবিত্ব করবাব দিন গেছে। ও সাদাসিধে শাদা শাড়িই
পরবে। মেঘ কেটে গিয়ে বাত্রে যে স্থিমিত জ্যোৎস্নাটুকু ফুটবে বা যে
ভীক রজনীগন্ধাটুকু ঠোট মেলবে তা'রই আভাস। ওই ভেবেই যদি
শাড়িটা গায়ে জড়ায় কবিত্বটা যে তাতে বেশি সমৃদ্ধ হ'বে তা নয়, বরং
উন্টে আরো জলো ও ফিকে হ'য়ে যাবে। যাক। অশ্রু আপন মনেই
একটু হাসলো। মোট কথা, সম্প্রতি শাড়ির কিছু অভাব হ'য়েছে।
বা একখানা খন্দর আছে সেটা গায়ে চড়ালে চের বেশি ফ্যাশানেবল
হয় বলে' তাতেও গুব আপত্তি। এই বেণ। এতেই ওকে উড়িয়ে
নেবে। বাকল-পরার দিন ফিরে এলে অশ্রু আবার এসে ভাবতবধেই
জয়গ্রহণ করবে'খন... আজকের দিনে—মোহিনী-মিল্ গব এই শাড়ি
ওকে আবৃত করুক! মোহিনীর সঙ্গে এতেই গুব মিল হ'বে।

রূপচর্চায় অশ্রু একজন পুরো আর্টিস্ট। এতদিন উদ্দেশ্যহীন হ'য়েই
অঙ্গসজ্জা করেছে—নিজেকে তৃপ্তি দেবার জন্তেই। অবিগ্নি অলঙ্কারের
আড়ম্বরে নয়, একমাত্র শাড়ি-পরার সূক্ষ্ম সূচাকতায়। কিন্তু আজকের
শাড়ির আচলটা কিছুতেই বুকের ওপর দিয়ে ঠিক গতো। লতিয়ে উঠছে
না। কারণ আজকে ও একটি বিশেষ পুরুষকে মুগ্ধ করতে চায়,—
প্রেমিকের অন্তরে স্বাস্থ্য ও সুখ-সম্ভার করার পক্ষে নারীসৌন্দর্যের
উপকারিতায় গুব অগাধ বিশ্বাস। এ কথা বেশি মনে করে'ই গুব
শাড়ি পরায় দেরি হচ্ছে। তাই বলে' বুলুর সাহায্য নেওয়া দরকার
নেই। বুলু এ-সব ব্যাপারে অভ্যস্ত স্থূল, হয় ত' পেছনের দিকে কতগুলি
কুচি দিয়ে বসবে! মা গো! এর চেয়ে মরে' বাওয়া ভালো।

শাড়ি পরা ত' হ'ল—ও মা, রুষ্টি এসে গেলো যে! চড় মেরে ঠাট্টা। অশ্রু আরেকটু হ'লে কেঁদে ফেলেছিলো আর কি! রুষ্টিতে ভিজে অভিসাবে যাওয়ার নিয়ম অবিশ্রি আছে—কিন্তু আশ্চর্য, সেই যুগে কোনো অচরাগিণীরই পুরুসি হয়নি! তখনকার দিনের বেরদিক কবিদের শাপ দিয়ে রসাতলে পাঠিয়ে অশ্রু জানলায় এসে দাঁড়ালো। এত জোরে রুষ্টি না এলে যেন পৃথিবী আর বাহুকের শিরোধার থাকতো না! এই বধায় কত কবির কলমের মর্চেই যেন মুছে যাচ্ছে। বিধাতা যে মঙ্গলময় নয় এর একটা সত্য প্রমাণ পেয়ে অশ্রু খুসী হলে বলে' কাঁদতে চাইলো। সত্যি, এ সময়টা কি করেই বা কাটবে? ঘুমিয়ে? কা'র সঙ্গে ঘুমিয়ে? বই পড়ে? তেমন কোনো বই পৃথিবীতে লেখা হয়নি। একটু সেলাই করলে কেমন হয়? নিজেও কপালটা? একটা চিঠি? কা'কে? ঘমকে?

বিরামমুখে জান্না থেকে ফিরে এসে অশ্রু ঘড়ির কাঁটাটাকে প্রকৃতিস্থ করলে। বাই বল, এখন গেলে হয় ত' দেখত প্রভাত ডেক-সোবে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। দুপুর বেলায় পুরুষের ঘুম ভারি বিস্ত্রী দেখতে, ভারি বিষাদ! তা ছাড়া রুষ্টি এসে পড়ায় দুপুরবেলায় নিজস্বতাই হারিয়ে গেল—এই নির্জনতার চেয়ে সেই নিশুঙ্কতা ঢের বেশি অর্থ-জ্ঞাপক, ঢের বেশি স্থম্পষ্ট ছিলো। রুষ্টিতে সেই প্রেমালাপ জমে যা গীক, অর্কফুট, অনতিব্যক্ত—নিজের সামর্থ্যে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পালে না বলে' চতুর্দিকে মেঘের রহস্যাবগুণ্ঠন টেনে কোনোরকমে মুখ পাঁচায়,—ঠুনকো, পল্কা, পান্সে! রৌদ্রদীপ্ত দুপুরের প্রেম স্পষ্ট, নির্ভীক, প্রখর—প্রতিটি বাক্য তরবারির তড়িৎ-বিকাশের মতো দৃষ্ট, তেজস্বী, ধারালো। সূচতুর ব্যঙ্গ, প্রচণ্ড কলহাস্ত! উলঙ্গতা আছে বলে'ই তার উজ্জলতা। বাইরের আকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে

গিয়ে কঠোর কৃত্রিমতা আসে না, আচরণে জড়তা। দৃষ্টি লেখানে বাস্ফাকুল নয়; কঠিন, ক্ষুধার্ত। দেহে মল্লার বাজে না, বাজে দীপক! দুপুরের প্রেমে সত্যবিরহব্যথী শিবের আশীর্বাদ!

এমন দুপুরটা আকাশের অশ্রুতে ভিজে' ফ্যাকাসে, ভ্যাপসা হ'য়ে গেলো। অশ্রুর জীবনে এ একটা পরম ক্ষতি। কথার মূল্য রাখতে গিয়ে বিকেলে যখন ও যাবে তখন মাটির সঙ্গে-সঙ্গে হৃদয়ও ঠাণ্ডা হ'য়ে সব একেবারে মাটি ক'রে দেবে। তখন আকাশ আসবে জুড়িয়ে, হৃদয়েরও তখন গোধূলিবেলা। গোধূলির চেয়ে দুপুরের ধূলিই ওর বেশি পছন্দ। হাতে কিছু না পেয়ে অশ্রু গেল বুলুর সঙ্গে আলাপ করে' bored হ'তে। ওকে দিয়ে এক পেয়াল চা করিয়ে নিলে মন্দ হয় না।

বৃষ্টিকে এক সময়ে থামতে হলো। থামতে তাকে হতোই। সমস্ত কিছুই একটা স্বাভাবিক অবসান আছে—এ একটা বড়োরকমের আশ্রু। নইলে স্বয়ং বিধাতাই উঠতেন হাঁপিয়ে। এ-পৃথিবীটাও একদিন চলতে চলতে থেমে পড়বে—যাক্ গে চুলোয়। আজকের বিকেলেই ত' তার ধূমকেতুর সঙ্গে তার বাহনবদ্ধ হ'বার লগ্ন নয়। অশ্রু বুলুর চুল টেনে দিয়ে উঠে পড়লো।

খাটের নিচে স্ত্রাণেলটা খুঁজছে, বুলু শুধোলো : মেজে-গুজে কোথায় যাক্‌স পোড়ারমুখি ?

ঘাড় নিচু করে' রেখেই অশ্রু বললে—এই যদি সাজার উদাহরণ হয় তবে তোমার আদিম প্রপিতামহী ইভ-এর লজ্জায় জিত্কাটবার আর সরকার হ'বে না। বাচ্‌লাম। কিন্তু জুতো কোথায় লুকিয়েছিল, বল।

কপালে চোখ তুলে বুলু বললে—আমি কি জানি ?

—অবিস্ত্রি ইভ বা উর্বশী কারুরই জুতো-পরার অভ্যাস ছিল না,—আমি ত' তাদেরই সমবয়সী। সহানুভূতি থাকা ভালো। চাইনে

জুতো! তাদের পাঁউরটির কাজ দেবে। মুক্তহস্তে যা দান করব মুক্তপদে তা ফিরিয়ে নেব দেখিস্। বলে' অশ্বর চুলের খোঁপাটা ঘাড়ের ওপর নেড়ে চেড়ে বসিয়ে, ঘোমটাটা তার ওপর আলতো করে' চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লো। সামনের মাঠে—ভিঁঝা নরম সবুজ মাঠে। অমনি জান্না দিয়ে স্নাওল ছোড়া ছুটে এলো। অশ্ব পেছন ফিরেও তাকালো না।

খালি-পায়ে মাঠ মাড়িয়ে যেতে-যেতে অশ্বর রোমাঞ্চ হচ্ছিল। ঘাস-গুলিকে যেন পায়ের তলায় শিশু-সন্তানের চুমার মতন নরম লোভনীয় লাগছে। রাস্তায় একটা গাড়ি নেই যে ডাকবে। এ মাঠটুকু পেরিয়ে রাস্তায় পা পাততে হ'বে ভেবে অশ্বর মনে আর সুখ ছিলো না। খানিকক্ষণ এখানেই টহল দেওয়া যাক। সুন্দর আকাশ—ড্রয়িংরুমে ঐ হালকা রঙের একটা কার্পেট হ'লে ভারি মানাশ; ও রঙের কালো পানীয় পেলে অশ্ব তা এক চুমুকে খেয়ে ফেলতে পারে! হাওয়াতে একটু শীত-শীত করছে বুঝি, নয়ানস্বকের পাতলা ব্রাউজের ওপর অস্তুত একটা খদ্দের চাদর জড়ানো উচিত ছিল। আলিঙ্গন বহুকালস্বাদী হ'তে পারে না,—এক ঠাঁকে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। যদি হ'লে প্রেম জমানো ভারি কষ্টকর ব্যাপার। বারে বারে ইঁচি এলে কোনো কথাই গাঙ্গীর্ষ থাকে না। হাম্‌লেট যখন ওকিলিয়ার ঘরে এসেছিলো, কিংবা ওথেলো যখন নিত্রিতা ডেন্ডে-মোনার শয্যা-পার্শ্বে, তখন দু'টি মেয়েই যদি হেঁচে উঠতো তা হ'লে দু' দুটো খুন বেঁচে যেতো। বেঁচে যেতো বটে, কিন্তু শেইল্পদিয়ার বাঁচতো না। অতএব একটা গাড়ি নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত হ'বে।

রাস্তা। গেলো মিনিট পাঁচেক কেটে। আকাশের রং বদলাতে শুরু করেছে—এ রঙ-এর পা-পোষেও অশ্বর মন উঠবে না। এবারে

আবার বৃষ্টি নেমে এলেই অশ্রুকে বাধ্য হ'য়ে প্রতীক্ষমানা শ্রম্মার চোখের জলের সঙ্গে তার উপমা দিতে হ'বে। না, বৃষ্টি আসবার আগেই বিধাতা বৃদ্ধি করে' রাস্তার ওপর একখানা ভাঙা গাড়ি এনে দিলেন। বৃদ্ধি করে,'—দয়া করে' নয়। কারণ, অশ্রুকে ভিজতে হ'লে বিধাতারই হতো। মুশ্কিল; কেন না অশ্রু ডাক-বাংলোয় না গিয়ে সোজা বাড়ি কিরে যেতো—একটা নূতন প্রেমাভিনয় দেখবার আনন্দ থেকে বিধাতা অস্বাভাবিক বঞ্চিত হ'তেন তা হ'লে। বাড়লা-দেশের বিধাতার ভাগ্য ভালো। গাড়িটা খামিয়ে অশ্রু পা-দানির কাদা থেকে গাড়িটা বাঁচিয়ে বসে' পড়লো। গাড়ি চললো গড়িয়ে—গদাইলস্করি চালে। গাড়োয়ানকে তাড়া দেবে ভাবলে, কিন্তু অধিনীকুমার দু'টিকে সায়েস্তা করা স্বয়ং সায়েস্তার্থীরাও কর্তব্য নয়। গাধা পিটিয়ে যে ঘোড়া করা যায় এ-বিষয়ে অশ্রুর আর সংশয় রইলো না।

ডাক-বাংলোটা তা হ'লে আছে—উড়ে' যায়নি। বিধাতার অমাত্র বিকৃত্যর তালিকায এ-ব্যাপারটা আজকেব বিকেলেব জন্ত অস্তিত্ব অস্তিত্ব হয়নি বলে' অশ্রু স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়তে গিয়ে বাধ্য পেলো। কেননা নিশ্বাস এত দ্রুত হওয়া উচিত—বাবান্দায় প্রভাত, মশবীবে—চীনের দেয়ালের মতো। দু'টি গিষে ঠেকলো, রইলো আটকে'। অশ্রুকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে প্রভাতই এলো ছুটে—দূরে বসে' দেখতে পেয়ে গোল-কিপার যেমন ছুটে আসে। বললে,—বিকেল মরে' বাসি হ'বে গেলে,—এতক্ষণে বৃষ্টি হ'ল হ'ল তোমার ?

অশ্রু বললে,—গাড়োয়ানটাকে পয়সা দিয়ে বিদেয় কব ত' আগে—পরে বিকেলের বিকল হওয়াব কাহিনী বলা যাবে।

পকেটে হাত রেখে প্রভাত বললে,—গাড়িটাকে না ছাড়লেই ত' ভালো হ'ত, বেকৃত্যম।

অশ্রু অন্ন একটু হেসে বললে—তোমার যেমন বুদ্ধি ! তোমার পারে কি বাত হয়েছে যে গাড়ির ঝাঁকুনি খেয়ে ব্যায়াম করছে চাও। তা ছাড়া এমন সন্ধ্যা ক'জনের ভাগ্যে আসে ! এমন সন্ধ্যার জন্তে উন্মিলিত সন্ধ্যায়ই বুঝা বাতি জ্বলছে ! গাড়ি চড়ে পরে না-হয় খুঁটরবাড়ি ঘেঁষে, এখন এস একটু হাঁটি।

গাড়োয়ান বিদায় নিতে প্রভাত বললে,—তোমার যে খালি পা !

খুকির মতো হাত তুলে অশ্রু বললে,—তবে কাঁধে তুলে নাও। সামনে একটা ঝাঁড়ি বা নদমা পড়লে আমাকে নিয়ে ডগলাস্ ফায়ার ব্যাকসের মতো না হয় কসরৎ দেখিয়ে। হাঁটতে আমি খুব পারবো ; হাঁটতে আমার ভালো লাগে। এসো শিগ্গির।

রাস্তা বেশ নির্জন,—বৃষ্টি পড়ে' আকাশ তাজমহলের মেঝের মতন ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে—তাজমহল অশ্রু কোনোদিন দেখেনি, আকাশকেও ছোঁয়া গেলো না—কিন্তু উপমা তার জন্তে আর অসার্থক হ'বে না। চোখ দিয়ে ছোঁয়া, চোখ দিয়ে ছবি আঁকা। এই চোখ দিয়ে মৃত্যুর পরে নতুন তারার নতুন গ্রামের ছবি আঁকতেও ওর ভাবতে হয় না। নিশ্চয়। সেই গ্রামের রঙ্ এখানকার সাতটা রঙের থেকে আলাদা আরেকটা—সেই জীবনের অহুভূতি আরো বহুবিচিত্র,—মাটির দেহ নিয়ে তার সম্পূর্ণ কল্পনা করা যায় না। সেখানে আলো নেই, খালি অন্ধকার। ধূসর অস্পষ্টতা। অপরিচয়ের গভীর সম্পর্ক। প্রয়োজনের বোঝা Lethe-র পারে ফেলে এসেছে। সেখানে—সেই চিরস্থায়ীতার দেশে স্মৃতির স্তব্ধতা। অথচ কী আনন্দঘন উজ্জ্বল জীবন। সেই বচনাভীত অহুভূতিতে অশ্রু উত্তীর্ণ হ'বে কবে ?

বৃষ্টির পর আকাশকে নীল চোখ ভাবলে দিগন্তরেখাকে মনে হ'বে ষ্টিক ভূকর মতো ঝাঁক। এক ঝাঁক পাখি বেরিয়ে এসেছে। পাখার

অক্ষুই ঝাপট শোনা গেল। আকাশ যেন শব্দ করে' তার আনন্দ জানালো। হাঁটতে হাঁটতে অশ্রু বলল—দুপুরে ঘুমিয়েছিলে ?

প্রভাত রেইন্-কোটটা ডান কাঁধের ওপর গুছিয়ে রাখতে রাখতে বলল—তুমি আস-আস করে' ঘুমুনো আর হ'য়ে ওঠেনি। বাদলা-হাওয়া লেগে মন ভিজ়ে যদি সেক্টিমেন্টাল হ'য়ে ওঠে তাহ'লে তোমার হাঁচি পাবে না আশা করি। কদিন পর দেখা হ'ল বল ত'—অথচ মনে হয় যেন 'সেদিন সকাল'।

অশ্রু নীরব হ'য়ে রইলো। প্রভাত বলে' চলো : যেদিন পিণ্ড তোমার চিঠি দিয়ে গেলো সেদিন কালেণ্ডারে কোন্ তারিখ ছিল জানি না, কিন্তু মনে হয়েছিলো সেদিনই আমার জন্মদিন। কেন আবার হঠাৎ ডাকলে বল ত' ?

অশ্রু বললে—এই জগ্ৰেই সঙ্কেবেলাটা আমি পছন্দ কবি না,—নিজের মনেব চেহাবার ভালো ক'রে ঠাহর হয় না। সব ঝাপসা হ'য়ে আসে। দুপুরেই সেইজগ্ৰে আসতে চেয়েছিলাম। বেশ একটা সহজ স্পষ্টতা থাকে। কেন আবার ডাকবে ? খুসি।

প্রভাত। তিন বছর পরে হঠাৎ আবাব মনে কব্বলে—এব কি কোনো কারণ নেই ?

অশ্রু। তিন বছর পরে হঠাৎ আমার দাঁতে ব্যথা হয়েছে—এবো কি কোনো বিশেষ কারণ আছে ?

প্রভাত। চল, নদীর ধারেই যাই।

অশ্রু। বেশি নির্জনতা আমার পছন্দ হয় না, আমি হাঁপিয়ে উঠি। সেই জগ্ৰেই কল্কাতায় যাবো—কালই। তোমার সঙ্গে।

প্রভাত। কল্কাতায় কেন ?

অশ্রু। সব কেন র উত্তর দিতে গেলে কোটি কোটি কেনো-
পনিষদেও কলবে না। তোমার নাম প্রভাত কেন ?

প্রভাত। কলকাতায় ত' একলাই যেতে পারতে, আমাকে এতটা
দৌড়িয়ে এনে কী লাভ হ'ল ?

অশ্রু। সব কাজই একলা করতে হ'বে বিধাতা মেয়েমাহুবকে এমন
দিবি দিয়ে দেননি। কলকাতায় যাবো কারণ মলপাইগুড়িতে আর জল
নেই; তোমার সঙ্গে যাবো কারণ তোমার সঙ্গে এক গাড়িতে ট্র্যাভেল
করতে আমার ভালো লাগবে। খুব।

প্রভাত। আমার ত' না-ও লাগতে পারে।

অশ্রু। বল কি, এ আমি বিশ্বাসই করবো না। আমি এখনো
বুড়ি হইনি।

প্রভাত। হওনি নাকি ?

অশ্রু। থাক, দরকারি কথাগুলি সেরে নি। আপাতত কলকাতায়
গিয়ে আমাকে এক হোটেলে উঠতে হবে—বাড়ির দরজা তেমনি বন্ধ।
দরজার গোড়ায় বসে' যে ধরা দেবো আমি তেমন ধামিকও নই, দরজা
যে ভেদ করব তেমন ধমুর্দরও নই। অতএব—

প্রভাত। হোটেলে ?

অশ্রু। হ্যা, আকাশ থেকে পড়লে যে! গ্র্যাণ্ড হোটেলেই উঠতাম,
কিন্তু -বেজায় খরচ। দু' একদিন হ'লে খুব চালু করে' থাক। যেতো—
কোনো সাহেবের সঙ্গে বন্ধুতা করবার সুযোগো মিলে যেতো হয়তো
কিন্তু প্রায় এক হপ্তার ওপর কলকাতায়ই জিরোতে হ'বে। অতএব—
হ্যা, অতএব ক্যালকাটা-হোটেলেই ঘর নেবো।

প্রভাত। তোমার স্কিম তো খুব ইন্টারেস্টিং। তারপর ? আমি
থাক বা কোথায় ?

অশ্র। দেখা করতে আসতে পারো দিনের বেলায়—রাজে বাইরের লোককে ম্যানজার নিশ্চয়ই allow করবেন না। আমরা খুমানো চাই তো। বিকেলে আসবে—অনেক জিনিস-পত্র কেনার দরকার—কুকার, হোন্ড্‌অল্—

প্রভাত। সেফ্‌টিপিন্; হেয়ারক্লিপ্—

অশ্র। কেন য্যাক্সিন কলকাতায় থাক্বো তা তুমি আন্দাজ করতে পেরেছো?

প্রভাত। কি করে' পারবো? সাত দিন থেকে কলকাতাকে কেন সপ্তম স্বর্গ করে' তুলবে তা তোমার বিধাতাই জানেন। মিস্ মেয়ো বোধ হয় য্যাক্সিনও ছিলো না।

অশ্র। বোকার মতো যা-তা বোলো না। থাক্ব মানো থাক্বতে হ'বে।

প্রভাত। নিশ্চয়। বোকার মতো মানো মূর্খের মতো।

অশ্র। কেন না কলকাতাতে নেমেই তুমি হাওড়া গিয়ে কোনো গাড়িতেই বার্থ রিজার্ভড্ পাবে না। পূজোব আগে কি রকম ভিড় হয়েছে আইডিয়া আছে তোমার?

প্রভাত। পাজির পাতায় কখন পূজো আসে তারই আইডিয়া নেই—

অশ্র। অতএব—

প্রভাত। অতএব—

অশ্র। অতএব বার্থ পাবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সাত দিন আগে টিকিট পাওয়া যাবে—দেখা যাক্ অন্তত শেয়ালদা-দিল্লি প্যালেসজ্বারে পাশাপাশি ছোটো বেকি পাওয়া যায় কি না। একেবারে পাইনার—

প্রভাত। বলিহারি। আমি ভাবছিলাম যে-রকম কথার কদম ছুটিয়েছ, বুঝি ফংচু হ'য়ে কাম্বাটকা যাচ্ছ। পার্টনা? আমাদের বক্তৃতাটি কি দোষ করলো?

অক্ষ। তোমার মাথায় যে গোবর তা এতক্ষণে বুঝতে পারলাম। যুক্তিটা শোন—

প্রভাত। পার্টনা যাবার পক্ষে আবার যুক্তি আছে নাকি?

অক্ষ। প্রতি একশো মাইল অন্তর একদিন করে' ব্রেক-জার্নি পাওয়া যায়—সে জ্ঞান তোমার আমার আছে? আমাদের টিকিট ত' নাহোরের—এগারো শ নিরানব্বুই মাইল। ই, আই, আর-এর টাইম্-টেব্ল আমার মুখস্ত। প্রথমেই নাম্বো পার্টনায়।

প্রভাত। তবু তোমাব পাটোয়ারি বুদ্ধিকে তারিফ করতে পারছি না, অক্ষ। পার্টনায় নাম্বো হাইকোর্ট দেখতে? একা চড়ে' যাবে দেখতে তুমি?

অক্ষ। পার্টনায় নেমে যে নালন্দায যাওয়া যায়—পুরোনো পার্টলীপুত্রে—ইতিহাস ত পোকায কেটেছে। তা ছাড়া, সেখানে আমার একটি বন্ধু আছে।

প্রভাত। আশা কবি পুরুষ।

অক্ষ। নিশ্চয়। সমান sex-এ সত্যিকারের বন্ধুত্ব হয় না।

প্রভাত। বঝলাম। তাবপর? পার্টনা থেকে কোথায়? বজ্রার?

অক্ষ। সে বুঝি এক শো মাইল পেরিয়ে?

প্রভাত। আমি তো আর টাইম্-টেব্ল মুখস্ত করিনি।

অক্ষ। তারপর সটান এলহাবাদ!

প্রভাত। আঃ, একটা জায়গার নাম করলে বটে।

অশ্রু। তার মানে? পাটনার থেকে এলাহাবাদে এমন কি বেশি জৌলুস! একেবারে গদগদ হ'য়ে উঠলে যে—

প্রভাত। সেখানে হাইকোর্ট তো আছেই, যমুনাও আছে।

অশ্রু। কেন, পাটনায় বুঝি গঙ্গা নেই?

প্রভাত। কোথায় গঙ্গা, কোথায় যমুনা! এসে মিললো এলাহাবাদে। ওখানে গঙ্গাও আছে যমুনাও আছে।

অশ্রু। লোহার শিকলে যমুনা তো সেখানে বন্দী; শুকনো, পচা, শিটোনো।

প্রভাত। তবু তার সঙ্গে গঙ্গার তুলনা হয় না। যমুনা গঙ্গার মতো দেবী নয়, শিবের জটায় তার জন্ম নয়; সে নিতান্ত নিরাভরণা, নীর্ণকায়্য বিরহ-ব্যথিতা। ভারি লক্ষ্মী নদীটি। দুঃখিনী। পূর্ববঙ্গে এমনি একটি নদী আছে, তার নাম লীতললক্ষ্যা।

অশ্রু। তুমি যদি যমুনা নিয়ে অমন কবিত্ব কর তা হ'লে এলাহাবাদ পাওয়া বন্ধ করে' দেব।

প্রভাত। কিন্তু আর কোথায় যাবে? পশ্চিমে যতই এগোও যমুনাকে তুমি ছাড়তে পারবে না। অতীত রাতের একটি বিষণ্ণ স্মৃতির তো তোমার মনে লেগে থাকবে। বেশ, এলাহাবাদ থেকে?

অশ্রু। পরে বিবেচনা করা যাবে। এখন এস ফেরা বাক।

অন্ধকার হ'য়ে এসেছে,—মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ মুখ বাড়িয়েছে দেখে দু'জনের মুখ খুসি হ'য়ে উঠলো। অশ্রু বললে—খানিকটা ডান-হাতি গেলেই আমাদের হস্টেল, আমাদের পৌছে দিয়ে ফিরে যেতে পারবে তো? দিবি ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে।

প্রভাত রেইন্-কোর্টটা অল কাঁধের ওপর তুলে নিতে-নিতে বললে—এতদিনে জ্যোৎস্নার উপকারিতার একটা উদাহরণ পাওয়া গেলো। নইলে এতদিন জ্যোৎস্নায় বরাবর কবিদের পেট ফেঁপেছে।

অশ্রু। বাজে কথা বলো না। যেতে পারবে তো একা?

প্রভাত। না-হয় একটা গাড়ি ডেকে নেবো।

অশ্রু। হ্যাঁ, তাই নিয়ো। গাড়ি তোমার জন্যে গড়াগড়ি যাচ্ছে কি না!

প্রভাত। কেন, তোমার হস্টেলে একটু জায়গা হয় না?

অশ্রু। হয়! এই যে একসঙ্গে একটু হাঁটলাম তাতেই বাড়লা দেশে এতক্ষণে হয় তো ভূমিকম্প হচ্ছে। হয় তো দেখতে পাবো কালকেই খান তিনেক ট্রান্স্ফার পার্টিকিউলারের দরখাস্ত পড়েছে।

প্রভাত। কারণ?

অশ্রু। কারণ আমার গায়ে সীতা-সাবিত্রীর পালিশ নেই। সীতা তবু রামায়ণে (বান্ধীকির রামায়ণে) পাতালে প্রবেশ করবার আগে রামকে যাচ্ছেতাই করে' গালাগালি দিয়েছিলো, আমার সে-গালাগালি দেবারো অধিকার নেই।

প্রভাত। সীতা আবার রামকে বকলো কখন?

অশ্রু। শুধু বকা, জন্তর মত মা বাপ তুলে'। সংস্কৃত জানো ত' মূল বান্ধীকি পড়ে' দেখো।

প্রভাত। আমার পড়ে' কাজ নেই। বান্দ্রীকির চেয়ে বাঙালির
স্বাধীন চের ভালো।

অশ্রু। মিথ্যে বানানো বলে'—কিন্তু এর বেশি আর পা বাড়িয়ে
কাজ নেই। এর পরেই স্থল-কম্পাউণ্ড, যদি এখানে এসে পড় তা হ'লে
ইস্থলই হয় তো উঠে যাবে।

প্রভাত। বল কি? সত্যি, আমি এত সহজে স্থল উঠে যাওয়ার
খুব পক্ষপাতী।

অশ্রু। আর পক্ষ পেতে লাভ নেই। আমি চল্লম। দুটো মুখে
ভুঁজেই দেব লহা ঘুম। ভারি ঠাণ্ডা মিষ্টি রাত।

প্রভাত। বটে। আর আমি এমনি দাঁড়িয়ে থাকবো?

অশ্রু। দাঁড়িয়ে থাকবে কেন, ডাক-বাংলায় ফিরে যাবে। একা
যাবার অভ্যাস কর। (গভীর) একাই যেতে হ'বে। আব মায়া
বাড়িয়ে কাজ নেই। তবে ঐ কথা রইল, কালই কলকাতা যাচ্ছি। ঠিক
থেকো। আমি জিনিস-পত্র নিয়ে হুড্‌মুড্‌ করে' গিয়ে পড়বো কিন্তু।

প্রভাত। তা তো পড়বে, কিন্তু কখনো কথা হয় নি। তোমাব
একর কথাতে চল্লে এই ইস্থলো চল্তো।

অশ্রু। (ভেতরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে) ইস্থল না চল্লেও
লার্জিলিড্‌ মেইল্‌ চল্বে। এখন যাও, মেয়ে-ইস্থলেব দিকে হাঁ কবে'
চেয়ে থাক' ভদ্রতা নয়।

প্রভাত। আর মেয়ে-ইস্থলের কম্পাউণ্ডের কাছে ছেড়ে দিয়ে
বাগাটাই যেন ভদ্রতা! এ-সবো কি বান্দ্রীকির স্বাধীন থেকে
শেখা নাকি?

অশ্রু। তোমার সঙ্গে বকর-বকর করতে পারি না। কাজ—
কাল আবার দেখা হবে। বলে' অশ্রু ভেতরে ঢুকলো।

কিন্তু এ-সব ক্ষেত্রে পেছন ফিরে তাকাবার সনাতন একটা রীতি আছে—অশ্রু তার লোভ সম্বরণ করতে পারবে কেন? ব্যাপারটা ওর ভালো লাগলো না। চেয়ে দেখলে প্রভাত পকেট থেকে রুমাল বার করে' তাই নেড়ে-নেড়ে ওকে ডাকছে। প্রভাত তো দেখছি ভারি সেকেলে, অশ্রু রীতিমত খাপ্পা হ'য়ে ফিরে এলো।

অশ্রু। এখনো দাঁড়িয়ে আছ যে?

প্রভাত। তোমার যাবার পরমুহূর্তেই যদি চলে' যাই তবে ছবিটার সামঞ্জস্য থাকে না। যেখানে ব্যালেন্স নেই সেখানে সৌন্দর্যও নেই। দৃশ্যটায় কি বরষা বেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছিল। হ'তে গল্‌সোর্য়ার্দি কিংবা ওনিল, বুঝতে সমস্ত দৃশ্যটা। কেমন নড়বড়ে, বেখাপ্পা, বেজুত ঠেকছে।

অশ্রু। আমি তো ভাবছিলাম, বাড়ি ফিরে তবে কবিত্ত করবো। তুমি যে একেবারে লোক হাসালে। একেবারে রুমাল তুলে ডাকাডাকি। একবার একটা এঞ্জিন বাঁচাবার জন্তে একটি মেয়ে রেললাইনে দাঁড়িয়ে রুমাল তুলেছিলো জানি। তোমার মতো বিপদ বাড়তে নয়। যদি কেউ দেখে ফেলতো?

প্রভাত। তবু তোমার 'দেখে-ফেলার' ভয় গেলো না। যতই তড়পাও, লোকনিন্দার হুকাহুয়া শুনে তুমিও ঘোমটা গুটোও। দেখতো তো বয়ে' যেতো। রুমালে কি আছে, তা তো আর দেখতে পেতো না।

অশ্রু। রুমালে কি আছে? দেখি? সেই জন্তে ডাকলে?

প্রভাত। ডাকবার একটা কারণ দেখাতে হ'লে রুমালের রহস্য আমি দেখাবো না।

অশ্রু। না, না; দেখি।

প্রভাত। (রুমালটি হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে') চোখ বোজ।

অশ্রু। বাব, চোখ বুজে' কখন আবার কে দেখতে পেয়েছে!

প্রভাত। সত্যিকারের সব দেখা চোখ বুজেই ঘটেছে, অশ্রু! চোখ বোজ।

অশ্রু। (চোখ বুজে) আমি বোকার মতো চোখ বুজলাম। দেখাও দেখি—

প্রভাত। আর আমি বুদ্ধিমানের মতো—

অশ্রু হেসে বললে—তুমি তো ভীষণ villain। যদি কেউ দেখে ফেলতো!

প্রভাত। তুমি তো আর দেখতে পেতে না।

অশ্রু। এবারে তোমার দৃশ্য তার পূর্ণ নাটকীয়তা লাভ করেছে?

প্রভাত। করেছে, কিন্তু তোমাকে কি রকম ঠকানাম বল তো! অন্ধকারে চোখ বুজে' কমাল দেখা! চল হাটলে, এই গল্প সবাইকে বলে' আসি।

অশ্রু। সবাই খামচে দেবে।

প্রভাত। এ কী রকম হ'ল জ্ঞান? একবার এক মাদ্রাজি ভদ্রলোক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্ হল-এ নিবিষ্টমনে ছবি দেখছেন—যতই দেখেন ততই আবিষ্ট হ'ন। এমন সময় পেছন থেকে একটি মারহাঠি ভদ্রলোক বললেন: এক চোখ বুজে' তাকান, ছবিটা খুলবে। মাদ্রাজি ভদ্রলোক এক চোখ বুজবার কসরৎ করতে গিয়ে অগত্যা জন্তে দু'চোখই বুজে' ফেললেন, আর সেই ফাঁকে তাঁর পকেট থেকে মনিব্যাগটি অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। তাঁর সর্বস্ব! তেমনি—

অশ্রু। তেমনি কি? একটা চুমুতেই আমার সর্বস্ব লুট হয়ে যায় না বোকারাম—

বলে'ই কের পা বাড়ালো।

প্রভাত । (বাধা দিয়ে) যাচ্ছই ত, তোমার একখানা হাত দাও ।
দেখি তুমি নার্ভাস হয়েছো কি না । যন্ত্রাঙ্কাস্ত কীটসের হাত ধরে'
কোলব্রিজ্ নাকি মৃত্যুকে স্পর্শ করতে পেরেছিলো ।

অশ্রু । এবার যে মুখ ফুটে চাইতে পাবছো ।

প্রভাত । হাত চাওয়া যায়, কিন্তু চুমু চাওয়া যায় না । এবার থেকে
চাইতে পাববো আশা করি । প্রথম চুমু মাত্রেরই ভীক, সাবানের
বুদবুদে মতো । প্রস্তুতি হ'তে না হ'তেই যায় শুকিয়ে । আমার
কি, স্বয়ং কডল্ফ ভ্যালেন্টিনেরো । (প্রথম চুমুতে চোখ চেয়ে থাকলে
কেন জানি বাধে—যেমন প্রথম কবিতার ছন্দে বাধে)

অশ্রু । এখন ত' দেখছি কিছুতেই বাধছে না । তুমি যাবে না ?

প্রভাত । যাচ্ছি । এক কাজ বর—ই্যা, আমি যাচ্ছি, তুমি
বরং আমার ষাবার পথে একদৃষ্টে চেয়ে থাকো ।

অশ্রু । (হেসে) তাই নই ।

প্রভাত । (পেছন ফিরে) দরকার হ'লে রুমালের বদলে আঁচল
উড়োতে পারো ।

অন্ধকার রাস্তায় প্রভাত ধীরে ধীরে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো । অশ্রু
ততক্ষণ দাঁড়িয়ে ।

জাক বাংলায় ফিরে এসে প্রভাত বেয়ারাকে ডেকে তাড়াতাড়ি স্বাক্ষরি খাওয়া দেবে নিলো। একে আরবাত বলে না,—কল্‌কাতায় তো এখন সবে সন্ধ্যা—কিন্তু এরি মধ্যে এদেশের ঘুম এসেছে। প্রভাত বারান্নার ডেক-চেয়ারটা টেনে আনলো। কিন্তু চুপ করে বসে থাকা সম্ভব হ'লো না। পাইচারি করে সমস্ত শরীরটাকে চঞ্চল, অস্থির, বেগময় করে রাখতে চায়। আলস্য আজ ওকে তৃপ্তি দেবে না। এই উচ্ছলতা কমে এসে যখন মাত্র উষ্ণতায় পর্যবসিত হ'বে তখনই কবিতা লেখা সম্ভব। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার এই সংজ্ঞায় সে বিশ্বাস করে। মরুভূমি-সম্বন্ধে সত্যিকারের কবিতা লিখতে হ'লে ইজি-চেয়ার আর ইলেকট্রিক পাখা চাই। প্রেমিকার অন্তর্দান না ঘটলে প্রেমের কবিতায় প্রাণ আসে না।

যাক কবিতা, কাব্যের চেয়ে মানুষ বড়ো। লক্ষ এপিকে একটা মাহাত্ম্যের সত্য চরিত্র বর্ণনা চলে না—সে এতো বিচিত্র, এতো বহল-প্রকাশময়! কাল প্রভাত ছিল সামান্য কেয়ানি, পাঁচ আঙুলের একটা আঙুল,—অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত,—নেহাংই সাধারণ! ওর অস্তিত্ব সম্বন্ধে উদাসীন না থাকবার কোনো কারণই কাল ছিল না। বিকেল পাঁচটায় ড্যানহোমি স্কোয়ারের চার ধারে কেয়ানির যে বিপুল ঢল নামে তারই অন্তরালে আত্মগোপন করে ছিলো,—ওকে সেখান থেকে অপহৃত করে নিলেও সে মিছিলের তাল কাটতো না। ও এত অপ্ৰয়োজনীয়। ভগবানকে ও এইজন্মেই কোনোদিন ভাকেনি যে, ভগবান বলে কেউ থাকলেও ওর কথা নিশ্চয়ই আর কানে ভুলবেন না। এত তুচ্ছ লোকের এত অকিঞ্চিৎকর প্রার্থনা শোনার জন্তে তাঁকেও কান খাড়া করে রাখতে হবে—ভগবানকে এত ছোট বলে' কল্পনা করতে ওর বাধ্যতো। সেই প্রভাত আজ কয়েক ঘণ্টার বেন খোলস

বদলে ফেলেছে। পৃথিবীর মাথার ওপরে যে এতো বড়ো একটা আকাশ আছে সে-কথা আজকে রাতে হঠাৎ আবিষ্কার করে' ওর তৃপ্তির যেন আর শেষ রইলো না। সব চেয়ে আশ্চর্য, সেই আকাশের মুহূর্তে প্রভাত নিজের মুখের ছায়া দেখছে—এবং ওর মুখ যে কত স্বন্দর তা ও এই প্রথম টের পেলো। ওর নার্সিসাস্-এর কথা মনে পড়ে। নার্সিসাস্ স্বর্ণার পাশে দাঁড়িয়ে নিজের ছায়া দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো—নিজেরই সঙ্গে সে প্রেমে পড়লো, নিজেরই বিরহে কাঁদলো, নিজেকেই পাবে না ভেবে অসীম বেদনায় আত্মহত্যা করলো। সে কী অপূর্ব মৃত্যু। নার্সিসাস্ ফুল হ'য়ে জেগে উঠলো স্বর্ণার ওপর।

প্রভাত ভাবলো আমরা প্রিয়াকে ভালোবাসি না, ভালবাসি আমরা আপন আত্মাকে—যে-আত্মা নারীকে প্রিয়া করে' দেখেছে। তাই সে আমাদের সব চেয়ে বড়ো বন্ধু, যার মধ্যে নিজেকেই বেশি করে' দেখতে পাই। যে-প্রতিভায় আমরা প্রস্তরের বেদীতে দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করি তার জন্তে আমাদের অহঙ্কারের অন্ত কৈ? প্রেমে আমাদের আনন্দ যতো, অহঙ্কার তার চেয়ে ঢের বেশি। এই অহঙ্কারে বিধাতাও আমাদের সমকক্ষ নন। তাই প্রেম যখন মরে, বেদনার চেয়ে অপমান এই জন্তেই বেশি লাগে যে, অহঙ্কার যায় খুলিসাং হ'য়ে। অহঙ্কার যাওয়া মানে নিজের কাছে ব্যক্তিত্ব হারানো। নিজের কাছে লজ্জাই সব চেয়ে বড়ো লজ্জা।

নইলে, অশ্রু তো এখানে গোণ,—ও যে কেরানি ছাড়া আর কিছু, ওরো যে এত বড়ো বায়ুমণ্ডলে নিশ্বাস ফেলবার অধিকার আছে, আকাশের আশ্বাদ নেবার—তা ওকে বোঝালো ওর সত্ত্বজাগ্রত বুদ্ধি, নব-উদয়েষিত প্রতিভা! যেখানে হৃদয় জাগে, বুদ্ধি থাকে ঘুমিয়ে, সেখানে প্রেমের স্বভাব হয় ছিঁচকাঁড়নে সীতাসৈতে—আর যেখানে

হৃদয় নেই, খালি রুক্তি, সেখানে প্রেম অর্থ সকালে উঠে গরম দুধ মাওয়া ও কাণ্ট-এর *Critique of Pure Reason*-গড়া। কিন্তু রুক্তির সঙ্গে হৃদয় মেশাতে হবে। তা হ'লে ছোটো প্রেমপত্র লিখে ছ'রাত পাশাপাশি শুয়ে ছোটো হাট তুলে পুন্ড্রাম-নরক থেকে রক্ষা পেয়ে কায়ক্রেণে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে যা হোক।

ভাবতে বসলে মন যে বাঁধা সড়ক দিয়ে না চলে' অলি-গলিতে গড়িয়ে পড়ে এর জন্তে প্রভাত মনকে শাসন করে' মোড় ফেরালো। এমন সময় ও কোনোদিন সংসারের ভাবনা না ভেবে বারান্দায় বসে' জ্যোতির্বিজ্ঞা আলোচনা করবে এ-কথা ওব জন্মাবার ছ'দিনের দিন মা'র ঋতুড ঘরে ঢুকে ওর ভাগ্যবিধাতা নিশ্চয়ই ওর কপালে লিখে রেখে যান নি। ও যেন ফের নতুন মুখোস পরে' অশ্রুর কাছে আবির্ভূত হ'ল—তার মানে ও ওর দ্বিতীয় চণ্ডিহাভিব্যক্তি আবিষ্কার ক'নছে। ব্রাউনিঙ মনে পড়ে :

"God be thanked, the meanest of His creatures

Boasts two sou^l-sides, one to face the world with,

One to show a woman when he loves her."

কথাটা সত্যি, কবিতায়ো শোনায় ভালো, কিন্তু যে-মুখ করে' আমরা এই নিরানন্দ রুক্ষ সংসারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করি, প্রেমসীব কাছে সে-মুখ তুলে ধরতে পারবো না কেন, লজ্জা কিসের? প্রেমসীব কাছে দাঁড়াতে হ'লেই সে-মুখে মেকি পাউডার ঘষতে হবে—এই কল্পনা-বিলাসের তাৎপর্য কোথায়? প্রেমসীও আসবার সময় তাঁর আটপোরে আধ-ময়লা শাড়িখানি ছেড়ে ভরির চুম্বকি দেওয়া বেনারসি পর্বে' এসে একেবারে নক্ষত্রমাণ্ডিত অমাবস্তা-রাত্রির উপমেধা হ'লে উঠবেন—এরি বা কাব্যগত প্রয়োজনীয়তা কিসে? প্রভাত

কেরানি, ক্ষুদ্রস্বার্থশীড়িত, লোভী, সংকীর্ণচিত্ত—এ-সব পরিচয় একদম লুকিয়ে লেকাকাদুরস্ব হ'য়ে অশ্রুর কাছে এসে লেখা দেবে—উদার, মহাহুডব, ইত্যাদি—! কেন? প্রেম করবার বেলায়ো যদি এত লুকোচুরি—যেখানে অজস্র আত্মপ্রকাশের তাগিদ—তবে প্রেম করার চেয়ে ছ'ছিলিম তামাক খাওয়ায় বেশি লাভ। এমনি করে' পোষাকি কাপড়-চোপড় পরে' পরম্পরকে দেখা দিতো বলেই ওথেলো আর ডেস্‌ডেমোনার মধ্যে এমন প্রকাণ্ড ফাঁক রয়ে' গেলো। ডেস্‌ডেমোনা ভালবেসেছিলো যোদ্ধা ওথেলোকে, যরোয়া ওথেলোকে নয়,—ফলে তার বুক পেতে ছুরি খেতে হ'লো। প্রেমসীর কাছে মৃত্যুদোষ দেখানো নিষেধ আছে—এই নিয়ে রাশি-রাশি বই লেখা হ'ল—কেন বাপু, মৃত্যুদোষ নেই অথচ মাহুষ—এমন অমাহুষ আছে ক'টি? সব সময়ে নিজের সন্দেহ নষ্টনা করে' একটা কৃত্রিম উজ্জলতার মুখোশ পবে' নিজের মহিমা বাড়াতে হ'বে—এই আত্ম-অপমান প্রত্যেক প্রেমিক কি কবে' নষ্ট করেন? পাছে ব্যক্তির স্বরূপ জানলে প্রেমসী নাকেব ওপব কাপড় টেনে যান্ পিছিয়ে! (যেখানে এত ভয় এত সন্দেহ সেখানে প্রেমের ফাঁসি হওয়াই ত' উচিত একশোবার। যাকে জানতে চাইবো তাকে জানাবো না—এ অসামঞ্জস্যের কথা প্রেমের বেলায় ওঠে কেন? তাই প্রতিমুহূর্তে প্রেমিক-প্রেমিকারা পরম্পরকে ঠকাচ্ছে। এবং সেই কারণেই “love marriage” আর টিচ্ছে না, উঠছে হাঁপিয়ে, পদে পদে অমিল,—পোষাকি কাপড় চোপড় উইয়ে কেটেছে। জীর্ণ বসনের তলা থেকে দারিদ্র্য পড়েছে বেরিয়ে।)

প্রভাত কথাগুলো নিয়ে মনের মধ্যে এমন ভাবে নাড়াচাড়া করছে যেন অশ্রু ওর দেহের কূলে এসে একদিন উত্তীর্ণ হ'বেই। এমনি একটা বিশ্রী আশা করাও প্রেমের ব্যাপারে স্বাভাবিক; প্রেমও তার একটা

সহজ পরিণতি খোজে, হয় বিরহে বিন্দুতি, নয় বিবাহে বৈরব্য! প্রভাত
কণ-বন্ধুতার উপযুক্ত দাম দিতে জানে, তাকে আটকে রাখবার জন্তে
তার গল্গায় দড়ি চাপিয়ে তার নিঃশ্বাস বন্ধ করে' দিতে হবে এই
বর্বরতা সে পছন্দ করে না। সে Moment Musical-এর ভক্ত।

তার কারণ প্রত্যেক ভালবাসাই গভীর বন্ধুতায় দৃঢ়ীভূত হ'য়ে দুই
দেহ আর দুই আত্মার ব্যবধান ঘোচাবে—মেয়েদের এমন প্রেমে প্রভাত
বিশ্বাসবান নয়। এ-কথা টের পেলে অশ্রু নিশ্চয়ই কোমরে কাপড়
বেঁধে একেবারে মারমুখে হ'য়ে উঠতো,—এমন সব তর্ক করতো হয়তো
যার যথার্থ্য প্রমাণ করতে প্রভাতকে এনসাইক্লোপিডিয়া খ্রাস করতে
হতো। কথাটা ওর তর্কের দিক দিয়ে ওঠেনি, অল্পভূতির দিক থেকে
উঠেছে—তর্ক অবশ্য ও-ও করতে পারে না এমন নয়। মেয়েমানুষের
সঙ্গে তর্ক করায় এই অসুবিধে যে সব কথা বলা যায় না, দাঁতের ফাঁক
দিয়ে কথা বেরুবার আগে জিভ কাটতে হয়—মেয়েরা সব ঠুনকো
পুতুল, গায়ে আঁচড় লাগবে। পাঞ্জা কষতে হ'লে সমতল জায়গায়
দাঁড়ানো উচিত। সন্ত্রমের সিংহাসনে বসিয়ে মেয়েদেব সঙ্গে প্রেম করা
চলতে পারে, তর্ক করা নয়। তাঁদের দয়া কবে' নেমে আসতে হ'বে।

মেয়েদের প্রেম সন্ততির জন্তে, ব্যক্তির জন্তে নয়। মেয়েরা
ভালবাসে স্বামী-নামক একটা গুণবাচক বিশেষণকে, কোন বস্তু-
বিশেষকে নয়। তাই স্বামী যখন মরে তখন স্ত্রী কাঁদে বিধবা
হ'ল বলে', অনেক অসুবিধায় এবার তাকে পডতে হ'বে। মেয়ে
হয়েছে প্রতিমা, পুরুষ হয়েছে প্রতীক। এই দু' মিলে আমাদের
প্রেম। শিশুকাল থেকে শিব গড়ে' স্বামীর পূজা করে' যে-ভাবটি
মেয়েরা মনে মনে লালন করে যৌবনোদগম হ'তেই সে-ভাবটি
যে-কেউর প্রতি অয়োপিত করে' মেয়ে হয় পতিব্রতা। সে-

সৌভাগ্য তোমাথো জুটতো আমরা জুটতো, ও-পাড়ার পকাননো অযোগ্য হ'তো না।

বিশেষ করে' বাঙালি মেয়েদের দোষ দেওয়ায় বাহাছবি, নেই—বিশেষ অশ্রুর অল্পপস্থিতিতে। বায়রণ যে বায়রণ সেও পর্বত তার *Sardanapalus* এ মেয়েদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠেছে। বায়রণকে কমা করা যেতে পারে কেননা ভাবপ্রকাশের বিচিত্রতাই কবি প্রতিভার বিশেষত্ব। নারীর যা মূল্য তা কী সে সৃষ্টি করে তার মধ্যে, নয়, কী সে সছ করে। সছ করাটা ভীষণ ধর্ম। সছ তাকেই করতে হয় প্রকৃতি থাকে বেঁধেছে; তাই সেটা তার কৃতিত্ব নয়। খুব ভীষণ বেদনা বা আনন্দ অল্পভব করবার তার ক্ষমতা নেই এবং সেই জন্তেই সে তেমন সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে নি যা অমরত্ব লাভ করতে পেরেছে। অমরত্ব লাভ করাটাই অবশ্য সাহিত্যিক উৎকর্ষের চিহ্ন নয়। তবু অমরত্ব লাভ করা দূরে থাক, ছোটো নাম করা যায় তেমন নামও মেয়েদের কোনো বাপ-মা রাখে নি। এবারে অশ্রু নিশ্চয়ই মারতে আসতো। মেয়ে সৃষ্টি করতে পারে নি? কেন? মাদাম কুরি! বিজ্ঞানের কথা ছেড়ে দাও, সাহিত্য। কেন, ব্যারেট? উগ্‌সেট? শীলা কেইন্সিথ? চুপ কর অশ্রু, হাসিয়ে না বলছি। তার চেয়ে বল না কেন অল্পরূপা দেবী!

মশার কামড় খেয়ে বাইরে বসে থাকলে পূর্বপুরুষরা উদ্ধার পাবে না। এবার ঘুমুনা থাক। ঘুমুতে যাবার আগে একটা সিগারেট খাওয়া যেতে পারে। সিগারেট, সেও খাওয়া; জল, সেও খাওয়া! বাঙলা ভাবায় কিয়া নেই,—সে জন্তে জাতটাও অকর্মণ্য। কিয়া নেই বলে' আনন্দ নেই; তাই বেড়ে চলেছে ব্যাধি, বেড়ে চলেছে বার্ককা। কথা আবার ঘুরে যাচ্ছে। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে' ঘুমুতে গেলেই আর ঘুম আসবে না! তার চেয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকা থাক।

টেলিফোন ছাড়া গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধে কোন আবিষ্কার সম্ভব হবে না। খুব একটা দার্শনিক তথ্য নিয়ে আলোচনা করছি ভাবলে শিরশীড়াটা ভেঙে-চেঁচোরের ওপর আলগোছে মেতিয়ে পড়ে। সব মিথ্যে, বাজে, বিশ্বাস।

একবার নাকি দুই চীনে' ভ্রমলোক বালিনে গিয়েছিলো থিয়েটার দেখতে। দু'জনেরই সমান বিচ্ছেদ, দু'জনেরই সমান রশিক। 'খানিকক্ষণ বসে' থেকে একজন লেগে গেল যন্ত্রপাতি দেখতে; আরেকজন কিন্তু কিছুতেই হার মানবে না। সে তেমনি ঠায় চুপ করে' বসে'-বলে' সেই জ্বর্বেষ ভাষা গিলতে লাগলো। একেই বলে রসগ্রাহিতা। প্রথম ভ্রম হচ্ছে জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত—সারা সৌরজগৎ ঘুরে বেড়ায়, অথচ না পায় সীমা না পায় থৈ; আরেকজন হচ্ছে দার্শনিক পণ্ডিত—দুজ্জের রহস্য হাড্ডে বেড়ায়, অথচ না পায় অর্থ না বা রস! আমি কবব কাব্যসৃষ্টি আমার পেছনে থাকবে সমালোচক, আমি গাইব গান পেছনে আসবে গ্রামোফোন। আমি স্বর্ষের চারধারে গ্রহ নক্ষত্রগুলোকে ঘুরিয়ে দিলার—সে-ঘোরার তাপ-নির্ভয় করতে ভিড় কবে' এল অসংখ্য বৈজ্ঞানিক। সমালোচকের আব্দারে কবির কলম বেকে যায় না—পিনখাগোরাস না এলেই পৃথিবী বুঝি হ'য়ে থাকত চ্যাপ্টা, আব স্বর্ষ বেচারি ঘুরে ঘুরে দম খোয়াতো!

যাই বল, রসগ্রাহিতাই হচ্ছে সভ্যতার পরম পরিচয়। সৃষ্টিটা তত দারী নয়, যতোটা তার রহস্য-উদ্ধার। বুনো অসভ্যবাও এমন সব সৃষ্টি করেছে যার অর্থ ও রহস্য তারা বুঝতো না বলে'ই তারা অসভ্য—কিন্তু তাতে যদি আমাদের তাক লাগে তবেই বুঝব আমরা সভ্য হয়েছি। না, এ ভীষণ বাড়াবাড়ি হচ্ছে। আর পিন্ ফুটিয়ে লিগারেট খেয়ে কাজ নেই। ঘুম্নো থাক। কুঁজো থেকে বোয়ারা জল এনে দিলে, প্রভাত তা দিয়ে ঘাড় ধুতে বসলো।

অশ্রুর জিনিস-পত্রের কিয়তিশি শোন : একটা প্রকাণ্ড ট্রাক—বুকে হাতি না নিয়ে এ ট্রাকটা নিলে রাসমুর্তির খ্যাতি এক তিল কমতো না, প্রকাণ্ড বেড়িং—তাতে খাটের গদি থেকে স্ক্রু করে' পা, শোষ পর্বন্ত আছে—ছটা ঋতুর ছ-প্রকার শস্যের সরঞ্জাম ; তা ছাড়া ছোট দুটো স্ট্রটকেন্স ; একটা খাবারের বাস্ক বেতের তৈরি ; একটা কোন্ডি-রকিং চেয়ার—একটি না হলে অশ্রুর না হয় পড়া, না হয় ছুটির দিনে দুপুরে ঘুমুনা ; একটা বই—এর বাস্ক কেরোসিন-কাঠে প্যাক করা ; একটা ছোট বেড়িং—পথে গাড়িতে পাত্বে বলে' ; একটা জলের কুঁজো—ভারি চমৎকার কাজ করা—এটা ফেলে আসতে পারতো, কিন্তু এমন চমৎকার কাজ করা বলে'ই অশ্রুর মায়া লেগেছে : এই সব জিনিস প্র্যাটকর্ম জড়ো করে' অশ্রু প্রভাতকে বললে—লাগেজ্ কর ।

প্রভাতের মাথায় ঘেন মালগুলো একসঙ্গে পড়লো ভেঙে—কর্ণের বাণ খেয়ে ঘটোৎকচের মুখের চেহারাঘো এমনি অঘটন ঘটেনি । প্রভাত বললে—আমি আজ পর্বন্ত মনি-অর্ডার করতে শিখিনি,—আমার দ্বারা ওসব হবে না । যদি পারো তুমিই একলা এর ব্যবস্থা কর, নইলে থাক্ সব পড়ে'—পরপারে কিছুই সঙ্গে যাবে না ।

এই নিয়ে লেগে গেল তর্ক—ডুমুল, উদ্দাম । পুরুষগুলো যে যেখানে বিহনে একেবারে অসহায়, অকর্মণ্য—অশ্রু এ-কথা অনেক আগে থেকেই জানে । এগুলোর না আছে বুদ্ধি না আছে বোধ । প্রভাত অসহায়ের মতো মুচ্কে একটু হেসে বললে—বাহন একটা না হ'লে আমাদের সতিয়াই মানায় না । গণেশের ঘেমম ইত্বর ।

লাগেজ্-এর ব্যবস্থা অশ্রু একাই করলো । তাইন-ট্রেনে ভিড় নেই—জানলার দিকের বার্ষ টায় অশ্রু বিছানা পেতে 'নিলো । বললে—মাকের খালি-গদিটার ওপর পড়ে থাক, বুঝবে মজা ।

প্রভাত হেসে বললে—আমি মাঝের বকিটাতে বসছিই নে, তোমার বিছানাতেই আমার একটু জায়গা হবে—বসবার। শোবার সময় না হয় উঠে আসবো।

অশ্রু। শোব না হাতি!

প্রভাত। তুমি শুয়ো।

অশ্রু। আর তুমি?

প্রভাত। জেগে থাকবো। তোমাকে ঘুমলে নিশ্চয়ই খুব বিলীং হবে না।

অশ্রু। এই, আস্তে। বলে' অগ্নদিকের জান্নার ধারের বার্থ টান্ধ বে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে শুয়ে আছেন তাঁর দিকে ইঙ্গিত করলে।

গাড়ি দিলো ছেড়ে। স্টেশনে বুলুয়া আসবে বলে'ও আসেনি—তাই ওদের লক্ষ্য করে' সারা জলপাইগুড়ি শহরটার ওপর একটা বিবাক্ত দৃষ্টিশেল হেনে অশ্রু তর্কে মন দিলে। প্রভাত বলছিলেন: মেয়েরা যে শত্ৰু হয়নি তার প্রমাণ—চলতে হ'লে হয় নেবে গুচ্ছের আঙা-বাচ্ছা, নয় রাশি রাশি মাল। কখনো কখনো ছ'প্রস্থই; তার কিংবা ভিড়।

অশ্রু প্রতিবাদ করে' উঠলো: মেয়েরা না থাকলে খেতে কি? চলত কি করে?

প্রভাত। এক জোড়া জুতো না হ'লেও আমাদের চলে না,—সকালে উঠে একটা dentifrice দরকার। মেয়েরা না থাকলে রেঁধে দেবার অম্লবিধে ঘটতো, ভাগিয়াস্ মেয়েরা আছেন! উড়ে মইগুয়ানা না থাকলে বিকেলে কল্‌কাতার রাস্তার গ্যাস জ্বলতো না; রাস্তায় পড়তো না জল, 'জমাদাররা ধর্মঘট করলে শহরে লাগতো কলোরা। ঝেরেদের উপকারিতায় আমি সন্দেহ করি নে।

অশ্রু রীতিমত ঝাঝা হ'য়ে উঠলো : তুমি এমন অপমান করে' কথা কইলে আমি গাড়ির শেকল টেনে দেব।

প্রভাত। তা মেয়েরা পারেন।

অশ্রু। মেয়েরা কী যে পারেন তা যদি তুমি জেনেও স্বীকার না কর সে তোমার একচোখোমি। ত্যাগে সংঘমে সেবায় আত্মোৎসর্গে এমন গরীয়সী আর কোথায় পাবে ?

প্রভাত। মানি ; বুদ্ধিতে নয় !

অশ্রু। মেয়ে ছাড়া শৈশব আমাদের অসহায়, যৌবন নিরানন্দ, প্রৌঢ়তা বিরল, মৃত্যু রূক্ষ, তৃষাক্ত।

প্রভাত। পুরুষ ছাড়া তোমাদের জন্ম আকাশকুসুম, যৌবন পঙ্খ, প্রৌঢ়তা দুর্বল, মৃত্যু বিষাক্ত।

অশ্রু। মেয়েদের দুই হাতে অজস্র দেবা, অরুণণ তিতিক্ষা, অগূর্ব আত্মনিবেদন। দুঃখ-দুর্দিনে সাধনার দীপশিখা। মেয়েরা গৃহদীপ্তি, পুরুষের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী।

প্রভাত। কবিত্ব কর, বাধা দেব না। শুনতে আমার ভালোই লাগবে। মেয়েদের নিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে মিষ্টি ক'রে লেখা রবী-ঠাকুরের কবিতার আমি প্রকাণ্ড ভক্ত। সেগুলো সত্যকথন বলে' নয়, সেগুলো নেহাৎই কবিতা বলে'। যদি বল, ভাবুকের আদর্শ উন্নত হ'তে হ'তে অবশেষে মেয়ে-মাতৃয়ের আকার নেয়, আমি তোমাদের মুখ চেয়ে সেই ভাবুককেও না হয় ক্ষমা করব। কিন্তু সত্যি করে' বল দেখি মেয়েরা কোনোদিন কোনো বড়ো বেদনা সম্মুখে বা কোনো বড়ো মানন্দের অধিকারী হয়েছে ?

অশ্রু। তুমি বল কি ? প্রত্যেক মানবজন্মের পেছনে প্রাশুতির যে তীব্র ও গভীর বেদনা আছে—তার চেয়ে মহত্বের বেদনার দৃষ্টান্ত

তুমি দেখাতে পারো? মেয়েরা বড়ো বেদনা মরনি ত কে সরেছে? পৃথিবীতে মাত্র দুটি মহান ও মর্যভেদী ক্রন্দন আছে—এক সন্তান যখন হয়, আর সন্তান যখন মরে—দু'টি কারাই মায়ের, মেয়ের।

প্রভাত। কথাটাকে তুমি স্মরণ করে' বললে বটে, কিন্তু এক ছুঁয়ে এর ভাবের কুশাসা কেটে দিচ্ছি। প্রসবের বেদনাটা খুব বড়ো বেদনা নয়—তা হ'লে appendicitis operation করার বেদনাও তার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে পাল্লা দিতে পারে। ধর, রোগীকে ব্যথা না দিয়ে আজকাল যেমন সহজে দাঁত তোলা যায়, তেমনি যদি painless delivery-র প্রচলন হয় তখন এ-বেদনার গর্ব যাবে ধূলিসাৎ হ'য়ে। শারীরিক কষ্টের কথা যদি বল, ট্রান্সগাড়ির তলায় পড়ে' যার পা যায় আটকে অথচ ঘে বেঁচে থাকে—তীব্র বেদনামূভবের ক্ষেত্রে তা হ'লে সে হিরো। আমি সেই দুঃখের কথা বলছিলাম। তুমি মেয়ে বলে'ই নিতান্ত অসহিষ্ণু হ'য়ে কথাটার গুঢ় অর্থ বোঝনি। বেদনা অর্থ আত্মার বেদনা, আনন্দ অর্থ সৃষ্টির আনন্দ—অভিনবতার আনন্দ।

অশ্রু। হয় তো তেমন ঢের আছে; আমি জানি না বলে' দৃষ্টান্ত দিতে পারবো না।

প্রভাত। দৃষ্টান্ত নেই বলে'ই জান না। তেমন ভাবুক হবার লাধনা মেয়েদের 'নেই। তার জীবন স্বচ্ছ, প্রশান্ত, মন্থর—শ্রোতের কেনিল উচ্ছ্বাসে আবর্তসংকল নয়, বেগবান নয়, সন্ধানব্যাকুল নয়। তার প্রাণে না আছে তার, দেহে না আছে স্বাদ! আমার রেইন্-কোর্টটার মতো—জল থেকে ত্রাণ করে এই তার উপকারিতা। পুরুষের চেয়ে মেয়ে কত খর্ব, কত সংকীর্ণ! পুরুষ বাস করে একমাত্র বর্তমানে নয়, অতীতের সঙ্গে সে বিশ্বাসঘাতকতা করতে শেখেনি, দুই চোখে জ্ঞান ভবিষ্যতের স্বপ্ন। পুরুষ অতীতকে সঙ্গে নিয়ে ভবিষ্যতের আবিষ্কারে

চলেছে। জীবন তার কতো বিস্তৃত, কত অগাধ। আর, মেয়েদের জগৎ হচ্ছে সামান্ত সংকীর্ণ এই ছোট বর্তমানটুকু—ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে কোনো ভরসা রাখে না, বিশ্বাসের বালিতে অতীতকে সে মুছে দিয়ে এসেছে। তাই মেয়েরা জীবনে অগ্রসর হয় না, আত্মায়ো থব্ব হ'য়ে থাকে।

অশ্রু। যে-সমাজ খালি পক্ষপাতী পুরুষের সৃষ্টি, সেখানে মেয়েদের খর্বতা—

প্রভাত। তুমি এটা কেন লক্ষ্য করছ না আমি নারী-পুরুষের সামাজিক তারতম্য দিয়ে কথা বলছি না। আমি জানি সমাজ কৃত্রিম, বাইরের একটা খোলস মাত্র। সেখানে পুরুষ যদি অন্তায় করে' তোমাদের দাবিয়ে বাথে সেজন্ত তোমাদের না হয় ক্ষমা কবুলাম।

অশ্রু। আমাদের ক্ষমা।

প্রভাত। হ্যাঁ, তোমাদের। কারণ, সেখানেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে শক্তিতে ও বুদ্ধিতে তোমরা ছোট। কেউ কাকে পদানত করে' রেখেছে—এ-ব্যাপারটার মধ্যে এক পক্ষের অত্যাচারের যতোই কেন না প্রমাণ পাওয়া যাক, অপর পক্ষের দুর্বলতাকে কি বলে' অস্বীকার করবে? রাজাকে নিষ্ঠুর অত্যাচারী বলে' গাল দিয়ে পরাধীন দেশের দাসত্বের না মেলে সাহসনা, না বা সমর্থন। আমি জানি, সমাজ নিয়ে তোমাদের ওপর অনেক জবরদস্তি হয়েছে, আমি সে-দিক দিয়ে যাচ্ছি না, কেননা সমাজ হয় তো, হয় তো কেন নিশ্চয়ই উন্টে যাবে—কিন্তু অন্ধারকে শতবার ধুলেও তার মলিনতা ঘুচবে না। প্রকৃতি যে বিকৃতি ঘটিয়েছেন তাকে মার্বে কি করে'?

অশ্রু। তার মানে?

প্রভাত। তার মানে তোমরা সেই সংকীর্ণ ই থাকবে, দৃষ্টি তোমাদের বর্তমানের সীমাকে অতিক্রম করতে পারবে না। ছোট স্বার্থ নিয়ে

কলহ করবে কেননা স্থষ্টি করতে বুদ্ধি ও বেদনাবোধের যে বিকাশ দরকার তোমাদের মস্তিষ্কে তাঁর আয়গা নেই।

অশ্রু। তুমি যতই কেন না বল—একদিকে পুরুষকে আমরা নিশ্চয়ই হারিয়েছি। সে আমাদের রূপ! কবির! আমাদের পায়ের তলায় পড়ে' গড়াগড়ি যাচ্ছে।

প্রভাত। জানি এ কথা বলে' তুমি অনেকটা আশ্বস্ত হ'বার ভান করবে। ওটা তোমাদের no-trump-এর বড়ো bid। রূপ তোমাদের আছে—তোমাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র আত্মবঞ্চনার বর্ম—হাতির যেমন দাঁত, গণ্ডারের যেমন খড়্গ। শক্তি যার নেই তা'রই অবলম্বন হয় চাতুরী। আর সেই রূপের স্থায়িত্বই বা কতদিনের? একটি দু'টি সম্ভান হ'লেই সে-রূপ আইডিন্-লাগা মরা চামড়ার মতো খসে' পড়ে—প্রসব করবার পর পিপড়ের যেমন পাখা খসে।

অশ্রু বার্থে যে ভদ্রলোকটি শুয়েছিলেন তিনি এবার উঠে বসলেন। খাপ্ থেকে চশমাটি বা'র করে, নাকের মাঝামাঝি বসিয়ে প্রভাতের দিকে একটি বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে' প্রশ্ন করলেন : মশাইদের কতদূর যাওয়া হচ্ছে?

প্রশ্নটা শুনেই বোঝা গেলো এ-সব কথা-বার্তা শুনে ভদ্রলোকের চিন্তা প্রসন্ন হ'য়ে ওঠেনি; তবু কণ্ঠস্বরকে বিনয়-স্নিগ্ধ করে'ই প্রভাত জবাব দিলো : কল্‌কাতা। আপনি?

ভদ্রলোক বললেন—আমিও সেইখানে! কল্‌কাতায় কোথায় থাকা হয় মশাইদের? (অশ্রুকে লক্ষ্য করে') সঙ্গে উনি কে জিগ্‌গেস করতে পারি?

—পারেন না। বলে' প্রভাত মুখ ফিরিয়ে পুরোনো কথায় ফিরে গেলো : রূপের কথা বলছিলে না? পুরুষের তুলনায় মেয়ের রূপ যেন

স্বর্ষের পাশে জাপানি দেশলাই। পুরুষের তুলনায় খর্ব—মনে ও বাক্যে ত বটেই—কায়মনোবাক্যে। এমন “unaesthetic sex” আর আছে কোথায়? কি সাহিত্য, কি সঙ্গীত, কি ছবি—বধির, তোমরা বধির। বীঠোফেন্-ও বধির হয়েছিলেন কিন্তু সে বধিরতা তাঁর সৃষ্টি-সাধনাকে আহত করতে পারে নি; মিলটন হয়েছিলেন অন্ধ, কিন্তু সেই চিরস্বর্ধাস্তেব অন্ধকারে যে-স্বর্ণ রচনা করেছিলেন তার তুলনা নেই। আচ্ছা, সৃষ্টি-সাধনায় নারীকে ত’ কেউ বাধা দিতে আসেনি, সে কেন কবি হ’তে পারলো না, কেন পারলো না ছবি আঁকতে? উত্তর দাও অশ্রু। প্রতিভার যে অধিকারী হয় অবস্থার বশত। সে স্বীকার কবে না। সে গৃহত্যাগ করে, ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হ’বেই পথে বেবয়, অমাত্মিক কষ্ট স্বীকার করে’ প্রতিভাকে সে একটু মহান্ মর্যাদা দান কবে। তোমরা কেন এত নির্জীব, কেন এত ভীক, কেন এত পরীক্ষাকুণ্ড? গৃহের দায়িত্বের কথা যদি তোল—তা হ’লে পুরুষের বেলায় পৃথিবীর দায়িত্বের কথা তুলবে। যদি সে প্রতিভার স্পর্শ পায় গৃহকে সে মানবে কেন, ভেঙে বেরিয়ে পড়বে। প্রতিভাবানও কি তোমার এই সংসারের ready-made তুচ্ছ নিয়ম-কানুন দিয়ে বাঁধা থাকবে? সে নিজের নিজের নিয়ম তৈরি কববে, নিজের নিয়ম নিজের ভাঙবে। ধরনী দেন শশু, তোমরা দাও সম্ভান। তোমাদের দিয়ে রচনা লিখতে হ’লে এই বলে’ই উপসংহার করতে হয়। রূপ? সম্যাসীরা যেমন গায়ে গেকর্যা টেনে ভণ্ডামি লুকিয়ে রাখে, তোমরাও তেমনি ছলাকলার আবরণে অন্তরের অন্তঃসারশূন্যতা ঢেকে রেখেছো। কথা কইছ না কেন?

শ্রোতৃ ভদ্রলোকটি তাঁর সন্নিহিত দৃষ্টিবাণে অশ্রুর সর্বাঙ্গ এমন বিদ্ধ করছিলেন যে সে অসীম বিরক্তি নিয়ে তাড়াতাড়ি মাঝের বেকিটায়

তব্রলোকটির দিকে গিঠ করে' একেবারে প্রভাতের' গা ঘেঁষে বসে' পড়লো। প্রভাত বুঝলো ব্যাপারটা। ছুঁজনে একসঙ্গে সামনের পরিত্যক্ত বেঞ্চিটার পা ছড়িয়ে দিল - সামনে খোলা জানলার ওপারে খাবমান অঙ্ককার। আলোটা নিভিয়ে দিলে ভালো হ'ত। কিন্তু তব্রলোকটি অম্পট একটি ছদ্ম বলে' ফের তেমনি পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে একটা খবরের কাগজ নিয়ে পড়েছেন এবার।

অশ্রু প্রভাতের কাঁধের ওপর মাথাটা প্রায় এলিয়ে দিয়ে বললে—
কিন্তু প্রেমের বেলায় আমাকে যদি তুমি প্রাধান্য না দাও, তা হ'লে কথা কইবো না।

প্রভাত। তর্কের বেলায় অভিমান খাটে না। নারীর বেলায় প্রেম কখনো পরম নয়; স্নেহটা একটা instinct, সে একটা গুরুত্ব আছে। কিন্তু প্রেমে শুধু emotion নেই intellectও আছে,—
তোমাদের বেলায় খালি দুখের জলীয় অংশটুকু। বিয়ের পরে স্বামীর সঙ্গে যে-প্রেম—সে যতই সত্য হোক—অনেকটা সমাজের দাবি, সংসারের সুবিধে। বিয়ের আগে যে প্রেম—সে যতই সত্য হোক—বিয়ের পরে তার আর অস্তিত্ব নেই, সে অন্ত গেছে। বিয়ের পরে খ্যাতি বাঁচাতে একমাত্র মেয়েরাই বলতে পারে : ওঁকে আমি বোনের চোখে দেখেছিলাম, কিংবা ভাগ্নীর। মেয়েরা আস্থিক সাহসে এত অধঃপতিত যে তাদের সামান্য sense of justice পর্যন্ত নেই।

অশ্রু। তুমি মাতৃস্নেহকেও উড়িয়ে দেবে নাকি ?

প্রভাত। উড়িয়ে দেব না তবে জুড়েও যে বসতে দেব এমন নয়। মাতৃস্নেহ খুব পবিত্র—ভালো ভালো পয়ার লেখা যেতে পারে ও-বিষয়ে ; কিন্তু শিশুস্নেহের সঙ্গে তার এই জগ্রেই সমান আসন হয় না কারণ শিশুস্নেহে যেখানে অহঙ্কার আশ্রয় চরিতার্থতা, মাতৃস্নেহে সেখানে মাত্র

হৃদয়াবেগ, একটা সামান্য অভ্যাস। পিতৃস্নেহ instinctive নয় intellectual—instinct-এর চেয়ে intellect বড়ো।

অশ্রু। আমি তা মানি না। যতই কেন না বিকল্প তর্ক কল্প, আমি চট্টছিলে। বলে' অশ্রু আরো একটু ঘেঁষে এসে গুণ্ণুন্ করে' একটা স্বর ভাঁজতে লাগলো। এবার অশ্রু দস্তুরমতো প্রভাতের কাঁধে মাথা রাখলে। ব্যাপারটা এতো সাজঘাতিক নয় যে ট্রেন উল্টে যাবে। তবু পেছনের বেঞ্চি থেকে ভদ্রলোকের আরেকটি নকল হাজার শোনা গেলো।

প্রভাত বললে—ভালো হ'য়ে উঠে বোস।

অশ্রু। বাঃ, শরীরকে একটু বিশ্রাম দিচ্ছি তাতে তোমার আপত্তি হ'বার কারণ কি? পুরুষদের শক্তি সম্বন্ধে এতো সব লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়ে সামান্য একটা মেয়ে'ব খোপার ভাব বইতে পারবে না একথা শুনলে এতক্ষণের নীরব ও অস্থপস্থিত মেয়ের দল টিটকিরি দিয়ে উঠবে।

প্রভাত। কিন্তু ভদ্রলোক কি ভাবছেন বল তো?

অশ্রু। তোমার সাহসের দৌড় এবারে বোঝা গেলো। তোমার ভদ্রলোক কি ভাবছেন ভেবে তো গ্রহ-তারা'য় কলিশান লাগছে। তাঁকে যা খুসি ভাবতে দাও। শবীর যখন আহত হয় রুগণ হয়—তখন সেই কষ্ট লোকের দেখতে খুব ভালো লাগে : সেটা বেশ সহজ, স্বাভাবিক, কিন্তু শরীরকে আরাম দিতে গেলেই লোকের চোখে তা নয় না, লাগে দৃষ্টিকটু। এর কারণ কি বলতে পারো? আজ যদি আমার খুব জ্বর হ'য়ে কাঁপুনি হ'ত ও তোমার কাঁধে মাথা রেখে শুতাম তা হ'লে দৃষ্টটা মানাতো, হয়তো ঐ ভদ্রলোকের সহানুভূতিও পেতাম। কিন্তু সুস্থ শরীরটাকে একটু মোলায়েম আয়েস দিতে গেলেই যত

আপত্তি। প্রকাশ্যে ফোডা কাট, দাঁত তোল,—বেশ; কেউ কিছু বলতে আসছে না, কেন না শরীর কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু প্রকাশ্যে একটা চুমু দাও দিকি, লঙ্কাকাণ্ড হ'য়ে যাবে। নেংটি পরে' সম্যাসী সেজে শরীরকে কষ্ট দাও লোকে বাহবা দেবে, কিন্তু একটা গরদের আলখালা পরলেই হ'ল সে বিলাসী হল সে খারাপ। কেন? শরীরটা তো প্রতিনিয়ত কষ্ট পাচ্ছেই, একটু আরাম পেতে দেখলে লোকের হিংসে হয় কেন?

প্রভাত হয় তো কিছু বলতে যাচ্ছিলো, পেছন থেকে ভদ্রলোকটি ক্রুখে উঠলেন : মশাইরা কি সাবা রাতই এমনি বক্বক্ করবেন নাকি? চুপ করুন না খানিকটা। একে ভুগ্ছি Blood pressure এ, তায় যতো সব—। সঙ্গে থাকতো পাঁচকড়ি—দিতো ঠাণ্ডা করে'।

কেউ চটলে তার ওষুধ হচ্ছে তা'কে আরো চটিয়ে দেবার—মিষ্টি কথা বলে'। তাই প্রভাত পেছন ফিরে অতি-বিনয়ে মন্থব্রাহ্মধর্মদীক্ষিত যুবককে পর্যন্ত হার মানিয়ে বললে—আহা, ভারি কষ্ট হচ্ছে তো আপনার। আপনি শুয়ে পড়ুন, আলোটা নিভিয়ে দিই। বলে'ই উঠে দরজাব কাছে গিয়ে স্নাইচ অফ করে' দিলে।

গাড়িতে অন্ধকারের সঙ্গে বাতাসের বজ্রা। অশ্রুকে অনুভব করে' নিতে প্রভাতের দৈব হ'ল না। অন্ধকারের মতো ঘন ও উদ্বেল।

গাড়ি এসে দাঁড়ালো স্টেশনে। প্রভাত বললে—চল রেইন্টার্ট কার-এ, বেটাইম হল ও কিছু খাওয়া যাক। লোক থাকলেও এর চেয়ে ভালো company পাবো।

উৎফুল্ল হয়ে অশ্রু বলল—চল।

বেষ্ট্রান্ট কার-এ ঢুকে জানলার ধারে একটি ছোট টেবিল বেছে ওরা দু'জনে মুখোমুখি বসলো। টেবিলের ওপর দু'টো কলুইয়ের ভর রেখে সামনের দিকে সামান্ত একটু ঝুঁকে পড়ে' অশ্রু বললো—ঘাই বল, আমি Eudemonist।

প্রভাত শব্দটার অর্থ জানতো না, বললে—তার মানে ?

অশ্রু। মানে খুব সোজা, শব্দটাই জাঁকালো। মানে হচ্ছে : যাতেই আমি আনন্দ পাবো তাই আমার ধর্ম। যেখানে আনন্দ সেখানে পাপ নেই।

প্রভাত। যেখানে পাপ আছে সেখানে আনন্দও আছে।

অশ্রু। সত্যিই আনন্দ থাকলে সেটা আর পাপপদবাচ্য রইলো না। যেখানে আনন্দ নেই অথচ কর্তব্য আছে সেইটেই পাপ। যেমন ধরো, আজ যদি তোমাকে বিয়ে করি, পশু'ই সেটা পাপ হ'য়ে দাঁড়াবে, কেন না আনন্দ যাবে মরে'। তাই করবো না বিয়ে—আনন্দকে জীইয়ে রাখতে চাই। বিয়ে বডো না আনন্দ বডো ?

ততক্ষণে বয় এসে কাছে দাঁড়িয়েছে। প্রভাত বললে—তোমার মস্তিষ্ক যে-প্রকার উত্তেজিত হয়েছে তাতে মিছরির জল পেলে স্বাস্থ্যকর হ'ত, তা যখন পাওয়া যাচ্ছে না, কিছু মাংসই নেওয়া যাক আপাতত।

ছুরি-কাঁটা সরিয়ে রেখে অশ্রু আঙুলের ডগাগুলি ঝোলের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে বললে—আচ্ছা ধরো যদি আমরা মরে' ঘাই ?

প্রভাত। ওঃ, তুমি কী morbid।

মাংস-চিবোনো বন্ধ করে' অশ্রু বললে—সত্যিই, আনন্দদায়ক মুহূর্তে আমরা মৃত্যুর পদধ্বনি শুনি। দুঃখের সময় জীবন এসে উপহাস করে, কিন্তু আনন্দের সময় মৃত্যু করে আশীর্বাদ।

প্রভাত। দু'জনে একসঙ্গে বেষ্ট্রান্ট কার-এ বসে' কুকুট খাচ্ছি—এটা এমন কি একটা আনন্দদায়ক মুহূর্ত যে মৃত্যুর পদধ্বনি শুন্তে হ'বে।

অশ্রু। তার মানেই তোমাদের তীব্র আনন্দাহুত্ব নেই !

প্রভাত। এর আগে কোনোদিন বুঝি ফাউল খাওনি? কাউন্সেলি-এন্ড, বিফ-এ বোধহয় দশায় পড়বে। অত জোরে হেসো না, নামিয়ে দেবে। যদি একান্তই মরি এ-সময়, তবে যেন কপালে একটি জীবনী লেখক জ্বোটে, এই প্রার্থনা করে' মরবো।

অশ্রু। কারণ ?

প্রভাত। রেইন্স-কার-এ বসে' ছুটি নবনারী ঝোলমাথা মুখ নিয়ে একসঙ্গে হার্ট-ফেইল ক'রে পরস্পরের মাথা ঠুক'ে দিলো এ-খবরটা পেলে অনেক জীবনী-লেখকই কলম উঠিয়ে আসবেন। রফটারে এ-খবরটা উচু দামে বিক্রি হ'য়ে, স্বল্প পৃথিবীতে পর্বস্ত পরিবাগ্য হ'য়ে পড়বে। যাদের জীবন যত বার্থ তাদের জীবনী তত জমে। সেই জন্তেই রবিঠাকুরের জীবন-স্মৃতিটা কিছুই হয়নি। জীবনী লিখতে বসে' ঘোমটা টানাকে আমি সহিতে পারি না। একটা পরিপূর্ণ উন্মাদন চাই।

অশ্রু। তার জন্তে অতি তুচ্ছ ঘটনার বিবৃতি করতে হবে? কখন দেখে'লো কখন আচালো।

প্রভাত। না। জীবনের বড়ো বড়ো উপলক্ষিক কথা বলতে হবে— বড় বড় আবিষ্কারের কথা, সেই উপলক্ষিক পেছনে হয়তো নিদারুণ স্থলন আছে, মহান্ অধঃপতন! অথচ তাকে এড়িয়ে ভালো মাহুঘটি সঙ্গে ধর্মভীর জনতার বাহবা নেওয়ার মতো কাপুরুষতা আর কি আছে? খালি কবিকে জান্বে মাহুঘকে জান্বে; না—সে-জানা নিতান্তই অসম্পূর্ণ। জানো অশ্রু, ব্রাহ্ম-সংস্কার আমাদের এ বিষয়ে দারুণ ক্ষতি করেছে। 'আমরা বড়ো বেশি রকম prude, মিন্‌মিনে, খুঁৎখুঁতে। প্রকাশব্যাপারে আমরা নিতান্তই দুর্বল, লাজুক, মুখ-

চোরা। তাই সাহিত্য আমাদের মেরেলি থেকে বাজে—বুক কাটে ও মুখ কোটে না।

কথাটা অক্ষ এড়িয়ে গেলো! দাঁত থেকে আঙুল দিয়ে স্নাতকের ভুক্তাবশিষ্ট অংশ বের করে' বললে—বাই বল, খুব সুখী জীবন নিয়ে ভালো জীবনী জমে না। সত্যিই, ব্যর্থতাটাই বেশি মজার! রাণী এলিজাবেথের চেয়ে জোয়ান অফ আর্ককে এই জন্তেই ভালো লাগে, যে, বেচারিকে পুড়ে মরতে হয়েছিল। Austerlitzএ নেশোলিয়ান-এর যুদ্ধের খ্যাতি বহু-কীর্তিত, কিন্তু তোমার কি মনে হয় না St. Helenaতে এসেই তিনি অমর হ'লেন! তুমি বাইবেল পড়েছ?

প্রভাত। না।

অক্ষ। বাইবেলে কথিত আছে Elijah এমন-কি মরেন নি পর্যন্ত, রথে করে' স্বর্গে বাহিত হ'লেন। এমন একটা সামাজিক রকমের গৌরবময় জীবন নিয়ে কোনো বড়ো লেখা হ'তেই পারে না। মহাভারতে কোন্ নারী-চরিত্র তোমার ভালো লাগে?

প্রভাত। কা'দের ভালো লাগে না একধার থেকে নাম বলে' যেতে পারি: গান্ধারী, কুন্তী—

অক্ষ। একটি মাত্র মেয়েকে আমার ভাল লাগে,—সে দ্রৌপদী।

প্রভাত। কারণ?

অক্ষ। একজনকে ভালবেসে পাঁচজনের হ'য়ে গেলো। এমন আর একটা ব্যর্থ আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত তুমি সমস্ত স্বর্গ খুঁজেও পাবে না।

প্রভাত। কিন্তু সে-ব্যর্থতাবোধ দ্রৌপদীর ছিল না।

অক্ষ। সেটা আরো দুঃখদায়ক।

প্রভাত। বাঃ, যেখানে বোধ নেই, সেখানে দুঃখ কোথায়? তুমি তো একবারো বোধ করছ না যে তাজমহলের তলে না তলে ভীষণ দুঃখ,

কিন্তু মমতাকে তুলে আনতে গেলেই দেখবে তাজমহলটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর অধম হ'য়ে গেছে।

অন্ত। কিন্তু প্রোপদী Polyandry নিয়ে সে-যুগে এত বড়ো একটি আধুনিক experiment করলো, কৃতকার্য হ'তে পারলো না। যাকে সে অর্জন করেছিল সে-অর্জুনকে সে পাঁচজনের মধ্যে একজন ক'রে দেখতে পারলো না। এটা কম ট্র্যাজিডি?

খাওয়া ফুরিয়ে গেলো, কিন্তু পরের স্টেশনের তখনো দেরি আছে। অগত্যা দুটো স্নাণ্ড, উইচ ও হু' পেয়াল চা'র অর্ডার দিয়ে প্রভাত তার বুকপকেট থেকে এক কবিতা বা'র করে' বললে—তবে শোন :

দু'টি হাত জোড় করি' প্রথমে প্রণাম,
তার পরে হাত গিয়ে বাসা বাঁধে হাতের কুলায়ে
শীতল নরম,
তার পরে কথা নাই, চুপচাপ, একটু বা ঘাম,
তার পরে চৌঁট ভাঙে অধরের পাথরের ঘায়ে—
এ-রকমি শুনেছি নিয়ম।
তার পরে ? তার পরে আর কি শুনিবে ?
মাথার উপর থেকে আকাশ গিয়েছে হ'য়ে চুরি।
একদম ফাঁকা !

বাতাস ফুরিয়ে গেছে এক শ্বাসে, সূর্য গেছে নিবে'
তার পরে কবিতার খোলা খাতা রহে কোল জুড়ি',
তার পরে ভাষা ভুলে থাকা ॥

চৌঁক গিলে প্রভাত বললে—মানেটা বুঝতে পারছ ত ?

অশ্রু। তার মানে, কি বকম হয়েছে আমার কাছ থেকে একটা মত চাও ?

প্রভাত। তোমার মতকে আমি প্রাধান্য কোনো কালেই দিতে রাজি নই, বিশেষত সাহিত্যালোচনায়,—তবু যখন শোনালামই, মত জানতে চাওয়াটা স্বাভাবিক।

অশ্রু। ছাই হয়েছে। প্রেমাস্পদা অন্তর্হিত হ'লে ও-বকম একটা অসহায় ভাব নিয়ে হাত পা ছড়িয়ে কবিতাব খাতা নিয়ে বসে' থাকতে হবে—এ-হর্বলতা ও অস্বাস্থ্য সহিতে পারি না।

প্রভাত। তার মানেই, তুমি কিছু বোঝনি। কবিতাকে তোমরা হিতোপদেশ ছাড়া অন্য কিছু বলে' কবে বুঝবে ? এ শুধু একটা মানস-ভঙ্গির বর্ণনা,—এটা ভালো না মন্দ এ নিয়ে কে মাথা ঘামাতে বসেছে ! খালি কোলাহলই করতে পার, রসগ্রাহিতা তোমাদের নেই। অস্থির হ'য়ে না, আমি প্রমাণ দিচ্ছি। থিয়েটারে মেঘেদেব মতো কাউকে চোঁচাতে শুনেছ ? সেই জন্তে গ্রীসে থিয়েটারে মেঘেদেব প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিলো।

অশ্রু। কবিতা-বোঝার সঙ্গে থিয়েটারে ঢোকার সম্পর্ক কি ?

প্রভাত। সম্পর্ক এই, ললিতকলাচর্চায় তোমাদের দান করবার যদি কিছু থাকে, তা হচ্ছে কোলাহল। তোমাদের বুঝতে হবে বলে'ই সব-কিছুকে 'কথামালার' স্তরে নামিয়ে আনতে চাও। কিন্তু তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমি কবিতা লিখিনি,—আমার Muse যদি খুশি হ'ন, তাই ডের।

অশ্রু। তোমার কবিতা ভালো হয়নি, একথা বলার যদি আমার স্বাধীনতা না থাকে তবে আমাকে তুমি বুধাই পরিশ্রম করে' কবিতা শোনালে ! কেন ভালো হয়নি, তার একটা যুক্তি পেলে তুমি খুশি

হও বুঝি, কিন্তু কেনই যে ভালো হয়েছে, তাই বা তুমি বোঝাতে পারবে? যতই কসরৎ কর, রবীন্দ্রনাথের সিংহাসন আর কাড়তে পারছ না। তিনি বাঙলা সাহিত্যে চিরজীবী।

প্রভাত। হোন্ তোমার রবীন্দ্রনাথ চিরজীবী, তাঁর আয়ুর্ অঙ্ক মহাকাল কষবে। কিন্তু তিনি চিরকাল বিরাট্ পর্বতের মতো পথ জুড়ে' বসে' থাকবেন আর আমরা সমস্বরে তাঁর সাহিত্যিক দীর্ঘায়ুতার জন্তে জয়ধ্বনি করবো, আমাদের সময় এত অপরিপািত নয়। রবীন্দ্রনাথকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখবার মানেই বাঙলা সাহিত্যটাকে রসাতলে পাঠানো। যে-রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাধা হ'য়ে আছেন আমাদের বাঁচতে হ'লে তাঁকে আঘাত করতেই হবে।

অশ্র। তুমি যে এখুনি কোমর বেঁধে লড়াইয়ে লাগলে দেখছি। যারা যতো বেশি দুর্বল যতো শ্রুতপ্রাণ তাদেরই আশ্চর্যান বেশি। চমকের চক্ৰমকি ঠুকে পাবলেই তাদের চরম আত্মতৃপ্তি। এক লাঞ্চে সিঁড়ি ভাঙতে চায় acrobat-রা, আর্টিস্টরা নন্। রবীন্দ্রনাথকে ডিঙোনো সোজা, সমকক্ষ হওয়াই কঠিন সাধনা সাপেক্ষ।

প্রভাত। জান, কোনো স্বপ্নবিলাসীই সত্যিকারের কবি নয়— অস্তিত্ব বিংশ শতাব্দীতে নয়। খালি মলয় হাওয়া আর স্থানান্তোজনে ণাটি মাটির সাহিত্য হয় না—

অশ্র। আকাশের সাহিত্য হোক—তা'বই বিত্ততি ও বৈচিত্র্য আমরা চাই। মাটির নাম করে' আমরা পাঁকের উপাসক হ'তে চাই না।

প্রভাত। হাড়ে যা'র ধূলো লেগে নেই, ললাটে যার শ্রমের স্বেদবিন্দু শোভা পেল না, গায়ে যার লাগেনি দারিদ্র্যের আঘাত— তেমন কবিকে আমরা মেঘলোকে নির্বাসন দেব। মেঘ তরঙ্গ, আকাশ,

ঝটিকা—জেন্ন হয়েছে ; এখন চাই মাটি, প্রতি দিবসের সংগ্রাম, প্রতি দিবসের পাপ !

অত্র। কিন্তু প্রতি দিবসের সেই পরিচয়টাই পৃথিবীর 'বড়ো' পরিচয় নয়। মানুষ যখন মরে তখনো তা'র চোখ অর্ধ-নিম্নীলিত থাকে, জীবনকে দেখবার জ্ঞানও চক্ষু আমাদের অর্ধ-উন্মীলিত রাখতে হবে। চোখ দু'টো বড়ো করলেই বড়ো কোরে' দেখা হয় না। ববীন্দ্রনাথ খুব প্রকাণ্ড আর্টিস্ট বলে'ই জীবনকে এমন সত্য—রহস্তাক্তর বলে'ই সত্য—করে' উদ্ঘাটিত করেছেন। আর তোমরা অতি-আধুনিকবো সেই জীবনকে বীভৎস, বিকৃত, বিলী কবে' দেখাচ্ছে। তোমরা বিংশ শতাব্দীর ব্যাধি।

প্রভাত। তুমিও দেখছি সাধারণ riffraff-এব দলে। গত কাল যা হ'য়ে গেছে এদেব পক্ষে তাই বড়ো নজির। অতীতের লাঠি দিয়ে তারা বর্তমানকে প্রভাব কবে। তোমাদেব ববীন্দ্রনাথকেই ধর না। 'নষ্টনৈড' রচনা করে' তিনি তখনকার বাঙলা-সমাজে যে অনিষ্ট করেছেন বলে' অভিযোগ শোনা গেছিল, সেই 'নষ্টনৈড'ই এখন অতি-আধুনিকদেব কাছে সংযম-শিক্ষাব standard হয়েছে। কে জানে দশ বছর বাদে এই অতি-আধুনিকদেব অসংযমই তুলনামূলক সমালোচনায় পববর্তী সাহিত্যিকদের কাছে মনে হ'বে বিরস, মিথ্যা এবং সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ নয় বলে'ই কুৎসিত। তুমি খানিক আগে জোয়ান অফ আর্কেব নাম করেছিলে না? তাবই দৃষ্টান্ত নাও। ১৪৩১ খৃস্টাব্দে তাকে ঈশ্বরনিন্দাব জ্ঞান পুড়িয়ে মারা হ'ল, পঁচিশ বছর পবে সেই ডাইনি মেয়েকেই ফের গির্জা নবজীবন-দান করলে, ১৯০৮ খৃস্টাব্দে তা'র প্রায়শ্চিত্ত হ'ল, ১৯২০ তে সে হ'ল canonized ! আজ যাকে তুমি ব্যাধি বলছ সেই এককালে হ'বে বিশল্যকরণী। নাও হ'তে পারে। তাব জন্তে ভীক্ষুর

মতো জীবনকে সম্পূর্ণ জানা ও জানানোর থেকে নিজেকে সঙ্গোপনে বঞ্চিত রাখা—এ আর্টিস্টের ধর্ম নয়। গ্যায়টের *Die Leiden des 'Jungen Werthers* (উচ্চাবণ ঠিক হয়নি নিশ্চয়ই) পড়ে' অনেক লোক নাকি আত্মহত্যা করেছিল। পবে গ্যায়টকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, এতগুলি মৃত্যুর জন্তে তিনি নিজেকে দায়ী মনে করে' দুঃখ-বোধ করুছেন কি না। গ্যায়ট হেসে বললেন : মরতে দাও ওদের—জীবনে আরো অনেক কলঙ্ক আছে, আরো অনেক কুশ্রিতা। প্রচুর, প্রচুর, এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। অতি আধুনিকেব লেখা পড়ে' কেউ যদি ভ্রষ্ট হয় তবে উত্তর দেব : হ'তে দাও, এই উনিশ শতাব্দীর পাপ ও দুঃখের জন্তে অন্তত অতি-আধুনিকরা দায়ী নয়। ববীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে' যদি কেউ প্রেমে পড়ে' আত্মহত্যা করে তবে তোমাদের ববি-ঠাকুর কি তাঁর বইগুলি পুড়িয়ে ফেলবেন ? তিনিও কি বলবেন না : মরতে দাও ভীকৃদের ? কিন্তু আব না, স্টেশন এসে গেছে। এসো প্লাটফর্মে একটু হাঁটি। আজ বাত্রে আব ঘুম হচ্ছে না।

প্লাটফর্মে যেখানটায় চৌচামেচি একটু কম সে বকম একটা জায়গা বেছে নিয়ে অশ্রু ও প্রভাত পাইচারি করতে লাগলো। গাড়ি ছাড়তে দেয়ি আছে। নতুন করে' কথা স্মৃক কব্বাব ম তা আবহাওয়া পেয়েই প্রভাত বলে' চললো : অতীতে অভাস্ত জনসাধারণ আমাদেরকে যাব জন্তে নিন্দে কব্বছে সে-ই আমাদের প্রথম গুণ আমাদের প্রধান মূল্যবন। আমবা সেই নিন্দনীয় গুণেরই অহুশীলন করণে—সে-ই আমাদের নিজস্বতা। আমবা নিজস্বতা বর্জন কববো না—আমরা ততোটা নির্ভীক। প্রত্যাহের পৃথিবী নিয়ে public-এর কারবার, তারা অসাধারণের আবির্ভাবে উদ্বাস্ত হতে চায় না,—তারা আরামলোভী, যা কিছু ভূতপূর্ব তারা তাদের ভূত। ওদের কথায় আমরা কান পাতি

না—সেই আমাদের বড়ো বিজ্ঞাপন। ওরা ঝড়কেও ঢেলা মারে, বস্তার জলেও থতু ছিটায়। সত্যি অশ্রু, যে-আর্টিস্ট এই public-এর সঙ্গে চিরকাল মিতালি পাতিয়ে কায়ক্লেশে কলম বাঁচিয়েছে—কলমের খোঁচা মেয়ে এদের অস্থি, ক্ষতবিক্ষত করে' দেয়নি—সে কখনোই বড়ো হ'তে পারেনি জেনো। যারা মাঝারি তারাই করে মীমাংসা, যারা করে মীমাংসা তারাই জেনো মাঝারি। ববং মূর্থ ভালো, মাঝারিকে সইতে পারবো না। আমাদের সঙ্গে public-এর চিরজন্মের বিরোধ—তাদের আমরা ঘাড় ধবে' নবপ্রভাতের দেশে টেনে নিয়ে যাব; যতই তাবা হাত-পা ছুঁড়ুক, যেতে তাদের হবেই। তখন আবার দেখবে তারা আর সেখান থেকে অগ্রসর হ'তে চাইছে না। Public থেমে থাকতে চায়, ওরা ভীক, সন্দিগ্ধ। আমরা এই জনতাব শুরু, জনতাব মুক্তিদাতা।

খারাপ হওয়ার কথা বলছো? সরেসিনি দেখেও লোকের কামোদ্রেক হয় বিশ্বাস কর? কালীর চরণামৃত খেয়ে একজন কলেরা হ'য়ে অক্সা পেয়েছিলো সে-খবর বাখ? Angleo ব ট্রাজিডিক কথা জান ত? জানো না? Isabela-ব মতো পবিত্র, তাপসী মেয়েকে দেখে তাব জীবনে ঘটলো পরম অধঃপতন। চৈত্রসন্ধ্যা এলেই অধবে চুষসম্পূহা জাগে কেন? আমবা কী কবে' খারাপ না হ'বে পারি? আমাদের চামড়াব নিচে বে বক্ত্রোত বইছে তা-ই আমাদের মাতাল কবে' রেখেছে। যতদিন একলা ছিলাম, ভালো ছিলাম, চবিত্রবান ছিলাম। তারপব তুমি এলে।

গাড়িতে উঠে দেখা গেলো ভদ্রলোক তার দিকেব জানলা তিনটে তুলে দ্বিয়ে অঘোরে ঘুমোছেন। আলো নেভানো, পাখা চলছে। হাইজিন-এর এটা কি-রকম নিয়ম ঠিক নিরূপণ কববাব চেষ্টা না করে' অশ্রু আর প্রভাত এবাব বেশ স্বচ্ছন্দে যথেষ্ট ঘোঁঘোঁষি কবে'

বসতে পারলো। ফটো তুলে বঙ, চড়ালে রাখা-কুঞ্জেব অসম্মান হ'তো না। ভাগিস্ এটা গুরুপক্ষ না; চাঁদ উঠলেই দুশুটা হ'তো একে, কথা-বার্তা হ'তো মাজা-ঘসা, পালিশ-করা। প্রেমের ব্যাপারে কবির। চাঁদকে কেন যে এত আত্মারা দিয়েছেন বলা কঠিন। অন্ধকারে কত সুবিধে।

এইখানে অশ্রু ও প্রভাতের মুখ না এঁকে যদি ওদেব দেহভঙ্গী দুটোকে নন্দলাল বস্তুর সূক্ষ্ম রেখায় এঁকে দেওয়া যেত, ত' ভালো হ'ত। অমন Pose-এর জন্তে কন্টিনেন্টের বড়ো-বড়ো আকিরেরা পবিত্র বড়ো-বড়ো দাম নিয়ে আসতেন। কথায় সেটা আঁকতে গেলে বেশি-বকম স্থূল হ'য়ে পড়বে। বেশি কথা বলাও মুশ্বিল। ভাষায় সব কথা খুলে বলার লোভ এমন প্রচণ্ড হয় যে স্বর যায় কেটে। তবু খানিকটা বলি : ওরা পাশাপাশি বসে, মাঝের বেকিটাতে প্রভাতের প্রসারিত পা-ব ওপর অশ্রু আলগোছে তা'র পা দুটি তুলে দিয়েছে এবং কান্ধে-কান্ধেই centre of gravitation-এর স্থান-পরিবর্তন হওয়ার দরুণ অশ্রুর মাথা প্রভাতের কাঁধের ওপর পড়েছে এলিয়ে; এবং দু'জনে নেহাংই কথা কইছে বলে' ওদের গালে গাল লাগতে পারছে না। ওটুকুণ ব্যবধান না থাকলেই যেন ওরা ধরা পড়ে' যাবে।

প্রভাত বলল—আচ্ছা ও-কবিতা তো তোমার ভালো লাগেনি। হস্টেলের কমপাউণ্ড থেকে তোমার সেই বিদায়-নেওয়া ব্যাপারটা নিয়ে কিছু একটা লিখবো ভাবছিলাম; মাত্র চার লাইন হয়েছে। শোন :

বন্ধের সম্মুখে আসি' যবে তুমি মাগিলে বিদায়,
ভয়কুণ্ঠ দু'টি স্তন শিহরিল উত্তপ্ত আগ্রেষে :
পলক পতন মাত্র সহিল না; বুঝিলাম হায়,
চুম্বনের কালটুকু ফুরায়েছে চুম্বনের শেষে।

অশ্রু বলে' উঠলো : অন্নীল।

বলা-য় লাভ হ'লো এই অশ্রুর মাথাটা তার লোভনীয় উপাধান হারালো। প্রভাত সোজা হ'য়ে উঠে বসলো, বললে—কেন অন্নীল ? চুধন আর স্তন আছে বলে' ? চা খাওয়া বলতে পারবো, চুমু খাওয়া বলতে পারবো না ? তোমার ফুস্ফুস বলতে পারবো, বুকের পাঞ্জরা বলতে পারবো, স্তন বলতে পারবো না ? লক্ষ্যণ যে স্তূর্ণপথার স্তন কেটে ফেলেছিলো, কৃষ্ণ যে পুতনার স্তনাগ্র দংশন করে' তাকে ঠাণ্ডা করলে সেগুলো অন্নীল ?

অশ্রু দিলো হেসে, বললে—মোটাই তা'র জন্তে নয়, একটি মাত্র 'হায়' ঢুকে ব্যাপারটাকে বিস্ত্রী করে' তুলেছে। নইলে চলনসই হয়েছে। ওখানেই কাস্ত হওয়া উচিত,—এর পব অগ্রসব হ'লে তোমাকে পুলিশে ধরবে।

প্রভাত বীতিমত খান্না হ'য়ে উঠলো : পুলিশে ধরবে ? অন্নীলতার জন্তে ? দুর্নীতির জন্তে ? জান অশ্রু, heresy-র ভয়ে মধ্যযুগে কোনো বড়ো সাহিত্য হ'লো না, বিংশ শতাব্দীতেও কোনো বড় সাহিত্য হ'বে না এই morality-র ভয়ে। কথাটা অবিশ্রি জর্জম্যাব্-এর।

অশ্রু। যাবই হোক, তোমবা অতি-আধুনিকবা এতো সব অন্নীলতা লিপ্ধ যে বীতিমত তোমাদের পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া উচিত।

প্রভাত। কিন্তু বিচার করবে কে ? এতো আর জমির চৌহদ্দি-বিচার নয়, এখানে চাই সূক্ষ্ম রসবোধ, সূক্ষ্মতর কবিমনীষা—তোমাদের দেশের ক'টা বিচারকেব তা আছে ? আমেরিকা তো ভীষণ শিক্ষিত ও সভ্য দেশ, কিন্তু সেখানে *Replenishing Jessica*-র বিচারের সময় জুরিরা যে-বিষয়ের পরিচয় দিয়েছেন তা শুনলে তুমি হাঁ হ'য়ে যাবে। বারো জনের মধ্যে তিনজন রাতকাণা বলে কোনোদিন কোনো বই-ই

পড়েন নি, আর্টজেন সমসাময়িক সাহিত্যের কোনোই খবর রাখেন না, বাকি একজন স্পষ্ট স্বীকার করলেন : বাড়িতে আমার হ'য়ে আমার জী-ই পড়াশোনা করেন। এরাই ত করবে আমাদের বিচার ? পুলিশের হাতে ভারতীয় এই বলাংকার (কথাটা অবিশ্বাস অতি-আধুনিক নয়) অসহ্য।

অশ্রু। তোমরা যে-রকম বাডাবাড়ি করছ তাতে শঙ্কিত হবার কারণ ঘটেছে।

প্রভাত। বেশি দামের আরব্যোপগ্রাস বা ব্যাসেব মূল মহাভারত না হয় লোকে কিনতে পাববে না, কালিদাসেব সমাস ভেঙে ভেঙে সংস্কৃত পড়বার ধৈর্য হয় ত' অনেকেরই নেই, ভারতচন্দ্র যোগাড় করা অনেকের পক্ষে দুষ্কর,—কিন্তু চার পয়সা দিয়ে খবরের কাগজে যে Legal Intelligence কিনতে পাওয়া যায় তা তুমি ঠেকাবে কি করে? হু' পয়সার বাঙলা কাগজগুলোও ধষণ-বৃত্তান্তে ঠাসা। সেখানে ত উপগ্রাস নয় যে উড়িয়ে দেবে, মোটা সত্য কথা—প্রত্যক্ষ ও নিষ্ঠুর। তা পড়ে পাঠকদের নৈতিক অবনতি হয় না? বেছে বেছে ঐ খবরগুলোর প্রাধান্য দেওয়াব কোনও উদ্দেশ্য নেই? তোমাব সাহিত্যের বেলায় চরিত্র টলমল করে' ওঠে। তা হ'লে law-reports অঙ্গীল, বাড়িতে পারিবারিক চিকিৎসার জন্তে আনা হোমিওপ্যাথিক বই অঙ্গীল, দেয়ালে টাঙানো কালীর মূর্তি অঙ্গীল, নিরাকার ব্রহ্ম অঙ্গীল,—কেননা কোনো অঙ্গই তাঁর নেই যে।

অশ্রু। Law-reports বা ডাক্তারি বই-ব মর্ম বৃক্ষতে হ'লে specialisation দরকার।

প্রভাত। সাহিত্যের বেলায়ই সে specialisation-এর কথা উঠবে না কেন? তুমি পড়মালা শেষ কবেই পড়তে যাবে ভারতচন্দ্র,

Nursery Rhyme পড়েই হুইটম্যান, বড্‌লেয়ার, বায়রণ ? এই আশ্চর্য্য তোমার আসে কেন ? ছেলের হাতে Rabelais বা Boecaccio পড়তে পারে এ ভয় যতখানি, ছেলে তার দাদার Anatomyর বই খুলে genital organs-এর ছবি দেখে ফেলতে পাবে—এ ভয়ো কম নয়। পরিণত বয়সের চিন্তাকে শিশুর বুদ্ধির আয়ত্তাধীন করে' তুল্‌বো—এ জবরদস্তি সাহিত্যের বিচারেই উঠে থাকে। ছেলেদের ত সিগারেট খাওয়া অপবাধ—সেই জন্ত আমি খাবো না সিগারেট ? বলে' প্রভাত একটা সিগারেট ধরালো।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে প্রভাত বলে' চললো : তুমি হেন্‌বি ভিজ্জেটেলি'র নাম শোননি। তিনি ছিলেন এক হৃদ্বর্ষ প্রকাশক—তেমন প্রকাশক বাঙলা দেশে ক' শতাব্দী বাদে আসবে বলা যায় না। Zola-র ইংরিজি অনুবাদ তিনি ছাপিয়েছিলেন, তা ছাড়া তাঁর প্রিয় গ্রন্থকাব ছিল সব অঙ্গীল লেখক : Flaubert, Goncourt, Gautier, Muirger, Maupassant, Paul Bourget। তাঁকে পুলিশে ধব্লে, তাব অপরাধ এত জঘন্ত বলে' বিবেচিত হ'ল যে তিনি তাব পক্ষে একটা উকিল পর্যন্ত পেলেন না। সত্তর বছর বয়সে তাঁর তিন মাস জেল হ'য়ে গেল। তুমি শুনে আশ্চর্য হ'বে অশ্রু, ভিজ্জেটেলি'র তবু জোলা'র হ'বহ অনুবাদ করান নি,—‘an expurgated Zola outraged the sloppy Victorians!’ এখন এই জোলা ইংলণ্ডেও বহুবর্ণ্য ! তোমার বইয়ের বাস্তব হাভলক এলিসের *The Psychology of Sex*-এর দু' তিনটে ভন্যুম দেখলাম। এলিস এখন ঋষিতুল্য বলে' বিশ্বকীর্তিত, কিন্তু এই এলিসকেই একদিন রাজদ্বারে অভিযুক্ত হ'তে হয়েছিলো—ইংলণ্ডে বই তাঁর ছাপা হ'ল না। . তেমনি দেখো একদিন অতি-আধুনিকদের অঙ্গীল বই-ই স্কলপাঠ্য হ'বে—সুইনবার্ণ হয়েচে,

হাইটম্যান হয়েছে—অথচ জীবদ্দশায় এঁদের কম লাহুনা ভোগ করতে হয় নি।

অশ্রু। সমাজে যে-রুচি প্রচলিত আছে তাকে নষ্ট করতে এলে নিশ্চয়ই সমাজের ইষ্ট হয় না। সমাজ ওঠে ক্ষেপে।

প্রভাত। এককালে মেয়েদের সেমিজ-পরাটাও সমাজের রুচিতে বাধতো; তখন ব্লাউজের প্রচলন হয় নি বলে' উত্তমাক্ষ শব্দকে তাঁদের বিশেষ আকর্ষণ ছিলো না। সেও একটা রুচি। এখন সে-কথা স্বপ্নে ভাবলে তোমরা স্বপ্নে জিভ কাটবে—গরমের দিনে খালি গায়ে শুয়েও। এককালে সহমরণে যাওয়াটা খুব উচ্চাঙ্গের সতীধর্ম ছিলো; এখন সে-অনুরোধ করলে তোমারা assault-এর চার্জ আনবে। বরং ছ'রাত্রি শোক করা সোজা, চিতেয় উঠে চিংকার করাটা বর্বরতা। রুচির কথা বোলো না। ইংরেজ মেয়েরা দেখায় বুক, বাঙালি মেয়েবা পিঠি, আর হিন্দুস্থানি মেয়েরা পেট—সুচিরকালের জন্তে কোনো রুচিই আঁটকে থাকে না। সব দেশেই সব সমাজেই রুচি তার চেয়ার বদলাচ্ছে। জাপানে ও রাশিয়ায় মেয়েরা একসঙ্গে উলঙ্গ হ'য়ে স্নান করে—তুনে তুমি নিশ্চয়ই লঙ্কায় নেতিয়ে পড়ছ—আমাদের কাছে এ-ক্যাশান্ দস্তরমতো অঙ্গীল—ইংরেজদের কাছেও। এককালে ইংলণ্ডে মেয়েদ'র স্কাট জুতো ছাড়িয়ে রাস্তার ওপরে পড়ে' ধুলো না স্কাট দিলে আর রক্ষে ছিলো না, এখন সে-স্কাট হাঁটুর ওপর উঠেছে। পায়ের কোন point-এ এসে অঙ্গীল বলে' থামতে হ'বে বলতে পারো? তিরিশ বছর আগে ankle দেখে যে চাকলা হ'ত এখন হাঁটু দেখে তা হয় না; ডিকেন্সের সময় যা বুক বলে' নিন্দিত হ'ত এখন তা মাত্র কাঁধ! কিন্তু, আবার 'শুনছি স্কাটের নাকি অধঃপতন ঘটছে, অর্থাৎ ফের নিচে নেবে আসছে; এর যুক্তিটাও রুচিবৈষম্যের পরিচয় দেবে।

কারণ নাকি এই : অনাবরণ সৌন্দর্যকে বাধা দেয়। সৌন্দর্য আরম্ভে হচ্ছে ইসারা, রূপে নয় রেখায় ; রাসে নয় রসে ; রহস্তে অর্থাৎ গোপনতায়। তাই এখন আবার সমস্ত শরীর ঢেকে ফেলবার জন্তে সবাই বুকে পড়েছে দেখছি।

অশ্র। তোমাদের মাথা খেয়েছে যতো পাশ্চাত্য সাহিত্য। আমাদের সাম্বিক দেশে তোমরা যে-সব ভাব আমদানি করছ তাতে হাওয়া বিষিয়ে উঠেছে। যুরোপের ছাড়া কাপড় পরে' তোমরা আহ্লাদে অটখানা হ'য়ে যে সমস্তার সমাধানে কলম শানাচ্ছ সে-সব সমস্তাই ধোঁয়া, মনগড়া। যুরোপে যেটা জীবন-মরণের কথা, সেটা তোমাদের কাছে রঙিন ভাববিলাসিতা মাত্র।

প্রভাত। মুস্কিল এই, সাম্বিক দেশের শিবের যে-পূজার প্রথা আছে তা শুনে মিস্ মেয়োর মুচ্ছা হয়েছিলো। গোঁহাটির কামাখ্যা আমাদের সব চেয়ে বড়ো দেবী। দবজা জানলা বন্ধ রেখে যে-হাওয়া আমরা বিষিয়ে তুলেছি তাকে আমরা মুক্ত দিয়ে পবিত্র কবতে চাই। আমরা আজ ছোট শহরের ছোট গলিব বাসিন্দা নই, বিরাট পৃথিবীতে আমাদের বাসা, সব মানুষের বেদনা আমাদের নিজের বেদনা। আমাদের সমাজে সমস্তা সেই, তো কোথায় আছে? পরাধীনতাই বড়ো সমস্তা; তারপরে sex। এই যে দিনের পর দিন নর-নারীর সূচির ব্যবধান চলেছে এটা কি দেশের পক্ষে খুবই শুভ ; যে-দেশে নর-নারীর স্বাধীন বন্ধুতাব স্থান নেই—সে-দেশ উঠবেই ত' বিষিয়ে। পাশ্চাত্যের ভাব আমদানি করছি বলে' যে অভিযোগ করছ তারো ভাবি মজা আছে। বাড়ল্য যেটা অল্লীল, সংস্কৃতে সেটা নয়, ইংরিজিতে ত নয়-ই। আবার জার্মানিতে যেটা অল্লীল নয় সেটা ইংরিজিতে জঘন্ট। Dreiser-কে যখন তার *Sister Carrie*-র জন্ত ধ্বলো

(পড়নি বইটা? আমার কাছে আছে।) তখন সে বললে কি জান : আমার নাম Dreiser না হ'য়ে যদি Dreisershtofsky হ'ত আব আমি যদি আমেরিকা থেকে না এসে Warsaw থেকে আসতাম তা হ'লে কপালে এই দুঃখ থাকতো না। কিন্তু তা যখন নয়, বিদায়। গ্রন্থাটো ভাষায় লিখতে গেলেই মুশ্কিল, খুব পোষাকি কবে' লেগ, মানিয়ে যাবে। ইংলণ্ডে বই-র দাম কম হ'লে অল্পীল, বই মার্ক উৎসর্গ করলে আর অল্পীল নয়।

অশ্র। তুমি sexকে আমাদের দেশে খুব বড়ো সমস্যা বলে' মনে কর ?

প্রভাত। নিশ্চয়ই। ইথণেব মতো তাকে আমি ছুল নাই বললাম, তবে ঐ সমস্যাটার উপযুক্ত সমাধান হয়নি বলে'ই এত অস্বাস্থ্য এত চিন্ত-দারিদ্র্য। আমরা হাত বাড়িয়ে প্রতি কাজে নাবীণ সাহায্য পাই না, তাই কাজ আমাদের কাছে উৎসব হ'য়ে উঠেনি। এই আডাল যদিই না ঘোচে তদ্দিন sex বানান করতে গেলেই আমাদের দাঁত ভাঙবে। তাই আমাদের সাহিত্য মেয়েদের ব্রতকথার সামিল হ'বে উঠতে না পারলেই শিবের জটায় গঙ্গা গেলো শুকিয়ে। এমন বই লেখা চাই যা স্বচ্ছন্দে মেয়েদের পড়া-র টেবলে পড়ে' থাকতে পাবে—যা বাপ-মা-ভাই-বোন' মিলে' পড়ে' কান্দতে পাবে। কিন্তু জীবনে এমন সব ব্যাপার নিত্যই ঘটছে, অশ্র যাতে আমরা বাপ-মাকে নিমন্ত্রণ করলেও তাবা আসতে লজ্জা পাবেন। সাহিত্যের বেলায় তাদের এই অভিভাবকত্বের অর্থ কোথায় ?

অশ্র। কিন্তু সাহিত্য খালি যে যৌনসম্পর্ক নিয়েই আলোচনা করবে এ-অস্বাস্থ্যও বা' তুমি সমর্থন করছ কি করে' ? জীবনব্যাপাবে ওটাই কি summum bonum ?

প্রভাত। যদি বলি তাই, তুমি আমাকে কী ভাববে জানি না।
মাহুয়ের যতো কিছু বৃহত্তর উপলব্ধি সব এই sex-এর সাহায্যেই
ঘটেছে। ধরো প্রেম। প্রেম ত sex ছাড়া কিছুই নয়। তুমি, ঐ শব্দ-
টার একটা স্থানিক অর্থ করো না—ও একটা ধর্ম, বাঙলা ভাষায় শুকে
অম্ববাদ করতে গেলে বলতে হয় ভালোবাসা। খালি তাই নিয়েই
সাহিত্য হবে,—লেখকরা দর্জি বা ছুতোর হ'লে তেমন ফরমায়েস করা
যেতো হয়তো,—কিন্তু যদি কারুর সাহিত্যে সত্যিই sex বড়ো উপাদান
হ'য়ে ওঠে, তাকে যেন কৃত্রিম লজ্জা এসে অভিভূত না করে, সৃষ্টিকে সে
যেন বলিষ্ঠ হ'তে দেয়। যে-লেখা গভীর উপলব্ধিপ্রসূত সে কখনোই
অশ্লীল হ'তে পারে না—, তাই ভল্টেয়ার অশ্লীল নয়, হোরেস অশ্লীল
নয়, বায়রণ অশ্লীল নয়, শেইক্সপিয়ার অশ্লীল নয়। কিন্তু এক সময়
ইংলণ্ডে শেইক্সপিয়ারের অশ্লীলতা সংশোধন করতে এক মহাপুরুষের
উদয় হয়েছিলো—নাম তাঁর টমাস বোডলার, তিনি শেইক্সপিয়ারকে
কাটতে বসলেন। কিন্তু আবার সেই মজা হ'ল, অশ্লীল।

অশ্লীল। কি ?

প্রভাত। Victorianদের কাছে সেই bowdlerised শেইক্স-
পিয়ারই মনে হ'ল 'too frank'.

অশ্লীল। আচ্ছা তুমি কি মনে কর না এই যে ঝাঁকে ঝাঁকে লালসা-
লিপ্ত লেখা বেরুচ্ছে মাসিক কাগজে, তাদের বন্ধ ক'বা উচিত ?

প্রভাত। Gourmont-এর একটা কথা শোন : When morality
triumphs, nasty things happen. প্রচার বন্ধ করলেই কলম
বন্ধ হয় না। অশ্লীলতার বিচার যারা ক'ববে তাদের বিশেষ-বুদ্ধির পরিচয়
তোমাকে নতুন করে' আর দিতে হ'বে না। 'কিন্তু কি কারণে বন্ধ
ক'ববে শুনি ?

অশ্র। লেখা পড়ে' অপরিণতবয়স্ক ছেলে-মেয়েরা নষ্ট হ'বে বলে'।

প্রভাত। এটাই মজা অশ্র, যারা এই অশ্লীলতা prosecute-করে তাদের নষ্ট হবার ভয় নেই, নষ্ট হবে তাদের জী, তাদের ছেলে-মেয়ে। নিজেদের এই প্রকার নিশ্চিন্ত superiority-বোধটা অত্যন্ত কোতূহল কিন্তু। পবেব জন্মে তার মাথা-ব্যথা, নিজে সে নিমূর্ত্ত। আচ্ছা, সিনেমা দেখে ছেলে মেয়ে জী খারাপ হয় না, রাস্তায় কুকুর দেখে, চৌরখিতে মেমদের পা দেখে? তুমি shocked হ'য়ো না অশ্র। শাস্তি দেবে বলে' যে অশ্লীল বই তুমি কেড়ে নিলে, তোমার সেই অশ্লীল নামাকিত কবে' দেবার দরুণই কি তা হ-হ কবে' উড়ে যাবে না? ছেলেরা ইস্কুলের ঠিকানায ভি পি করে' বই নেবে, জীরা দেওরদের দিয়ে বাজার থেকে কিনে আনবে ডবল দাম দিয়ে। এইটেই সব চেয়ে মজার, সাহিত্যের শ্লীলতাব বিচার হবে criminal law অনুসারে, সাহিত্যিক রসবোধেব নিয়মানুসারে নয়। যা সত্যিই বুঞ্জী তা আপনাই যাবে শুকিয়ে, আদালতেব লাল ফিতে বেঁধে তাকে মবাদা দেবার কারণ কি? ছেলে-মেয়েদের খাবাপ হ'বে ভেবে তোমারো যে মাথা ধরে' গেছে। ছেলে-মেয়েদের sex সম্বন্ধে train কর না কেন? বার্ট্র্যাণ্ড রাসেল এর মতানুসারে তুমি তোমার ছেলে-মেয়েদের সামনে ব্যায়াম করবার সময় নগ্ন হয়ে তাদের মিথ্যা রহস্য সন্ধিৎসা নষ্ট করে' দিতে পারবে? যেখানে mystery সেখানেই অশ্লীলতা। ছেলে যখন বাপকে শুধায়: এগ্নি কি কবে' চলে, এরোপ্লেন কি কবে' ওড়ে, বাপ তাঁর সাধ্যমত উত্তর দিতে কুণ্ঠা কবেন না। কিন্তু যখন ছেলে বলে: বাবা, আমি কী করে' হ'লাম, তখনই বাপ আম্তা আম্তা কবে' জবাব দেবেন: তুমি চাঁদ থেকে নেমে এসেছ, ঈশ্বর তোমাকে দিয়ে গেছেন। চাঁদ থেকে যে নেমে আসা যায় না, ঈশ্বরকে যে চোখে

দেখা যায় না এবং বাপের ঐ আমতা-আমতা করে' বলার জন্তেই ছেলের কাছে ব্যাপারটা দাঁড়ায় রহস্যচ্ছন্ন, বাপ দাঁড়ান মিথ্যাবাদী। ছেলেব কোতুল বাড়ে, এবং যদি খারাপ হওয়া বল সে তখন থেকেই 'খারাপ হয়। সাহিত্য পড়ে' খারাপ হওয়ার ভয়, বাড়িতে গর্ভিনী আত্মীয়বর্গকে দেখে ভয় নেই? আন্তে হেসো, ভদ্রলোক জেগে উঠতে পাবেন। ঘুমিয়ে আছেন বলে'ই এতো সব কথা বলা যাচ্ছে।

একবার আমেরিকায় স্কুল-মেয়েদের sex-informationএর আদি-কারণ জানবার জন্তে চেষ্টা হ'য়েছিল; বেশি মেয়ে যোগ দেয়নি—মোট ১৫৪ জন। তালিকা যা হ'য়েছিল তা দেখ।

প্রভাত পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে' বললে,—এটা আমি টুকে রেখেছি।

অশ্রু পড়তে লাগলো :

পড়ে'	৭২
কণাশক্তি করে'	১৪
মাষ্টার, নাস'লের কাছ থেকে	৬
চাকরদের থেকে	১৬
দেখে (পদ্মপাখি বাপ যা ছেলেগিলে)	২৬
আত্মীয় স্বজন	৮
বুড়োবুড়ি ব'ক	১৩

মোট—১৫৫

অশ্রু বললো : তবেই দেখতে পাচ্ছ পড়ে'ই বেশি মেয়ে বকেছে।

প্রভাত হেসে বললো : কি কি পড়ে' বকেছে 'তারো একটা হিসাব নাও। বলে' আরেক টুকরো কাগজ বার করলো।

অশ্রু পড়লো :

বাইবেল

ডিক্সনারি

এন্সাইক্লোপিডিয়া

শেইক্সপিয়ার

ডিকেন্স

ডাক্তারি বই

স্পেন্সারের *Faerie Queens*

প্যাকারে

অজ' এলিয়েট

স্বট

নটলির *Rise of the Dutch Republic*

প্রভাত। আমাদের দেশেও যদি হিসেব নেওয়া সম্ভব হ'তো তো
এরি অনুরূপ মজার ব্যাপার ঘটতো নিশ্চয়।

এন্সাইক্লোপিডিয়াতে অশ্লীলতার কোনো ব্যাখ্যা নেই, তার
বিচারের কোনো মানদণ্ড পাবে না। সব মিলে বই-র বিচার হ'বে,
না, একটা লাইনে বা একটা মাত্র প্রাদেশিক শব্দে, তা বোঝা কঠিন।
তুমি ত স্তন সঙ্ঘক্ষে আপত্তি করেছিলে কিন্তু ফ্রান্সে বঙ'লেয়ার স্তনের সঙ্ঘে
প্রোয়সীর উদরের বর্ণনা করেছিলো বলে' কলেঙ্কাবির আর সীমা রইলো
না। প্লেটো তো কবিতাকেই বনবাসে দিতে চেয়েছিলেন তাঁর Re-
publicএ, সেখানে "পাখা সব কবে এব" এর মতো নিষ্পাপ কবিতারো
স্থান হ'তো না, তিনি হোমারকে পর্যন্ত সার্ব করিতে চেয়েছিলেন। সায়
দেবে তুমি? দেখ আমরা খুব ভালো দলে আছি—কে নেই আমাদের
পক্ষে? ইউরিপিডিস, শেইক্সপিয়ার, শেলি—

অশ্রু। শেলি?

প্রভাত। ই্যা শেলি। *Queen Mab* এ blasphemyর ভর
অতিযুক্ত হয়েছিলেন। তুমি নাম শুনে যাও : বায়রণ, মুসে, ওভিড্,
ভলটেয়ার, রুসো, গায়টে, মলিয়ার, ডট্টয়ভস্কি—এমন কি সেন্ট
অগষ্টিন্ পর্যন্ত।

অশ্রর খোলা চুলগুলি ছ' হাতে মুঠি ভরে' ধরে' প্রভাত বললো :
পৃথিবীর অনিষ্ট কববে মানুষের এই passion ? এ কথা তুমি বিশ্বাস
করতে পারো? সমালোচকদের মতো এই বিশ্বাসে আমরা সত্যিই
আনন্দ পাই না অশ্র, যে মানুষ সব সময়েই অবনত অধঃপতিত হ'বার
জন্তে উন্মুখ হ'য়ে আছে। আমরা মানুষের মহত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস
করি। তুমি কি মনে কব সেইক্সপিয়ার-এর *Venus and Adonais*
না পড়লেই নিষ্পাপ ও নির্মল থাকবে? এই পৃথিবীতে একমাত্র
ঋতুসংহাবই কি পুণ্যসংহাব করতে বন্ধপরিকর? এই পৃথিবীর
শাপ ও লোভ, রোগ ও দাবিজ্যেব (সবগুলিই মানুষের অনিষ্টকারী)
মাঝে থেকেও যাবা ছ'চাবটে সংস্কৃত শ্লোক পড়তে ভয় পায়, sex-এর
নামে যাদেব বহুষ্ঠকার হয়—তাদের সঙ্গে কা'ব তুলনা দেব? একবার
কোনু এক ফাঁসির কয়েদিকে ফাঁসি-কাঠে লটকাবে বলে' জেল থেকে
নিয়ে যেতে এসেছিলো। জেল থেকে ফাঁসিব জায়গা কতটুকুনই বা
পথ! বৃষ্টি এসে গেল হঠাৎ। কয়েদি বললে : ছাতা দাও, ভিজতে
পারবো না। ছাতা মাথায় দিয়ে কয়েদি ফাঁসি-কাঠে গলা পাতলে।
এরাও সব যেন তাই,—ফাঁসিব কয়েদি হ'য়ে ছাতা খুলেছে। কিন্তু
ঢের হয়েছে অশ্র, আর না।

আর না মানে, আব কথা নয়—এইবার একটু বিশ্রাম করা যাক।
ঘুম অবশি খুব পাচ্ছে না, তবু দেহটাকে একটু প্রসারিত করতে পারলে
আয়েস হ'ত। এই ভেবে প্রভাত মাথাটা একটু হেলিয়ে দিতেই অশ্রর

বুকের কুলায়ে আশ্রয় পেলো। গাভি পুরো দমে চলেছে,—অঙ্ককার ক্রমেই আবছা হ'য়ে আসছে। ভদ্রলোক আডমোডা ভেঙে পাশ ফিরলেন; অশ্রু চঞ্চল হ'য়ে উঠতে চাইছিলো, কিন্তু বুকের ভার রইলো অটল হ'য়ে। এমনি উদাসীন হ'য়ে আধ-শোয়া অবস্থাটা মন্দ নয়। গেলো অনেকক্ষণ কেটে। নৈহাটি ছেড়েছে। প্রভাত উঠে' বসলো, কিন্তু বায়রণের কবিতাব দু'টো লাইন্ বল্বাব জ্ঞাত। ঐ লাইন্-দু'টো বলবার প্রয়োজন হ'ত না যদি না অশ্রু (বোকার মতো) বলে' উঠত : কী গরম !

অতএব প্রভাত ভেবে দেখলো লাইন্ দু'টো বলা দবকার :

"What men call gallantry and the gods adultery,

Is far more common where the climate's sultry."

বলে' দু'হাত দিঘে খুব বড়ো একটা গোলাপফুলের মতো অশ্রুর মুখ একেবারে নিজের মুখের কাছে তুলে আনলে। হলিউডে হ'লে এখানে খুব এটা চমৎকার close-up হ'ত সন্দেহ নেই।

আগে থেকেই চিঠি দেওয়া ছিলো। সব ঠিক-ঠাক। অশ্রুকে হোটেলের পৌছে দিয়ে প্রভাত হারিসন রোডের মোড়ে এসে বাস নিলে। বাড়ি এসে গেল পনেরো মিনিটে। ওদেব গলিতে পা দিয়ে দেখলো কিছুই বদলায় নি। আশ্চর্য্য। বাকের বসে' তেমনি উড়ে দোকানিটা ফুলুরি ভাজছে, ফিরিওলা তপসে-মাছ হেঁকে যাচ্ছে, রাস্তার ওপরে কর্পোরেশানের একটা নো-বোড লাগানো, দূরে একটা খোলার দাড়িয়ে। এই ওর পরিচিত পৃথিবী! আশ্চর্য্য! বাড়ি ঢুকে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে মা ছাতে ঘুঁটে দিচ্ছেন, নাটু গালের ওপরে মাছি তাক করছে। ওব বাড়িটা তেমনি বিবর্ণ বিমর্ষ হ'য়েই আছে। বাড়িটা মেঘলোকে প্রমোশন পায় নি।

নাটু বারান্দায় বসে' মহাশৃঙ্খলে মুখ ভেঙে চাচ্ছে; পাছে দাদার পায়ের শব্দ চিনে আনন্দে চিংকাব ক'রে ওঠে সেই ভয়ে প্রভাত অতি নিঃশব্দে পা ফেলে ফেলে ধরে ঢুকলো। সারা বাড়ির অনিদ্ৰা—শবীর পড়ছে ভেঙে; তবু জুতো-জামা না খুলেই ভাঙা চেয়ারটায় বসে' পড়ে' পা ছড়িয়ে দিলো। নাটু এগন তার মাথার চুলগুলো টেনে-টেনে দেখছে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধবা যায় কি না।

এখুনি মা এসে পড়বেন—অন্য কাজে ব্যস্ত আছেন নিশ্চয়। মা এসে গেলেই ফুরিয়ে গেল! স্নান করতে যা, পোস্তর বড়া হয়েছে গরম-গরম, চলু আফিসে, জুতো দুটো বুকশ' করে' নে—মা ধুলো জমেছে! মাথার চুলগুড়ি ববে কাটবি? কেমন লাগল জলপাইগুলি? কি বললে অশ্রু? বাপ জায়গা দিয়েছে?

খেয়ে-দেয়ে পেটের বাঁ দিকে একটা বেদনা নিয়ে ছুটে ওর বাস
 খরতে হ'বে—দাঁড়িয়েই যেতে হ'বে, আফিস-টাইমে জায়গা নেই
 বসবার। আফিসে গিয়ে চেয়ার টেনে বসতেই সামনে ওর সেই
 নাক্-চ্যাপ্টা ভবানীবাবুর সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাবে—দেশলাইর কাঠি
 বার করে' অনবরত দাঁত খোঁচাচ্ছেন। কে একজন নাকি পিন দিয়ে
 দাঁত খুঁচিয়ে মরে' গেছেন। আচ্ছা, জাপানে না কি চুমু খাওয়া বারণ
 হ'য়ে গেছে, কারণ প্রতি চুমুতে নাকি হাজারে-হাজারে বীজাণু ঠোঠের
 খেয়া পারাপার করে। অশ্রুর যদি টি. বি থাকে? বাঙলা দেশে
 এত লোক টি. বি.তে মরে অথচ একটা স্ত্রানটোরিয়াম নেই।
 শেষকালে হ্যাট হাম্‌সন্ পর্যন্ত টমাস্-মান্-এর দেখাদেখি স্ত্রানটোরিয়াম
 নিয়ে বই লিখলে : *Chapter the Last*। বাঙলা দেশে একটা
 থাকলে আরো কি গল্প লেখবার খোবাক জুটতো। আচ্ছা, টি.
 বি-টা খুব কাব্যিক ব্যারাম, তাই সব লেখকই বক্তামাশয় বা বেরিবেরি
 ছেড়ে টি. বি.-র রক্তরাগে রুমাল রাড়িয়েছেন। প্রেমগীদের বেরিবেরি
 হ'য়ে পা ফুলে আর রক্ষে ছিলো না, কোনো প্রিয়াব গলগণ্ড হয়েছে
 বলে' শোনা যায়নি। পৃথিবীতে কী রোগ নেই? যদি কেউ এসে
 বলে : একটা লোকের বাঁ কানটা ডান কানের জায়গায় এসে উন্টে'
 বসেছে—প্রভাত তা-ও বিশ্বাস করবে। মাহুয়ের এইটুকুন শরীরে
 ছ শ' ছান্সারটা ব্যাধি। তবু তাকে চোখ লাল করে' তণ্ডিকরা হ'ল
 কি না—ভালো হও। শরীরে রক্ত দিয়ে বললে কি না—মচরিত্র হও ;
 মহয়ার ক্ষেত তৈরি করে' বলা হ'ল—ওখান দিয়ে হেঁটো না, গড়িয়ে
 পড়বে। মহয়া নামটি বেশ। বধূকে পাবার আগের ডাক-নাম, পেলে
 পরে তার নাম হওয়া উচিত দ্রাক্ষা। একবার কে এক মাষ্টার দ্রাক্ষার
 মানে করেছিলো কিসমিস। 'বক্ষে দ্রাক্ষা গুচ্ছে গুচ্ছে'—এমন একটা

লাইনের টুকরো এতদিনে বাঙলা কবিতায় পাওয়া গেলো। বাঙলা কবিতা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে—মার গলার আওয়াজ পাওয়া গেছে। ঘরের দিকে এসে পড়লেন বৃষ্টি। ও এতক্ষণ অশ্রুকে না ভেবে বেরিবেরি নিয়ে রিসার্চ করছিলো। সত্যি, অশ্রুকে এত কাছে পেয়ে এসেছে অথচ ওকে ভাবা যাচ্ছে না। আকাশ-ভরা রোদের দিকে চেয়ে জ্যোৎস্নার কথা ভাবা মুশ্কিল। অশ্রুর চোখ ভাবতে গিয়ে ভুরু মনে পড়ে, ভুরুর দীর্ঘতা অনুসরণ করতে গিয়ে মাঝপথে হঠাৎ টোঁট ছুঁটি এসে আবদার জানায়। এতো নিবিড় করে অশ্রুকে স্পর্শ করা হোল অথচ ওর হাতের আঙুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করা হয়নি! সিংহের সৌন্দর্য যেমন কেশরে, নারীর সৌন্দর্য তেমন নখাঙ্কুরে! প্যারিস্ যে হেলেনকে চুরি করে' নিয়ে গিয়েছিলো তা শুধু হেলেনের ঝাঙ্লে প্রলুব্ধ হ'য়ে। রামের চেয়ে মেনিলিউস্ কত উদার—সীতাকে অগ্নিপ্রবেশ করতে হয়েছিলো, হেলেন্ একেবারে স্বামীর বাহুবল্লব করলে। একেই বলে গ্রীক। আচ্ছা, টেলিমেকাস্-এর সঙ্গে হেলেনের সেটা কি সত্যি? টেলিমেকাস্টা ভারি ভীক—আমাদের লক্ষ্মণ-টাইপের। লক্ষ্মণটা চোদ্দ বছর সীতার পা-ই দেখলে—এতো বড় শুজ্বুক বাগ্নিকী ছাড়া কেউ কল্পনা করতে পারতো না। আচ্ছা, বাগ্নিকী হ'লে ট্রেনের সেই ভদ্রলোককে সেই ব্যাধের মত অভিশাপ দিতেন? সেই ভদ্রলোক কেমন ঠেসে ঘুমুলে! ছুঁড়িটি কি অটুট! অশ্রুকে অত সব বক্তৃতা না দিয়ে কোলের ওপর ছোট থুকিটির মতো ঘুম পাড়িয়ে দিলেই ত' হ'ত ভালো। চোখের পাতায় চুমু খাওয়াটা এলিজাবেথান্ যুগে একটা ফ্যাশান্ ছিলো, ভালবাসারো ফ্যাশান্ বদলায়। passion-এর জন্তেই passion, যেমন আর্টের জন্তেই আর্ট—এ নিয়ম উঠে গেল কেন? Paolo ও Francesca-র

ভালোবাসো শুনতে ভালো—নরকেও তারা বিচ্ছিন্ন হয় নি, কিন্তু তেমন ভালোবাসা বিংশ শতাব্দীতে সহিবে না—Paolo, Francesca-র কি-রকম আত্মীয় ছিলো, বিয়ে হ'তে পারতো না—তবু তাদের মিলন হ'ল। আচ্ছা, অর্জুন তো তার মামাতো বোন স্বভদ্রাকে পরম আরামে বিয়ে করলে। মাক্সাজে কোনো কোনো জাতে নিবিবাদে ভায়িকে বিয়ে করা চলে। বড়ো সব মজার আইন,—মহুব মতে বাপের ও মার দুই দিকেই সাত ঘব বাবণ, শৈথিনসির মতে বাপের দিকে পাঁচ ঘব ও মার দিকে তিন। বাঙালি ব্রাহ্মণবা তাই নিঃসহকাবে পালন করছেন,—মহু এখানে অমান্ত। আবার বেদ কী বলে শোন। বেদের মতে পিসির মেয়ে আর মামার ছেলেতে পরম বন্ধুতার স্বযোগ আছে এবং উল্টোউলটি। মাক্সাজিবা চালাক—এই নিয়মটা লুকে নিষেছে। অস্তঃপুরে cousinদের মধ্যেই যে প্রেম ভালো জন্মে একথা অস্বীকার করা আব বেদকে ভ্রান্ত বলা সমান মিথ্যা। বাইবে আক্র, ভেতরে মিল—এমন একটা মধুব সম্পর্কের ক্ষেত্র আছে বলে'ই বাঙালির অস্তঃপুর বলতে আজো আমাদের মন আনচান করে' ওঠে। আচ্ছা, এমন যদি হয় (হ'লেই হ'ল) অশ্র ওব বোন—মামাতো মাসতুতো নয়—একেবারে সহোদরা! ধরা যাক, শিশুকালে অশ্র যায় মরে'—শ্মশানে নিয়ে যায়, খুব রুটি নামে, শব ফেলে সব শ্মশান-বন্ধুরা আশ্রয় খোঁজে, রুটি থামলে এসে দেখে শব অন্তর্দান করেছে। এবং সেই শব যদি আজ (ধরা যাক) কুড়ি-বছর পাবে বোন বলে' মাটি-ফিকেট দেখায়—তবে? সত্যি, উগ্র ও উন্মুখ অধরৌষ্ঠব কাছে অশ্রর আত্মদানে মহাব আছে। অশ্রব গলা ঠিক শব্দের মতো। এবার কাছে পেলে ও ভালো করে' অশ্রকে দেখবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দেহের মতো সোধ আর আছে কী? পৃথিবীতে কিছুই

সম্পূর্ণ করে' দেখা হয় না। মানচিত্রে ওপোর্টো বলে' ঘে-জায়গা আছে এ-জন্মে তার মাটি ও মাড়িয়ে আসতে পারবে না। এই সময়ে রঙনে গ্রীন পার্কে যে মেয়েটি বেড়াচ্ছে (একটি না একটি মেয়ে নিশ্চয়ই সে-পার্কে এখন আছে) তার সঙ্গে আলাপ করা হবে না। সত্যি, কত অল্প আয়,—কী ভীষণ! এতো আশা অপূর্ণ থেকে যাবে—এতো সব স্পর্শাতীত হ'য়ে রইলো! হাত বাড়িয়ে আকাশকে পাওয়া যায় না বলে'ই নাকি আকাশ স্নন্দর! পেতে পারে না বলে'ই মানুষ ছোট। ছোটখাটো জীবন—ছোটখাটো সংসার—মন্দ কি? ছোট একটি বিছানা—ছ'টি করে' ছোট ছোট হাত পা—একটি শিশু! যদি শুধোয় কোথেকে এলাম—প্রভাত তার ঠিক উত্তর দেবে—অন্ধরে অন্ধরে। অশ্রুকে লজ্জিত হ'তে দেবে না।

দুপুরে একটা কাণ্ড ঘটে' গেলো। খাওয়ার পর খানিকক্ষণ পাইচারি করা অশ্রর অভ্যাস। এবং আজকে ইস্কুল বলে', কোনো উপদ্রব নেই বলে' দুপুরে নিশ্চয়ই একটু ঘুমনো যাবে। বেশ পরিষ্কার তক্তকে বিছানা—অচেনা বিছানায় চট করে' ঘুম আসবে না বলে' অশ্র একটা দৈনিক কাগজ যোগাড় করেছে। এই শেষ বিজ্ঞাপনটা পড়া হ'লেই কাগজটা বাতাহত কদলী-পত্রবৎ ভূপতিত হ'বাব আয়োজন কববে এমন সময় দোর গোড়ায় জুতোর শব্দ হ'ল। অশ্রর জিহ্বা এমন অসাবধান যে চুলকে উঠলো : এসেছ ? যেন আফিস পানিঘে এলেই প্রভাতের চতুর্বার্ধ ফললাভ হ'বে ! কিন্তু এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে জুতোর অধিকারীটি নিশ্চয়ই প্রভাত নয়—অশ্রর সেজকাকা।

অশ্র বিছানার ওপর উঠে বসে' হ'হাত পেছনে তুলে একবাজ্যের চুল নিয়ে হাঁপিয়ে উঠলো। সেজকাকা মোজা চেয়াপ টেনে বসে' পড়লেন, সার্চ করতে এসে পুলিশের কতাব বোধকরি এমনি মনোভাব হয় ; অপারেশান-এর আগেব মুহূর্তের কগীব মতো অশ্র সহসা নার্ভাস হ'য়ে পড়লো। তবু তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিঘে খাট থেকে নিচু হ'য়ে সেজকাকাকে প্রণাম করবাব জগ্গ হাত বাড়ালো, কৌচা দিয়ে সেজকাকা জুতো রাখলেন ঢেকে। বোঝা গেল প্রণাম তিনি নেবেন না।

কিন্তু কথা আবস্ত হওয়া দরকার। সেজকাকাই গলা খাখ্বে নিলেন, বললেন,—কার সঙ্গে এলি ?

অশ্র তখন খাটের একেবারে ধারটাতে বসে' হাঁটুছুটোকে একটা acute angle বাকিয়ে পা-ছুটোকে দিয়েছে খাটের তলায় চালিয়ে ! দুই চোখে বুদ্ধি ও' প্রতিভা যেন চক্চক করছে,—ললাটে প্রতিভার দীপ্তি। হাত দু'টি যে টান করে' রেখেছে বিছানার ওপর তাতে পর্যন্ত

যেন নিঃশব্দতার একটা ভাব আছে। হাঁটু দুটো একটু ছলিয়ে ও ওর কণ্ঠকের স্নায়বিক দৌর্বল্যকে ধমক দিলে। বললে—জলপাইগুড়ি থেকে এক ট্রেনে একলা চলে' আসার মধ্যে অন্ধেরো বীরত্ব নেই! তবে সৌভাগ্যবশত একলা ছিলাম না, সঙ্গে সাথী ছিলো।

সেজকাকার এত রাগ হ'ল যে পাঞ্জাবি গলাব বোতামটা খুলে ফেলতে হ'ল। বললেন—কে সে লোক?

অশ্রু অক্ষরগুলো স্পষ্ট করে' উচ্চারণ করলো : প্রীপ্রভাতমোহন—

সেজকাকার মুখের যা একখানা ছাঁচ কবুলেন ষ্টাডি-হিসেবে যে কোনো মিউজিয়মে স্থান পেতে পারে : ঐ হতচ্ছাড়া বিশ্বব্যাটে ছোঁড়াটা—ঐ চবিত্রহীন—

অশ্রু বীতিমত কৌতুক বোধ কবলো। প্রভাতের নাম মাহাত্ম্য এমন প্রবল ভাবে হি'সেও হ'ল একটু। হাসির ভুবুড়ির চেপে একটা কিছু বলা দবকাব, তাই : চক্ষু না থাকলে তাকে অনায়াসে চক্ষুহীন বলা যায়, কিন্তু চবিত্র বস্তুটি যে কোথায় আছে, বা কোথায় নেই occultist'রা পবস্ত সন্ধান পান না।

এব উক্তব কি হ'তে পাবে সেজকাকাকে তা ভাবতে দিয়ে ইতিমধ্যে আমবা তাঁর দেহবর্ণনাটা সেরে নি। এটা অবশ্য খুব জরুরি নয়, তবু সেজকাকাকে আমাদের মনে ধবেছে। সব চেয়ে যেটা প্রথবরূপে ব্যক্তিব্যঙ্গক তা হচ্ছে সেজকাকার মুখে পড়া নাক, অনেকটা ধনেণ পাখির ঠোঁটের মতো—এবং সেই নাকের ওপর একটি মটর দানার মত ছোট আঁচিল। দেখলেই কড়ে' আঙুলেব টোকা মেরে ফেলে দেবার পরখ করতে ইচ্ছা করে—আঁচিলটা এমনি আলতো হ'য়ে বসেছে। এটুকুনই যদি সে মুখের বিশেষত্ব হ'ত—তা হলে বোকা যেতো সেজকাকা মাত্র পিউরিটান, কিন্তু সেই উগ্ধতথ্যের মতো

নাসিকার তলদেশে একটি স্থূল ও জুইপুষ্ট গুন্ফ বিবাজ কব্ছে, শুধু বিরাজ করছে না, সম্মার্জনীর মতো একটা মার্জনাহীন রক্ষতা নিয়ে সর্বদাই মারমুখে হ'য়ে আছে। গোঁফের প্রত্যন্ত প্রদেশ-দুটো আগে ঠোঁটের সমাস্তবাল করে' ছাঁটা ছিল, কিন্তু একদিন অবাধ্য ক্ষুব্ধ গল্পের সেই আদর্শ বিচারক বাদবের মত সমান করে' গোঁফের চৌহদ্দি ভাগ করতে গিয়ে গুন্ফটিকে একেবারে নাসাবন্ধের তলায় ঠেলে এনে তাব দাবোয়ানি দিয়েছে। এবং তাতেই চেহারার আরেকটি বিশেষণ বেড়েছে : পরনিন্দুক।

অশ্রব কথার উত্তরে সেজকাকা কিছুই ভাবতে পারলেন না। অতএব প্রশ্ন পাল্টানো আবশ্যকীয় হ'য়ে উঠলো। বললেন—বাড়ি না গিয়ে এখানে এসে উঠেছিন্ যে।

মিহি করে' হেসে অশ্র বললে—বাড়ির দরজা ত' তোমরাই বন্ধ করে' দিয়েছ। আমাকে তোমরা যে অপমান করেছো একমাত্র মেয়ে হয়েছি বলে'ই আমাকে তা পিঠ পেতে সহিতে হবে এতো বড় অমানুষ হ'য়ে তোমাদের বংশে আমি জন্মাইনি, সেজকাকা।

হেসে কথাটা বললে বলে' কথাটা সেক্টিমেটাল্ হ'ল না। সেজকাকা তাঁর গুন্ফবিন্দুটি উন্নত করে' (ঘৃণাব পরিচায়ক) বললেন—তুমি যথেষ্টাচারী হ'য়ে ঘুরে বেড়াবে আর আমরা অভিভাবক হয়ে তাই দেখে নিলিপ্তের মতো হাই তুলবো আমাদের কি এত বড়ো অমানুষ হ'তে উপদেশ দাও নাকি ?

বোঝা গেলো সেজকাকা চটছেন, সপোধনের ভাষা তাঁর মধ্যমপুরুষে পদ্ধত হয়েছে। অশ্র বিনীত স্বরেই বললে—ভাষার যথেষ্ট প্রয়োগের জন্যে কতগুলো কথার অপপ্রয়োগ ঘটেছে, নইলে যথেষ্টাচারী কথাটা

শুনতে দিতে। খারাপ তার সত্যিকারের অর্থটা। তত হৃদয়জনক নয়। নিজে যা ভাল বলে' বুঝবে। অকুণ্ঠচিত্তে তাই পালন ক'ব্বো—এর মতো চবিত্তগর্ব আব কি আছে? পরেচ্ছাচাবজনিত অপমান আর আত্মহত্যা সমান জিনিস।

সেজকাকার এবার দাঁত দেখা গেল, পান-খাওয়া পোক। কাটা দাঁত, অর্থাৎ—খেলো কথা ভাষায় বলতে গেলে—সেজকাকা দাঁত খিঁচোলেন : তাই বিয়ের সভা থেকে পালিয়ে যাওয়া'কে তুমি চরিত্র-গবের নমুনা বলে' আত্মতৃপ্তি লাভ ক'রছো?

ঘাড়ের ওপর খোঁপাটাকে জুং করে' বসিয়ে অশ শাদা থরথরে গলায় বলল—সে তিন বছরের কথা। কেন পালিয়ে এসেছিলাম তার অর্থটা এখন অস্পষ্ট হ'য়ে এসেছে বটে, কিন্তু মিথ্যা হয় নি। যদি তুমি শুনতে চাও ত বলি।

শুধু বিন্দুকে সূচ্যগ্রবৎ তীক্ষ্ণ করে' সেজকাকা বললেন—শুনি।

অশ্রু ডান হাটুর ওপর অতি ধীরে বা কাঁচি স্থাপন ক'ব্বো, বিছানায় আধখানা কাং হ'তে পারলে অতীত দিনেব গল্প বলায় যে সহজ একটা স্বখ আছে তা সম্পূর্ণ করে' সম্ভোগ করা যেতো, কিন্তু সেজকাকা নেহাৎই সেজকাকা। পায়েব ওপর পা তোলাটি পবস্ত তাঁর লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল না। অশ্রু বলল—বিয়েতে সম্মত হওয়াটাই প্রথমত আমার ভুল হয়েছিলো, শতকরা নিবানবুই জন বাঙালি মেয়েব মতো আমিও যাচাই করে' দেখলাম না—বিয়ে কবতে আমি প্রস্তুত আছি কি না। নানান পারি-বারিক ঘটনা-আবতে পড়ে' আমিও একটা খড বরতে ছুটেছিলাম। কিন্তু ভুল আমার ভাঙল,—ঠিক বিয়ে' লগ্ন এসে পৌঁছতেই। ভুল যদি ভাঙলই, ভাঙুক, তার সময়টা ঠিক পাঞ্জির সঙ্গে মিল বাধছে কি না সে-দেখবার সময় আর ছিলো না। পাললাম। কেন বিয়ে ক'ব্বছি,

কাকে বিয়ে করছি এই প্রশ্নগুলো এমন গোলমাল বাধিয়ে তুললো যে বিয়ের বাগ্গি আমার কানেই ঢুকলো না।

সেজকাকা। বিয়েটা ভুল হচ্ছিল কিসে? এমন স্বযোগ্য পাত্র।

অশ্র। সেখানেই লাগলো খটকা—ঠিক স্বযোগ্য কি না। তা ছাড়া পাত্র স্বযোগ্য হ'লেই মিলনটা স্বভোগ্য হবে কি না—

সেজকাকা ধমকে উঠলেন : তাব মানে?

অশ্র। ঐ তো মুন্সিল, তুমি সেজকাকা হ'য়ে বসে' থাকলে খোলা-খুলি কিছুই বলা যাবে না। সম্পর্কের মিথ্যা সৌজন্যেব খোলস না বলাতে পারলে পদে পদে আমার বাধবে। Confession কব্বে গিয়ে যদি দেখি যে পুরোত ধমকাচ্ছেন তা হ'লে পুঝতেবো ধর্গচ্যুতি ঘটে। ডাক্তারের কাছে বোগেব হিষ্টি বলতে কগীব লজ্জা কব্বে চলে না, উকিলের কাছে মক্কেল যদি মিথ্যাবাদী হয় তা হ'লে মোকদ্দমা যায় ফেসে। তোমার অভিভাবকত্বের সিংহাসন ছেড়ে তুমি যদি আমায় সঙ্গে সমতল জায়গায় এসে না দাঁড়াও, তা হ'লে আমাকে প্রশ্ন করা বুথা।

চেয়ারে সামান্য স্থান পরিবর্তনপূর্বক দেহভার পুনঃস্থাপন করে' সেজকাকা বললেন—আচ্ছা।

অশ্র বাঁ পায়ের পাতাটি সামান্য একটু হুলিয়ে-চলিয়ে বলে চললো : শতকরা নিরানব্বই জন বাঙালি মেয়ের মতো দূরদর্শিতাহীন অন্ধ আশ্র-দানের লজ্জা আমার সহিলো না, আমি ঐ বাকি একজন। আমি অসাধারণ। বাঁ হাতে ত্যাগ করুবাব স্বাধীনতা না বেখে দক্ষিণ হস্তে আমি গ্রহণ করুতে বাজি নই। আমি বাবে বাবে গ্রহণ করুবো, বাবে বাবে আমার যাত্রার প্রতিবন্ধককে উত্তীর্ণ হ'য়ে যাবো। সেই পণ করে'ই সেদিন বেরিয়েছিলাম।

সেজকাকা। তাই আমাদের সবাইব মুখে কলঙ্কের কালি মাখিয়ে ভূমি এমন একটা অনাচার করলে !

অশ্র। কণ্ঠের হাডে যদি থাইসিসের পোকা পাওয়া যায়, তবে সে-হাড উপড়েই ফেলা উচিত, কণ্ঠাভরণ শোভা পাবে না ভেবে সেই পচা হাড পুষে' বাথ, স্বাস্থ্যেব লক্ষণ নয়। তোমাদেব কলঙ্কের কালির ভয়ে আমাব জঘন্টা আত্মবলিটা নীতিশাস্ত্রের দিক থেকে যতই কীর্তিত হ'ত না কেন, আমাব পক্ষে সেটা হ'ত পরম অসতীত্ব। (এখানে সেজকাকা একটা মুখভঙ্গী করলেন) একটা ভুল যদি করে'ই থাকি তা সংশোধন করবাব স্বাধীনতা আমাব থাকবে না—সমাজেব এই জুলুম আমি মানবো না। একটা গোটা মাস্তুষেব চেয়ে তোমাদেব দশ জনেব আরামেব সমাজ নিশ্চয়ই বড়ো নয়। তা ছাড়া—

সেজকাকা। দু'পাটি দাঁত দৃঢ়বদ্ধ কবে' কীটকৃত দস্তবন্ধ দিয়ে আওয়াজ করলেন : তা ছাড়া ?

অশ্র। তা ছাড়া আমাব এই বিয়ের পেছনে একজনের বেদনা ছিলো। তখন মন ছিলো কাঁচা, আমাব মিলনোৎসবে কোনো উপবাসী আত্মা পিপাসার্ত চাতকেব মতো চেয়ে আছে এ ভাবতে আমার হৃদয় বেঁদে উঠলো। সে-দিনেব কথা বলছি, নইলে সেই মিলন যদি আমাব সতি হ'ত তা হ'লে অন্তেব অনাহত অশ্রবর্ষণকে আমি গ্রাহ্য কব্তাম না। সে মিলন শালগ্রাম পাথবেব মতোই মিথ্যা বলে' আমি বেফলাম, এবং যেখানে এসে প্রথম বিশ্রাম নিলাম সে হচ্ছে প্রভাতের বাড়ি।

সেজকাকা। যে ছেলে এমন কবে' কাঁদলে তাকে বরণ করলেই তো ল্যাঠা চুকে যেতো।

অশ্র। ওর কান্না মোছাতে গিয়ে আমাকে হ'তো কাঁদতে,—ল্যাঠা চুকতো না। তা ছাড়া কাঁদতে পারাটাই ভালোবাসার পরম মূল্য নয়।

সে-পরীক্ষাই আমার, সে-অনুসন্ধান। তোমাব সঙ্গে এ-সব বিষয় নিয়ে সবিস্তার ব্যাখ্যা করায় অসুবিধা আছে। তুমি যে আমার সেজকাকা এ-কথা তুমি কিছুতেই ভুলতে পারছো না।

সেজকাকা জোর দিয়ে উঠলেন : নিশ্চয়ই না। ছেলে হ'লে বেত নিয়ে আসতাম, একান্ত মেয়ে হয়েছিল বলেই—

অশ্রু গম্ভীর হ'য়ে বললে : তাই শুধু ধম্কে অভিভাবকত্ব মাইনে নিতে এসেছ ?

স্বপ্নায় ম্খ কুঞ্চিত করে' সেজকাকা বললেন—তাই পুঙ্খ দেখে বেড়ানোই তোমার পবমার্থ ? এই তোমার পরীক্ষা !

অশ্রু কঠিন হ'য়ে বললে—Don't be vulgar. (হঠাৎ ওব ফেন জয়েস-এব কথা মনে পড়লো। সব অঙ্গীলতাই ঠাইলে, ব্যবহাবে। *Per se* কোনো জিনিসই অঙ্গীল নব। ঐ কথাটাই যদি সেজকাকা এ-রকম ক'বে বলতেন : নব নব জীবনের স্পর্শ ও স্বাদ পাবাব জন্তে— তা হ'লে ভাষাটা ববীজ্ঞনাথেনো অবোগ্য হ'ত না।)

সেজকাকা চেয়ার ছেড়ে উঠে' বললেন—তা হ'লে যাচ্ছিস না তুই বাড়ি ?

অশ্রুও উঠে পড়লো, আর সঙ্গে সঙ্গে খোঁপাও গেলো ধুপ্-কবে' ভেঙে। এবার অশ্রু আর খোঁপা মেরামত করতে বসলো না। দীর্ঘ, ঘন চুল—ঠিক এমিলিয়া ভিভিয়ানি'ব চুলের মতো। সবাক্সে ওর greek contour (contourএর বাঙ'লা কবা যাক দেহবক্সিমা)

অশ্রু বললে—এব পরেও তুমি যেতে বল ? তোমাদেন বলক্সভাজন হ'য়ে।

সেজকাকা। কিস্ত তোমাব নামে চতুর্দিকে তো টি টি পড়ে' গেছে। জলপাইগুড়িতে তো কম কেলেক্সাবি কর নি।

অশ্রু। জীবনের অভিধানে ও শব্দটার বিভিন্ন অর্থ, সেজ্জাকাকা। সে-জন্তে আমি মাথা ঘামাই না, তোমরাও না ঘামালে ঘুমতে পারবে। যে পঞ্চমতীর নাম কবে' তোমাদের মহাপাতক নাশ হয়, আমিও না-হয় তাদের দলভুক্ত হ'লাম। ক্ষতি কি ?

ইদানি বেলাগুলো আচম্কা পড়ে' আসে; আকাশকে বোগী ভাবলে ভাবা যেতে পারে ও হার্ট-ফেইল্ করলে। এমনি সময় ব্যাপারটা ঘোবালো হ'য়ে উঠলো প্রভাতের আবির্ভাবে—আকস্মিক ও প্রত্যাশিত। সেজ্জাকাকা বলে' উঠলেন : এই যে।

এবং কালবিলম্ব না করে' প্রভাতের একটা হাত ধরে' তাকে বাইবে গাবান্দায় টেনে আনলেন। ব্যাপারটা বেশ নাটকীয়, নাই বা হ'ল হৃদয়সঙ্গত—আমাদের বঙ্গবঙ্গমঞ্চে অনায়াসে চলতে পারে। ওবা বেরিয়ে গেলে অশ্রু খোঁপা বাঁধতে বসলো।

বারান্দায় দু'টে চেঁষাবে দু'জনে বসলো। স্বর নিচু ক'রে নাকেন্দ শাচিলটি একটু চুলকে সেজ্জাকাকা বললেন—আপনি ত অশ্রুকে ঠালোবামেন, না ?

প্রভাত ঘাবড়ে গেলো; তাব চেয়ে, আকাশে ক'টা তারা আছে দ্বিগুণেস্ করলে একটা আন্দাজি উত্তর দেওয়া সহজ হ'তো। উত্তবেব বাখার্থ্য প্রমাণ করতে প্রশ্নকতাবই হ'তো মুশ্বিল। এমন একটা প্রশ্ন নিয়ে কোনো বিজ্ঞানই ভয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে নি। যা-ই উত্তব দাও, সম্পূর্ণ হ'বে না। যদি বল, ই্যা, সন্দেহ ঘুচবে না; যদি বল, না; ঘুচবে না ভয়।

প্রভাত বললো এখনো বুঝতে পাবিনি।

সেজ্জাকাকা ভাবলেন এই বিনয়ই চরিত্রহীনতা। তবু অসন্তোষ দমন করে বললেন—অশ্রুকে বিয়ে করুন না কেন ! আপদ যায় চুকে'।

এর উত্তর হ'ল কাটখোটা। প্রভাত ঠাট্টার স্বরে বললো—
মোটো মাইনে পাই পয়ষটি টাকা, ঐ টাকার মাইনেতে কিছুই চলে
না মশাই।

সেজকাকা একেবারে হাওড়া ব্রিজ্ থেকে গঙ্গায় পড়লেন; কিন্তু
ডাঙা পেতে দেরি হ'ল না। ডাঙা যখন পেলেন চোখ তাঁর রাগে ও
অপমানে রাঙা হ'য়ে উঠেছে। সামনের খেতপাথরের টেবিলেব
ওপর একটা ভীষণ ঘূষি মেরে বলে' উঠলেন : তোমাদের এই নষ্টামি
আমি দেখে নেব। বলে'ই ডান-হাতে কোঁচা ধরে' তিনি উঠে
দাঁড়ালেন। সাঁ সাঁ করে' বেরিয়ে যাচ্ছেন, অশ্রু তাড়াতাড়ি চোঁকাঠের
কাছে এসে হাঁকলে : তিহুকে একদিন পাঠিয়ে দিযো কিন্তু।

প্রভাত সেই বারান্দার চেয়ারে বসেই হাঁক দিলে : বয়! চা
নিয়ে এসো।

মানেক্জারকে বলে' অশ্রু ঘরে একটা ইঞ্জি-চেয়ার আনিয়েছে।
 রাতের খাওয়ায়ো অনেকগুলি কোর্স দেয়; অশ্রু ভোজনব্যাপারে
 অতিমাত্রায় বর্বব হ'লেও এত সে গলাধঃকরণ করতে পারে না।
 ইস্কুলে যখন পড়তো তখন কম খাওয়াই ছিলো লেডি হওয়াব নিশান,
 —কিন্তু লেডি হওয়ার সাধনায় ইদানি টিলে দিয়ে অশ্রু বড় বড় গ্রাস
 মুখে পুরে' শব্দ কবে' খাষ আর অত্রাঙ্গ পোষাক পবে' ব্যাখ্যাম কবে।
 শবীর তার এত সেরেছে যে অটো ডাক্সিন নিয়েছে বলে' ভুল হয়।

ইঞ্জি-চেয়ারে চিৎ হওয়া যতটুকুন সম্ভব শরীরকে ততটা ঢেলে দিয়ে
 অশ্রু তন্নয় হ'য়ে কী সব ভাবতে বসলে।। মাহুষেব ভাবনায় অন্তত
 কোনো ডিসিপ্রিন্ খাটে না—তা প্রজাপতির মতো পাতলা পাখা মেলে
 উড়ে' চলে। রাত এখন মন্দ হয় নি, এগারোটা বাজে। পাশেব ঘরে
 কে একটি ভদ্রলোক গুন্ গুন্ করে' গান গাইছেন। সামনের দবজাটা
 খুলে অশ্রু তাব ঘরেই চেয়াব পেতে শুয়েছে। শিগগিব ঘুম আসবে না।

ইঞ্জি-চেয়াবটা সম্ভব হয়েছে পৃথিবীতে monarchyর পতন হয়েছ
 বলে'। ডেমোক্রেসির যুগ না এলে এমন হাত পা ছড়িয়ে আরাম করার
 কথা ভাবাই যেতো না। তখন সব সময়েই শিরদাঁড়া খাড়া কবে' বুক
 তুলিয়ে বসে' থাকতে হ'ত—কখন ওপবওয়ালার হুকুম আসে, এখুনিই
 হুকুম তামিল করতে হ'বে, সময় নেই। এখন আর আমবা ওপবওয়াল।
 বলে' কাউকে স্বীকাবই করি না—আমাদের হাতে এখন ঢের সময়,
 একটু জিরিয়ে নিচ্ছি। যদি কিছু বলবাব থাকে, একটা চেয়ার টেনে
 সামনে বসো, আস্তে আস্তে শোন। যাবে, আমার হাত পা গুটোনো
 চলবে না। শবীরকে আবাম দেওয়াব মতো কীতি আর কিছুতে হ'তে
 পারে না। শরণযায় শুয়েও ভীষ্মদেব আরাম করে' গঙ্গোদক পান
 বরবার জন্তে অর্জুনকে অনুবোধ করেছিলেন। আত্মহত্যা করবার

জন্তে টেবিলের ওপর থেকে বিষের শিশি আন্তে গিয়ে চেয়াবের পায়ার
 গুতো খেয়ে আত্মঘাতী আহা করে' ওঠে, পায়ের ওপর হাত বুলোয়।
 শরীর দেবতা—private divinity। এই শরীর স্পর্শ করে'ই
 নোফালিস্ মন্দির স্পর্শ করতেন। St. Paulটা এমন মুর্থ, শরীর ও
 তার আচ্ছাদনের পবিত্রতার অর্থই নাকি আত্মাব অন্তর্জিত। তাঁর
 মতে উকুন হচ্ছে দেবপূজার বড়ো নৈবেদ্য! এই স্তম্ভ দৃঢ় pagan
 শরীর একটা প্রকাণ্ড সম্পত্তি। একে সহজে কষ্ট দিতে নেই। শ্রাস্ত
 হ'য়ে ঢুই বলিষ্ঠ পরুষ বাহুর উপাধান পাওয়াব মতো শাস্তি আব
 কোথায় আছে। প্রভাত বেশ বলশালী, তবু যেন কোথায় খুঁৎ আছে।
 ওকে দেখা আর নন্দনকাননে ইভ-এব মাপ দেখাব একই অর্থ।
 মিলটন পর্যন্ত তাঁর *Paradise Lost* এ মেয়েদেব ওপর চটে' গেলেন।
 য়াডাম হ'ল খালি ঈশ্বরের জন্তে, ইভ হ'ল য়াডামের মাঝে যে
 ঈশ্বর আছেন তাঁর জন্তে। ইভ-এব চেয়ে য়াডাম হ'ল বেশি সুন্দর
 —অশ্রুর চেয়ে প্রভাত। প্রভাতের মুখে ভীকৃতাময় নির্গলতা নেই, তাই
 ভালো লাগে, তবু সব মিলিয়ে কেন আবার ভালো লাগে না।
 আকাশের ঝড় ভালো লাগে বলে' নিদ্রাহীন নিদ্রাঘনিশীথেব শ্রান্তিও
 ভালো লাগবে এটা বাড়াবাড়ি। কত বকম contradictions নিঃ
 স্নায়ুধের জীবন। ট্রেনের প্রভাতকে মনে হয় pagan, কল্কাতাব
 প্রভাতকে মনে হয় philistine। অশ্রু যেন কাষাহীন নীহারিকা।
 কভু ম্যাডোনো, কভু মেসালিনা, কভু ব্লু-স্টিকিঙ। কভু রাধা, কভু রামী।
 তরকারির স্বাদ যেমন নূনে, জীবনের স্বাদ তেমনি তাব contradic-
 tionsএ। এক নিয়মকে চিরকাল আঁকড়ে থাকে তারাই যারা বামন,
 আকাঙ্ক্ষায় যারা বেঁটে। ক্যাস্টর-অয়েল শরীরের পক্ষে মাঝে মাঝে
 উপকারী ব'লেই তাকে চিরকালের জন্তে খাণ্ডে রূপান্তরিত করে' নেওয়া

ও চিরকালের জন্তে জীবনধারণের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া এক জিনিস। একমাত্র তারাই consistent যারা মৃত। যে বাঁচবে সে বাড়বে, আপনাকে নিয়ে বারে বারে হাটকাট করবে, ক্যানেলের জামার মতন জীবনো তার বাবে বারে খেপে যাবে। নইলে না আঁচিয়ে খালি বসে বসে একঘেয়ে খাওয়ার মধ্যে স্বাস্থ্য নেই। নিজের সঙ্গে বারে বারে মুখচন্দ্রিকা হওয়া দরকার, নানা আত্মাব দর্পণে নিজের নানা প্রতিফলিত। একই নারী একজনের স্ত্রী হ'য়ে আরেকজনের মা। Prism যেমন আলোব বিভিন্ন বস্তু প্রতিফলিত করে, তেমনি মানুষের আত্মা। নির্মলেব কাছে সে যা, প্রভাতের কাছে তা নয়। নির্গলটা সত্যিই কী কঠিন, নির্গলো ঠিক স্ফটিকের মতো। আত্মা এবং দেহের পার্থক্য বোঝে না। যাকে আত্মা দেবে তাব কাছে আত্মদান করতে না পারলে ওব প্রেমের পরিপূর্ণতা নেই। যার আত্মা ও আবিষ্কান করতে পারবে না তাকে স্পর্শ করতেও ওর লজ্জা। প্রেমের পরিণতিই হচ্ছে বিবাহ—এব কাছে। তাই অশ্রুর উৎস্রুক অধবকে উপবাসী বেখে ও বললে : যদি আমার সঙ্গে গৃহ না ও, তবেই আমার ইহকালটা তোমাব তৃষ্ণাত অধবে ক্ষয় হবে' দিতে পারি, নচেৎ নয়। অশ্রুকে ও প্রত্যাখ্যান করলে। অশ্রু বিয়ে করতে চায় না অথচ প্রেম প্রত্যাশা কবে এটা নির্মলেব কাছে ব্যভিচার। নির্মল এখনো টেনিসেব প্রতিবেশী। বিয়ে করবাব কুৎসিত কৌতূহল অশ্রুব নেই বলে' দু'টো চুমু খাওয়ায় যেন সূর্য্য চন্দ্র ধমঘট করে' বসবে। আক খাবার জন্তে দাঁত উপযুক্ত মজবুত নয় বলে' মোহনভোগ খাওয়া যাবে না এটা চরিত্রের একটা বড়ো কুতিত্ব নয়। তা হ'লে একজামিন দিতে যাবাব আগে লিখে-পড়ে' প্রস্তুত হওয়ারো কোনো সার্থকতা নেই। টেজে নামবার আগে যেন রিহাসেল দিতে হ'বে না। সাতার শিখন্তে

গিয়ে জলে একবার ডুব দিলেই সেটা ব্যভিচার। নির্মল ওকালতি করলে পয়সা পেতো। নির্মল! ওদের ইঙ্কুলের একটি মেয়ে একবার নির্মল বানানু করেছিলো দস্তা ন-য় দীর্ঘ ঐ দিয়ে। ঐ বানানটি ভুল হ'লেও ওর ভালো লাগে। ঐ ভুল বানানে শব্দটার একটা ব্যক্তি ছুটে ওঠে। শব্দের বানানু ও মানুষের ব্যবহার নিয়ে কোনো কানুন করতে যাওয়াই অশ্রুয়। বাঙলা ভাষা থেকে তিনটে স, দু'টো ন, দু'টো জ কবে নির্বাসিত হ'বে। সোজা হ'তে পারলেই সব সহজ হ'য়ে যায়। বাঙলা টাইপ-রাইটারে একটা উ লিখতে হ'লে তিনবার চাবি টিপতে হয়, ততক্ষণে ইংরাজিতে God বা Sex লেখা হ'য়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ যে বাঙলা অক্ষরগুলিকে রোমান অক্ষরে রূপান্তরিত করতে চাচ্ছেন সেটা ভালোই। অশ্রুর নাম ভাগ্যিস নগেন্দ্রবালা হয়নি। নামের মধ্যে সতিষ্ঠ একটা চরিত্রাভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শেলি বললেই মনে কেমন আবেশ আগে, *Adonais*-এর frail form-এর কথা মনে পড়ে। রমেরি ছাড়া ইংরেজ লেখকদের কারুর নামে vowel-ending আছে বলে' তো মনে হয় না! ফিললজি পড়তে বড়ো ইচ্ছা করে। একবার ওদের ইংরিজি অনার্স ক্লাশের একটি মেয়ে মাস্টারকে বলেছিলো : আমাদের ফাইললজি ক্লাশ কখন হ'বে? মাস্টার বলেছিলেন : ফাইলসপি ক্লাশের পরে। আরেক বার কোন্ একটি ছেলে-কলেজে মাস্টার বোর্ডে নোটিশ দিয়েছিলেন : Mr So and So will not take his classes একটি ছেলে দুটু মি করে' classes এর c-টি দিলো মুছে। পরদিন মাস্টার এ'স ব্যাপারটা দেখলেন এবং গম্ভীর হ'য়ে 1-টিও মুছে দিলেন। ওদের ক্লাসের মেয়েগুলি কী অসম্ভব বকম খারাপ কথা বলতো। কলেজের মেয়েদের সম্বন্ধে ছেলেদের ধারণা ওরা যেন সব *Dresden*

China, স্বকৃতকে, নির্মল। আবার নির্মল! অশ্রুকে সে হয়তো ভাবতো। Psyche. নিজে কিন্তু Pan হ'য়ে ওর গুহায় কোনো দিন এলো না। কী কঠিন, স্বয়ং Circe এলেও হয়তো কেঁদে কেঁদে আত্মহত্যা করতো। সেই বিশ্রী দঙ্কলের মাঝে একটি মেয়ের সে দেখা পেয়েছিলো—ক্ষণকালের জন্তে—নাম তার ইন্দিরা। রবীন্দ্রনাথকে চুরি করে' বলতে হয় মেয়েটি যেন আত্মার শিখা; আর অতি-আধুনিক ভাষায়—আত্মার ফোয়ারা! শেলির Asiaও এর তুলনায় স্থূল। সমস্তটি দেহ যেন একটি ভঙ্গী, ইসারা! যেন দেবী Diana! বাঙলার সরস্বতীর চেয়ে স্বকোমল, উমিলার চেয়ে নিঃশব্দচারিণী! গোপুলির শেষ রশ্মি দিয়ে ওকে তৈরি করা হয়েছে। মাটিতে এসে যে কেন ও পাঠে কালো তারারা বলতে পারে। কী চমৎকার গান গাইত! ওর শরীরে যেন স্নায়ু নেই, খালি স্নর। এই ধুলির ধরিত্রীতে ও আকাশের বাণী নিয়ে এসেছিলো। কলেজে কারু সঙ্কে মিশতো না, চূপ করে' কোণটিতে বসে' বই পড়তো। একবার আমাকে শুধু বলেছিলো: প্রেমের চেয়ে আর্ট বড়ো, আমি সেট আর্টের উপাসিকা। সেই ইন্দিরাকে নির্মল বিয়ে করেছে। বিয়ে না করতে পারলে যেন ওর ঘুম হ'তো না। আনন্দের চেয়ে যেন আরাম বড়ো। প্রেমকে দীর্ঘায়ু করতে ও ভোগকে দীর্ঘ করতে চায়। যেন প্রেমের তীব্রতার চেয়ে সন্তোগের দীর্ঘতাটাই বেশি কাম্য। যেন কতকগুলি তালি দিলেই জুতো টেকে! আমরা খালি টেঁকাবার জন্তই ব্যস্ত; গ্রীন-হাউসে কৃত্রিম উত্তাপ দিয়ে যেমন পরদেশী গাছ বা অগাছাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়, তেমনি বিয়ে করে' আমরা প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। কাঁচের ঘরে টিল পড়ে, গাছ যায় কুঁকড়ে, মরে'; তার চেয়ে খোলা হাওয়া অনেক ভালো। সম্ভানকে বৈধ করতে গিয়েই প্রেমের ঘটছে সর্বনাশ। তবে বিয়ে করার

অনেক সুবিধে—ঝুঁকি কম। খাও, দাও, প্রসব কর—ইহকালের যোলকলা পূর্ণ হ'ল। জন্মশাসন পর্যন্ত নীতিসঙ্গত নয়, কেন না ধর্মের আদিম উপদেশকে অমান্য করা হয়। কলকাতায় কোনো বার্থ-কন্ট্রোল clinic নেই কেন? ধন্য শহর এই কলকাতা! সমুদ্রের তরঙ্গ গর্জন শুনে যেমন মন প্রশান্ত হয়, কলকাতাও তেমনি আত্মবিস্মৃত করে। ল্যাঘের মতো শহর খুব ভালো লাগে আমাব। কবিত্ব শক্তি থাকলে আমি এই জনতার কবি হতাম। গাঁয়ে যাও, সামান্ত একটা মাছির শব্দ তোমাকে উচাটন করে' দেবে,—সব আওয়াজ সেখানে আলাদা-আলাদা। বাঁশের পাতায় হাওয়ার শব্দ, ঘরে চলা গল্পের ডাক, পাপড়ির ওপর শিশির পড়ার শব্দ। বাবাঃ, কান পেতে এত শুনতে হয় বলেই গাঁয়ে মন ওঠে বিধিয়ে, সব কিছু দেখা ও শোনার অর্থ ভীষণতমরূপে স্পষ্ট বোলেই গাঁয়ে গিয়ে মনের আর ছুটি থাকে না, সেটা প্রকাণ্ড জুলুম। লাখো লাখো কোলাহলকে পাখ্ করে' থেয়ে কলকাতা যেন একটা মস্তমত্তা দানবী-র মতো আর্তনাদ উগ্গরে দিচ্ছে। কান খাড়া করে' বাথতে হয় না, মন জুড়োয়, ঘুম পায়। বিকালবেলা যে-মুটেটা মোটরের মাড-পার্দের সঙ্গে ধাক্কা লেগে-পড়ে' গিয়ে চৌচিৎ হয়ে উঠেছিলো তার কান্না ঐ ফিরিঙঘাটার হাঁক থেকে আলাদা করে' নেওয়া অসম্ভব,—একটা ঢেউ থেকে আরেকটা ঢেউকে ছিনিয়ে নেয় কার সাধ্য। সমুদ্রে ফেনা, শহরে মাগুষ। কেউ কাকে চেনে না। পাশের ঘরে ভদ্রলোকটি যে গুন্‌গুন্‌ করে' গান গাইছেন তিনি এটিকেট বাঁচাতে কক্ষনো এঘরের চোকাঠ মাড়াবেন না; আর আমি যদি দরজা ঠেলে সেই ঘরে গিয়ে ঢুকি গল্প করবার জন্তেই, নির্গলের জামায় সেটা হ'বে ব্যভিচার। ঐ ভদ্রলোক যদি আজ রাতে আত্মহত্যা করেন, তবেই ঐ ঘরে ঢোকা আমার সম্ভব হ'তে পারে; কিংবা

এখনি যদি হোটেলের আগুন লেগে যায়, ভদ্রলোকের সঙ্গে একটা অসতর্ক বোলাকুলি হ'লেও বেমানান হ'বে না। শুষ্কিত মতো আমবা নিজের নিজের খোলাব মধ্যে আত্মগোপন করে' সংকুচিত হ'য়ে আছি। কাছে থেকেও দূবে'—কথাটায় কবিত্ব আছে, সেটা অর্থবান হ'য়ে ওঠে প্রতিবেশীর বেলায়। এত কাছে যে মনে হয় nuisance, এত দূবে যে গ্রন্থ-নক্ষত্র দ্বারা আমবা প্রভাবিত হ'লেও কোনো কালে প্রতিবেশী দ্বারা হ'বে না। এমন মেয়ে নেই যে আয়নাঘ দাঁড়িয়ে মুখের চেহারা না দেখেছে এবং না ভেবেছে আমি একজন পবিত্র স্ত্রী। মাহুকের মুখের চেয়ে সত্যিকারের আয়না কী আছে পৃথিবীতে। সেখানেই আমাদের সত্যিকারের ছায়া পড়ে, সেখানেই আমবা সৌন্দর্যের পরখ কবতে পারি। সৌন্দর্য খালি গুণবতায় নয়, আত্মা মাধু্যে নয়—পোষাকে, খোঁপায়, দাঁড়াবা বা শোবা ৬ঙ্গীটিতে। বাঙালি মেয়েদের পোষাকে বঙ নেই, বৈচিত্র্য নেই,—এটা জাতীয় শুভলক্ষণ নয়। আজ ঘোরে গিয়ে বতগুলি মেম দেখলাম সব ক'টার পোষাকে বঙ আলাদা,—দেখলে রামধন লজ্জায় মিলিয়ে ধাবে। তবু পরিচ্ছদ আমবা ভালবাসি, ব্রহ্ম-মন্দিরে উপাসনা করতে গিয়ে আমরা পরম্পরের শাড়ি ও খোঁপার তারতম্য বিচার কবি। ছেলেবা ফুটবল আর রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে' যেমন সুখ পায়, আমরাও বেঁচে যাই পোষাক বা স্বামীর কথা বলে'। সে-বিষেটারে আমবা যাইনে যেখানে সামাজিক নাটক অভিনীত হয়, কেননা পোষাক নেই। 'সীতা'র পরে 'ষোড়শী' দেখে অনেক মেয়ে ভেবেছিলো' শুটা একটা কমিক, কেন না serious হ'লে পোষাক থাকতো। যাই বল, পোষাকের একটা নৈতিক মূল্য আছে। একটা ভালো ছাঁটের ব্লাউজ গায়ে দিলেই পৃথিবীকে লাগে স্তম্ভ, আকাশকে মনে হয় লোভনীয়। শাড়িটা যদি লম্বায় মোটে চুয়াল্লিশ ইঞ্চি হয় তবে

নিশ্চয়ই সে রাতে ভালো ঘুম হবে না, দুঃস্বপ্ন দেখবো। শিষ্ট না পরলে রবীন্দ্রনাথ কক্‌খনো এত বড়ো কবি হ'তে পারতেন না। সাহেববা যে ডিনারের আগে ড্রেস করে তা শুধু ভালো হজম হ'বে বলে'। কিন্তু পোষাক অর্থ কি তার দৈর্ঘ্য না হ্রাসতা। পোষাকে বেলায় একটু বাছল্য থাকা ভালো, নইলে বহুস্থবিরহিত হ'লে মেয়ে আর মোয়া একজাতীয় হ'য়ে উঠবে। চুল ছেঁটে ফেলায় স্ত্রীবিধে অনেক, কিন্তু ওটাই বাঙালি মেয়ে বৈশিষ্ট্য, তার নিজস্ব হেডড্রেস। দেশে একটা নিজস্বতা থাকা ভালো, যদিও Bendar মতে স্বদেশ-প্রেমই হচ্ছে পৃথিবীর সব চেয়ে অনিষ্টকারী। সেটা ভারতবর্ষের বেলায় খাটে না। কেন না যে-দেশ পরাবীন তাব বিশ্বপ্রেমেব স্বপ্ন দেখা আব কুঁজোর চিং হয়ে শোয়া সমান হাস্যাম্পদ। উৎকট স্বদেশপ্রেমেব জন্তে সব দেশ মিলতে পাচ্ছে না—এটা তখনই ভাবতবর্ষের পক্ষে সমস্তা হ'য়ে উঠ'বে যখন ভাবতবর্ষ স্বাবীন, স্বতন্ত্র। আমি ভাবতবর্ষেব স্বাধীনতা জন্তে কী কবলাম? চুল বাঁধলাম আব প্রেম কবলাম। তা ও একটা মনেব মতো কবে' করতে পাবলাম কৈ? কোথাও ঘেন পূর্ণতা নেই। আচ্ছা, চোখ বুজে' বিয়ে কবে' ফেললে কেমন হয়—একেবাবে একটি নিরীহ অচেনা লোককে। সেই বিয়েব সভা থেকে পাঙ্গিয়ে না এলে এতদিনে আমাব কী বকম চেহারা হ'ত। সেই চেহারায আমাকে মানাতো না। কতগুলি চেহারা আছে যাদেব মরলেই বেশি মানায়—যেমন ধবো ইন্দিজেনিয়া। বার্ণাড শ'-ব ছেলেপিলে থাকলে তাঁর লেখার দাম অনেক ক'মে যেতো। আমাব সমবয়সী পিস্তুতো বোন্‌ পুষি যে ছ'টি সন্তান প্রসব কবে' শবীনে ও মনে মীইয়ে পড়েছে তার এক চুল এদিক-ওদিক হ'লে সৃষ্টির সামঞ্জস্য থাকতো না। পুষিকে ওর স্বামী যে-সব চিঠি লিখতো তাব দুয়েকটা

পড়েছিলাম—উঃ, কী ভাল্গার। অথচ ওর স্বামী একজন সংস্কৃত
 এম-এ। স্বামীর বিরুদ্ধে ডিফামেশান্ আনা যায় কি না জানি না;
 বাঙলা দেশে ডিভোর্স্ থাকলে ঐ বকম একটা চিঠিই যথেষ্ট। এগুলি
 ন্যায়সঙ্গত, এতে চরিত্রহানি হবার সম্ভাবনা নেই। স্ত্রী-র সঙ্গে ব্যবহারে
 ব্যভিচার বলে' কোনো শব্দ নেই।....দেখালে একটা টিক্‌টিকি পোকা
 ধরবার ভয়ে ওৎ পেতেছে। পোকাটা এমন বোকা যে বুঝতে পারছে
 না, এবা দিলেই যেন ওর মোক্ষলাভ হ'বে। আবগুলা, টিক্‌টিকি,
 ছারপোকা, ইঁদূব, কেঁচো, জেঁক, কচ্ছপ, ক্যান্ডাক, বিধাতার কী
 অপূর্ব সৃষ্টি। ব্রেন্স্ মশা নিয়ে কবিতা লিখেছে—কচ্ছপ নিয়ে। শুধু
 তাই নয়, চাম্‌টিকে আছে, গুগ্‌লি আছে। যাব কোথা? গো-মাপেব
 কথা নাই বললাম। বিধাতার কচি ভালো। লিংকন্ বলুতেন : গবিবদেব
 ওপন ভগবানের গভীর মমতা, নইলে ঝাঁকে-ঝাঁকে এত গরিব সৃষ্টি
 করবেন কেন? ফুলের চেয়ে আগাছাকেই প্রকৃতি বেশি ভালোবাসে,
 তাই পৃথিবীতে যতো ফুল তাব চেয়ে ঘাস বেশি। দুশেকটা মশা
 বাম্‌ডাস্কে, ঘুমুতে যেতে বলছে। ঘুমুবার আগে বাথ্ কমে যেতে হ'বে
 —দাত মাজতে হ'বে। দাঁত না মাজলে রাতে হুঃস্বপ্ন দেখবো। হুঃস্বপ্ন
 দেখে ওৎ পেবে জড়িবে বর্বার লোক নেই পাশে। থাকলে সেটাই
 একটা প্রকাণ্ড হুঃস্বপ্ন হ'তো। বিছানায় পাশ-বালিশ আমি পছন্দ করি
 না। প্রভাতেব কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে বাথলে মন্দ হ'ত না,
 এখন একটু চেষ্টা কবা যেতো। এমন কোনো dentifrice নেই যে
 নিকোটিন্‌এব কোটিং তুলতে পারে। সিগারেটটা unaesthetic তো
 বটেই, চুমোব স্বাদ কেড়ে নেয়। তবু এখন একটু ধোঁয়া ছাড়তে পারলে
 কী এমন মন্দ হ'ত। কোনো ভদ্র মেয়ে কোনো দিন গাঁজা খেয়েছে?
 খায় নি, অথচ গাঁজার গল্প করতে ওস্তাদ। কেন খায় নি? কোতুল

হয় না? গাঁজা না খেয়ে মরুলে সেই মৃত্যুটা অসার্থক মনে হয় না? বায়স্কোপেব সবগুলি গল্প গাঁজাখুরি—মানে, conclusionগুলি। সব filmএর শেষেই জোডাতালি দিয়ে বিষে ঘটতেই হ'বে। বিয়ে অম্নি হ'লেই হ'ল। যেখান থেকে গল্পেব শুরু হওয়া উচিত, সেখানেই ওবা যবনিকা ফেলে দেয়। মাতার জঠনে শিশু'ব বন্দী'য় নিয়ে বেউ একটা গল্প লেখেনি কেন, কিংবা মৃত্যুর পরে। অভিজ্ঞতাই কাব্যকাবক নয়, প্রতিমা বা কল্পনা। সংস্কৃত আলাংকাবিকরা তা বুঝ'তেন। 'এমন কিষ্ট্ত রীতি বা স্টাইলকেই বলেছেন কাব্যেব প্রাণ, রস নয়। বাঙলা দেশে সবাই বেমানুম আওড়াচ্ছে : সত্য, শিব, স্তন্দর। ঐ তিনটা শব্দেব কোনো মানে নেই, এমন কি শুদেব ধ্বনি-মা'বুখ পযন্ত কাম' এসছে। বাথ্-রুমেব বাল্‌ব্-টার আবাণ কী হ'ল? মুস্তিল। এখন নুখ দুই কি করে' ? যাক্। এতেই হ'বে -ই্যা, জলের টাঙ্কারটা পাওয়া গেছে, জলগুলিতে স্বাদ নেই। আঃ, মোলায়েম। এবিঠাকু'ব পে'ম-এ'ব সঙ্গে 'এলেম' মিলিয়েছেন, তা'ব চেয়ে 'মোলায়েম' ভালো মিল্। মশারি টাঙানো আমাব দ্বারা পোষাবে না। যে গবম, ব্লাউজটা খুলে' ফেলতে হ'বে—শাড়িটাও নিতে হ'বে বদলে। নাঃ, মশা আছে—না-ধুমিয়ে ছট্‌ফট্ কবে' বাত কাটা'বাব মতো প্রেমেব বয়স চলে' গেছে—আমার ত' বটেই, পৃথিবী'বো। দবজাটায় খিল ভালো কবে' আট্টে হ'বে বৈ কি, কেননা আততায়ী এলে স্টকেস থেকে ছো'বা বার করে' প্যাচ দেখানোর হাঙ্গাম অনেক। আততায়ী'ব হাতে নিশ্চয়ই এতটা সময় নেই যে ইজি-চেয়ারে বসে' দু'ঘণ্টা তর্ক করবে। শোয়া যাক্। আমি ত' শুলাম, কিন্তু এ কথা খুব সহজেই ভাবা যেতে পারে যে এ-রাত্রে এখন কারু কারু ঘুম আসছে না। ধরা যাক্ রোগী, এভিন ড্রাইভার, সিগনেলাব, নবদম্পতি,

বেশ্য। আমার আবার মস্ত দোষ আছে। শাদা ঘোড়ায় চড়ে' টগবগ করে' ছুটছি—এই কথা না ভাবতে পাবলে আমার ঘুম আসে না। আমার পেছনে তেত্রিশ কোটি সৈন্য,—আমার তুলনা শুধু আমিই। আমার আগে কোন ইতিহাস হয়নি। ১ কাং হ'য়ে পিলেব দিকটা চেপে এবলে আমার সহজে ঘুম আসে— শাদা ঘোড়া কুয়ামা হ'য়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, টিক্‌টিকি, ক্যান্ডাক, ইজিচেয়াব, তোয়ালে, বার্ণার্ড শ'ব দাডি, চেস্টারটনের হুঁডি, সেক্স-কাব আঁচিল, টিক্‌চার আই ওডিন, হাইড্রোজেন পোবাক্সাইড, বাক্যং বসায়কং কাব্যং, সেনেট হাউস, স্মেলিং মল্ট, বৈঠকখানা রোড, বাডেন-বাডেন, নুসোলিনি, শবৎ চাটুজ্জ, ক্যালগাব, পাটনা, গোলঘব, গঙ্গা ..

প্রভাত বললে—তিন দিনের আগে তুমি বার্থ পাচ্ছ না। তা-ও 13 up-এ শেয়ালদা থেকে যে-ট্রেনটা বেনাবস হ'য়ে দিল্লি যায় সেটায়। 7 up-এ একটা আপার বার্থ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তোমার পক্ষে সেটা সুবিধের হ'বে না।

অশ্রু বললে—তাও একটা মাত্র।

প্রভাত। আপাতত একটা হ'লেই চলবে।

অশ্রু। তার মানে? আমি একা যাব নাকি?

প্রভাত। কাজে কাজেই। ছুটি পাওয়া গেলো না।

অশ্রু। ছুটি পাওয়া গেলো না মানে?

প্রভাত। যদি শুদ্ধ ভাষায় বললে কথাটা। তোমার বোধগম্য হয়, তা হ'লে বলি, অবকাশের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

অশ্রু। এ-চাকরি তুমি ছেড়ে দাও।

প্রভাত। প্রেমের জন্তে এত বড়ো আত্মত্যাগের কথা শুনলে বিংশ শতাব্দী সভ্য জগৎ আমাকে উপহাস করবে! বিবাহের চেয়ে ক্ষুধা মারাত্মক তোমার সঙ্গ—আমার খুব কামনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু তাব জন্তে চাকরি খুইয়ে মা ও নাটুকে শুকিয়ে মারবো এত বড়ো প্রেমিক তোমাদের সত্যযুগেও মানাতো না। সে-সব যুগে সুবিধে ছিলো এই, বাড়িতে সব সময়েই খাবার থাকত। লক্ষণেব ভ্রাতৃভক্তিটা প্রশংসনীয় হ'তে পারলো এই জগতই যে উমিলাকে উপোস করতে হয়নি। ইস্কুল-মাস্টাররা ত' নর-নারীর প্রেমের চেয়ে ভগবদ্ভক্তিকে উঁচু আসন দেবেন—যদিও সত্য কথা বলতে গেলে দু'টোর কোনোটাই ক্ষুধার মতো প্রবল নয়। তবু আজ যদি আমি ধর্মেরো ডাক শুনে মা ও ভাইকে ফেলে গৃহত্যাগ করি, এতো বড়ো অধর্ম পরশুরামও ভাবতে পারতো না।

অশ্রু। তা হ'লে কী হ'বে?

প্রভাত। সমস্তা মোটেই কঠিন নয়। টিকিট লাহোরেরই কেটে সোজা পার্টনায় চলে' যাও এখন। সেখানে না তোমার কে বন্ধু আছেন!

অশ্রু। সে এলাহাবাদ-ব্যাঙ্কে বদলি হয়েছে।

প্রভাত। ব্যাঙ্কে বদলি হয়েছে মানে?

অশ্রু। ঐ hybrideটায় দু'টো অর্থ বোঝা গেলো। মানে সে ব্যাঙ্কে কাজ করে—নিশ্চয়ই ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কে—এবং পার্টনা থেকে বদলি হয়েছে এলাহাবাদে।

প্রভাত। (হেসে) তা হ'লে তোমার পার্টনা পিটটান দিলে?

অশ্রু। তা ত' দিলে, কিন্তু তুমি করবে কী?

প্রভাত। কী আর কব্ব! আফিস থেকে এসে হাই তুলবো আর তুড়ি দেব। নিত্যকালের মতো কলকাতা আবার কার্লিয়ে যাবে।

অশ্রু। না, ঠাট্টা নয়, be serious.

প্রভাত। সিবিয়াস্‌ই তো হচ্ছি। ছুটি পেলাম না এর চেয়ে গুরুতর বা গভীর কথা আব কী হ'তে পারে। আজ বুধবার, চল শনিবারে তোমাকে তুলে দিয়ে আসি। সোজা এলাহাবাদই যাও।

অশ্রু। হ্যাঁ, ঐ বন্দি ট্রেনে চড়ে' একা একা ছটফট কব্বতে কর্ব্বতে আমি মাঝে বাই আব কী। ঐ ট্রেনে চড়ে আমি স্বর্গেও যেতে চাইনে। তার চেয়ে এক কাজ কবি, এস। তোমার পুজোব ক'দিনো কি ছুটি নেই'?

প্রভাত। আছে। মোটে তিন দিন। সেই তিন দিনে এলাহাবাদে যাওয়া এবং আসা ছাড়া তিনটে কথা বলবাবো সময় পাব না। কিন্তু সেই পুজোর তিন দিনেবো দেবি আছে। তুমি ততদিন কলকাতায়

থাকতে চাও নাকি ? এই হোটেলেই ? তা হ'লে ততদিনে তোমার মনি-বাগটি পটল তুলবেন।

অশ্রু। না, আমি এই ফাঁকে ক'টা দিন পুষ্টি-দিদির বাড়ি কাটিয়ে আসি।

প্রভাত। সে কোথায় ?

অশ্রু। দিলদারনগবে,—মোগলসরাইব ডাইনে। মেইন্ লাইনেই পড়বে। তোমার সাধেব 13 up বোধ হয় ওখানে একটু বিশ্রাম নেবেন। দেখি টাইম টেবলটা ?

টাইম-টেবলটায় চোখ বুলিয়ে অশ্রু বললে—একটা দশ মিনিট। মন্দ নয়। তোমার ছুটিব তাবিধ আমাকে জানাবে, আমি সেই অনুসরণ দিলদারনগব ছাড়ব। দু'জনের সাক্ষাৎকার হ'বে এলাহাবাদে।

প্রভাত। আমাকে কি তোমাব সেই বন্ধু জায়গা দেবেন ?

অশ্রু। কেন, এলাহাবাদে পঁচিশ গুণ্ডা হোটেল তা ছাড়া যমুনা আছে।

প্রভাত। তা ত' বুঝলাম, কিন্তু আমাকে কেনই বা যেতে হ'বে—

অশ্রু। সেটা বুঝ না ? এমনি, বেড়াতে—দু'টো দিন অন্তরকম আকাশ দেখতে, অন্তরকম আবহাওয়া। তোমাব যদি যেতে ইচ্ছে না করে, সে অলীক কথা। জোব কবে' সম্মতি আদায় করবাব মতো অসম্ভাব্যতা আমাব নেই। বেশ, আমি একলাই যাবো।

অশ্রু রীতিমত অভিমান কবেছে। তাড়াতাড়ি কোনো কথা কবে' এই অভিমানের কুয়াসাটুকু উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা কবাই বোকামি। প্রভাত চুপ কবে' রইলো।

অশ্রু বলে' চললো : আমাকে নিয়ে তোমার মনে নানারকম সন্দেহ চলছে আমি বুঝি। কী যে তুমি আমাকে ভাবছ না, জানি না। এই

দীঘ তিন বছর পবে ইঠাৎ অজ্ঞাতবাস ছেড়ে কেন আবার তোমাব একান্ত কাছে এসে পড়লাম—এই প্রশ্নটাব উত্তর আমি দেব। শুনবে ?

ট্যাঙ্কি চৌরঙ্গিতে এসে পড়েছে। এম্পাষাবে ওদের ধাত্রার আজ শেষ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু অশ্রু ট্যাঙ্কি-ড্রাইভারকে বাবণ করলে। গাড়ি চললো দক্ষিণে।

প্রভাত বললো—যাবে না ?

অশ্রু। না। তোমাকে সেই ধাঁধাটা বুঝিয়ে দেব, শুনবে ব্যাখ্যাটা ?

প্রভাত। তা যদি বল, ব্যাখ্যাব চেয়ে ধাঁধা অনেক সত্য, অনেক মধুর। ধবে' না ও গ্রহতাবাব ষড়যন্ত্রে আবার আমাদের দেখা হয়েছে।

অশ্রু। না, ষড়যন্ত্র নথ। আমি এতদিন ইচ্ছে করে'ই নিজেকে লুকিয়ে ছিলাম। এই তিন বছরে আমি তোমার পরীক্ষা নিয়েছি। দাঁড়াও, আমাকেই সবটা বলতে দাও। পরিষ্কার কথাকে আমরা ভয় কবি বলে'ই দেহ-মনে এত অপবিচ্ছন্ন হ'য়ে আছি। সামান্য রুমাল নিয়ে ওথেলো যে কাণ্ডটা কবে' বসলো, মাথা ঠাণ্ডা বেধে তা নিয়ে পাঁচ মিনিট ডেসডোমোনা'ব সঙ্গে কথা কইলে ব্যাপারটা ট্রাজিডি না হ'য়ে ফার্স হতো। তোমার সঙ্গে আমার গভীর জ্ঞাততা হয়েছিলো এবং তা'বই টানে বিয়ে'ব সভা থেকে আমি উঠে এসেছিলাম। কিন্তু তোমাকে ভালবাসি বলে'ই তোমাকে বিয়ে কবে' তোমাব পরম সবনাশ ঘটাবো, আমি তোমাব ভেমন মঙ্গলাকাজ্জী নই। তা ছাড়া তখন বিয়ে করতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না, আজো হইনি, কারণ আজো আমি শাস্ত নই, নিজেকে নিরাশ্রয় নিবাসী ভাববাব মতো দৌর্বল্য আমার আগেনি। চলে' গেলাম জলপাইগুড়ি সামান্য টিচারি নিয়ে। বাড়ির সদর দরজায় খিল পড়লো, বাবা দুর্ভাগ্য দুর্ভাগাকে পর্যন্ত অতিক্রম করলেন; আত্মীয়-স্বজনরা কলকিনী বলে' আখ্যাত

করে' আমাকে তাঁদের পুত্রী-পৌত্রীদের কাছে নরকের দ্বাররূপে দাঁড় করিয়ে নিশ্চিন্ত হ'লেন। সে-সব আমি নীরবে সহ্য কবেই' তীব্র প্রতিবাদ কবেছি। কিন্তু তাবপরে জলপাইগুড়িতেই একটা কাণ্ড হ'য়ে গেলো।

প্রভাত নিবিষ্টমনে সিগারেট টানছে। অশ্রু খোঁপাটা ঘাড়ের ওপর জুঁক করে' বসিয়ে বলে চললো: সেই কথাই তবু 'সেজ্জাকাকা' বলতে এসেছিলেন। কাণ্ডটা আব কিছু নয়, আরেকজনকে ভালো বাসলাম। তোমাকে তখনো ভুলিনি, তোমার প্রতি আমার মমতা স্নিগ্ধ মাতৃস্নেহের মতোই অপরিণীত, তবু চিত্ত আবাব উন্মুখ হ'য়ে উঠলো। নবাবিষ্কাবেব আশায় অধীৰ মনকে বাঁধি কি কবে' ? তুমি shocked হচ্ছ ?

হাওয়ায় সিগারেটের ছাই উড়িয়ে দিয়ে প্রভাত বললে—না।

—এমন পুরুষ আছে যাব জন্মে হৃদয়ে শুভকামনাব আর অন্ত থাকে না, বাতে শুধে আকাশের দিকে চেয়ে তার কথা ভাব'ত ইচ্ছে হয়, ভাবলে ভালো লাগে এবং এত ভালো লাগে যে চোখে জল আসে। সে অনুস্থ হ'লে অজস্র সেবায় তার জন্মে স্নেহপাত করতে সাধ হয়, সে বিপন্ন হ'লে তাব জন্মে নিজেকে বিকৃত উন্মুক্ত কবে' দেবাব উন্মত্ততা আসে। সে আমার তুমি। কিন্তু এমন পুরুষেরো দেখা পেলাম যাকে জয় কববার জন্মে প্রাণে জাগে প্রচণ্ড লোভ ; যাব নৃশংস ঐকান্ত্যকে স্নেহণতায় রূপান্তরিত করবাব ইচ্ছা হয়। সে তাব অবিচল পবিত্রতাব পাহাড় থেকে নেমে এসে আমার পায়েব ধূলায় কলঙ্কিত হ'বে এত বড়ো প্রলোভন দমন করতে ক্লিওপেট্রা পাবতো কিনা জানি না, আমি পারলাম না। আমি গেলাম এগিয়ে, কিন্তু হটে' এলাম। সে আমার নির্মল। তুমি শুন্ছ ?

প্রভাত। শুনিছি, কিন্তু কথাটা এমন কিছু নয় যে তোমাকে এতো উত্তেজিত হতে হবে!

অশ্র। নির্মলের কথা বলতে গিয়ে আমি উত্তেজিত না হ'য়ে পারি না। খুব ধীরে ধীরে একটা যুদ্ধ বা ভূমিকম্পের বর্ণনা করলে সে-বর্ণনা ব্যর্থ হবে। আমি দু'জনকে ভালবাসলাম, কিন্তু সত্য কথা বলতে যদি বাধা না দাও ত' বলি, আজো আমার ভালবাসার অস্ত পাইনি।

প্রভাত। যেন না পাও, তাই প্রার্থনা করি। নব নব অচবিতার্হ-তায় প্রেম তোমাব মহনীয় হ'য়ে উঠুক।

অশ্র। নির্মলকে পারুলামনা পরাভূত করতে, আমার প্রেম কিন্তু তবু সংকুচিত হ'ল না। যে-প্রেমেব পরিণতি বিবাহ নয় এবং যে-বিবাহের পরিণতি সন্তানজনন নয় সে-প্রেম ও সে বিবাহকে নির্মল ঘৃণা করে। আমি তাকে বিয়ে করতে রাজি হ'লুম না বলে' সে আমার চূষন পর্যন্ত মহাস্তম্বে প্রত্যাখ্যান করলে। জলপাইগুড়িতে প্রায় দু'বছর আমার এই ভীষণ পরীক্ষা চলেছে। বাইরে হারালাম বটে, কিন্তু অন্তরে বলবতী হ'য়ে উঠলাম। সেই পরীক্ষার সাক্ষীরূপে যাকে পেলাম সে আমার ব্যর্থতা।

অশ্র চেয়ে দেখলে প্রভাত গদিতে ঠেগ দিয়ে তন্ময় হ'য়ে শুন্ছে।
—নির্মলকে হারালাম বটে, কিন্তু তোমাকে হারাবো ভাবতে মন কেঁদে উঠলো। এই তিন বছরে তুমি হয় ত' অনাস্থীয় হ'য়ে গেছ, হয় ত' অশ্রর নাম তোমার সেদিনকার অশ্রর মতোই মুছে গেছে, তবু তোমাকে না ডেকে পারলাম কৈ? দেখলাম সেই ডাকে তুমি সাড়া দিয়েছো, মনে হ'ল আমি যদি ভুলক্রমে নির্মলের অস্তঃপ্ররিকাও হ'তাম, তুমি এমনি করে'ই সাড়া দিতে!

প্রভাত। আর আমি যদি এতো দিনে একটি অন্তঃপুরিকাকে অন্তরে এনে প্রতিষ্ঠিত করতাম !

অশ্র। তা হ'লেও আমার ডাক অনুচ্চাবিত থাকতো না। তোমার স্মৃতি আমার জীবনের একটা বিশ্রাম-নৌড। তোমাকে নিয়ে যদি আনন্দার্ত নাই হ'তে পারি, তবু তোমার প্রতি আমার স্মৃতিতল এই স্নেহটি অমর হ'য়ে থাকতো। কিন্তু এই দীর্ঘ বিরহক্লিষ্ট দিন-রাত্রির অত্যাচার তোমাকে বশীভূত করতে পাবেনি,—আজো তুমি মুক্ত। তুমি নির্মলের মতো বিয়ে করনি। কেন করনি ?

প্রভাত। সে একটা accident ! যদি আমাকেও পরিক্ষার করে' কথা বলবার অনুমতি দাও তো বলি, তোমাকে ভালবেসেছি বলেই অল্প কাউকে আমি বিয়ে করবো না সন্ন্যাসধর্মের এই উচ্চাদর্শ আমার সামনে উপস্থিত নেই। তা ছাড়া বিয়ে-কবাব কতকগুলো ব্যাবহাবিক সুবিধে আছে ; আমার মা বুড়ো হয়েছেন, অবস্থা এত স্বচ্ছল নয় যে রান্নার ঠাকুর রাখি—মা-ই সব কবেন, বৌ এলে মাকে ছুটি দিতে পারতো। তাই বলে' বৌকে যে ভাল লাগতো না, তা-ও নয়—বিনা-দামের উপহারের প্রতি যেমন মমতা হয় আমাব এক তিলো কম হ'ত না তার তুলনায়। কিন্তু যাই বল অশ্র, নির্মলের কথায় স্নগভীর একটা সত্য আছে। সেই সত্য তোমার আমাব কাছে স্প্রপ্রত্যক্ষ নয় বলে'ই তাকে অস্বীকার করবার সংস্কার যেন আমাদেব না হয়।

অশ্র। প্রতিদিনকার ছোটখাটো গ্লানিতে সে-প্রেম কি মলিন হ'য়ে উঠতো না ?

প্রভাত। যাতে মলিন না হয় তার চেষ্টা করতে, সে-চেষ্টায় পরাধুখ বলে'ই তো আমাদের নর-নারীর সম্পর্কে এতো কুশ্রিতা আত্ম-প্রকাশ করছে। স্ত্রীকে যা'না দিন আমরা সামগ্রী মনে করবো, এবং

স্বামীকে যতো দিন তোমরা দেহদাস মনে করবে ততদিন আমাদের সংসার অন্ত্রটি হ'য়ে থাকবে। এবং তারই প্রতিকারকল্পে প্রেমের প্রয়োজনীয়তা আছে। নির্মলের কথা মিথ্যা নয়, অশ্রু। যে-প্রেম জীবনের পরম উপকার সাধন করে সে-প্রেমকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কবে' বাথলে জীবনে না থাকে স্বাদ, না তৃপ্তি। আমবা স্ত্রী-পুরুষরা পরস্পরকে পবিচ্ছিন্নরূপে আয়ত্ত কবে' ফেলি বলে'ই আমাদের জীবনের রহস্য যায় মরে,' মিলন হয় মলিন। কিন্তু তুমি যে নির্মলের অন্তঃপুরিকা হ'য়েও আমার প্রতি অন্তঃশীল স্নেহ লালন করবাব গর্ব কবছ, তা মিথ্যা। দাঁড়াও, আমাকে শেষ কবতে দাও। তোমার স্নেহেব খাঁটিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আমি না-ই বা করলাম, কিন্তু যে-স্নেহেব বাস্ত্যভিব্যক্তি নেই আমি তাব দাম দিতে বিমুখ থাকবো। আবো কথা আছে। সান্নিধ্য না থাকলে স্নেহের সার্থকতা কোথায়। প্রেম শুধু চিত্তের প্রসাধান নয়, জীবনের সর্বব্যাপি নাশক মহৌষধি। যে-মন অগ্রত্ব একবার বিক্ষিপ্ত হ'ব সে-মনেব একনিষ্ঠতা নষ্ট হয় বলে'ই স্নেহের ঘটে অপমৃত্যু।

অশ্রু। দৈনিক প্রয়োজন-কথাটা যদি বাপকভাবে নাও তো 'লি, দৈহিক প্রয়োজনেই যদি বিয়ে ক'রতে হয়, তবে তাই বলে' স্যাক্তিককে নিশ্চহু কবে' লুপ্ত কবে' zero হ'য়ে বসে' থাকতে হ'বে— সমাজের দেওয়া এই বিধিব আমবা বিপদ ঘটাবো। একজনের স্ত্রী 'হয়েছি বোলে' আবেকজনেব বন্ধু থাকতে পারবো না এতো বড়ো একনিষ্ঠতার বড়াই করলে আমাব গা জলে। গৃহিণী অর্থ সমস্ত বাহিরকে ঠেলে ফেলে গৃহবন্দিনী হ'য়ে থাকা নয়। সামান্য সংসারে আমার প্রকাণ্ড ভবিষ্যতকে কুণ্ঠিত, সংকুচিত করে' রাখতে পারবো না।

প্রভাত। দোষ সমাজবিধির নয়, অশ্রু, দোষ যদি-কার্যব থাকে, তবে এই মাহুষেব চিত্তবৃত্তির ভঙ্গুবতার। প্রেম দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না

বলে'ই তা মধুর, বিরহের উত্তেজনা সমগ্র জীবনব্যাপী হ'লে আমরা অর্থ, পঙ্গু হ'য়ে থাকতাম। আমরা খুব অল্প দিন বাঁচি বলে'ই জীবনকে এতো নিবিড় করে' আঁকড়ে ধরতে চাই। দৈনিক প্রয়োজন কথাটা ব্যবহার করে' ভালোই করেছ। কেননা এই দেহই তোমার চিন্তের পরিপন্থী হ'য়ে উঠতো; উঠতোই। তখন তুমি বহুসন্তানপরিবৃত্তা, সংসার-ভারে মুখে পড়েছ, মন তোমার তখন বিস্তৃত ক্ষেত্র লাভ করেছে, দায়িত্বের তোমার আর সীমা নেই—অতীত কালের দিকে ফিরে তাকাবাব তোমার না আছে অবকাশ, না বা অভিলাষ। যৌবন যে অবিনশ্বর নয় তার জন্তে সমাজকে দায়ী কবলে ঘোরতর অনায়াস হবে। এবং যৌবনকালে যদি তুমি কাউকে পুচ্ছটি উচ্ছে তুলে নাচাবাব পরামর্শ দিয়ে থাক, পরে তুমিই তা কেটে ফেলবাব বিধান দেবে। যাক, লেইক এসে গেছে। তোমার কাঁধের সেফ্টিপিন্টা যে আমার চাদবে আটকে রাইলো, দাঁড়াও, ছাড়িয়ে নি।

লেইক থেকে ফিরে এসে অশ্রু দেখলে তার ঘরের কাছে চেয়ার টেনে তিহু বসে' আছে। 'এই যে দিদি' বলে তিহু তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে অশ্রুকে একেবারে জড়িয়ে ধরলো। প্রথমটা আনন্দে অভিভূত হ'তে গিয়ে পরক্ষণেই অশ্রু উঠলো চমকে। হু'হাতে তিহুর মুখ তুলে ধরে' শুধোন : তোরা মাথায় এ.সিসের ব্যাণ্ডজ ?

তিহুর মুখ দীপ্ত, দুই চোখে খুসির চাঞ্চল্য, বললে—মোটব্যাকসিডেট হ'য়েছে, দিদি। তেমন কিছু লাগেনি, ইঞ্চি দুইয়ক পেটেছে মাত্র।

অশ্রু ছোট ভাইটির চুলে হাত বুলুতে বুলুতে বললে : কিছু খাবি ?

তিহু বললে : খাওয়াব সময় নেই দিদি, আমাকে এখন এক বন্ধুর বাড়ি যেতে হবে। বিকেলে কাল জাহাজ ছাড়বে আমাদের। কলম্বো হ'য়ে যাচ্ছি দিদি। ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল। এখন যাই ?

বলে' তিহু নত হয়ে অশ্রুর পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছিলো, অশ্রু তাকে একবারে শিশুটির মতো বুকে টেনে নিলো। বললো—বাবা জানেন ?

তিহু দিলে হেসে। বললে—বাবা ? যে-দিন আমাকে বাড়ির বাব ক'বে দিলেন সে-দিনই জানতেন পাতালের দিকে পা বাড়াতে আমার আব দেবি নেই। মন্দ কি, পাতালই আবিষ্কার কবে' আসি না হয়। কলকে খববেব কাগজে নামটা যদি বেবোয়, বাবাব অগোচর থাকবে না। হয়তো মনে-মনে আবাব অভিষাপ দেবেন।

তিহুর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি নিবন্ধ কবে' অশ্রু বললে—বাবা তোকে ও ভাঙিয়ে দিয়েছেন নাকি।

তিহুর মুখ আনন্দে আবার উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। বললো—নিশ্চয়। তুমি যে অগ্রাঘ কবেছো তার চেয়ে আমার এই সাগরবলজ্বন ঘোবতর পাঙ্গ। বাবার আদেশকে মাত্র কববাব মতো বিবেক পেলাম না দিদি। বাবার চেয়েও বড়ো অভিভাবক আছে সে আমার সত্যোপলব্ধি, আমার মনুষ্যত্ব। সেই প্রথম আমি বিদ্রোহ কবতে শিখলাম। বাবাকে আমি দোষ দিতে পারি না।' আর আমার সময় নেই। তোমার জন্তে বসে' বসে' অনেক সময় আমার চলে' গেছে। আবেকটু

দেখি করলে হয় তো দেখা হ'ত না। যোগাড়-যন্ত্র এখনো অনেক বাকি আছে।

অশ্রু বললে—প্যাসেজ জোটালি কী করে'?

—সে জুটে যায় দিদি। আমি যে খানাসী সেজেছি। একবার যেতে পারলেই হ'ল—তারপরে আমাকে পায় কে। সময় নেই দিদি।

অশ্রু নীরবে তিহুর ললাটে চুষন করলে, বললে—তোমার জন্তে উদ্বেগের আমার অন্ত থাকবে না, তিহু।

আকাশে বড়ের মতো তিহুর মুখে হাসি লেগেই আছে। তিহু দরজার দিকে হু'পা এগিয়েছিল, থামলো। বললে—আমার জন্তে বুঝা উদ্বেগ করে' মানসিক অশান্তি সৃষ্টি হবে' কিছুই লাভ হ'বে না। যে-পথে আমি চলেছি, বেগে চলেছি, পিছে তাকিয়ে দেখবার সময় নেই। উদ্বেগ না করে' আশীর্বাদ বরো। বলে' তিহু অন্তর্হিত হ'লো।

বুকটা খালি হ'য়ে গেছে। তিহু! কী আশ্চর্য চক্ষু। ঐ চোখ কার ছিলো মনে করতে পারছি না,—স্বপ্ন আর বিহ্বাৎ—শেলির ছিলো হয় তো। সমুদ্র উত্তীর্ণ হবে বলে' এতো আনন্দ, যেন একটী আধ্যাত্মিক অনুভূতি। ও-ও গৃহছাড়া! 'বাবাব দোষ নেই', মহত্ব,—ও ঘব ছেড়ে আকাশকে পেয়েছে—অগাধ, বিস্তীর্ণ! কোথায় গেলো ছুটে'। পথে আবার কোনো দুর্ঘটনা? হয়, স্বচ্ছন্দে যেন সাগরে দুলতে পারে। তিহু কত স্বপ্নের হয়েছে—কী বলিষ্ঠ। ওর চোখের মাঝে বসে' মা

যেন হাসছেন! আশীর্বাদ করবো বই কি তিহু, সত্যোপলব্ধির জগ্গে সফ্রেটিস থেকে আজ পর্যন্ত যারা মরেছে তাদের মহৎ দৃষ্টান্ত তোমাকে প্ররোচিত করুক। তুচ্ছ শাসনের কাছে তোমার সত্যকে লজ্জিত করো না,—হোক সে পিতা, হোক সে প্রভু, হোক সে ভগবান্! তোমার জগ্গে উদ্বেগ কবে' লাভ নেই—তুমি যদি তোমার সত্যেব জগ্গে মব-ও, আমি তোমার চিতায় ফুল দিয়ে আসবো। সত্যকে আবিষ্কার করবার জগ্গে তুমি সহস্র ভুলের মধ্য দিয়ে যাও, লক্ষ লাঞ্চার মধ্যে—সে-গৌরবে তুমি অমর হ'য়ে থাকবে। তিহু, তিহু, তিহু। তোমার প্রশস্ত উন্নত কপাল, ঘন কুক্ষিত চুল, বিস্ফারিত বুক, দৃঢ় দীর্ঘ বাহু, ঋজু দেহ যেন উৎসর্গশিখা! চোখে বিপুল সম্ভাবনার স্বপ্ন, চিবুকে তেজস্বিতা, দুই হাতে নিদারুণ প্রতিজ্ঞা। তিহু।

অশ্রু সেকেও ক্লাশে মেয়েদের কামরাতেই উঠলো। টিকিট শেষ পর্যন্ত লাহোরের না কেটে দিল্লির কেটেছে। গাড়ি ছাড়বে রাত স-দশটায়। মন্দের ভালো—গায়ের ওপর একটা পাতলা চাদর টেনে দিয়ে ঘুমুনা যাবে,—সকালবেলা ঝাঝায় পৌছুবার আগে ও হাই তুলছে না। এটাব সঙ্গে আবার রেট্রু রাষ্ট্ ক্যাব নেই, থাকলেও একা-একা খাওয়ায় আবাম নেই; ঝাঝা কিংবা কিউল-এ পৌছে প্র্যাটফর্ম থেকে চার-পয়সা-নামে এক পেয়ালা পান্‌সে চা খেলে ওর আর জাত যাবে না। একটা বই কিন্বে এড্‌গার ওয়ালেস্-এর? এই ষ্টলে যে মারি হোপ্‌সও পাওয়া যায়। ট্রেনে বসে' বই পড়ার মতো জাকামি নেই; তার চেয়ে বাসর-ঘরে বরের গান গাওয়া বরং সহ্য করা চলে। গাড়িটা ছেড়ে দিলেই একটা নতুন জগতে এসে পড়বে; গীতায় মৃত্যু য়ে ব্যাখ্যা আছে তারই একটা নৌকিক উদাহরণ! বাথ-রুমে যথেষ্ট জল পাওয়া যাবে ত' ? স্নান করতে না পারলে মবে'ই যাবে অশ্রু। একটা ফ্যা'লো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে উঠলো। একা যাচ্ছে বুঝি। ওব সঙ্গে আলাপ করা যাবে—বর্দ্ধমানের বেশি নয় কিন্তু! মেয়েটি মোজা পবেছে কি না গোঝা যাচ্ছে না। ই্যা পরেছে—বাঁচা গেলো। মাঝেব বার্থটা কিন্তু খালি রইলো।- রাত্রে শীত করলে ওটায় না হয় উঠে আসবে—তার জবে জানালাগুলো ও কিছুতেই তুলে দিতে পারবে না।

—ঘণ্টা দিয়েছে, উঠে পড় অশ্রু। দিলদারনগরে পৌছেই চিঠি দিয়েও কিন্তু। আমার আপিসের মর্জি বুঝে এলাহাবাদ জাবার দিন ঠিক করা যাবে। জান্না দিয়ে মুখ বার করে' থেকো না যেন। (স্বল্প হাসি)

—আর তুমি সাবধান হ'য়ে বাড়ি যেয়ো। বাস্-এর জান্না দিয়ে হাত বা'র করে' রেখো না, সেদিন কাগজে পড়লাম কা'র কল্লুই গেছে থে'লে। (স্বল্প হাসি)

অশ্রু জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলে, প্রভাত তা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করলো।

হৃদয়। কীটসের হাত ধবে' কোলবিজ্ঞ তো মৃত্যুর স্পর্শ পোয়-
ছিলো। আমার হাত ধরে' তুমি কী স্পর্শ কবছো? (স্বপ্ন হাসি)

প্রভাত। মুক্তি। (স্তব্ধতা)

নিচ্ছেদে গভীর বেদনা আছে,—এমন বেদনা যে, যেন কে হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিচ্ছে—তবু টেন চলে গেলে টেনেব ফাঁকা লাইন দু'টোর মতোই মনে জাগে মুক্তি, উপশম। যেন একটা নিদাক্ষ উদ্বেগ থেকে বাচলাম, ডংকঠা গেলো ঘুচে'। না আছে দ্বৈততা, না বা দ্বিধা। বেশ একটা নিশ্চিন্ত অবস্থা,—পীডাবশানে সামান্য একটু দুর্বলতা মাত্র। যাই বলো, পবিচিত জগতে ঔজ্জ্বল্য নাই থাক, অন্ধকারস্তম্ভ একটি জাছ আছে—মনকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। চেনা জায়গায় সহজে হাত-পা লাড়তে পাবি, হাঁচটু খোত হয় না,—সে-জায়গার চাবপাশে খোদনই। প্রেমের পৃথিবী একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের চূড়ায়, স্থান সেখানে এতো সংকীর্ণ যে দু'জনকে স্পর্শ না কবে' দাঁড়ানো যায় না। একটু এ দিক ও-দিক হ'লেই সেই উঁচু চূড়া থেকে নিচে গড়িয়ে পড়তে হ'বে, তারপর সে-চোট সবে' স্বস্থ হ'য়ে ফেব নিজের পুরোনো জায়গাটুকুতে আর ফিরে যাওয়া যায় না, জীবনে দেখা দেয় পক্ষাঘাত। ঐ পর্বতচূড়ায় দাঁড়িয়ে প্রতি মুহূর্তেই পতনের আশঙ্কায় পীড়িত আত হ'য়ে থাকাটা

প্রাণের একটা আদর্শবৃত্তি নয়। তাব চেয়ে নিরীহ অনলঙ্কৃত সমতল জায়গাটি বেশি কমনীয়। স্বস্তি ভালো সুখের চেয়ে। আমার চেনা জগতে স্তব্ধতা; প্রেমের জগৎ প্রগল্ভ,—তাই আসে শান্তি। প্রেমের জীবন একটা নিয়মতিরিক্ত অস্বাভাবিক জীবন। প্রেম ক্ষণস্থায়ী বলে'ই তাব এত প্রশংসা। প্রেম অবিনশ্বর হয়নি বলে'ই জীবনধাৰণে মাপুষ্ট আছে।

এই অবসাদটুকু ভারি আরামদায়ক।

বন্ধু,

স্টেশনে নেমে দেখলাম স্বয়ং নগেনবাবুই উপস্থিত আছেন। খুব সম্ভবতঃ হবে' অভ্যর্থনা কবলেন—এমন বাড়াবাড়ি করতে লাগলেন যে কুণ্ঠিত হ'তে হ'ল। অথচ লোকটি বেশ। ভদ্রলোক বললে সব মিলিয়ে আমাদের মনে যে একটি সৌম্য শান্ত ও বিনয়মিশ্র চেহারা মনে পড়ে নগেনবাবু তাব এক চুল ফাবাক নয়। আমার আসাব টেলি পেয়ে তিনি যেন হাতেব মুঠোয় চাঁদ পেয়েছেন। উপমাটি সেকলে বলে'ই কথার আস্তরিকতা নষ্ট হয়েছ, ভেবো না। তাঁদের বাড়িতে আমি পদার্পণ করব—এতো বডো মৌভাগ্যেব বব তিনি পরজন্মেও নাকি চাইতে সাহস কবতেন না। লোকটি বেশ অমায়িক; সম্পর্কেব স্ববিধা পেয়ে আমার সঙ্গে অসংকোচে আলাপ কবতে পাবছেন। আমাব মন্দ লাগেনি।

একাই আমার পছন্দ হ'ল—দড়ির একা। জিনিস-পত্রগুলো আবেকটা একায় বোঝাই হ'ল। নগেনবাবু যত দূব সম্ভব সংকুচিত হ'য়ে বসলেন, বললেন : হঠাৎ গরিবদেব ঘরে ?

বললাম : আশাব মধ্যে আনন্দ নেই ববং ক্রান্তি আছে ; যদি আনন্দ থাকে তবে আকস্মিকতায়। এবং সে-আনন্দ উভয়ত।

নগেনবাবু সসম্মানে বললেন : কিন্তু এই হতচ্ছাড়া দেশ কি তোমার ভালো লাগবে ? (নগেনবাবু আমাকে আপনি বলে' সম্বোধন করলে ভালো লাগতো না—প্রথমত তিনি বয়সে আমাব চেব বডো, দ্বিতীয়ত সম্পর্কেব মযাদা তাঁকে দেওয়া উচিত।)

বললাম : দেশ দেখতে যে অস্তুত এথেনে আসিনি সেটা বোঝা মোটেই কঠিন নয়। এসেছি আপনাদের দেখতে। পৃথি-দির সঙ্গে শেষ দেখা প্রায় ন'-বছর আগে—যে-বাব ওব প্রথম ছেলে হয়। পৃথি-দিকে দেখবার

জগ্গে মনটা আইটাই করছে। ওব সঙ্গে ছেলেবেলাটা আমাব কী মুর্তিভেই যে কেটেছে। এক দিনেব একটা মজার গল্প শুনে বাখুন। গল্পটা বলব মনে করেই আগে থেকে এক চোট হেসে নিলাম। যাব। হাসির গল্প নিজে গম্ভীর থেকে বলতে পাবে না তাদের তুলনা হয় ঠিক সেই জাতীয় কবির সঙ্গে, যারা কবিতা লিখবাব অবকাশে অত্নকে ছন্দ বা শব্দবিজ্ঞাস সম্বন্ধে উপদেশ দেয়। হাসি খামিয়ে গল্পটা ফের বলবাব আয়োজন করছি, নগেনবাবুর মুখেব দিকে চেয়ে মুখ আমাব শুকিয়ে গেলো। স্বীর শৈশবকালের এমন একটা গল্প শুনবাব কৌতুহল দমন করে' নগেনবাবু তাঁর মুখের চেহারাকে হঠাৎ এমন নিকংসাত কবে' তুলেছেন দেখে একেবাবে শুক হ'য়ে গেলাম। মুগের সামান্য একটা রেখায় আবহাওয়া গেল বদলে। নগেনবাবু কিছু একটা বলবেন ই, তাব প্রত্যাশায় চুপ করে' বইলাম।

স্টেশন থেকে গাড়ি অনেকটা পথ এসে গোছ, কিন্তু ওবা তখনো দূরে। কষ্টস্ববে যতদূর সম্ভব পাতলা করবার চেষ্টা কর' নগেনবাবু বললেন : আমার তৃতীয় ছেলেটি মৃত্যু-শয্যায়—

শুনে' পবম ব্যথায় চমকে উঠলাম। খবরটা যেন তেমন কিছু অসাধারণ নয় এমনি ভাবে নগেনবাবু এই বেদনাদায়ক সংবাদটা আমাকে জানানলেন, কিন্তু তাঁর ঐ কষ্টকল্পিত cynicism আমার ভালো লাগলো না। এতক্ষণ এই ভীষণ খবরটা গোপন করে' আমাব কৃত্রিম, সন্দর্ভনার আয়োজনে তিনি এত ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলেন বলে' আমার মনে অপ্রসন্ন হ'য়ে উঠলো। আমার এই হাসি-খুসি ও আনন্দকোলাহলের মাঝে আসন্ন মৃত্যুর ছায়া পড়লে পাছে আমি বিরক্ত,—হ্যাঁ, বিরক্ত হই—সেই ভয়ে তিনি এমন একটা খবর প্রকাশ করেন নি। ছেলেকে মৃত্যু-শয্যায় রেখে আমাকে অভিনন্দিত করতে এসেছেন।

বললাম : বলেন কি ? কী অসুখ ? অবস্থা কি খুবই খারাপ ?

আমার গলায় সহানুভূতির আমেজ পেয়ে নগেনবাবু গলা এবার অনায়াসে ভারি হ'য়ে উঠলো : ডবল নিম্ননিয়া। কাল রাত্রেই যাচ্ছিল, আজকেব দিনটুকু আব ধাবে না হয়তো। গিয়ে দেখি কি না সম্ভব।

চিন্তিত হ'বার কারণ ঘটলো। এক সঙ্গে কত চিন্তা যে মনে ভিড় করে এলো তাব ইয়ত্তা নেই। আমার চিন্তার সূত্র অসুসরণ করতে না পেবে নগেনবাবু বললেন : বাড়িতে উঠলে তোমার অনেক অসুবিধে হ'বে। এমন জায়গা, একটা ডাক বাংলো পর্যন্ত নেই। বন্ধাবে যেতে পাবো, ডাউন ট্রেন কাছাকাছিই আছে। ফিরবে নাকি ?

কঠিন হ'য়ে বললাম : আপনি পাগল হয়েছেন ?

দেখ দেখি আমার সম্বন্ধে লোকেব কী অজ্ঞাষ ভূগ ধাবনা। আমি ভালো শাভী পরি বলে' যেন ধুলোর ওপ। বসতে পাববো না। এই নিয়ে তর্ক করে' কোনো লাভ হ'ত না, যে-তর্কের major premiscগুলো প্রমাণ সাপেক্ষ নয়, সে-তর্কে আমি সাধারণত চূপ কবে' থাকতেই ভালোবানি। উপদেশেব চেয়ে উদাহরণ বড়ো—এটা আমাব কাছে উপদেশ মাত্র নয়—এটা আমি কায়মনোবাক্যে মানতে চাই। দেখ, মালুয়েব অন্তর্দৃষ্টি কত কম, তাব সব বিচার নির্ভব কবে বাইরে মার্কীর ওপব। আমার বাবা পুরুষদেব বড়ো চুল বাখা ছ'চোখে দেখতে পারেন না। অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে বাবার দেখা হ'লে বাবা তাঁকে যে কী বলে' সম্বর্দ্ধনা কবতেন ভাবতে আমি শিউরে উঠছি। মালুদের অন্তরের পরিচয় পেতে হ'লে গুপ্তচরেব মতো লুকিয়ে লুকিয়ে আত্মার অনুধাবন কবতে হয়—কার বা তত সময় ও ধৈর্য আছে বল। একটা সিদ্ধান্তে তাড়াতাড়ি না আসতে পারলে মনের অসাম্য অবস্থাটা আমাদের গীড়া দেয়। তাই তুমি দেখতে পাবে আমাদের দেশের বেশিব

ভাগ বাঙলা নভেলই এই ভুল-বোঝাকে কেন্দ্র করে' বেড়ে উঠেছে ওটা একটা নেহাৎ শস্তা চালাকি। যেমন ধরো শরৎ চাটুজ্জ। তাঁর যে বইগুলো উৎরেছে সবগুলিতে এই ভুল-বোঝার ঘোর-প্যাচের জটিলতা এত বেশি যে কোতূহল উদ্দীপ্ত করে বলে' ভালো লাগে। আমরা পবম্পরকে প্রকাশ্যে সন্দেহ করি, করি অবিখ্যাস ও অবহেলা; কিন্তু নিহুতে বসে' একে-অন্নের কথা ভেবে প্রেমবিগলিত হ'রে কাঁদি আর কপাল কুটি—এই দৃশ্য দেখলে আমি পড়তে পড়তে পশ্চাৎ উচ্চাস্ত্র না কবে' থাকতে পাবি না। ভাবি : লোকগুলি কী ভীষণ বোকা। এই জন্তেই দেশ আমাদের এগোচ্ছে না। সাম্না-সাম্নি মুখোমুখি দাড়িয়ে কথা কয়ে' দু' মিনিটে যাব মীমাংসা হয় তাকে এমনি করে' অনাবশ্যক ঘোরালো করে' তোলায় আমাদের আয়ুক্ষয় হয় না? ভুল-ও বুঝবো, ভাল-ও বাসবো, এ কী অত্যাচার! তুমি বলবে এটাই স্বাভাবিক চিন্ত-বৃত্তি। আমি এটা মানি না, তোমাব সেই বৃত্তিকে শাসন কবতে হ'বে। স্পষ্টতা থাকবে না কেন, কেন থাকবে না সাহস? যাচাই কববো না অথচ যা চাই তা না পেলে গাল ফুলাবো—এই 'ছিঁচ কাঁদুনে নাকে-ঘা' স্বভাব আমাদের যাবে করে? জীবনে যা ঘটে তাই আর্টে ঘটতে হ'বে এই সাহিত্যধর্মে যদি তুমি বিশ্বাসবান্ হওই, তবে তোমাকেও বলি আর্টে এমন অনেক জিনিস real হ'তে বাধ্য যা জীবন কোনদিন প্রত্যক্ষই কবে নি। যেমন ধবো কথোপকথন। মানো ত?

অতএব, তুমি বুঝতেই পাচ্ছ, এমনি সব আজগুবি চিন্তায ব্যাপৃত হ'য়ে বাকি বাস্তবতা নগেনবাবুর সঙ্গে আব কোনো কথা হ'ল না। আরো খানিকটা সময় কাটিয়ে যেখানে এসে একটা দাঁড়ালো, দেখে বিশ্বাস হচ্ছিলো না,—শুনলাম সেটাই নগেনবাবুব বাসা। আস্তাবলে সহস্রদের মাচা করে' শুতে দেখেছি, কিন্তু নগেনবাবুব বাসায় মাচাবো

বালাই নেই। সব সমতল। এত অপরিষ্কার তুমি কল্পনা করতে পারবে না। বীভৎস রস বলে' একটা রস আছে, ঐ রস নিয়ে আমাদের দেশে কোনো লেখকই চর্চা করেন না দেখে আমার কষ্ট হয়। একমাত্র কল্পন বসই বাঙলা দেশে কাটে—এটা নরম মাটির দোষ। যদি পবকে বাদাবে আশা কবে' লেখায় নিজের খানিকটা কাঁদতে পাবো তো বাঙলা দেশে সেই সাহিত্য তোমার সফল রচনা হ'ল। গল্পের ফর্ম বা টেকনিকের জ্ঞান নয়—কান্নাব কান্না থাকলেই তার দাম হ'বে। দেশের চরিত্রগুলো স্যাঁতসেতে, খটখটে নয়। কিন্তু, সত্যি বলছি, যদি কেউ আন্তরিক অনুভব করে' পুষিদিব এই বাসা নিয়ে কবিতা লেখে, খাটি বীভৎস রস সে নিশ্চয়ই জমাতে পাববে, এবং সেটা বসস্থিতি হিসেবে পিছিয়ে থাকবে না।

ছোট বাসা, তিনটে ঘর—টিনের চাল, ভেতরে একটুখানি উঠোন। তিনটি ঘর ভরে' কিলবিল কববাব জন্তে বিধাতা যেমন পুষিদিব কোলে ছ'টি সন্তান দিয়েছেন তেমনি উঠোন ভরে' দিয়েছেন আগাছা। যেখানেই পা দেবে পায়ের ধুলো নিতে কোনো অসুগত ভক্তই সেখানে দাড়াবে না, ছুটে পালাবে। যে ঘরটাতে এসে আমি প্রথম দাঁড়ালাম সে-ঘরটার অবিকল বর্ণনা দিতে পারলে তোমাদের দলীয় অনেক সাহিত্যিককেই আমার তাঁবেদারি কবতে হ'ত। মেঝেটা মাটির, তার ওপর একটা মাদুর বিছিয়ে পুষি-দি বসে' আছে, কোলে মুমূর্ষু সন্তান,—ছেলেটির বয়স পাঁচ বছর কয়েক মাস হ'বে, চাব পাশে স্তৃপীকৃত অপরিচ্ছন্নতা। কতকগুলি ময়লা কাপড়, ময়লা বিছানা (তোলা হয় নি), কতগুলি খালা-বাটি (মাজা হয় নি), কতগুলি অর্ধনগ্ন ছেলে-পিলে (তারস্বরে চেঁচাচ্ছে)। পুষি-দির চেহারা কি রকম ধসকে গেছে, নগেনবাবু কিন্তু যেমন মস্ত, তেমনি মজবুত) ওর দিকে চেয়ে আমাব

ভাবি করুণা হ'লে। ওকে নিচু হ'য়ে প্রণাম ক'রে ওর পাশে বসে' পড়লাম। পুষ্টি-দির দু' চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুরেখা নেমে এসেছে। ওর ছেলের শরীরে একটু হাতবুলিয়ে বললাম : ডাক্তার দেখে কি বলছে ?

পুষ্টি-দি ছেলের মুখের ওপর নিনিমেষ দৃষ্টি রেখে বললে : আর ডাক্তার ! দেখছিস না কেমন করছে। বাছাকে আর রাখতে পারলাম না !—পুষ্টি-দির বুক ভেঙে দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

নিজেকে যে কী অসহায় লাগতে লাগলো তুমি বুঝে নিয়ো। সেই ঘরের চেহারা দেখে কাকে অভিশাপ দেবো ঠিক করতে পারলাম না। রোদের পানে তাকানো যায় না, অথচ এত বেলা পর্যন্ত ছেলেপিলে-গুলির না হয়েছে স্নান, না বা খাওয়া। সকালবেলা যা ক'টি মুড়ি থেয়েছিলো তারো জায়গাগুলো এখনো খোয়া হয়নি। নগেনবাবু ছোট ভাই-এর বৌ এইখানেই আছে—সেই তদারক করছে, কিন্তু একা মানুষ পেরে উঠছে না। মেয়েটি আনাড়ি ; ভাস্কর বর্তমান বলে' ব্রৌড়বনতমুখী—মাথার ওপরে ঘোমটা তার সব সময়েই আনমিত। সংসার সামলানো তার কাজ নয়। পুষ্টি-দি ছেলে কোলে করে তিন দিন ধরে' বসে' আছে, মমতার খুব বড় নিদর্শন হ'লেও এটা স্বাস্থ্যকরতাব বড়ো লক্ষণ বলে' মানতে পারলাম না। কিন্তু পুষ্টি-দিকে সে কথা বলতে যাওয়ার মতো ধৃষ্টতা আর কিছু হ'তে পারে না। দুঃখের এত নিখুঁত প্রতিচ্ছবি আমি আগে আর কোথাও দেখিনি। মুমূর্ষু ছেলেকে কোলে নিয়ে পুষ্টি-দির শংকাকুল পীড়িত মুখের তুলনা দিতে পারি, আমার হাতে বাঙলা ভাষা আজো তত শক্তিমান হ'য়ে ওঠেনি। এমন নিদারুণ নিঃসহায়তার ছবি আর নেই।

আমার মতো অপরিচিত আগন্তুককে দেখেই ছেলেমেয়েগুলো কান্না খামিয়ে দম নেবার চেষ্টা করছিল, ওদের চোখে আমার আবির্ভাবটো

পরম বিশ্বয়কর, ওদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আমি মোটেই খাপ খাচ্ছি না বলে' ওরা কান্না থামিয়ে আমাকে প্রাধান্য দিচ্ছে। এমন কাঙাল হতচ্ছাড়া চেহারা দেখে আমার বরাবর ঘুণাই হয়েছে, এতলে-বেলায় তিন্মুর কানে একবার পৃথ হইয়েছিলো বলে' তিন্মুকে আমি কতদিন ছুঁইনি (ভাবতে পারো—তিন্মুকে?), কিন্তু ওদের প্রতি কখন যে বৃকে স্নেহ সঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে—টের পেলাম না। ওদের আত্মীয় করবার জন্তে ওদেব দিকে এগোব ভাবছি এমন সময় পূর্বোক্ত বউটি এসে সেই ঘরে কুণ্ঠিত হ'য়ে দাঁড়ালো। এতক্ষণে রান্না তার শেষ হয়েছে বৃঝি—এবাব ছেলেপিলেগুলোর গাত্রমার্জনা হ'বে। বৌটি আস্তেই নগেনবাবু (তিনি এতক্ষণ একটা চেয়ারে অবসন্ন হ'য়ে বসেছিলেন) তাকে লক্ষ্য করে' বললেন : ওদেব পরে হবে'খন। তুমি আগে অশ্রব স্নানেব বন্দোবস্ত কবে' দাও। বান্না হয়েছে কিছু? (বৌটি আস্তে মাথাটি একটু নামিয়ে সম্মতিসূচক সকেত কবলে) তা হ'লে, গরিবেব ঘণে ব হায়েছে তাই চাবটি বেড়ে দাও ওকে। কলকাতা থেকে আসছে, নিশ্চয়ই খুব tired, না অশ্র /

তোমাদেব পুরুষাদেব এই একটা প্রবল দোষ মেয়েদের হিতসাধনের বেলায় তোমাদেব সীমাস্তান থাকে না। নগেনবাবুর এই অতিশয়োক্তি আমার কাছে এত অগ্রাঘা মনে হ'ল যে দম্বরমতো অপমানিত বোধ কণলাম। এতগুলি অভুক্ত আত শিশুকে ফেলে আমাব কাল্পনিক শান্তি লাফবেব জন্তে তিনি ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন, তাঁর এই আতিথ্যের দৃষ্টান্ত এ-যুগে অচল। অতিথির তৃপ্তির জন্তে কর্ণের যুগে পুত্রহত্যার পুরস্কার মিলতো, অর্থাৎ মরা ছেলে বেঁচে উঠতো ফের, কিন্তু এ-যুগে ছেলে একবার মরলে আব বাঁচে না—তাই অনাবশ্যক আতিথ্যের মূল্য দিয়ে ক্ষতুর হবাব ভদ্রতা আমাদের পোষণ কৈ। ও-যুগে এমন কতকগুলো

স্ববিধে ছিলো যে হিংসে হয়। শিবিরাজা নিজের দেহমাংস আত্মবির
জ্ঞে অনায়াসে কাটতে লাগলেন, তাতেও ওজনে তার সমান হ'ল না
বলে 'নিজের তুল্যদেও আরোহণ কবতে দ্বিধা করলেন না—জয়-
জয়কার পড়ে' গেল, এমন আশ্বাদান আব দেখা যায় নি; কিন্তু মজা
এই যে, অতিথি শুধু-অতিথি নয়, ছদ্মবেশী ইন্দ্র। যখনই এমনি একটা
মহৎ অভিনয় হয়েছে—তখনই দেখতে পাবে পবীত্রাকর্তারা আগে
থেকেই ছদ্মবেশী হ'য়ে এসেছেন; নইলে যেন এমন একটা ত্যাগেব
মর্যাদা হয় না—তাকে পুরস্কৃত কবতেই হ'বে ভেবে দেবতাদের আগে
থেকে পরামর্শ চলছিল। সে-যুগে ত্যাগ বা আতিথেয়তাটাই বড়ো ছিল
না, বড়ো ছিল তার পুরস্কারের লোভটা। সে জ্ঞে সে-যুগেব ত্যাগের
কথা পড়ে' হাত-তালি দিতে হাত ওঠে না। বুধকেতুকে কর্ণ যখন
স্বহস্তে বধ করলে—মান্লাম সেটা একটা বড়ো বকমের অতিথি-
পরায়ণতা—কিন্তু পেটুক বামনটা কেন দেবতা হ'য়ে দেখা দিলো ?
বুধকেতু ফের বেঁচে উঠলো বলে'ই কি কর্ণের আতিথেয়তাটা ভালো
হ'য়ে গেলো না? এই জ্ঞেই ত' সন্দেহ হয় যে কর্ণও আগে থেকে
জানত বুধকেতু তার নিজের মাংসই খেতে বসবে। আমাদের ত্যাগ ঐ
বাজে ঠুনকো ত্যাগের তুলনায় কত মহনীয়—আমরা ঘুণাকরেও আশা
করি না যে আমাদের বেলায় নিষ্ঠুর অতিথি প্রেমিক দেবতা হয়ে
উঠবেন। যা আমরা হাবাই হামিমখেই হারাই, ফিরে পাবার লোভ
রেখে সে মহান্ ক্ষতিকে আমরা কলুষিত করি না। এমন কি পরজ্ঞে
এ-কতির পূরণ হ'তে পারে এমন একটা সামান্য ইচ্ছাকে পূর্ণ লালন
কবতে আমাদের ঘুণা বোধ হয়! আমাদের ভাগ্যের ছদ্মবেশ নয়, সে
নয় নশংস—আমরা 'জানি সে-ভাগ্য চেহারা বদলে এসে বর দিয়ে
আমাদের আশ্বাদানের মর্যাদা করবে না। এবং তা জেনেই আমরা
আত্মোৎসর্গ কবতে অস্বীকৃত থাকি।

নগেনবাবুর কথার কোনো প্রতিবাদ না করে' আমি পুষ্টি-দির ছেলে-মেয়েদেব নিয়ে পড়লাম। ওরা প্রথমে কেউ ভয় পেলো, কিন্তু আমার বাক্সে যে একটা বিস্কুটের টিন আছে তা বের করে' ওদের বন্ধুতা কিনে নিতে আমার দেরি হ'ল না। তুমি বললে বিশ্বাস কববে, আঁচলটা বুকের ওপর বিস্তৃত না রেখে দড়ির মতো পাকিয়ে কোমরে বেঁধে নিলাম, খুলে ফেললাম জুতো; ছেলেমেয়েদের কুমোর ধাবে নিয়ে গিয়ে বাক্স থেকে সাবান বার ক'রে স্নান করাতে বসলাম। বউটি নিজে জল তুলে দিতে এসেছিলো, বললাম : তুমি ততক্ষণ ঘরগুলো নিকোও, আমি এ-সব একাঠি পারবো। স্নান করুতে করুতে ছেলেমেয়েদেব কলরবেদ আর বিরাম নেই, কে আগে স্নান করবে এই নিয়ে প্রতিযোগিতা লেগেছে—তাদের কত দিনকার কত ছোট-খাটো ইতিহাস - দুঃখের ও সুখের—টুকরো-টুকরো করে' আমাকে শুনতে হ'ল, আমি ওদের বাঙা-মাসি হ'য়েও এতদিন বিস্কুটের টিন ও সাবান নিয়ে আসিনি কেন এটা ওদের একটা বড়ো নালিশ। একজনের কথায় বেশিক্ষণ মনোযোগ দিয়ে অকারণ পক্ষপাতিত্ব দেখাবাব সাধ্য নেই, বাকি হাতগুলি আমার চিবুক ধরে' টেনে তাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবার জন্তে সচেষ্ট হ'য়ে আছি। স্নান করিয়ে একটা বড়ো খালার চারদ্বারে ওদের বসিয়ে নিজেই ওদের খাইয়ে দিতে লাগলাম। বৌটিই পরিবেষণ করছিলেন। আমি যে অল্পবটনব্যাপারে মোটেই সমদর্শী নই—প্রত্যেকের মূখেই এই অভিযোগ। বায়ে ঠিক আমার পাশটিতে কে শোবে তাই নিয়ে ওরা ঘরোয়া বিবাদ শুরু করে' দিলো; ওরা দুইমি করলেও ওদের মা'র মতো আমি প্রহার করব না এই অভয় পেয়ে ওরা উঠলো লাফিয়ে। খাইয়ে দাইয়ে মিষ্টি করে' বললাম : তোমরা এবার চুপটি করে' ঘুমোও গে; কাকিয়া ঐ বারান্দায় মাদুর পেতে দিয়েছেন।

গোলমাল চেষ্টামেচি করো না, দেখছ না ভাইটির অসুখ করেছে, নগেনবাবু বললেন, আমি নাকি জাহ্নু জানি—সবাই স্বড়স্বড় করে' মাদুরে গিয়ে শুল! শিয়রে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ পাখা করলাম' (আমার পাখা-চালানোও পক্ষপাতিত্বহীন নয়) ওদের ঘুমতে দেরি হ'ল না। সব চেয়ে ছোট মেয়েটির বয়েস এগার মাস; বউটিই তাকে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়েছে।

পুষ্টি-দিকে গিয়ে বললাম : এবার তুমি ওঠ, তিন দিন তোমার স্নান নেই, খাওয়া নেই। ছেলেকে আমার কোলে দাও, তুমি এই কঁাকে মাথায় একটু জল দিয়ে মুখে দুটো গুঁজে এস গে।

পুষ্টি-দ এমন আবিষ্ট হ'য়ে আমার দিকে তাকালে। যে বি এ পাশ করে' ও এত কলঙ্কভাগিনী হ'য়ে আমাব এমন একটা কথা বলবার কথা নয়। নাক সিঁটকে বরং 'বন্ধার ফিরে যাচ্ছি' বলে' সেজে-গুঁজে একদায় গিয়ে উঠলেই আমাকে মানাতো। তা ছেড়ে, এ কী রূপ! যে-চালের শাউটি পরেছিলাম কাঁদায় আর জলে তা সপসপ করছে; মাথার গোপাটার আব ইচ্ছিত নেই। আমার সম্বন্ধে এরা যতো খারণা করেছিল তার সঙ্গে মিল রাখতে পারছি না বলে' ওদের হতাশ করলাম যা হোক।

পুষ্টি-দি'কিছুতেই ছেলে ছেড়ে উঠবে না, যেন এমনি করে' ধরে' রাখলেই ওকে বাখা যাবে। শেষে অস্থায় কবে', পায়ে ধ'রে, শাসিয়ে, ধম্কে পুষ্টি-দিকে স্নান করতে পাঠালাম। আর ওর মুমূর্ সন্তানটিকে আমিই কোলে নিয়ে বসলাম। এত সন্তর্পণে এত স্নেহে কোনো জিনিস ছুঁয়েছি বলে' মনে হ'ল না। নির্মল করতলটি মমতায় কোমল করে' ওর কপালের ওপর রাখলাম—জ্বরে পুড়ে' যাচ্ছে। হাত পা ঠাণ্ডা,—নিশ্বাসের ঝঞ্জে কসরৎ করে' ওর ক্ষীণ কঙ্কাল-কল্প দেহটা

বারে বারে সংকুচিত হচ্ছে। গুর মুখেব দিকে চেয়ে পৃথিবীর কোনো স্বন্দব দৃশ্যের কথাই মনে করতে পারলাম না। কিন্তু পরে যখন কোনোদিন আবার স্বন্দব দৃশ্যেব মুখোমুখি হ'ব, তখন পুষ্টি-দিব্ব এই ছেলের মৃত্যুব দুঃখটা ভুলেও মনে আনবো না। বাস্তবিক আমাদের জীবনে যদি অতীতকাল বলে' কিছু থাকতো এবং যা আমরা ফেলে এসেছি তা যদি ভুলতে না পারতাম—অর্থাৎ পৃথিবী গোল না হ'য়ে চৌকোণ ও সমতল যদি হ'তো—অর্থাৎ কিছু-কিছু অদৃশ্য না থেকে সবই যদি থাকতো উন্মুক্ত, উদ্ঘাটিত—তা হ'লে আমাদের আত্মহত্যা ক'বা ছাড়া আব গতি ছিলো না।

দেখ, আমরা প্রাণী-হিংসেবে বত অগ্রসর। বিজ্ঞান দিয়ে সব জিনিস আমরা বুঝতে গেছি ব'লেই আমাদের মুক্তিলাভে আশা বেড়েছে। মৃত্যু বুঝি, কিন্তু মৃত্যুর সার্থকতা বুঝি না। এখানে আমাদের কোনো প্রতিবার নেই বলে' প্রতিবাদ করতে লজ্জা পাই। এতকাল বৃদ্ধিমান থেকে মরবার বেলায় আমাদের অজ্ঞানতা চাড়া দিয়ে গেছে, তখন প্রলাপ বক্তে আমাদের স্থখ হয় : ভোগ, ভাগ্য, ভগবান। আমরা এখানে পশুবো অবস্থ হ'য়ে গেছি। বুঝতে চাই অথচ বুঝতে পাবি না বলে' আমাদের শোক ভীতবত হ'য়ে পড়ে। সহজে নিশ্চিন্ত হ'তে পাবি না। দু'টি দিনের জন্তে এসে এই শরীর নিয়ে এত টানা-ইচ্ছা, এত উদ্বেগ, এত ঘানি—দস্তশূল থেকে স্রব কবে' মৃত্যুশেষ - তবু আমাদের কবিতা লিখতে হয়, প্রেম না কবলে পৃথিবী পবিত্র হয় না। আচ্ছা, তোমাব কি মনে হয় না, প্রকৃতিব বাজ্যে কোনো একটা গুণ্ডলা নেই, নীতি নেই—ইচ্ছা মতো অভিজ্ঞান্স জাবি কবে'ই ত'াব বাজ্য চলছে।' যৌবন কখন আসবে প্রকৃতি তার একটা সময় নির্ধারিত কবে' দিখোছে, মৃত্যুর বেলায় তার এই অব্যবস্থা কেন ? বিয়ে কবে' যৌবন

প্রমাণিত করবার আগে আমরা কেমন নিশ্চিন্ত হ'য়ে সংসারের দায়িত্ব ও কলুষ থেকে আত্মরক্ষা করে' আনন্দ পাই ; তেমনি এমন যদি একটা ভাবিত্ব থাকতো যার আগে প্রকৃতি মৃত্যুবাণ হান্বে না, তা হ'লে আমরা পৃথিবীর চেহারা দু'দিনে বদলে দিতে পারতাম। তুমি হয় তো বলবে আমরা এত স্বল্পায়ু যে আমবা চিরজীবিনী প্রকৃতির নীতির বিচাব কি ক'রে করব ? প্রকৃতি কোটি কোটি বৎসর পরেও তাঁর হুল সংশোধন করলে তাঁর আয়ুর অল্পপাতে সেটাকে অতি-বিলম্বিত বলে' নির্দ্বিত করতে পারবো না। আমরা আমাদের মূর্ত্যব নানারকম হেতুবাদ বা'র কবে' ফেলেছি। নইলে টিকতাম কি করে' ?

আমি গল্প-লিখিয়ে হিসেবে একজন কাঁচা আর্টিস্ট বলে' তোমাকে আগেই বুঝতে দিয়েছি যে পুসি-দর ছেলেটি নেই, কিন্তু অত সহজে তোমাকে বুঝতে দেওয়ার উদ্দেশ্য আমার ছিলো না। তুমি অনেক মৃত্যু দেখেছ—তোমাব দুটি বোন একসঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে মাঝে গেছল—মৃত্যুর খবরে তুমি হয় ত' আব চঞ্চল হ'ও না, ওটা তোমার কাছে হয় ত' বাজাব-দবেব মতোই একটা বাজে গবন। কিন্তু এমন প্রত্যক্ষ ও পবিত্রাব করে' কোনো মৃত্যু আমি দেখিনি, অল্পভবণ কবি নি। আমার জীবনে একমাত্র মা'ব মৃত্যু'ব বেদনা আছে, তবে মা যখন মারা যান আমি তখন মঘমনসিংহে বিজ্ঞানময়ী বোঁডং এ ঘুমুচ্ছি। সে-দিনেব কাঁদাঘ আমার তাঁত্ৰতা ছিল, কিন্তু মনে হয় প্রাণ ছিলো না। শিশু'ব মৃত্যু'ব চে'ষ করণ কিছু বলনা করা যায় বলে' ভাবা আমার দুঃসাধ্য।

যদি থাকলে দেখতে পেতাম স্নান করে' খেয়ে নিতে পুসি-দর দু'মিনিটো লাগে নি। এই যে সন্ধ্যায় সময়টুকু দূরে রয়েছে তার মধ্যে নিশ্চয়ই ষমের পেয়াদাগুলো ভিড কবে' এসেছে—মাকে দেখেই বোধ

হয় সমস্রুমে এবার সরে' দাঁড়াবে। পুষ্টি-দির কোলে ছেলে ফিরিয়ে দিয়ে দু'হাতে তাড়াতাড়ি ঘরটা শুদ্ধিয়ে ফেললাম। নগেনবাবু ও তাঁর ভাই ইতিমধ্যে আহার সেরে স্বথাক্রমে ডাক্তার ও শ্মশানবন্ধুর খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন।

বালতি তিনেক জল কোন রকমে মাথায় ঢেলে দু'টি মুখে তুলতে বউটির সঙ্গে এক পালে বসে' পড়লাম। সেই অভয় কালের মধ্যে ভাব হ'য়ে গেলো এবং বি. এ. পাশ করে' ওব বরের বিষয় প্রশ্নাদি করছি দেখে বউটির খুসির আর শেষ বইলো না। বউটির নাম কালিদাসী। ভাবি লাজুক, স্নিগ্ধ মেয়েটি। বর ছাড়া আর কোনো কথোপকথনের বিষয় নেই বলে' কাজে বাজেই সেখানেই আমার রসনাকে পসিয়ে নিতে হ'ল। বণনাট, রুট হ'লে ক্ষমা করো। কালিদাসীর বরের নাম খগেন্দ্রনাথ। দেখ, নাম সম্বন্ধে আমাদের দেশে একটা নতুন নিয়ম করা উচিত।

শৈশবাবস্থায় আমাদের মুক অসহ্য পোন বাপ মা যথেষ্টাচারে আমাদের ওপর নামের এই জুলুম চালাবেন এটা অসহ্য। এবং সেই নামের বোঝা চিরকাল অমানুষ্যে বহন হবে' আমাদের পিতৃভক্তি সাব্যস্ত করতে হ'বে। নামের মধ্যে মনস্তত্ত্ব আছে বলে' ক্রমেই কিছু লিখেছেন কি না জানি না, তবে খগেনবাবু যে চাকবি-বাকরি না করে' বসে' বসে' দাদার অগ্রদুস কব্ধেন তাব কারণ ওব বাপ মা ওকে ষণ্ড বলে' আদর কবতেন বলে'। আমরা যখন বড়ো হ'য়ে চিন্তা করতে শিখি তখন আমাদের নামের উপযোগিতা পরীক্ষা করবার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। গোত্র থেকে না-হয় আমাদের ত্রাণ নেই, কিন্তু জোর করে' চাপানো এই নামের দাসত্ব আমাদের চিরকাল কবতে হ'বে— এতেই আমাদের দাস-মনোভাবের প্রথম সূচনা।

অগ্রাসক্তিক হ'লেও খগেনবাবু কথাটা সেবে নি। লেখাপড়া বিশেষ কিছু করেন নি, ভালো লাগতো না নাকি। ছেলেবেলা থেকে দাদার ছায়ায়ই বড়িত হয়েছেন। এ-পর্যন্ত এক পয়সাও রোজগার করেন নি, তবুও তাঁর বিয়ে করায় যে সমাজের পক্ষ থেকে একটা আপত্তি উঠতে পারে তা শোনবার তাব দৈঘ্য ছিলো না। নির্মলের সমাজনীতি কিন্তু উন্টো বকমের। বেকার হয়েছে বলে' তার বিয়ে করার অধিকার লুপ্ত হ'বে এবং বেকার হয়েছে বলে' তাব হাত দু'টো কাটা যাবে—এ দু'টো নিয়মই ওর কাছে সমান বর্বব। নির্মল বলে : খাওয়া যদি তার পাপ না হয়, ঘুমোনা। যদি তাব পাপ না হয়, বিষে করাও তার পাপ হবে না। উত্তরে বলেছিলাম : এই জন্তেই পাপ হ'বে যে কতগুলি নির্দোষ ছেলে পিলে মারা যাবে। এর পরে নির্মল বা বলেছিলো তা একান্ত ছেলেমানুষি। বিষবস্ত্র ছেড়ে নরক যদি অবশেষে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে তা হ'লে তাকে বাচানতা ছাড়া আব কি বলবো ? বাড়িতে একটা টাইপ-রাইটার আছে, খগেনবাবু বোজ খান চারক করে' আফিসে আফিসে দখলান্ত পাঠান, লম্বা হ'বে ঘুমোন, আব গলা ছেড়ে গান ধরেন। কালিদাসীর যে দু'টি ছেলে পেটেই মারা গেছে সে লজ্জাটিও সে গোপন করতে পারলো না। মাঝে তারা যেতোই ; নির্মল হ'লে বলতো : বড়ো লোকের ছেলেরা বড়ো হ'য়েও মারা যায়। নির্মলের সঙ্গে এই জন্তে তর্ক হবে' স্তম্ভ হয় না। ঢাল তবোয়াল না নিয়ে যুদ্ধে গিয়ে মুণ্ডটা দিয়ে আসাই ওর মতে প্রকাণ্ড adventure। ছেলেদের না খেতে দিয়ে না চিকিৎসা করে' মরতে দেওয়াটার কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। নির্মলের মতে সন্তান হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা মরলে আপশোষ থাকতো কেন, ম্যালোপ্যাথি করালাম না, ম্যালোপ্যাথিতে গেলে আপশোষ থাকতো গলিতে এত বড়ো জলজ্যান্ত একটা

কবরজ ছিল। ও সব ধোঁকা, ওর মধ্যে সত্য নেই। না খেতে পেয়ে মরাটা নাকি আমাদের কল্লনার আতিশয্য, খেয়ে পেট ফেঁপেও টেব লোক মরে। বিয়ে করাটা ওর মতে শুধু সংস্কার নয়--আবেগীয় ধর্ম।

এই খগেনবাবুর সঙ্গে আমার পরে আলাপ হয়েছিলো,—সে-কথা পরে বলা যাবে। এখন পুষি-দির ঘবে ফের গিয়ে বসি। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো, ছেলে-পিলেগুলো জেগে উঠে কেউ কান্না ও কেউ কলরব করে' বাড়ি মাথায় করবাব যোগাড় কবছিলো, আমি বাইনি তা দেখে আশ্চর্য হ'য়ে ওরা মুখগুলিকে এমন নম্র ও কমলীয় করে' তুললো যে চুমু না খেয়ে পাবলাম না। বিকেলে ওদের থাওয়া বলে' কোনো হাঙ্গাম নেই, বাড়িব সামনেব মাঠে ওদের ছুটোছুটি করতে পাঠিয়ে দিলাম। ওদের তুফোচুপি খেলায় কতক্ষণের জ্ঞান আমাদের বুদ্ধি হ'তে হ'ল। তোমাকে এত সব কথা খটিয়ে দিগছি তা'র কারণ আমি পুষি-দির সংসার ছুই হাতে নিবিড় করে' স্পর্শ করে' ওর একটা পবন তৃপ্তি লাভ কবেছি—হোক তা মৃত্যু দিয়ে বিস্তৃত, নারায়ণ মলিন, দুঃখে কলঙ্কিত।

এইটুকু পড়ে' তোমাব কি মনে হচ্ছে না আমি যদি পুষি দিব অবস্থায় পড়তাম, তো নী করতাম? হয় ত' এট বন্ধম করে'ই মানিয়ে যেতে হ'তো। আমি কিন্তু এ-ঘবেব বাইবে যখন বেকতে পাবো তখন এই দিনেব স্মৃতিটা কী বৃন্দিতই যে লাগবে। তবু আজকে পুষি-দির সংকীর্ণ সংসারের গীমায় ক'টি মুহূর্ত আবদ্ধ থেকেই সত্যিই ইঁপিয়ে উঠছি না।

হ্যাঁ, দেখতে দেখতে বিকেল হ'য়ে গেলো। ছেলেট তখনো ধুকধুক করছে। রোগীর সেই বিভীষিকাময় স্তব্ধতাব তুলনা দিতে পারি এমন শক্তি আমার নেই, আসন্ন ঘটিকাব উপমাটা

নেহাংই অবাস্তব হ'বে। তারপর এলো কালো রাত্রি। মাঝখানের অনেকটা সময় মুছে' দিলাম, কেননা চিঠি তা হ'লে অত্যন্ত বড়ে' হ'য়ে বাবে। ডাক্তার বলে' গিয়েছেন, আজ রাত্রে টিকেও যেতে পারে। পুষ্টি-দিকে বললাম : এবার ওকে আমাব কোলে দিয়ে তুমি একটু ঘুমবার চেষ্টা কর। পুষ্টি-দির আপত্তি আমি শুনবো কেন? ছেলেব গায়ের ওপর একখানি হাত বে'থ পুষ্টি-দি আমার কোল ঘেঁষে একটু শুল, এবং খানিক বাদেই টের পেলাম সে-হাত শিথিল হ'য়ে বিছানার ওপর নেতিয়ে পড়েছে; বুঝলাম মৃত্যুকে পারলেও ঘুমকে ঠেকায় পুষ্টি-দির সে-সাধ্য আর এখন নেই। নগেনবাবু বারন্দায় খানিক পাইচাষি কবে' একটা চেয়ারেই বসে' বসে' ঘুমিয়ে নিচ্ছেন, খগেন-বাবু সঙ্গীক ছাব রুদ্ধ করে' তাঁর ঘবে অধিষ্ঠান করেছেন। কোনোদিন গভীর বাত বিনিদ্র কাটিয়েছি বলে' মনে হয় না, কিন্তু মরন্তু ছেলেটিকে কোলে নিয়ে চূপ করে' বসে থাকতে-থাকতে আমার সত্যিই ভারি ভয় করতে লাগলো। মনে হ'ল মৃত্যুর একটা স্পষ্ট মূর্তি আছে, আর সে-মূর্তি মমতাময়ী মা'ব মূর্তি নয়। আচ্ছা, বাঙ'লা সাহিত্যিকবা মৃত্যুবর্ণনা করতে এত কুণ্ঠিত কেন? সে-তেজ সে-কল্পনা তোমরা কবে লাভ কববে? তোমাদের মধ্যে নাকি একটা প্রবাদ আছে যে গল্পে নাথকের মৃত্যু হ'লেই সে গল্প জ্বলো, ফ্যাকাসে হ'য়ে গেলো। তোমরা নেহাংই বাঙালি, ভিক্টর হিউগো-র টুপি ধরবাবো তোমাদের ঘোগ্যতা নেই। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের স্বপক্ষে এমন আরেকটা যুক্তি দেন যে আমাব হাসি পায়। তাঁরা বলেন : সংসাবে মৃত্যু তো আছেই, সাহিত্যে তাকে খুঁচিয়ে লাভ কী? স্বথের ছবি একে জীবনটাকে একটু রঙিন কার' নেওয়া যাক। এর জবাবে যদি বলি : পৃথিবীতে ঢের লোকই ত' বেশ স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকে, তাদের

নিযে এতো বাড়াবাড়ি করলেই বা কোন্ মোক্ষলাভ ঘটবে, তা হ'লে আমার এ-যুক্তিটা একই জাতের হবে নিশ্চয়। যা ঘটছে তা বলতে আমবা সর্বদা লুকিয়ে বেড়াই কেন? ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়াতে কেন আমাদের এতো ভয়? আজ নগেনবাবু যদি মরতেন, তবে পুনি-দির সংসারে এই মৃত্যুটা কি একটা মহাকাব্যের কথাবস্তু হ'তে পাবতে! না? তোমাদের হাতে এমন বিষবস্তু পড়লে তোমরা নিশ্চয়ই আগ্রহ দেখাতে না। একটা প্রেমের গল্পের প্লট পেলেই তোমাদের কলমে হুডুড়ি ধরে।

খোকাকে কোলে নিয়ে বসে' থাকতে থাকতে আমাব মনে হ'ল—এ আমাবই ছেলে, আমাবই জন্মে ওর জন্ম, আজ ওকে হারাতে এসেছি। ভাবতেই শবীবের সবগুলি শিবা-উপশিবা টন্টন্ কবে' উঠলো। না না না—প্রাণ চেষ্টা দিয়ে উঠেছিলাম আব কি—আমি সন্তান চাইনে, অকাবণ মৃত্যুর বিক্রে আমি এই দত্ত প্রচাব করতে চাই। যৌবনোচ্ছ্বাস হ'তেই মেয়েবা শুনেছি নাকি মাতৃস্নেহ অভিলাষিণী হয়ে ওঠে—ওটা যদি সত্যি হয়, তবে ওটাকে যৌবনাবস্থাে অন্তান্ন ও অ্যাসেব মতই শানন ও চিকিৎসা করা উচিত। তুমি মনে করো না (কবছ না অবশ্টি) যে, আমি আমাব মতগুলিকে অস্ত্রের ঘাড়ে জোব কবে' চাপিয়ে দিতে চাই, আমি তত বড়ো অন্ধ অত্যাচাবী নই। হ্যা, আমি নিজেব কথাই বলছি, নিজেব কথা বলতেই আমি ভালোবাসি। খে-দুঃখে নিজে পাবো সেই দুঃখে ভাগ বসাবাব জন্তে আরো কতগুলি অনাথ ও আতুর শিশুদেব আমন্ত্রণ কবব আমি ততটা বদান্ধ নই। ধরো আজ যদি আমি একটি গরীব বেবানিকে বিয়ে কবি (মোটো ষাট টাকা মাইনে) ও সন্তানধারণ কববাব ভাগিদে আমাব যদি ইস্কুলের চাকরি না থাকে, তবে সেই সন্তান কি আমার পক্ষে পাপ—হ্যা,

পাপ হ'বে না? আমি উত্তর দিচ্ছি : ইয়া নিশ্চয়ই পাপ হ'বে, কেননা ষাট টাকায আমাব সন্তানের উপযুক্ত ভরণপোষণ হ'বে না। অতএব সে-ক্ষেত্রে আগন্তুক সন্তানকে প্রতাবিত করাই হ'বে সমীচীন। বিয়েই বা কেন কবতে যাওয়া? সন্তানকে বৈধ কববাব জন্তেই ত' বিয়ে। সংসারকে সংকীর্ণ করে' দেবার জন্তে যেখানে সন্তানের অনধিকার প্রবেশের সুবিধে নেই, যেখানে আব বাধা কিসেব? আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না হ'লে বরং সে-বিষয়ে ভাবা যেতে পাবে। সন্তানকে ভরণ-পোষণ করবার সঙ্গতি নেই বলে' গবির কেরানিটিপ সঙ্গে যিযের আগে প্রেম কবা যাবে না এটা একটা বর্বর প্রথা। বডেড বাজে বকছি, না?

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম খোকা যাই যাই কাব' উঠাচ্। এবাব যাবে। ঘরে যে লগ্ননটি জনছে সেটা নিতান্তই অক্ষম মন হ'ল। ঐ টুকুন আলোতে মৃত্যুর নিয়ম কবা যাবে না। ডাকলাম : পু। ১। কে তা'ব উত্তর দেব? পুসি দি ঘুমে গা ঢেলে দিয়েছে। এবাব ডাকলাম, হাত ববে' নেড়ে দিলাম, চিংকাব কবে' উঠলাম—পুসি দি আরেকটু ভালো হ'য়ে পা মেলে গুল। এত দিন বাত প্রতীক্ষা কাব' ও এমন একটা দৃশ্য দেখতে পাবে না? এবাব এমন চেটিয়ে উঠলাম যে বিধাতাবো কানে তাল লাগলো হয়তো। (তুমি তখন কী করছিলে?) নগেনবাবু লাফ দিয়ে উঠলেন, পলাম : খোকা বেমন করছে, বোধ হয় নেই। দীনতা ও সাংসারিক ক্রটি টাকবান জন্ত যে নগেনবাবু নিজের ছেলেব আসন্ন মৃত্যুর খবর দিতে আমাব কাছে প্রথম সংকোচ দেখিয়েছিলেন, তিনি এখন সৌজন্তেব সীমা অতিক্রম করে' এমন একটি আর্তনাদ করে' উঠলেন যে পুসি দির কথা চেড়ে দাও, মনে হ'ল মরা খোকাও বোধ হয় নড়ে উঠেছে। পুসি দি এবাব জাগলো।

আমি এখনেই থামি, কি বল? আর বেশি লিখবো না, পরের ব্যাপারটা তোমাকে ভেবে নিতে দিলাম। সবিস্তারে বলে'তোমার কল্পনাকে খণ্ডিত করতে চাইনে। পারো যদি, তোমার ভবিষ্যৎ কোনো উপন্যাসে একটা শিশু-মৃত্যুর ছবছ বর্ণনা দিয়ে। আমি লিখে ফেললে তুমি plagiarise করতে পারো।

সে-ঘরে তিষ্ঠায় কার সাধ্য? বাইরে বেরিয়ে এলাম। আকাশের দিকে তাকিয়ে যে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবো সে-কথাও ভুলে যেতে হ'লো। এগন ধীরে-ধীরে বেশ লিখতে পারছি বটে, কিন্তু তখন নিজের নিশ্বাসপতন সম্বন্ধে সন্দেহান হ'য়ে উঠেছিলাম; সত্যি। আয়ুর ভিখারি এই শিশুটির মৃত্যুতে কা'র উপকার হ'ল জানি না, আমি কিন্তু একটা পরম শিক্ষা পেয়ে গেলাম, বন্ধু। আমাদের আয়ু এত স্বল্প বলে'ই জীবনকে আমরা এমন ভীকর মতো আঁকড়ে ধরতে চাই। ভীকর বলে'ই আমাদের ভালোবাসায় মাধুর্য আছে। (এই কথাটা একান্তরূপে নীরস ও বিশ্বাস হ'লেও আমার বাবে বাবে আঙড়াতে ভালো লাগে) 'মরিতে চাহিনা আমি স্বন্দর ভুবনে'- কবিতা লেখবার কোনো বয়সেই আমি এই ভীষণ লাইনটা লিখতাম না। না মরলে এ জীবন আমাদের কাছে একটা মৃতিমান অভিলাপ হ'য়ে থাকতো। তখন শোপেনহাওয়ারের মতো আমরা আয়ুহত্যার গুণকীর্তন করতাম। হারাবো বলে'ই ভালোবাসায় বল পাই, তেমনি মরব বলে'ই জীবনের শত কৃত্রিমতার মধ্যে আনন্দ ও সৌন্দর্য আবিষ্কার করবার জন্তে আমরা মত্ত হ'য়ে উঠি। ক্রিকেট খেলোয়াড় এক সময়ে আউট হ'বে বলে'ই সে-খেলায় সে রস পায়; একেবারেই আউট হবার কথা যদি তা'র না থাকতো তবে সে ব্যাট দিয়ে স্ট্যাম্পগুলোকে চুরমার করে' মাঠ থেকে বেরিয়ে আসতো নিশ্চয়ই।

আমি কাল এলাহাবাদ যাচ্ছি। তুমি এসো। শরীফ বেশ ভালো আছে। ইতি।

পুনশ্চ : খগেনবাবুর সঙ্গে আলাপ হওয়ার কথাটা বলা হ'ল না—কথা দিয়ে কথা বাণ্ডে পাবি না এ আমার একটা দুর্বলতা। ওটা শোনবার জন্যে তুমি কৌতূহলী না হ'লেই ভালো কববে।

এলাহাবাদে নির্মলকে টেলি করা হয়েছিলো, তবু স্টেশনে তাকে না থাকতে দেখে অশ্রু দস্তরমতো রাগ হলো। ভাবলো দূর ছাই, একটা হোটেলে গিয়ে ওঠা যাক—পেছনে গাইডরা কার্ড নিয়ে ফিরি কবুতে শুরু করেছে। একটা হোটেলে নিয়ে দরাদরি করছে এমন সময় একটি প্রিয়দর্শন ছেলে কাছে এসে স্মিতমুখে শুধালো : আপনিই শ্রীমতী অশ্রু দেবী ?

ছেলেটির বৎস অশ্রু চেয়ে ছোট, এবং অধিক মাত্রায় শুদ্ধ ভাষা প্রয়োগ করবার তাগিদে সে শ্রীমতীটিও উচ্চ রাখলো না। অশ্রু হেসে বললে—হ্যাঁ, আব তুমি ?

—আমি শ্রীনির্মল গুপ্তের ভাই, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর ঠাকুবংশে। আহ্নন আমার সঙ্গে, গাড়ি তৈরি আছে। এই বলে বিমল (ছেলেটির নাম,—ভাইদেব নাম মিলিয়ে রাখার প্রথাটা এতদিনে উঠে যাওয়া উচিত হোটেলের গাইডটাকে এক কড়া ধমক দিয়ে অশ্রুকে নিয়ে প্লাটফর্মের বাইবে চলে' এলো।

গাড়িতে উঠে ই অশ্রু বললে—তোমার দাদা এখানে আছেন ?

বিমল ড্রাইভারের পাশে বসে' ছিলো, ঘাড় ফিরিয়ে বললে—না।

- কোথায় গেছেন ?

—এলাহাবাদটা তাঁকে স্মৃতি কবুছে না। ছুটি নিঘে বেরিয়েছেন। কোথায় গেছেন ঠিক বলতে পারি না। বৌদিও জানেন বলে' মনে হচ্ছে না। স্বল্প একটু হেসে বিমল ফের বললে—এখানে কদিন আছেন ত' ?

অশ্রু বিমলা হ'য়ে পড়েছিলো। বললে—কেন বল দেখি ?

বিমল একটু লজ্জিত হ'য়ে বললে—এমনি। অবশিষ্ট এখানে থাকবার বিশেষ কোনো আকর্ষণ নেই। ঋস্কবাগ বা ভরদ্বাজ আশ্রম দেখাব চেয়ে ছোটো গাছ দেখায় বিশ্বয় বেশি। তবে—

অশ্রু। থামলে কেন ?

বিমল। তবে যমুনার ওপর নৌকো নিয়ে বেড়ানোর মত স্ব্থ স্বর্গে গিয়েও কল্পনা করতে পারবো না। অবিশ্বি একা-একা নয়।

কথা শুনে অশ্রু বিমলের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বাধ্য হ'ল। বিমলের বয়েস বড় জোর সতেরো হ'বে, মুখে টাটকা ফুলের একটা সজীবতা আছে, ঠোঁটের ওপর থেকে চিবুক পর্যন্ত ভাবি সুন্দর, একটি তিল থেকে আরো খুলেছে। মুখ নাকি মনের মূব—অশ্রু বিমলের মুখে তার মনের লেখা যেন এক নিমিষে পড়ে' নিলে। বললে—বেশ, আমাকে বেড়িয়ে এনো একদিন।

বিমল নেহাৎ ছেলেমানুষ, আনন্দের আতিশয্যে গাড়ির মধ্যেই লাফিয়ে উঠলো। বললো—সে অত্যন্ত চমৎকাব হ'বে। পশ্চ' কল্কাতা থেকে বীণাবাও এসেছে, আপনি যদি যান তবে বীণাকও নেওয়া যাবে, নিশ্চয়ই। আজই চলুন, কেমন ? প্রযাগ পর্যন্ত গিয়ে আমাদের দবকাব নেই, আমরা ত' ডল ছুঁয়ে তরে' যেতে চাই না, কি বলুন ? আমরা এখনো দাঁত দিয়ে চিবিয়ে মাংস খাই। আমি লক্ষ্য করেছি অশ্রুদি, যে, ক'দিন থেকে আজকাল চাঁদ উঠছে। এমন একটা gala night আজ কাটবে যে—

অশ্রু কথাটাকে একটু বাঁকা করে' বললে—কে এই বীণা ?

এবারে বিমল আর ঘাড় ফেরালো না। যেন কলেজের বিষয় গল্প করছে (বিমল ফার্ট'ইয়ারে পড়ে) এমনি শুপনো গলায় সে এইটুকুন মাত্র বললে—ও আমাদের পাডাব ডাক্তাব বাবুব ভাইঝি ছুটিতে এসেছে এখানে।

আর কিছু প্রশ্ন করবার আগেই মোটবটা বাড়ির ফটকের কাছে দাঁড়ালো। অশ্রু গাড়ি থেকে নেমেই সটান বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো।

পর্দা সরিয়ে বিমল ততক্ষণে সোফার-এর সাহায্যে মোট-ঘাটগুলি
নামাচ্ছে।

পর্দা সরাতেই দেখা গেলো—ইন্দিরা। এই ইন্দিরা? অশ্রু ঠোঁট
দু'টো ইঞ্চি দেড়েক ফাঁক করে' রইলো। ইন্দিরা, না নির্মলের ধর্মপত্নী!

এইখানে আবার ছবি আঁকা দরকার। এইবারে গগন ঠাকুরের
ভাক পড়বে—কেন না নির্মলের ধর্মপত্নী অন্তঃসত্ত্বা। একটা ব্যঙ্গচিত্র
না হ'লে আর মানাবে না। হ্যাঁ, ব্যঙ্গচিত্রই। প্রতিটি রেখায় শ্লেষ,
প্রতিটি টানে কৌতুক। যে-দেহ ছিলো ভাঙ, এখন তা হয়েছে ভাঁড়,—
অমৃতলতা হয়েছে বৃক্ষকাণ্ড। ইন্দিরার এই শারীরিক ও মানসিক
অধঃপতনের জন্তে অশ্রু তৈরি ছিলো না। ইন্দিরা যে এত শিগ্গিরই
বাজে হ'য়ে যাবে তা জানলে ও যমনার সবগুলো নোকোকে ডুবতে
অভিশাপ দিয়ে ফের চুপি-চুপি আরেকটা মেয়ে-ইঙ্কলে গিয়ে টিচারি
নিতো। এ-দামত্বের ছবি দেখে ওর মন হাঁপিয়ে উঠেছে, - মেয়েদের
এই বন্দীদশা ঘোচাবাব জন্তু কবে আবার নতুন করে' এলিজাবেথ
ক্রাই-র আবির্ভাব হ'বে?

ইন্দিরা এগিয়ে-এসে, অশ্রুর একখানি হাত ধ'রে কাছে টেনে
আনলো। অতি কাতর স্বরে বললে—ভারি কুৎসিত হ'য়ে গেছি।

ইন্দিরার ডায়রি থেকে :

ইন্দিরা ডায়রিতে তারিখ দেয় না, সামান্য দুয়েকটি বানান ভুল করে।
খুব সৰু নিব-এ বেশ ধরে' ধবে' লেখে, মনে হয় যা লিখেছে তার চেয়ে
চিন্তা করেছে বেশ। কেন না ভাষায় ওর না আছে বেগ, না বা ফেনা।
হাতের লেখাটি সৰু বলে' মনে হয় ওর মনটি কোমল ও করুণ। চিন্তা
ও করতে পারে বটে, কিন্তু তার ফলে ব্যক্তিগত অর্জন কবতে পারে নি।
জ্ঞানে, ব্যক্তিত্বের অর্থ ওর কাছে আত্ম-প্রকাশ নয়। চিন্তায় ওর স্বাতন্ত্র্য
আছে, কিন্তু তার প্রকাশে আছে কুণ্ঠা; আলস্ত বললে আরো
ঠিক হ'বে।

অরুণাত করে' ও ওর নিজের মনের ইতিহাস নিয়েছে এই
ডায়রিতে; চূপ করে' বসে' বসে' ভাবলে চিন্তা হ'ত অসংলগ্ন, বিষয়
হ'ত অবাস্তব—মনের চেহারার রেখাটিও চোখে পড়তো না। নিভৃত
মুহূর্তে ও ওর গৃহকোণটিতে বসে' মনের সঙ্গে মুখচন্দ্রিকা করেছে, সে-
স্বপ্নকে ভাষায় মূর্তি না দিয়ে ওর স্বস্তি ছিলো না। এমনি করে' কত
সময় যে অপব্যয় করেছে তাব হিসেব নেই—দু'টো উল বুনলে তার
চেয়ে বেশি কাজ দিতো—অন্তত এই ছিল ওর বাড়ির লোকের মত।
রূপকথায় সোনার কাঠির কথা শুনেছিলো—সে বোধ হয় মাহুষের
হাতের কলম—যে-কলম মনের মৌনভঙ্গ করে। ডায়রি লেখাটা
ইন্দিরার কাছে জ্বাকামি মনে হ'ত না (যদিও আসলে ওটা জ্বাকামি)
—মনে হ'ত অন্তর্যামীর সঙ্গে একটা গোপন সাক্ষাৎকার; তার মধ্যে
মুক্তির স্বাদ আছে। মুহূর্তটি ছোট, কিন্তু মুক্তি আকাশ-বিস্তীর্ণ।

ভায়রিতে কেন তারিখ দেয় না, জিগগেস করলে ইন্দিরা হয়তো বলতো : 'আমি তো' জীবনের ঘটনাগুলি কুড়িয়ে-কুড়িয়ে গুছিয়ে রাখছি না যে তার পারস্পর্য না রাখলে ইতিহাস তার বন্ধনী হারাবে, 'আমি লিখছি আমার আত্মার রূপকথা; ছাপলে তা জনসাধারণের উপকারে আসবে না। কেননা এ আমার একান্ত নিজের, যেমন আমার চুল বাঁধবার রীতিটা অস্ত্রের অননুকরণীয়। ভায়রি লেখাটা আমার মনের একটা বিশেষ ও পৃথক প্রতিষ্ঠা; ওটা একটা সাবেক ও মামুলি : ইয়ার-বুক নয়।

ইন্দিরার কথা এ-পর্যন্ত অমুখাবন করে' আমাদের মধ্যে থেকে' কেউ যদি প্রশ্ন করে : তা তো বুঝলাম; কিন্তু এতো সব চোখা চোখা মত পোষণ ক'রেও তুমি তা পালন করতে পারলে না, এর কারণ কি? এর উত্তরে ইন্দিরা কী বলবে আমরা আনন্দাজ করতে পারছি না; তবে সায়ন্তন দিগন্তরেখার মতো ওর চোখ নিশ্চয়ই বাষ্পাকুল হ'য়ে উঠবে, এবং আমরা তাকে স্বচ্ছন্দে ক্ষমা করতে পারবো। শুধু ক্ষমা করতে পারবো না, ইন্দিরা আমাদের মনে একটু দোলা দেবে। কখনো-কখনো মনে হ'বে ভীক হ'য়ে ইন্দিরা ভালোই করেছে, কেননা মনের গলি-ঘুঁজিতে বেড়াবার যার ছাড়পত্র আছে সে শুধু বিবেক, পাড়ার পাঁচ জন নয়। বাইরে সে-মন উন্মাদিত হ'লেই পাড়ার পাঁচ জনের পাঁচন-বড়ি-প্রয়োগের প্রয়োজন হ'ত। এই প্রকাশ-কুণ্ঠতাটিই ইন্দিরার গুণ হ'য়েও বড়ো দোষ। অস্তুত অশ্রু তাই ভাবলে। ওর মতে ওজস্বিনী ভাষার চেয়ে একটা উলঙ্গ ভাব অনেক শক্তিশালী। পালিত হওয়ার চেয়ে প্রচারিত হওয়াতেই তার সার্থকতা।

মোটামুটি ইন্দিরার ভায়রির সমালোচনা এইটুকু। বানান ভুল নিয়ে ঠাট্টা করা ওর মূখরুটির প্রশংসা করা সমান নিরর্থক। আমরা কটু

কথা বলতে পারি না এমন নয়, তবে সমালোচনাকে নৈব্যক্তিক করার
লক্ষ্যপাতী আমরা নই—অন্তত ইন্দিয়ার সম্বন্ধে। কেন না—সে-কথা
পরেই হবে'খন।

মা বকেন গৃহকর্মে আমার মন নেই; মাসিকসওদার হিসেব
রাখতে গিয়ে সামান্য যোগ কবতে ভুল করেছি—আমার
উপায় কী হবে? কলেজে মেয়েরা রাজনীতি করছে, তাদের
কোলাহলে গলা সেধে মেলাতে পাবি না, সবাই বলে :
ভ্রয়ো! কিছু হ'বে না আমাদের দিয়ে। বাবা একটা খুব
ভালো বিয়ের সম্বন্ধ খুঁজে এনেছেন, কিন্তু আমি এমন
বেরসিক মেয়ে, সে-খবরটা পেয়ে আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজের
মুখও দেখলুম না একটিবার। সত্যিই, আমি এত নিস্পৃহ
কেন হ'লুম? জীবনে এমন কোনো ঘা থাইনি যে জীবনকে
খানি বলে' সস্তা দুঃখবাদ করব। মোটামুট, কেন জানি
ভালো লাগে না। কারণটা খুঁজতে হবে।

মনকে স্পষ্ট জিগ'গেস করলুম : কী চাই? মন অনবরত
চোঁখ ঠাবে, জবাব দেয় না। কিন্তু জবাব আমার
পেতেই হ'বে। আমার বয়সী মেয়েরা চায় কী? প্রেমিক
স্বামী, সুশৃঙ্খল সংসার, নীরোগ সন্তান? আমার মনে হয়
বিশ্বাদ, অ-স্লীল [টাকা; শব্দটা প্রচলিতার্থে নয়]; আহত
কঁচোর মতো শরীরটা সংকুচিত হ'য়ে আসে। কর্ম চাই?
কী কাজ করবো? মেয়েদের অবরোধমুক্ত, দৃষ্ট, স্বাভাব্য-
শালিনী করবার জন্তে মশাল হাতে নিয়ে সমুদ্রাশ্রম পৃথিবী

প্রদক্ষিণ করবো? না ভাই, পারবো না! যে পারো সৌন্দর্যের চিত্ররূপ জালিয়ে, আমি প্রশংসা করবো। জীবনে আদর্শপূজা করতে আমার ভয় করে, যজ্ঞ পণ্ড হ'বে বলে' নয়, সমিধ-ই আমি সংগ্রহ করতে পারবো না; ক্লান্ত হ'য়ে পড়বো। প্রেম চাই? পাওয়া যাবে না এমন প্রেম? কী হ'বে তা দিয়ে? মিছিমিছি তবে স্নায়ুগুলোকে খাটিয়ে ক্লিষ্ট করে' লাভ কী? বেশ পাওয়া যাবে এমন প্রেম! তবে প্রেম আর রইলো কোথায়?

যা আমার কাছে আছে তাই নিয়ে আমি বেশ আছি। [টীকা: কয়েক লাইন আগেই লেখা হয়েছে: 'ভালো লাগে না।' এই থেকে আমরা ইন্দিরার অস্থিরচিত্ততা অহুমান করতে পারি। ওর যে ভালো লাগে না সেই হয়তো ওর বেশ থাকা।] কী আমার আছে জিগ্গেস করবে? গভীর ক'রে উত্তর দেব: আমার কর্মহীন নীরব নিঃসঙ্গতা! সেই আমার জীবনের উদার শান্তি। আমি পৃথিবীর কোনো কাজে আসবো না, সামান্ত একটা ওয়াড় সেলাই করলুম না কোনো-দিন—এই প্রশংসাপত্র দিয়ে বিধাতা কেন আমাকে এত অপ্রাকৃতিক করলেন আমার এ-প্রশ্নেরো কোনো জবাবদিহি নেই। সূত্রচূর অবকাশ পেয়েছি—চৈতন্যমধ্যাহ্নের আকাশের মতো অব্যাহত। কিন্তু সূত্র এই যে, হাতে কোনো কাজ নেই। বাবার গরম জামা-কাপড়গুলো রোজে দেবার কথা ছিলো, প্রতিনিধিরূপে কালিন্দীকে প্রেরণ করলুম। [টীকা: ছন্দ দেখে অহুমান হচ্ছে কালিন্দী ইন্দিরার ছোট বোন।] কালিন্দী বেশ বাধ্য মেয়ে, কোমরে আঁচলটাকে রানীকৃত

করে' ঘর-দোর নিয়ে ঘেমে উঠেছে; খড়কে-ডুরে শাড়িটিতে ওকে কী যে মানিয়েছে বললে ওর আত্মতৃপ্তির আর সীমা থাকছে না। কালিন্দী আমার নয়নরঞ্জিকা। [টীকা : কালিন্দী সম্বন্ধে ওর বাগ্‌বাহুল্যের অর্থ এই যে, ও ছিলো বলে'ই ইন্দিরা বেঁচুক গেছে, নইলে এই নীরব নিঃসঙ্গতা ওকে আর ভোগ করতে হ'ত না। আফিসের জামা-কাপড় রোজ্রে না দিয়ে রাখলে ওর মা যে ওকে আদর করে' পিঠে খেতে দিতেন অতো বড়ো দুঃখ না করাই ভালো।]

আমি এই কর্মহীন নীরব নিঃসঙ্গতার উপাসিকা—এই আমার গৌরব। সংসারের সেবাষ আমার স্থান নেই, পরোপকার আমার ব্রত নয়—এই আমার অসাধারণত্ব। গাল দিতে চাও দিয়ো, কিন্তু যদি বলি এই নিঃসঙ্গতাটিই আমার আধ্যাত্মিকতা, বলবে : তোমার মুখে কথাটা মানায় না, ইন্দিরা! না মানাক, কতি নেই, কিন্তু এই নিঃসঙ্গতা নিয়ে সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী ঘিরে আমি মনে-মনে যে একটি নীড় নির্মাণ করেছি তা'র কথা বলে'ও তোমাদের লাভ নেই। [টীকা : কেন না সে-নীড়ে আর কারু নিমন্ত্রণ হ'বে না।] প্রকৃতির সঙ্গে এমন একটা হৃদয়যোগকে তোমরা নিশ্চয়ই বিজ্ঞপ করবে, বলবে : অলস বিলাসিতা মাত্র। আমি তা গ্রাহ্য করি না। সূর্যোদয়ের আগে চোখ চেয়ে দেখ-জগৎকে আমি আবিষ্কার করে' মুগ্ধ হই, ঘুমের সেই জগতের বহুবর্ণতা আমার হৃদয়ে লেগে থাকে। যাই তোমরা বল, আমার চিন্তের আবর্তি এই প্রকৃতিকে নিয়ে। আমার অল্পভূতি অত্যন্ত গভীর বলে'ই আমি কবি হ'তে পারলুম না।

আমি যে কত সুন্দর তা তোমরা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। কালিদাসের কাব্যে ত্রিংশবধুর রূপবর্ণনায় খায়া মুগ্ধ হয়েছে তাদের আমি প্রথমেই বাতিল করে' দিচ্ছি। আমার অঙ্কে তরলিকা হরশৈবলিনীর লাবণ্য—এ কথা কে না জানে? সে-বিশেষণটাকে আমি গ্রাহ্যই করিনে। কবির! আমার সঙ্গে অরণ্যচক্রিকার তুলনা দেবেন—ভদ্রর উপমা। জানো, আমি এই বিশ্বপ্রকৃতি; মানবীর মূর্তিতে বিধাতার অন্তরছায়া। পায়ের নিচে মাটি আমার কঠিন, বায়ু ঘন, নিঃশ্বাস গ্রহণ একটা কঠোর শাস্তি মাত্র। শারীর বিজ্ঞানের অধীন আছি বলে' আমার কখনো-কখনো নিজের ওপর অবজ্ঞা আসে, আমাকে মৃত্যুর অহুযাজিগী হ'তে হ'বে ভেবে আমার হাসি পায়, সৌরজগতে আবার একদিন পথ হারিয়ে ফেলব বলে' একটা আনন্দময় আতঙ্ক লাভ করি। সে কবে? [টীকা: উল্লিখিত কথাগুলি থেকে ইন্দিরার চরিত্রের আরেকটু পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে,—ইন্দিরা নিজের সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সজ্ঞান, বলা যেতে পারে স্বার্থপর। তবু ভেনাস ডি মাইলোর সঙ্গে ওর জ্ঞাতিত্ব নেই।]

কর্মবাহুল্যে মানুষ কত কুশ্রী হ'য়ে পড়েছে,—পৃথিবী-ব্যাপী এবার ধর্মঘট হোক। আজ সমস্ত বিকেল ধরে' কী সুকোমল ধারাস্রব করছে। খোলা বারান্দায় বসে' চুলগুলি ছড়িয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটা গান গাইলুম, আকাশ কান পেতে শুনল, মুগ্ধ হ'য়ে গেলো। গানটি যেন আমাকে অমর্ত-লোকের পায়ে নিয়ে এসেছে। এই জন্তেই 'ত' রবীন্দ্রনাথকে আমি কবিশ্রেষ্ঠ বলে' সম্বন্ধিত করি। [টীকা: সাহিত্যকে

স্বপ্নধূর করতে হ'লে জীবন থেকে তাকে দূরে সরিয়ে আনতে হ'বে—এই কৌশল রবীন্দ্রনাথের জানা আছে বলে'ই তিনি শিল্পীশ্রেষ্ঠ। ইন্দিরা রাষ্ট্রার সাহিত্য পড়েছে বলে' মনে হয় না, তা হ'লে গোগল এর হতাশা বা ডটয়ডকির অবিবাসকে কমা করতে পারতো না নিশ্চয়ই।]

শ্রমের চেয়ে যে-আর্ট বড়ো আমি সেই আর্টের উপাসিকা। বাহ্যিক প্রকাশ থেকে নিষ্কষিত করে' আর্টের যে একটি অবাস্তব রূপ আছে আমি তাকে, কায়মনে ভালোবেসেছি। বাহ্যডয়ের আতিশয্যে মানুষ এই সহজ আনন্দ-বোধটি হারিয়ে ফেলেছে—তোমাদের চিন্তাদারিত্র্য আর সওয়া যায় না। আমি এই বিরল, দুর্লভ গুণটির অমূল্য মূল্য রাখব। সবাইর মতো সীমা-লাঙ্ঘিত সংসারের পঙ্কিল আবর্তে তার সমাধি দেব না। এই আমার জীবনের সংজ্ঞা ও সার্থকতা।

আমি বাজে, বিলাসি, ভাবুক। [টীকা: কথাগুলি সমার্থক।] আমাকে করুণা করবে, তোমাদের অসীম দয়া—কিন্তু আমার এই ভাববিদ্যা দিয়ে সমস্ত বায়ুমণ্ডলকে পরিপূর্ণ, পরিব্যাপ্ত করে' রাখবো, কেউ না কেউ প্রভাবিত হ'বেই। তোমরা বলশালী হও, আমি হ'ব স্নেহর। [টীকা: ইন্দিরার মতটা আধুনিক নয় মনে হচ্ছে। বলের মধ্যে যে-সৌন্দর্য আছে সেটা প্রথমে ও বর্ষর, ওর মতে শিল্প-সৌন্দর্য হচ্ছে দুর্বল, নিরীহ, ভঙ্গপ্রবণ—এবং সেইটেই হচ্ছে জীবনের রূপময়তা।]

কালিন্দীর পেটের মধ্যে ফোড়া হয়েছে,—দাঁতের ক্রটির জন্তে। সাহেব ভাঙার এসেছিলো, বললে, অজ্ঞান করে' কেটে

ফেলতে হবে। বাবা দারুণ ভড়কে' গেছেন; সহজে সারানো যায় কি না, সেই ভেবে হোমিয়োপ্যাথির শরণাপন্ন হয়েছেন—কালিন্দীর যন্ত্রণার দিনগুলি বেড়ে গেছে।

মাঝরাতে ঘুম ছেড়ে ধড়ফড় কবে' জেগে উঠলুম—পাশের ঘরে কালিন্দী চিৎকার করছে। ডয়ে বেদনায় শরীর কেঁপে উঠতে লাগলো। মনে হ'ল মিথ্যা এই প্রকৃতির শুভময় সৌন্দর্যপ্রেরণা—এর অন্তরের কুশ্রীতা আমি ধরে' ফেলেছি। গুল্মপয়োথির তরঙ্গ-আঘাতে যে ছিন্নভিন্ন হচ্ছে, ফুলের পাপড়িতে শিশির-পড়ার শব্দ শুনে সে আর মুগ্ধ হয় না। মৃত্যুকে তবু ক্ষমা করা যায়, কেন না সেটা একটা পরমরমণীয় মোহময় বিন্দুটি মাত্র—ভারি রোমাটিক,—কিন্তু এই খণ্ডিত লাক্ষিত বিপর্ষন্ত জীবনের মতো জঘন্যতা আর কোথায় আছে? এই সৃষ্টিটা বিধাতার বীভৎস রসের পরাকাষ্ঠা। [টীকা: ইন্দিরাকে অনুধাবন করা কঠিন মনে হচ্ছে, ওর ভাবের সঙ্গতি পাওয়া যাচ্ছে কি?]

কিন্তু এই জীবনে মর্ত্যাতীত সৌন্দর্যের সাধনা করবো সমস্ত অন্তর দিয়ে এই উপলব্ধিটি আমি লাভ করেছিলুম, কালিন্দীর চিৎকারে আমার সে-খ্যান ভেঙে যেতে বসেছে। ভাবলুম এই স্থূল ইন্দ্রিয়সর্বশ্রম দেহটাই হচ্ছে সৌন্দর্যসাধনার বাধা,—আমি যদি সহসা একদিন কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হই, অথচ আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা না হয়। যদি একটা অনিবার্য দুর্ঘটনায় বিকলাঙ্গ, আকার-ভ্রষ্টা হয়ে পড়ি। এই মাংসল শরীর নিয়ে আমরা কী করে' সুন্দর হ'বার স্বপ্ন দেখতে পারি। এমন একটা গ্লানি নিরন্তর আমাদের সহিতে হবে

বলে' আমার লজ্জার আর সীমা থাকে না। শারীরিক প্রক্রিয়া-
গুলো কী নিদারুণ রূপে স্থূল, এর সামান্য ব্যতিক্রমের শাস্তি
জঘন্যরূপে সুপ্রত্যক্ষ! [টীকা: সজ্ঞানধারণাযোগ্যা রমণী
না হ'য়ে এই অসুভূতি নিয়ে একটা দীর্ঘাঙ্গু স্থূল হ'লেই বোধ-
হয় ইন্দিরাকে মানাতো ভালো। তবু দেহ সঙ্কে ওর এই
লোকাভীত ধারণাটা আধুনিক কালে শুধু যে অশক তাই নয়,
দস্তুরমতো অভব্য। কেন না এই দেহগঠন যদি উপযুক্ত
সাধনার বলে ভাস্কর্যের সীমায় উপনীত হয়, তবে তার চেয়ে
অধিকতর সৌন্দর্য কল্পনা করা দুর্লভ, এমন কি দেহের এই
বৈধ স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলোও অভিজ্ঞাত। স্বাস্থ্য আব
সৌন্দর্য সমপদবাচ্য; রোগ যেমন আছে তেমন তার
চিকিৎসাও আছে। ইন্দিরা এ-যুগে পেছিয়ে পড়েছে,
ওকে সক্রটিসের ভগ্নরূপে পেলো আমরা খুঁসি হ'তাম।]

কালিন্দীর শিয়রে বসে' ওর কপালে হাত রাখলুম।
ষষ্ঠপায় মুখ বিকৃত করে' [টীকা: ইন্দিরা দেখছি রিয়ালিষ্টিক
হ'বার চেষ্টা করছে।] বললে: দিদি, আর পারি না। পাবে
একটা বেদনাহীন মুহূর্তে ফের বললে: বিজ্ঞান এখনো যথেষ্ট
উন্নত হয় নি। আমরা: আরো দু' শতাব্দী পরে এসে কেন
জন্মালুম না? দু' শতাব্দী পরে ক্রমবিবর্তনে এই পৃথিবী
আরো সহজ হ'য়ে উঠবে, না? তোমার কী মনে হয়?
[টীকা: এ ধরনের কথা শুনে আমরা স্বচ্ছন্দে আন্দাজ করতে
পারছি। কালিন্দী সাবালিকা হ'য়ে উঠেছে—আইনের অর্থে
ত' বটেই, বুদ্ধির অর্থে। অর্থাৎ, মনে হচ্ছে, সে হার্বাট
স্পেন্সার পড়েছে, যদিও স্পেন্সারের মত উলটো—ক্রম-

বিবর্তনের ফল যে নিছক জটিলতা এ-ই তিনি বিশ্বাস করেন।]
হঠাৎ ব্যথার আরেকটা চাড় উঠলো, কালিন্দীর মুখ নীল-
বিবর্ণ, হাত-পা শিথিল হিম হ'য়ে এল। চিৎকারটা যেখানে
বাছর হ'য়ে উঠলো, শুনতে পেলুম ও করুণস্বরে আমার কাছে
এক গ্লাশ বিষ চাইছে। মরলে পয়ে নরক আছে কি না জানি-
না, কিন্তু ক্যান্সার নেই। [টীকা: পেটে ফোড়া আর
ক্যান্সার হওয়া এক নয়।]

আমার চোখের সামনে বিলীয়মান অন্ধকার,—কালিন্দী
একটু ঘুমিয়ে পড়েছে হয় তো, চুপ করে' আছে। বাইরে
বেরিয়ে এলুম, সৃষ্টির সেই অস্পষ্টতার মধ্যে আমার সামান্য
অস্তিত্বটুকু যে কী ভালো লাগলো কেমন করে' বোঝাই।
মনে হ'ল মৃত্যু মিথ্যা—এই যে নিশ্বাস নিতে পারছি স্বস্থ
সুন্দর দেহে—এর চেয়ে বিলাস আর কী আছে! বেশি দিন
না-ই বা বাঁচলুম, কিন্তু যত দিন আছি তত দিন যেন
অত্যন্তমাত্রায় বেঁচে যেতে পারি এই প্রার্থনা।

কালিন্দী আবার চিৎকার করে' উঠেছে। ওর আর্তনাদ
শোনবার জন্তে আর দাঁড়ালুম না, ধীরে ধীরে বাগানে চলে'
এলুম। [টীকা: এই ভোরে ওর বাগানে চলে' আসাটি
আমাদের ভালোই লাগলো; শুকে আমরা স্বার্থপর বা
স্নেহবিমূখ বলে' নিন্দা করলে সেটা স্ফায়াভূগত হ'বে না।
ওর শৌন্দর্যবোধটি আমাদের মনোজ্ঞ হয়েছে।]

টের পেলুম রমাপতি আমার আত্মীয় হয়! কিন্তু এ-
বিষয়ে সজ্ঞান হওয়ার আর অর্থ নেই। কেন না রমাপতি

যেদিন এসেছিলো কপালে তথাকথিত আত্মীয়তার নিদর্শন
 এঁকে আসে নি, এসেছিলো একান্তরূপে পুরুষ হ'য়ে—যদি
 উপমা দিতে হয় বলি, একটা নৈব্যক্তিক জ্যোতিমান
 আবির্ভাবের মতো। এখন, ফিরে যাও, বললেই মন শোনে
 কৈ? [টীকা: রমাপতি ইন্দিরার কি রকম আত্মীয় হয়,
 ভায়রিতে তা লুকিয়ে রাখাটাকে নিশ্চয়ই ভীকৃততা বলবো।
 রমাপতি মামা না কাকা, দাদা না আর-কিছু জানা উচিত
 ছিলো। 'তথাকথিত' কথাটি প্রাণধানযোগ্য। অর্থাৎ কৃত্রিম
 সম্পর্কটার স্বভাবসিদ্ধ এমন কোনো ক্ষমতা নেই যে তার
 সৃষ্ট ব্যবধানগুলিকে রক্ষা করে' চলে, তাই রমাপতি আত্মীয়
 হ'য়েও ইন্দিরার এমন হেঁচ বা দৃষ্টান্তের অধিকারী হয়েছেন যা
 সম্পর্কের অতিরিক্ত, তার সীমার বহির্ভূত। শিশুকাল
 থেকে যে-সাহচর্য নরনারীব হ'য়ে থাকে সেটায় রহস্য-
 বিলোপ ঘটে বলে'ই আত্মীয়তাটা টিকে থাকে, তাই
 পৃথিবীতে সহোদব ভায়ে-বোনে প্রেম বড়ো একটা দেখা যায়
 না, যদিও *Sans* দে-সংস্কারো ভেঙেছে। রমাপতি যদি
 ছেলেবেলায় ইন্দিরার সঙ্গে খুব মেলা-মেশা করত তা হ'লে
 হয়ত রমাপতিকে দাদা বা মামা বা কাকা বা আর-
 কিছু ভেকে ভেকে ইন্দিরার মন ও রসনা অভ্যস্ত হ'য়ে
 পড়তো; আত্মীয়তার প্রাচীর ভাঙতো না বোধ হয়। কিন্তু
 রমাপতিকে এখন কাকা বা মামা বা দাদা বা আর-কিছু
 বলে' রসনা ভাকবে কেন, মনই বা কি করে' সায় দেবে?
 রমাপতি নামটা উচ্চারণ করতে পর্বস্ত ওর রোমাঞ্চ হয় মনে
 হচ্ছে।]

রমাপতির প্রতি আমার এই অহুভূতিটির কি সংজ্ঞা দেব ভেবে উঠতে পারি না। বাঙলা ভাষায় শব্দসম্পদ এতো কম যে ঠিক atmosphere-যুক্ত একটা প্রতিশব্দ পাব না। প্রেম কথাটার না আছে অর্থ না বা ইঙ্গিত; তার চেয়ে স্নেহ কথাটায় সংকেতময়তা বেশি আছে। কিন্তু ঐটুকু কথায় কুলবে না কিছুতেই। বন্ধুতা, মিথুনাসক্তি? কথাগুলি অত্যন্ত রুঢ় বলেই যে বরখাস্ত করছি তা নয়, কথাগুলির অর্থ সত্যিই অসম্পূর্ণ; আমার এই অহুভূতিটি সত্যিই অনিরূপনীয়! [টীকা : অহুভূতিটির না পেলোও atmosphere কথাটার বাঙলা প্রতিশব্দ পাওয়া দুস্কর হ'ত না।]

কেন রমাপতিকে ভালবাসি [টীকা : এইখানে ভালবাসি কথাটা ক্রিয়া, অহুভূতি বা বিশেষ্য নয়, তাই গ্রাহ্য।] এই প্রশ্ন করে সহুত্তর পাচ্ছি না। রমাপতির রূপ নেই, বিত্ত নেই,—মুখশ্রী নেহাৎ সাধারণ, স্বাস্থ্যগোরবেও কুলীন নয়—সামান্য কলেজ থেকে রিসার্চ করবার জন্তে সামান্য একটা বৃত্তি পায় মাত্র। [টীকা : বোঝা যাচ্ছে সেষ্ট স্ত্রেই রমাপতি কল্‌কাতায় এসেছে পড়াশুনা করতে। বিজ্ঞান-বিষয়ে গভীর গবেষণা করতে গিয়ে যে একটি চারুবর্ধনা আত্মায়ার প্রতি অলস দৃষ্টিতে তাকানো যাবে না এমন আত্মসংযমের প্রমাণ দিতে স্বয়ং সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরো লজ্জিত হ'তেন।] কিন্তু ওর একটি ভীষণ গুণ আছে,—তা হচ্ছে ওর অনগ্রপরাধন পাঠাসক্তি। ওর ছোট ঘরটিতে বসে' সমস্ত দিন (কলেজের সময়টুকু ছাড়া) যন্ত্রপাতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর করে' কি-এক অভূতপূর্ব আবিষ্কারের আশায়

কলকলার ওপব ঝুঁকে থাকে। এই অথও মনোযোগ বা অগ্রাণু জিনিসের [টীকা : ইন্দিরা স্বয়ং ?] প্রতি ওর এই ঐদাসীত্ব ও অবহেলা দেখে রাগ হয়, কিন্তু রাগতে পারি না। [টীকা : কি করে'ই বা পারবে ? রমাপতিকে যে ওর ভাল লাগবে এতে আর সন্দেহ কি ? ও অলস কর্ম বিমুখ—রমাপতির একনিষ্ঠ কর্মপরায়ণতা। ইন্দিরা যুদ্ধস্বভাব আবাখুখী, আর রমাপতির দেহে যেমন দৃঢ়তা, বচনে তেমনি স্পষ্ট তেজ। প্রীতির মূলেই বৈষম্য,—যত গভীর, প্রীতিও তদনুপাতে প্রগাঢ়। রমাপতি যদি তার ল্যাবরটোরিতে দিন-রাত মাথা গুঁজে পড়ে' না থাকতো' মাঠে বসে' যদি বাশি বাজাতো বা ইঞ্জি-চেয়ারে গা ছড়িয়ে বসে' বিড়ি ফুকতো তা হ'লে ইন্দিরার পক্ষে তার সংজ্ঞানির্গম করতে বেগ পেতে হ'তো না—অর্থাৎ শুদ্ধভাবে যাকে বলে গ্ল্যামি।]

রমাপতি আমার আত্মীয়, ওর সঙ্গে সামান্য কথা-অল্পরাগ সন্তোষ করাতেও আমার বাধা আছে এ-কথা আজ বললেই বা শুনি কি করে' ? টের পেলুম, ইদানি আমাদের দু'জনের ওপর সংসারের সন্দিগ্ধ দৃষ্টির ছায়া পড়েছে। [টীকা : ইদানি কথাটি লক্ষ্য করবার। মনে হচ্ছে, প্রথমত এদের পরস্পরের সামিধ্য নিবিড়তর হ'য়ে উঠেছিলো এই আত্মীয়তারই ছাড়পত্রে। নর নারীর একটা সামান্য শারীরিক নৈকট্য ঘটরও যেখানে সুবিধে নেই সেখানে,—হোক না কৃত্রিম, হোক না মূল্যহীন—এই আত্মীয়তার ওজুহাতকে নিন্দা করাটা ঠিক হ'বে না। সেই কৃত্রিম আত্মীয়তা ইদানি সত্য ও সুগভীর

হ'য়ে উঠতে চাইছে বলে' সংসার বা তথা সমাজের সহ হচ্চে না।] মন বিমূখ হ'য়ে রইলো ; যেটা অন্ডায় বলে' বুঝছি— সেটাকে শাসন করবার জন্তে যে সশস্ত্র বিদ্রোহ করব মনের মধ্যে সেই শক্তি খুঁজে পেলুম না কেন ? বুঝলুম, রমাপতির কাছ থেকে আমাকে বিছিন্ন করে' বাথে এমন কোনো অন্তরায়কে আমি কখনো কল্যাণকর বলে' স্বীকার করবো না, কিন্তু এ নিয়ে যে সহাত্ত্বভূতিহীন সংসারের সঙ্গে একটা ক্ষমাহীন সংগ্রাম করবো সেটাও আমার কাছে অবিনয় মনে হ'ল। অত্ন মেয়ে হ'লে কি কবত জানি না, আমি আমার ঘরে ফিরে এসে নির্জনে কাঁদতে বসলুম। [টীকা : গৌয়ার ওথেলো (স্ত্রীর বৃকে) ছুরি বসিয়ে অদৃশ্য হ'লে ঝি এসে মুম্বু ডেসডেমোনাকে জিগ্গেস করলে, কে এই সর্বনাশ করেছে ? স্ত্রীমতী ডেসডেমোনা মবলো বলে'ই গলে গিয়ে তার মিথ্যা কথাকে বললাম—‘স্বর্গীয় মিথ্যাবাদ ।’ এই মিথ্যাবাদিনী ভীক ডেসডেমোনাই গৌয়ার ওথেলোকে বিয়ে করবার জন্তে বাপের সঙ্গে বাক্যের লড়াই করতে কস্বর করে নি। এই খানটাতে বাঙালি মেয়ের সঙ্গে তার কুটুম্বিতা নেই। ইন্দিরা ঘরে গিয়ে যে কাণ্ডটা করে' বসলো সেটা প্রাক্-গান্ধি-যুগের বাঙালি মেয়ের প্রকৃষ্ট চরিত্র-নমুনা।]

রমাপতিকে আমি বিয়ে করবো এমন একটা স্থূল নীচ অঞ্জলি ইচ্ছা পোষণ করতে আমার শরীর-মন কটকিত হ'য়ে উঠলো। [টীকা : ইচ্ছাটা নীচ মনে হ'বার কারণ এই নয় যে রমাপতির সঙ্গে ওর ক্ষীণ রক্তসম্পর্ক আছে ; কারণ, ও বিয়ে-ব্যাপারটাকেই ঐ সব বিশেষণে আখ্যাত করে' থাকে।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ চটবেন, কিন্তু ব্যক্তিগত চিন্তা বা ধারণার স্বাধীনতার আমরা পক্ষপাতী।] অথচ রমাপতিকে আমার চিরকালের জ্ঞাত ছেড়ে থাকতে হ'বে সমাজের এই অত্যাশঙ্কন মেনে নিলেই যে একটা কীর্তি করা হ'বে একথাও মানতে পারিনে। রমাপতির সঙ্গে [টীকা: ইন্দিরা রমাপতির পরিবর্তে সর্বনাম ব্যবহার করতে চায় না, ঐ নামটি বারে বারে লিখতে ওর ভাল লাগে বোধ হয়।] এ-বিষয় নিয়ে একটা পরিষ্কার কথা বলা চলে না? মা গো, কি লজ্জা। নিজেকে স্পষ্ট করে' ব্যক্ত করে' দিতে আমি মরে' গেলেও পারবো না, কাঙালপনাকে আমি ঘৃণা করি।

কিন্তু আমি ত' ঘাঞ্জা করতে চাই না, আমি চাই ওব সঙ্গে এমন একটা আলোচনা করতে যেটা বুদ্ধি দিয়ে আয়ত্ত করা যাবে এবং যেটার সাহায্যে বর্তমান সমস্যার সমাধান হ'বে। যেন এত সহজেই এ-সমস্যার মীমাংসা হয়, অসীম সময় এ সন্ধিকে টিকতে দেবে কেন? তবু রমাপতির ঘরের দিকে অগ্রসর হ'লুম। দরজা ভেজানো হিলো, ঠেলা দিয়ে ঢুকে পড়ে'ও ওর ধ্যান ভাঙতে পারলুম না। দোরের দিকে 'শিঠ করে' ব'সে আছে—সামনে টেবিলের উপর মাথাটা আনমিত। টেবিলের এক কোণে একটা মোমবাতি জ্বলছে—এই রমাপতির চুল ধরল বলে'—রমাপতির জ্রুৎপ নেই। ওর নোয়ানো ষাডটা স্পর্শ করতে ভারি ইচ্ছে হ'ল, কিন্তু ইচ্ছেটাকে দমন করলুম। দৈহিক সংস্পর্শের আবিলতা দিয়ে আত্মাকে কুণ্ঠিত করতে চাই নে। খুব কাছে এসে দাঁড়ালুম; তবু রমাপতির মুখ তুলে চাইবার নাম নেই।

[টীকা : রমাপতি যে বিশ্বামিত্রের চেয়ে বড়ো সাধক এ-সত্যটা সহজেই প্রতিপাদিত হ'ল।]

এক ঝলক হাওয়ায় দুর্বল দীপশিখাটা নিবে গেলো এবং দেশলাই খুঁজতে গিয়ে রমাপতি আমার ডান হাতটা ধরে' ফেললে। অন্ধকারে রমাপতির মুখ দেখা গেলো না বটে, কিন্তু কণ্ঠস্বরে ওর সমস্ত অস্তিত্বটুকু ঘেন সঙ্গীতময় হ'য়ে উঠেছে। [টীকা : ইন্দিরার রচনার অপরাপর ক্রটির মধ্যে একটা বড়ো ক্রটি এই যে, ও মোটেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলে না। এইখানে রমাপতি ওকে দেখে কি-কি কথা বললে জানলে আমরা খুশি হ'তাম।] ধীবে ধীরে হাত ছাড়িয়ে নিলুম, হাতের স্পর্শ অবশেষে হয় তো অধরেব স্পৃহা হ'য়ে উঠবে, তা ছাড়া এই অন্ধকারটি উপস্থাসের মতো মধুর বটে, কিন্তু মোমবাতিটা ফেব না জ্বাললে অন্ধকারেই এই এঁদো বংশিত সংসাবটা মুখ ভেঙচাবে। দেয়ালের প্রত্যেকখানি ইট সহস্রচক্ষু ইন্দ্রেব মতো পাপীষান্।

আলো জ্বালা হ'ল, সান্নিধ্যটিও নিভৃত হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু কোনো কথাই বলতে পারলুম না। ঘেন রাত করে' এতো সব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মাথা না ঘামালে এ-রাত আর পোহাত না। হঠাৎ বারান্দায় একটা শব্দ হ'তেই চেয়ার ছেড়ে উঠে হেসে বললুম : চলি এবার, বাইরে গুপ্তচরবা পদচারণ কবছে। রমাপতি কিছু বললে না, একটু হেসে মুখ নীচু করে' কাক্সে মন দিলে।

কেলেঙ্কারির আর সীমা রইলো না। আমাকে নিয়ে রমাপতির দুর্নাম এতো বেড়ে উঠেছে যে, রমাপতি বাবার মুখের ওপরেই সটান বলে' বসলো : ইন্দিরাকে আমি বিয়ে করবো, এবং রমাপতির প্রার্থনাটা যে অর্থোক্তিক নয় তার পক্ষে আইনস্বীকৃত নানা প্রথার নজির দেখাতে লাগলো। লাভ হ'ল এই, বাবাও রমাপতির মুখের ওপর স্বচ্ছন্দে বলে' বসলেন : আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। রমাপতি তার ড্রাক্স গুছোতে বসলো।

রমাপতি সোজা আমার ঘরে এসে হাজির; বললে, আমাকে তার অনুসরণ করতে হবে। বললে : এ-সব নিয়মের দাসত্ব যদি আমাদেরো করতে হয়, তবে আমাদের নিগ্রো হ'য়ে জন্মানোই উচিত ছিলো। বিয়েতে অনুষ্ঠানটাই বড়ো নয় ইন্দিরা, বড়ো হচ্ছে তার psychology। আমি আর তুমি cousin কি নই সেটা আমাদের অন্তবেব দিক থেকে একেবারেই সমস্তা নয়। তুমি এসো আমার সঙ্গে চলে'। তুমি যে আমাকে ভালোবাসো এতে আমি সন্দেহ করি না, কিন্তু নিশ্চাণ জড়পদার্থের মতো বসে' বসে' অত্যাচার সহিতে হ'বে এ আমি সহিতে পারি না। এসো তুমি। যদি তোমাকে কেউ রক্ষিতা বলে, সে ভাষার অপপ্রয়োগ করবে মাত্র। [টীকা : রমাপতির কথায় ওদের সামাজিক সম্পর্কের ইতিহাসটুকু পাওয়া গেলো। এবারো আমরা চটে' উঠতে পারতাম, কিন্তু রোগ সাবানোর চেয়ে রোগ যাতে না হয় তারই জন্ত সতর্ক থাকা ভালো বটে, কিন্তু রোগ যদি একবার হয়ই, তবে রোগীকে সেই উপদেশ দেওয়ার চেয়ে চিকিৎসা করাই সন্ধিবেচনার কাজ হ'বে।]

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেলো। রমাপতি হঠাৎ এমন ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলো কেন ? নিবাকুল কণ্ঠে বল্লুম : বিয়েটাকেই তুমি প্রীতির একটা চরম পরিণাত বলে' বিশ্বাস কর কেন ? ওর সমগ্র রূপটি যখন চোখের সামনে তুলে ধরি তখন স্বপ্নায় আমার আত্মা অশুচি হ'য়ে ওঠে। তোমাকে আমি সেই মানির মাঝে দেখতে চাইনে, বমাপতি। [টীকা : রমাপতির নামটা উচ্চারণ করে' ইন্দিরা সাহসের পরিচয় দিয়েছে।] ছুঁটো শবীরকে একত্র বেখে যে নতুন একটা ব্যাধি সৃষ্টি হয়, তাকে তুমি যতই সম্মান দাও না কেন, আমি তার অমর্যাদা কবি। তোমাকে অভয় দিলুম বমাপতি, এ দেহ আমার নিজের—অতৃপ্ত আত্মা তোমার। [টীকা : নিধিতে বসে' কথাগুলিকে ইন্দিরা নাটকীয় করে' তুলেছে—কেননা সাধাবণত অভিমান সামনে বেখে সে কথা কয় না, তাই সন্দেহ হচ্ছে বমাপতিকে দাদা না বলার জন্তে যে ঋণিক আগে ওকে তাবিফ্ কবেছিলাম সেটা ভুল ও হ'তে পারে। ওটা বোধ হয় নেপথ্যেব সাহস—প্রত্যক্ষ বঙ্গমঞ্চের নয়।]

এততে ও বমাপতি সম্পূর্ণ স্থগী হ'ল না, বললে : তোমার দেহের ওপর যে আমার খুব লোভ আছে তা মনে কোরো না, ইন্দিরা। আমি কখনোই এতো বড়ো অমাহুষ হ'ব না যে তোমাব ইচ্ছাব শিকড়ে দাবি খাটাতে যাবো। তুমি সংসারে সন্ন্যাসিনী থেকে—আমাব আপত্তি নেই, কিন্তু মনে রেখো, আমার সংসাবে। তবু তুমি আমাব সঙ্গে এসো ইন্দিরা। বেশ, এই এক্সপেরিমেন্টটাই করা যাবে—তা ছাড়া এই একটা বর্বর রীতিকে সংশোধন করা চাই।

বললুম : আমাকে ভাববার সময় দাও, রাত্রে এসো।

রমাপতি ধীরে বললে : তোমাকে আমার চাই, আমাব কর্মের অন্ত্রপ্রেরণা রূপে—তোমাকে কাছে না পেলে আমার তপস্তা নিশ্চেষ্ট হ'য়ে পড়বে, ইন্দিরা। [টীকা : মেয়েমানুষ যে কখনো পুরুষের সাধনার সহায়ক হ'তে পারে এই প্রথম শুনলাম। এক্সপেরিমেন্টটা নতুন বটে।]

সময় চাইলুম বটে, কিন্তু ভেবে নিতে আমার এক মিনিটেরো বেশি লাগলো না। রমাপতির সঙ্গে আমি যাবো না ; না। তাব কারণ খুব সহজ ; প্রথমত বিবাহের স্থলতা আমার স্মৃতিচিস্পন্ন সৌন্দর্যবোধকে পীড়িত করবে ; তা ছাড়া দ্বিবারাত্র রমাপতির সান্নিধ্যে থেকে আমি যে তপস্বিনী থাকতে পারবো নমনীয় স্নায়ুগুলোব ওপর আমার তত বিশ্বাস নেই। ব্যাপারটাকে আমি সর্বাস্তঃকরণে উপেক্ষা করলুম। কিন্তু এর চেয়েও যে-কারণটা সত্য সেটা আমি প্রকাশ করছি। সেটা হচ্ছে এই—[টীকা : এই পর্যন্ত লিখে হঠাৎ ইন্দিরা থেমে গেছে। কর্মাস্তরে যেতে হয়েছিলো হয়তো।]

কথ্য বাঙলা ভাষা যে কী জোরালো বাবার মুখের গাল খেয়ে হৃদয়কম করলুম। কী যে আমাকে না বললেন ভেবে পাইনে ; কান দুটো অত গরম না করে' যদি কান পেতে শুনতুম ত' আমার শব্দসংগ্রহের তালিকাটা বেড়ে যেতো। মজা এই, একটি কথাবো প্রতিবাদ করলুম না ; প্রতিবাদ যে করা যায় না তা নয়—করলুম না কারণ কোলাহলকে আমি বরদাস্ত

কবুতে পারি নে, তা মনকে যে বিক্ষিপ্ত করে তা নয়, কলুষিত করে। অধোবদনে চুপ করে' সবগুলি গালই হজম করলুম,— জানালা দিয়ে যতগুলি শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়-স্বাত্মীয় একটা রোমহর্ষণ লড়াই দেখবার জন্তে অপেক্ষা করছিলেন, তাঁদেরকে বঞ্চিত করতে হ'ল।

আমি পারিবারিক শান্তি নষ্ট করতে চাই নে। আমার ভেতরে এমন উদ্বৃত্ত শক্তি নেই যে সমস্ত অশান্তি-অত্যাচার অতিক্রম করে' তৃপ্তির স্বাদ পেতে পারি। তা ছাড়া, পরিবার-পরিজনকে ক্ষুব্ধ করলে তার যে একটা নিশ্চিত প্রতিক্রিয়া হ'বেই রমাপতির সাহায্য না নিয়েও বিজ্ঞানের এই সামান্য তথ্যটুকু বুঝবার বুদ্ধি আমাব আছে। নিজের স্বস্থের জন্তে আর সবাইকে বিমূধ করে' তুলব এতো বড়ো দুঃসাহস আমার নেই। আমি সত্যিই আত্মবঞ্চনা করছি না, আমার ভীকৃতাকে সমর্থন করতে যাওয়ায় আমাব দবকার কি? আমি যে ভীক, পরনির্ভরশীল সে-কথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই। আমি রমাপতিকে ভালোবাসি, রমাপতির জন্তে শকুন্তলার মতো তপস্বী আমাকে খুব মানাবে—তার জন্তে আমি শুভকামনার দীপ জ্বলে' প্রতীক্ষা কবে' থাকবো, এ-জন্মে না হয়, অমৃততীরে। [টীকা: পরজন্মে বিশ্বাস করাটা ভাব-প্রবণ বাঙালি-মেয়ের বিশেষত্ব। তবু ইন্দিরাকে একটু স্বতন্ত্র বলতে হ'বে, কেননা পরজন্মে সে আবার এই পৃথিবীতেই আসতে চায় নি।] সংসারের আর সবাই ষেটাকে একান্ত অপ্রার্থিত বলে' ছুঁড়ে ফেলতে চায়, ধূলায় লুপ্তিত হ'য়ে সেই বস্তুটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরলেই খুব বড়ো একটা কিছু

লাভ করতে পারবো বলে' ত' আমার মনে হয় না। তা'ব চেয়ে এই নির্জনে গভীর বিচ্ছেদবেদনায় এই আমার বিপুলতর মহত্তর উপলব্ধি, রমাপতি। সহজ হ'বার সাধনাই বড়ো সাধনা, সামঞ্জস্যই আমার বড়ো কাম্য। [টীকা: অনির্দিষ্ট অংশটুকুর বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া গেল যা হোক।]

জান্নাব ধারে চেয়াব টেনে বসে' ছিলুম, জান্নাব পরপারে বারান্দায় রমাপতির আবির্ভাব হ'ল; একটু তদ্রাচ্ছন্ন ছিলুম বোধ হয়, রমাপতি'র স্বর শুনে শিউরে উঠলুম। রমাপতি বললে: চলে' এসো ইন্দিরা, রাস্তায় নামলেই ট্যাক্সি পাবো। বেশি দেরি কোরো না। আমাব চোখের সামনে দিয়ে অলঙ্কিত বিরাট পৃথিবী যেন বায়স্কোপে'র ছাব'র ফিতাব মতো ঘুরে যেতে লাগ'লো, আকাশ ছ'লে উঠেছে। তবু প্রাণপণ চেষ্টা করে' বললুম: না। রমাপতি কি যেন ফের বললে, শুনতে পেলুম না, কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছে। এবাব জান্নাটাকে আরো ঘে'ঘে রমাপতি কাতরকণ্ঠে কি যেন আবার বলছে, কঠিন হ'য়ে জান্না ধীরে বন্ধ করে' দিলুম। [টীকা: রমাপতির কাতর কণ্ঠে বলবাব জন্তেই নিশ্চয়। সে যদি খুব পুরুষবচন প্রয়োগ করতে পারতো, তবে এই কৃত্রিম অবরোধ আর বেশি'র রক্ষা করা ইন্দিবাব সাধ্য ছিলো না, কেননা তার চোখে 'আকাশ ছ'লে' উঠেছিলো, পৃথিবীও উঠেছিলো টলে'। রমাপতি তা'র জীবনের পরমতম মুহূর্তটি এমন অবহেলায় হারিয়ে ফেল'লো সামান্য accent ভুল করে'! রমাপতি তার নাম বদলে নিক—রমাপদ!]

মাগো, কী মুক্তিই আমি ভোগ করছি! রমাপতি চলে গেছে অপমানিত হ'য়ে,—যেন বেঁচে গেছি! এই পারি-বারিক শাস্তিতেই আমার পরমার্থ। বাক্যযন্ত্রণা যে কী যন্ত্রণা যে না সয়েছে তার পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব। বাবা মা'র ধারালো জিভ্, দুটো একটু জুড়িয়েছে,—কাকিমাদের অভদ্র ইঙ্গিত কবা এবার বুঝি ক্ষান্ত হ'ল। খুব ঠেসে পড়ছি—ইংরেজি সাহিত্য নয়, ইকনমিক্‌স্, ইকনামিক্‌স্ যদিও আমার সাবজেক্ট নয়। পড়ছি মনকে বাধ্য করতে, কঠোর নিয়ম প্রতিপালনে অভ্যস্ত করতে। সকলের কাছ থেকে সরে' গিয়ে কোণটিতে বসে' আমার ঘবেব মধ্যে আকাশকে অনেক ছোট কবে' এনেছি। গিয়ে অববি রমাপতি এক খানিও চিঠি লেখেনি। [টীকা: ডায়েরিটি ছোট, মনে হচ্ছে ইন্দিবা এখনো তাব বিচ্ছেদের অশ্রু-সমুদ্র পেরিয়ে আসেনি।]

বেশ ছিলুম, চূপচাপ, প্রায় আত্মসর্বস্ব হ'য়ে। ইকনমিক্‌স্‌টা অঙ্কের মতোই শুকনো, তাই এখন পলিটিক্স-এ [টীকা: পলিটিক্স-পাঠে] মন দিয়েছি। রমাপতি এখন প্রায় একটা সুশ্বপ্নের সুখকর স্বাতন্ত্র্য মতো অস্পষ্ট হ'য়ে এসেছে। গুর ঠিকানা জানিনে বলে' মনে উদ্বেগের বদলে শাস্তিই বিরাজ করছে! বেশ ছিলুম, ভেবেছিলুম, একটা আয়ত্তাতীত দুর্লভ আদর্শের মতো রমাপতি চিরকাল আমার নাগালের বাইবে অধিষ্ঠান করবে [টীকা: এক কথা পুনঃপুনঃ বলাটা ভাষানৌষ্ঠবের পবিচয় নয়! 'আয়ত্তাতীত' 'দুর্লভ' 'নাগালের

বাইরে' এই বিশেষণাধিক্যের প্রয়োজন ছিলো না।] আর আমি একদিন কালিন্দীর মতই অপার ব্যর্থতায় ডুবে যাব। [টীকা: বোঝা গেলো কালিন্দী আর নেই। কিসে মারা গেলো ও? য়বিউল্ খেয়ে, না, অস্ত্র করতে গিয়ে? 'অপার ব্যর্থতা' কিন্তু কালিন্দীর বেলায় ভিন্নার্থ-সূচক। অকাল মৃত্যুই কালিন্দীর ব্যর্থতা। প্রসঙ্গক্রমে ইন্দিরার মতটা এখানে একটু আধুনিক হয়েছে।]

সংসারের আবিল আবর্ত থেকে নিজেকে সন্তর্পণে সরিয়ে রেখেছিলুম, হঠাৎ আবার কোলাহল উঠলো। বাবা এততেও আমার জন্তে নিশ্চিন্ত হ'ন নি; কোথা থেকে একটি পাত্র জুটিয়ে এনেছেন, সে আমাকে পছন্দ করতে শিগ'গিরই একদিন সশরীরে আবির্ভূত হ'বে; যদি আমি তার সংসার-সুখবিধায়িনী বলে' মনোনীত হই তবে আসন্ন শ্রাবণেই আমাকে দাসী হ'তে হ'বে। নিভূঁল বিধান! কিন্তু জিহ্বাকে এবার আর শাসন করতে পারলুম না; বিদ্যাদীপ্ত কণ্ঠে বলে' উঠলুম: না। এ-সব ক্ষেত্রে যুক্তিবহুল দীর্ঘ বক্তৃতা করায় আমি অভ্যস্ত নই—এ একটি শব্দই স্থিরলক্ষ্য মৃত্যুবাণের মতো বাবা-মা'র কল্পনার প্রাসাদ একেবারে ভূমিসাৎ করে' দিলো। [টীকা: 'না' বলার সঙ্গে ইন্দিরার গ্রীবা-ভঙ্গিও অর্থ টাকে পরিস্ফুট করতে সাহায্য করেছে। কেন না প্রত্যেকটি বাক্যোচ্চারণের সঙ্গে কম-বেশি যে-সব অঙ্গ-সঞ্চালন হয়, সেই ভঙ্গিগুলিই অর্থের সম্পূর্ণতা দান করে।] মুহূর্তমধ্যে আমার মাথার ওপর ঝড় ঝেড়ে পড়লো—সেই কোলাহলে কান পাতে কা'র সাধ্য। অকারণে বাবা আবার বেচার

রমাপতিকে লক্ষ্য করে' গর্জাতে লেগে গেছেন, মা'র বিষোদগার বিরাম মান্ছে না, কাকিমাদেব অভদ্র ইঙ্গিত সূচক হয়েছে। কাকাদের একটা বন্দুক ছিলো, রত্ন কাকা [টীকা : নাম বোধহয় রতন কিংবা রতিপ্রসন্ন !] সেইটে নিয়ে রমাপতির মুণ্ডচ্ছেদ করতে [টীকা : বন্দুকে মুণ্ডচ্ছেদ হয় না] এখুনিই বেরিয়ে পড়লো বুঝি। প্রতি মুহূর্তে জীবন দুর্ব্বল হয়ে উঠতে লাগলো। অশ্রুকাণ্ডে যে অপবাদ চলেছে তার জালা আমাকে দগ্ধ হবে' দিচ্ছে। [টীকা : রমাপতির সঙ্গে 'তথাকথিত' আত্মীয়তাটাব জন্তেই এমন একটা পৈশাচিক গোমলাল হচ্ছে।]

হাঁপিয়ে উঠলুম, কিন্তু কিছু যে একটা করব তা'র পথ পেলুম না। যদি বাইবে বেরিয়ে যাই, কতদূর গিয়েই হয় তো হঠকাবিতার জন্তে অশ্রুতাপ করবো। অশ্রুতাপ আমি করতে পারবো না, [টীকা : যেন ইন্দিরা ততখানি ভীক নয়।] মরে' গেলেও নয়, যা আমি করবো তার ফল-ভোগ করবার জন্তে প্রস্তুত থাকবো। তাই আবার সংসারে শান্তি আনবার জন্তে রাজি হয়ে গেলুম। আমার আত্মবলি ইকিজেনিয়ার চেয়ে কম কিসে ?

সকালবেলা ভাবী বর এসেছিলেন আমাকে দেখতে ; ভালো করে' দেখাবার জন্তে কাকিমাদের নির্দেশ মতো রঙিন শাড়ি পরলুম, আয়নায় দাঁড়িয়ে মুখে ঠেসে স্নো ঘষতেও ছাড়লুম না। আমার দেহটা যে এত প্রখররূপে অভিব্যক্ত আজ টের পেয়ে আমার লজ্জার আর সীমা রইলো না। অনাবৃত হাতের তালু দুটোকে পর্যন্ত কুংসিত মনে হ'তে

লাগলো। মনে হ'ল একটা হিংস্র মাংসলোলুপ পশুর সামনে অগ্রসর হচ্ছি।

ভদ্রলোকটি প্রথমেই সাফাই গাইলেন ছোটকাকাকে লক্ষ্য করে : আমাদের দেশে মেয়ে-দেখার এই প্রথাটা শাস্ত্রাত্মিক রকম বর্বর ; কিন্তু এ ছাড়া উপায়ো নেই কিছু, কেননা স্বাধীনভাবে মেলা-মেশাটা এখনো ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়নি। অগত্যা এই পথেরই শরণ নিতে হচ্ছে। তা ছাড়া মিশতে পারলেই যে মিলতে পারা যাবে তার মানে নেই, কেননা জঘতা ও বিয়ে সমান-স্তরের জিনিস নয়। কাকারা ঘাড নেড়ে খুব শায় দিতে লাগলেন।

ভদ্রলোক সামান্য দুয়েকটি যা প্রশ্ন কবেলেন সোফায় বসে' ঘাড হেঁট ববে' ঠিক-ঠিক জবাব দিলুম, একটা গান শুনিয়ে দিলুম পযন্ত। বলা বাহুল্য আমার চেহারাটা তাঁব মনে ধরেছে।

এখন কী করবো বলতে পারো, রমাপতি ? আমি এখন আগাগোড়া একটা মাটির ঢেলা, একটা কামময় মাংসপিণ্ড। আমার মন কলঙ্কিত হ'য়ে উঠেছে, দেহ ভরে' আমাকে কলুষ বহন করতে হ'বে। সৌন্দর্যের অমরাবতী থেকে আমি নির্বাসিত হ'লুম ; দূরে দাঁড়িয়ে তুমি আমার এ অপমৃত্যু আর দেখো না।

শ্রাবণ পেরিয়ে ভাদ্রে পা দিয়েছি, রমাপতি। তুমি কোথায় ?

কী লোভী এই পুরুষ! প্রণয়োপসনা বরে' চিত্তজয় করবার প্রতীক্ষাটুকু পর্যন্ত তার সয় না, কর্কশ বাহু বিস্তার কবে' দেয়। অমাত্যবিক স্বর্ণায় সরে' গিয়ে নিজের নারীস্ব বক্ষা করি।

স্বামীর সন্ধিগ্ধ হ'বার কারণ ঘটলো। আমাব প্রাগ-বিবাহযুগের কি-একটা ঋতিমধুব কলঙ্ক-কথা তাঁরো কর্ণগোচর হয়েছিলো, তিনি মনে-মনে সেটাকে অতিরঞ্জিত করতে বসলেন। আমাব এই ঔদাসীন্ত এই অগ্রমনস্কতা সবই যে ব্রমাপতিব বিচ্ছেদব্যথাব পরিণাম এমন একটা নিষ্ঠুর কথা আমার সামনে বলতে স্বামী সংকোচ করলেন না। [টীকা : ইন্দীরা বেশ রীতি-মার্কিন্ হ'য়ে উঠেছে, স্বামীর নাম লেখনীর মুখে আনছে না পর্যন্ত।] স্বামীর মুখেব দিকে চেয়ে দেখলুম, সে মুখ স্বর্ণায় কুটিল কুঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে। সংগ্রামে আবাব হলাহল উঠলো।

খবরটা শু-সংসাবেও ছড়িয়ে পড়লো, স্বামীর বন্ধুহলেও। বাবা ফেব তর্জন-গর্জন শ্রুত কবলেন, মা কান্নাকাটি, কাকাদেব মর্চে-পড়া বন্ধুক আবাব তেল মেখে ঝকঝক করে' উঠলো। প্রবাসী ব্রমাপতির লাক্ষনাব কথা ভেবে আমাব দুঃখের আব শেষ রইলো না।

বিক্রীত মনে ব্রমাপতিকে ডেকে এনে তাকে অপমান করবো আমি ব্রমাপতিকে অত ছোট মন নিয়ে ভালোবাসি নি। আমার পৃথিবীতে আর তার পদবেথা পড়বে না, বিশ্বরূপের কূলে তাব চিত্তারচনা কবেছি। আমার এই ঔদাসীন্তের মূলে ব্রমাপতির বিচ্ছেদ নয়, এই নিরর্থক

দেহসর্বস্ব বিবাহ। অথচ এই যোয়ালই আমাকে বইতে হ'বে, মুক্তি আমি পাব না, পেতেও চাই নে। একটা উগ্ৰত কুশ্রীতা থেকে আত্মরক্ষা করছি মাত্র। কিন্তু ঝড়ের ফণা গেলিহান হ'য়ে উঠেছে।

আমি যে আমাব স্বামীকে খুব ভালোবাসি তার একটা লৌকিক প্রমাণ না দেখাতে পাবলে রমাপতির লাহনা ও অপমান সমাপ্ত হবে না। অতএব উৎসুক স্বামীর কাছে অপ্রতিরোধে আত্মদান করলুম। সে-গভীর পরাজয় সে-অনপন্যেয় দাসত্বের লজ্জা আমাকে মুখ বুজে' সইতে হচ্ছে। আমার দেহ রাহুপৃষ্ঠ চন্দ্রের মতো অপবিত্র হ'য়ে উঠলো; সে-রাতে কত যে কাঁদনুম বলতে পারি নে।

স্বামী প্রসন্ন হ'য়ে উঠছেন, আমি ভাল করে' ককেটু আরম্ভ কবেছি। এ লজ্জা আমার ঘুচবে কবে? রমাপতি, এই মর্ষাদাহীন আত্মবিক্রয়েব মানি আমি সইতে পারছি না।

কয়েক মাস যেতেই টের পেলুম আমার শরীরটা অসমঞ্জস হ'য়ে উঠেছে। ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে দেরি হ'ল না। ছি ছি, পরাজয়ের শেষ কলঙ্ক-কালিমায় আমার সর্বাত্ম লিপ্ত হ'য়ে গেলো। এখন মরতেই শুধু বাকি আছে। ছি ছি ছি—ছুপাটা তবু সম্যক প্রকাশ কবতে পারছি না। এই অবাস্তিত সন্তানধারণে গর্ব কোথায়, কিসের আনন্দ? যে-মিলনের পারম্পরিক সমন্বয় ছিল না, সেটা তো দোঁরাছোঁরাই নামাস্তর বলতে হ'বে। তবু স্বামী খুশি হয়েছেন, পঞ্চায়তের দিন ঠিক করে' শাওডি পাঁচ বাঁক উলু

দিয়ে উঠলেন, লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইলুম। দৌহিত্রের জন্মসম্ভাবনার সংবাদ পেয়ে এক লেফাফায় মা-বাবা আনন্দ-অভিনন্দন পাঠিয়েছেন, তার মধ্যে কাকি-মারাও খেলো রসিকতা করে' পাঠিয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া যে কী গহিত কী বীভৎস ভাবতে পারিনে। সর্বাস্তঃকরণে ঘৃণা করলুম, অথচ স্বামীর কাছ থেকে সতীত্ব রক্ষা করতে পারলুম না।

আমার সেই সোনার দেহ! নরদুর্লভ সৌন্দর্যের উপাসনা করবো এই ছিলো আমার অভিলাষ, নিজের আত্মাকে পবিত্র, দেহকে পরিচ্ছন্ন, দৃষ্টিকে জ্যোতিষ্মান কববো এই পণ করে' ব্রমাপত্যিকে ভালোবেসেছিলুম; কিন্তু আমার যে কী অধঃস্থলন ঘটেছে তা আমি ছাড়া আর কে বুঝবে? আমার আত্মা বুদ্ধিত, দেহ কলুষিত, দৃষ্টি কোতুহলী! আমি এখন একটা যন্ত্র মাত্র। [টীকা: ইন্দ্রিয়াকে মোটামুটি আমরা ক্ষমা করলাম। সে ব্রমাপত্যিকে বিধে কবে' অসামাজিক অন্যায়াচরণ কবে নি, দস্তবমতো গোত্রান্তরিত হ'য়ে বিধে করেছে, এবং আদর্শ স্ত্রী মতো এক বৎসর না পেরতেই সম্ভানের জননী হ'তে চলেছে। সমাজ ও আইন মনের অপ্রকাশ্য তত্ত্বাদি নিবেই মাথা ঘামায় না, বাইরের ক্রিয়া নিয়েই তাদের কারবার। তাই সমাজ ও আইনের বিচারে ত্রীমতী ইন্দ্রি। দেবী বেকসুর খালাস পেলেন।]

ভায়রি-পড়া সাক্ষ করে' অশ্রু হাই তুললো। ইন্দিরা ঘরের কাছে মন দিয়েছে। অশ্রু একবার চোখ ভরে' ইন্দিরাকে দেখে নিলো। চোখে চোখে তাকিয়ে থেকে সত্যি করে' দেখা হয় না; চোখের দৃষ্টি অনন্তলক্ষ্য হ'য়ে ওঠে বলে' দেখাটা হয় সংকীর্ণ। কিন্তু যাকে দেখা যায় সে যদি চোখ ফিরিয়ে অশ্রুমনস্ক, উদাসীন থাকে, তবেই তাকে সম্পূর্ণ ও অসীম করে' দেখা হয়। মানুষের আত্মার পরিচয় চোখের তারায় বা মুখ-মুকুরে—এ-মতটা বিকল্পেও সত্যি নয়। মানুষের আত্মার পরিচয় একমাত্র তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে—গ্রীবা-সঞ্চালনে, কখনো-কখনো বা ডান হাতটি বাড়িয়ে দেওয়ায়। তাই ইন্দিরা যে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে একটা ময়লা নেকুড়া দিয়ে আলমারির কাঁচ সাফ করছে—শুধু ঐ পেছন-ফিরে-দাঁড়িয়ে থাকাকালীন মধ্যেই তার অসীম বেদনার ছায়া পড়লো। নেহাৎ যে আনাড়ি সে-ও ইন্দিরার এই আলাপমহুর অবস্থান-ভঙ্গিটি দেখে ঠিক ঠাহর করে' নিতে পাববে যে সে এত শ্রাস্ত যে, স্থূল বৃন্তবন্ধন ছেড়ে একটি ক্ষীণ বিলীয়মান স্বগন্ধ হ'য়ে শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারলেই বৃষ্টি সে বাঁচে, সে এত বার্থ যে চাঁদ অস্ত গেলে নিশীথ-রাত্রির নদীর যা অবস্থা, তারো ঠিক তাই। অশ্রু তাড়াতাড়ি খাতাটা মুড়ে রেখে ইন্দিরার খোঁপার ওপর ধীরে হাত রাখলো।

ব্যথা অশ্রু বোধ করতে পারে বটে, কিন্তু ঘেঁটে ঘেঁটে তাকে ফেনাতে তার লজ্জা হয়। তাই সোজা মুখের ওপর সে বলে' বসলো : তোমার ঠাইলুটি চমৎকার, ইন্দু। ঠাইলুই নাকি ব্যক্তি—তারো চেয়ে বড়ো সত্য—হাতের লেখাটাই ব্যক্তিত্বের বড়ো সার্টিফিকেট। বার্নার্ড শ'র লেখা পড়ে'ই মনে হবে যে তাঁর হাতের লেখা বিচ্ছিন্ন; তোমার হাতের লেখা দেখে নিশ্চয়ই মনে হ'বে যে তোমার অহুত্বভিত্তিক মানুষের রক্তের চেয়েও গাঢ়, সমাহিত দুঃখের চেয়েও গভীর

তোমার কথারই আমি পুনরুজ্জীৱিত করছি : তুমি অত বেশি গভীর হয়েছ বলে'ই কবি হ'তে পারলে না। তবু তুমি বেঁচে গেছ। তুমি লেখ।

কথাটায় অশ্রু এতো জোৱ দিয়ে বসলো যে ইন্দিরা উঠলো চমকে।

—হ্যাঁ, তুমি লেখ। সেই তোমার বিশীর্ণ জীবনের বসন্ত হ'য়ে উঠুক ; শকুন্তলার তপস্যা যেমন প্রেমের, তোমার তপস্যা হোক তেমনি গভীর আত্মবিবৃতির। নিজে'কে উদ্ঘাটিত করা চাই—উলঙ্গ উজ্জল উদার ! কারু প্রকাশ কর্মে, কারু বা কর্মহীন আত্মোপলব্ধিতে। কেউ হাতে নেয় লাঙল, কেউ বা অস্ত্র, কেউ বা কলম। তুমি কলম নাও ইন্দিরা।

ইন্দিরা হাসলো। বললো—পাগল আর কাকে বলে ? বিধাতা আমাদের হাতে আঙুল দিয়েছেন কলম বা তুলি ধরতে নয়, আলমারির কাঁচ সাফ করতে। আজ যদি কলম ধরে' আঙুলের অপব্যবহার করি, তা হ'লে লক্ষ্মীর শাপে ঘরের কলসের জল আমার শুকিয়ে যাবে। কতো আমার কাজ এখনো পড়ে' আছে, জানো ? যে আসছে তার জগ্নে কাঁথা সেলাই করতে হ'বে, কিছুক ধরে' দুধ খাওয়বার অভ্যাস করতে হ'বে, তার অসুখ করলে ডাক্তারের জগ্নে জরের তালিকা তৈরি করে' রাখতে হ'বে। তা ছাড়া আমার আর কিছুই লেখবার নেই, অশ্রু। এককালে লিখেছিলুম, কারণ রমাপতির কাছে জবাবদিহি না দিয়ে আমি পার পেতুম না। রমাপতি কাছে ছিলো না বটে, কিন্তু সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করে' ছিলো। এখন আমি বন্দিনী, শুধু সংসারে নয় অশ্রু, আমার দেহের কারাগারে।

অশ্রু জিগগেস না করে' পারলো না : রমাপতি কোথায় এখন ?

ইন্দিরার মুখের ভাবের একটুও পরিবর্তন হ'ল না। তেমনি বললো—জানি না। তার খোঁজ করতে আমার স্পৃহাও নেই।

আমার এত উদ্ভূত স্ত্রী নেই অশ্রু যে, রমাপতিকে মনে-মনে চিরস্মরণীয় রেখে ছ' বেলার দৈহিক কর্তব্যগুলোকে হুদম্পন্ন করতে পারবো। সজ্জা বাদিয়ে তা সহ্য করবার মত আমার মেরুদণ্ড বলশালী নয়! তাই রমাপতিকে আমি হারিয়ে যেতে দেয়েছি। ছেলেবেলার মার কোলে শুয়ে গাছের পাতার ফাঁকে যে-আকাশ দেখা যায় সে-আকাশকেও পরে মনে হয় ধূলো দিয়ে তৈরি। আমি রমাপতিকে ভুলতে পেরেছি বলেই তাকে ভালোবেসেছিলুম বলে' আর অহুতাপ করি না।

এ-উত্তরে অশ্রু খুশি হবে কেন? তাই ফের জিগ্গেস করলো : কিন্তু যা তুমি দেহে-মনে একান্তরূপে বিশ্বাস করেছিলে তার থেকে এতো সহজে তুমি প্রত্যাহার হ'লে কেন? আমি হ'লে—রমাপতির সঙ্গে না হোক, নিজেকে একা বেরিয়ে পড়তুম।

ইন্দিরার মুখে আবার সেই স্নান হাসি। বললো—আর আমি একটিও কথা না কয়ে' গলায় আঁচল জড়িয়ে নীচু হ'য়ে' প্রণামের ভঙ্গিতে ঘাতকের খড়্গ আশ্রয় করলুম, অশ্রু। আমি না বলতে পারি কথা, না পারি করতে প্রতিকার। আজ মৃত্যু যদি আসে, আমি এমন দুর্বল যে একবাবো বলবো না হয় ত' : না, আমি মবতে চাই না। আমি ধীরে ছ' বাহু প্রসারিত করে' দেব! কিন্তু বলো : কেরোসিন টেলে দেশলাইর কাঠি ধরাও, ভয়ে আমার বাথ রুমে ঢুকে ছ' ঘণ্টা ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে হ'বে। মরবো ভাবলে আমার ভারি তৃপ্তি লাগে, কিন্তু রোগের যন্ত্রণায় আমাকে অন্ধকার ঘরে শুয়ে থাকতে হ'বে ভাবলে আমার না পায় খিদে, না থাকে ঘুম।

ইন্দিরার কতকগুলি রুক্ষ চুল হাতে নিয়ে অশ্রু বললো—কিন্তু চেহারার এ কী ছিঁচিঁ করে' রেখেছো? মরবে কি করে' ? এ-রূপ দেখে যমেরো কচি হবে না যে।

ইন্দিরার স্বর শুকনো, কঠিন হ'য়ে উঠলো : যে-যমের কচিতে আমার দেহ এ-রূপ ধরেছে তার থেকে ত্রাণ পেলোও যে আমি বাঁচি। কিন্তু অত কথায় কাজ নেই অশ্রু, খানিক আগে বিমল এসে খবর দিয়ে গেলো রাত্রে গাড়িতে কর্তা আসছেন।

অশ্রু উৎফুল্ল হবার ভাণ করলো : তাই নাকি? তা হ'লে তৈরি হ'তে হয়।

—তৈরি! কেন?

—বাঃ, একটা বাক্যুক্ক হ'বে না?

—বাক্যুক্ক কেন?

—তোমার এই দ্রবস্থা কেন করলো? তার কি অধিকার ছিলো?

ইন্দিরা এবার হেসে ফেললো। বললো : দ্রবস্থা তুমি কাকে বলছ? এই আমার ইহজীবনের লক্ষ্য, নারীজীবনের পরমার্থ যে! আমার স্বামী আমাকে আদর্শ গৃহিনীর পদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর প্রতি আমার এত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে তাঁর প্রতি একটিও নির্দয় উক্তি আমি সহিবো না।

অশ্রু হেসে বললো : শুনে খুশি হ'লাম। কিন্তু প্রভাতের কোনো খবর আসছে না কেন বুঝতে পারছি না। ও এলে দিবিয়া লাল্শোর দিকে ভেসে পড়তাম।

—আমার স্বামীর সঙ্গে বাক্যুক্ক না করে'ই?

—তোমার স্বামীর সঙ্গে আমার নিজের লাভের জন্তে লড়াই করার আর কোনো'ই ত' দরকার নেই। তোমার মতো আমি এমন সর্বস্ব দিয়ে লাভ করতে চাই নি বলে'ই ত তাকে আমি ছেড়েছি। তুমি তোমার স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখে থাক, আমি এমন মারাত্মক স্থখ চাইনে, ইন্দিরা।

অশ্রু সরে' বাজছিলো, ইন্দিরা তার আঁচলটা ধরে' কেল্পে। বললো—তুমি এখানে আছ জানলে আমার স্বামী নিশ্চয়ই এক বিষয় হাঁ করে' বিশ্বদে চিংকার করে' উঠবেন। জান ত', তোমার প্রতি তিনি তত ভক্তিমান নন যে, গ্রীকদের মতো কোনো সংবাদ জিজ্ঞাসা না করে'ই পাশ্চ-অর্ধ নিয়ে অতিথিকে সন্মর্দনা করবেন! সত্যিই, তৈরি থাক, অশ্রু।

অশ্রু খিলখিল করে' হেসে উঠলো। বললো—এ তুমি নিশ্চয়ই স্বামীর প্রতি নির্দয় ভাষা প্রয়োগ করছ। তুমি আজো তত বড় সতী হ'য়ে উঠতে পারো নি। দাঁড়াও, প্রভাতকে একটা চিঠি লিখে আসছি ফের। আরো কথা আছে।

দীর্ঘে দীর্ঘে বিকেল হ'য়ে এলো। আটটা বাজতেই নির্মলের ট্রেন এলাহাবাদ পৌঁছবে। বাড়িতে আসতে কতটুকুই বা পথ! ধরা যাক পাঁচ মিনিট—সঙ্গে মাল-পত্র থাকবে না বলে' হেঁটে আসবারই সম্ভাবনা। আরো ঘণ্টা তিনেক বাকি আছে দেখছি। অশ্রু এতো সময় করবে কী? হঠাৎ মনে পড়লো বীণা ও বিমলের সঙ্গে তার আজ যমুনায় বেড়াতে যাবার কথা আছে। ফিরতে যদি রাত বেশি হ'য়ে যায়? তার চেয়ে প্রভাতকে একটা লম্বা চিঠি লেখা যাক। কেন যে এতদিন ও চূপ করে' থেকে চিন্তিত করছে—

দরজায় টোকা পড়লো। বিমল বললো—তৈরি হয়েছেন, অশ্রু-দি? বীণা এসেছে।

দরজা খুলে অশ্রু বেরিয়ে এলো। শুকনো মুখে বললো—বড় বিচ্ছিরি মাথা ধরেছে, তোমরা দু'টিতেই বেড়িয়ে এসো। আমাকে আরেক দিন নিয়ে যেয়ো না-হয়।

অশ্রু-দির সহাঁহুভূতিপূর্ণ বিবেচনায় দারুণ খুদি হ'য়ে বিমল আর বাগ্‌বিস্তার না করে' চলে' গেলো। দাদা আসছেন, তাই ঘর-

দোর ফিটফাই করে' রাখতে বৌদি' ত ব্যস্তই থাকবেন। তা ছাড়া বুড়ো বয়সে বৌদির নৌকায় বেড়াবার সখ নেই। বৌদি যে অশ্রু-দ্রব সমবয়সী, এ-কথা কেউ শপথ করে' বললেও বিমল বিশ্বাস করতো না; কেন না বিয়ে করলেই লোকে বুড়ো হয় কি না ঠিক নেই, তবে লোকে বুড়ো হ'লেই বুঝি বিয়ে করে। তবু, বৌদিও সঙ্গে যাবেন বলে' বীণার অভিভাবকদের মত নেওয়া হয়েছে বলে', তাঁকেও একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার। বীণা জাম্বুক, নেহাৎ ডগবান সদয় বলে'ই বৌদিও মুখ ফেরাবেন।

—যমুনায় বেড়াতে যাবে বৌদি? ফোর্ট থেকে ব্রিজ্‌।

—দূর পাগল।—বৌদি ঝামটা দিয়ে উঠলেন।

বিমল বীণার মুখের পানে চেয়ে এমন একটু হাসলো যে সেই আনন্দের রঙ বীণারো সারা দেহে বিকীর্ণ হ'য়ে পড়লো।

অশ্রু জানালা দিয়ে দেখতে পেলো বীণা আর বিমল টাডায় গিয়ে উঠলো—কোচোয়ানব পেছনে—পাশাপাশি। ছ'জনেই নীরব, স্পর্শ-বিবহিত। বসবার জায়গায় বীণা নিজের শাড়িটাকে পর্যন্ত বিস্তৃত হ'তে দেখে নি, নিজের চতুর্দিকে সংকুচিত করে' বেখেছে—পাছে তার সামান্য একটু ছোঁয়া লেগে এই নির্বচন গভীরতার তপোভঙ্গ হয়। বিমল উদাসীন, যেন নিষ্ক্রিয় অসহযোগ আন্দোলনের নেতা! বীণা যে তার কাছে আছে, ঘিরে আছে নির্নিরাক্ষ বায়ুমণ্ডলীয় মতো—এ-টুকু সে না-দেখে ও না-ছুঁয়ে সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করেছে। কথা বলাটা অবাস্তব, ছোঁয়াটা ছন্দপতন। বিমলের এই সেই বয়েস যখন মাধুরীকে ভালোবেসে গল্পে মাধুরীর সঙ্গে কাল্পনিক কথোপকথনচ্ছলে মাধু বলে ডাকতে সাধ হয়। এই সেই বয়েস যখন বীণা যমুনার জলের ওপর নৌকায় উঠে হঠাৎ ঠিক ঠাহর করতে পারবে না—কোনটা বেশি স্বন্দর, ইলিশ-মাছের

আশের মতো চিক্চিকে জ্যোৎস্না-খোয়া জল, এই ভয়ঙ্কর নিস্তরতা না
 বিমলের মুখ। ব্যস্ততা নেই, প্রকাশ-প্রাচুর্য নেই, প্রশ্ন নেই, উত্তর নেই,
 লক্ষ্যাভিমুখী সন্ধান নেই—শুধু নিজের অহুভূতিতে নিজেই নির্বাসিত।
 এই সেই ব্যেস! টাঙা যতোকণ না অদৃশ্য হ'ল অশ্রু জানলা ছেড়ে
 উঠলো না। খানিকক্ষণ এটা-ওটা নাড়াচাড়া করে' অশ্রু অবশেষে
 বাথ-রমে গিয়ে ঢুকলো গাত্রমার্জনা করতে। বিকেলে স্নান করাটা
 তার একটা দৈনন্দিন বিলাসিতা। ইন্দিরার মতো শরীর নিয়ে সে
 ছিনিমিনি খেলতে বসেনি। যে যৌবন বাইরের খোলস মাত্র তা খসে'
 গেলে ওর দুঃখ নেই, কিন্তু যৌবনকে অতিক্রম করে'ও তার স্বাস্থ্য যেন
 এমন দৃষ্ট থাকে। ও শুধু হৃদয়হুভূতি দিয়ে নয়, দেহের প্রতিটি
 রোমকূপ দিয়ে আকাশ ও জীবনের আনন্দ পান করতে চায়। ওর এই
 দেহ মনকে আঘাত থেকে রক্ষা করবে, স্নান হ'তে দেবে না—প্রাণকে
 বৃহত্তর উপলব্ধির দিকে নিত্যকাল উন্মুখ, ধাবমান রাখবে—ওর এই
 স্বাস্থ্যই দেহকে কলুষিত হ'তে দেবে না। অশ্রু স্নানের ঘরেব দবজা বন্ধ
 করে' কাপড় ছাড়তে লাগলো। বাথ-রমের উঁচু জানলা দিয়ে পডন্ত
 রৌদ্রের সোনার একটু টুকরো গামলার ওপরে পড়ে' ঝিক্‌মিক্‌ করছে।
 অশ্রু Donneএর ভক্ত—টার অনেক লাইন তার মুখে-মুখে। এখন সে
 এই তিনটি লাইন আবৃত্তি করছে :

Full nakedness ! All joys are due to thee :
 As souls unbodies, bodies unclothed must be
 To taste whole joys.

রাত বেশি হয় নি। কিন্তু নিঝুম ঘুমন্ত পাড়াটার দিকে তাকালে মনে হয় ভোর হ'তে বুঝি আর দেরি নেই। অশ্রু সানানিধি একখানি শাড়ি পারুলো; বিকেলের বাঁধা চুলগুলি খুলে ফেলে পিঠের থেকে দু'ভাগ করে' বুকের ওপর মেলে রাখলো। রূপোর একটা বুম্‌কো ফুল খোঁপায় গুঁজলে তাকে মানায় বটে, কিন্তু তাতে নেহাৎই চপলমতি বলেজের মেয়ে বলে' মনে হয়। তাই সে ইন্দিরার বাগান থেকে একটি রজনীগন্ধার কলি ছিঁড়ে এনে খোলা চুলের মধ্যে আলগোছে আটকে নিয়েছে।

ইন্দির। তোলা-উম্মনে লুচি ভাজছে—স্বামী-সেবায় তার বেশ হাত খোলে। স্বামীর আহাৰ যোগাতে সে কার্পণ্য করবে এতটা অমুদার সে নয়। তাই রাতের জন্তে সেজে থাকতেও সে ভোলেনি। সতীত্বের একজিবিশানে ইন্দিবাকে গোন্ড্‌ মেডেল দেওয়া উচিত। স্বামীর স্তুতিধ্বনি জন্তে সে নিজেকে সতী বানিয়ে বসেছে।

সোনার অবসর। অশ্রু তাড়াতাড়ি নয়—খুব আন্তে, সংস্কৃত করে' বললে—মস্থর পদক্ষেপে নির্মলেব ঘবে এসে প্রবেশ করুলো। নির্মলের ঘরটা একটু বাইরের দিকে—একটা বারান্দা না পেরলে সে-ঘরের নাগাল পাওয়া যায় না। সেই বাবান্দাতেই ইন্দিরা একটা কাঠের টুলে আয়েস করে' বসে' স্বামী-আপ্যায়নের যোগাড় করছিলো। অশ্রুকে সে দেখে ফেললো। জান্তো বটে নির্মলের সঙ্গে অশ্রুর আজ বাতেই দেখা-করার জোর তাগিদ পড়েছে; বরটা ইন্দিরার কাছে তার সন্তানধারণের চেতনার মতো মারাত্মক নয়। অশ্রু যেমন মেয়ে—এবং তার সঙ্গে ওর যতটা ঘনিষ্ঠতা, তাতে তার গায়ে-পড়ে' আলাপ করাটার ব্যাখ্যায় সে নির্লজ্জ বলে' অভিহিত হ'ত না। তবু অশ্রুকে আজ যেন ওর কেমনতরো লাগলো। অশ্রুর মধ্যে আজ সব চেয়ে অভ্যুগ্ররূপে প্রথর হচ্ছে এই—ও মোটেই আজ সাজ করেনি, নিতান্তই

খেলো একটি শাড়ি, মোটা একটা শাদা ব্লাউজ—এবং চুলের আড়ালে হস্তভ একটি রজনীগন্ধার কোরক—রম্যপতির প্রতি ওর কিশোরকালের প্রথম প্রেমের সলজ্জ অহুভূতির মতো। রজনীগন্ধা দেখে হঠাৎ রম্যপতিকে মনে পড়লো বলে' ইন্দিরার কাছে অশ্রুর এই নিবলকার চেহারা সন্ধ্যের কুয়াসায় কেমন-ধেন ঝাপসা হ'য়ে উঠলো। ইচ্ছা হ'ল অশ্রুর আবির্ভাবের আগেই সে গিয়ে তার স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে রক্ষা করে।

বিয়ের আগে নির্মলের সঙ্গে অশ্রুর যে একটা ব্যাপার হ'য়ে গেছে সেটা ইন্দিরা আগে অস্পষ্ট করে' জানলেও অশ্রু এমন মুখচোরা বা লাজুক নয় যে, শতকরা নিরানববুই জন বাঙালি মেয়ের মতো মূঢ় আত্ম সম্বন্ধনের চেষ্টায় তা ফিকে বা ফাঁকা করে' তুলবে। বরং সে এমন স্পষ্ট ও প্রখর যে, রঙ ছড়িয়ে ব্যাপারটাকে বিচিত্র করে' বর্ণনা করে' সে নিজের চরিত্রকে শ্লাঘা বলে'ই সপ্রমাণ করতে চেষ্টা পেয়েছে। অতুর কাছে যেটা হ'ত অযজ্ঞ সেটা অশ্রুর কাছে নিতান্তই নগণ্য, বরং উন্টো করে' স্থলপাঠ্য রচনার ভাষায় সেটা তার আত্মোপলব্ধির লোপানস্বরূপ ! নির্মল যে তাকে দুই হাতে স্থণায় ঠেলে ফেলে দিয়েছিলো সে-কথা গম্ভীর হয়ে বলতে সে মনে বেশ জোর পায়, এবং যে-তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলো তারই-দ্বারাে অবতীর্ণ হ'য়ে সে নতুন করে' বন্ধুতা প্রার্থনা করে ! ব্যাপারটার মধ্যে স্বাভাবিকতা কিছু নেই—প্রস্তাব শুনে ইন্দিরা হেসেছিলো মাত্র, কিন্তু বাস্তবে অশ্রুর এই উত্তোগ দেখে তাকে আশীর্বাদ করতে ওর হাত উঠলো না। বরং যে-লোক একদিন একটি মেয়ের এত সব অসদাচার ও অবরতার বিরুদ্ধে নিজের পুরুষত্বকে ছুঁগাম রেখেছিলো সেই তার স্বামী, এ-কথা জেনে ইন্দিরার গৌরবের আর সীমা রইলো না। স্বামীর কাছে সে সশরীরে নিজেকে বলি

দিয়েছে মাত্র—এই চেতনাটাকেই সে হঠাৎ আজ রূপান্তরিত করে' নিল : স্বামীর চরিতার্থতার জন্ত সে সাধী ও পতিব্রতায় যতো নিজেকে খেঁচায় ও সপ্রেমে উৎসর্গ করেছে। দেহের যতো সব বাঁধা বিধান আছে তার থেকে একচুলও বিচ্যুতি ঘটেনি;—মন একটা বাজে বিলাসিতা, তাকে বেশি দিন পৃথিবে রাখার খরচ পোষায় না। অতএব—

মৃত রমাপতি, তুমি মৃত। তোমার ছায়া আমরা দেখেছিলাম। ইন্দিরার মন-মুহুরে—সে-আয়না চোঁচিব হ'ল। তোমার মৃতিও তাই বিধগুণ্ড—এই অবমাননা তুমি সযোনা। তোমাকে আমরা সময়ের নদীতে বিসর্জন দিলাম। তুমি এখন কোথায় আছ, সামান্য কোনো ইস্কুল-মাষ্টারি করবার অবকাশে ইন্দিরার মতোই অগ্রযোজনে পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে কি না—সেই সব অবাস্তব বিষয়ের খোঁজ করে' তোমার লৌকিক অস্তিত্ব প্রমাণ করা একেবারেই বৃথা, রমাপতি। আমাদের রমাপতি আজ মবলো—সেই রমাপতি সূর্যের আলোতে বেশিকাল স্বপ্রকাশ থাকে না, সেই রমাপতি অদাবধানে নারীর জীবনে একবার মাত্র পদার্পণ করে।

ইন্দিরার আজ বিধবা-বেশ। দেখবে এস। সীমস্তে সিন্দূর—শৃঙ্গারভূষণ; পায়ে আলতা, ছ'হাত-ভরে' তার আভরণ। পরনে মারহাটি গরদের শাড়ি, ব্লাউজ-পিস্টা দিবিয়া খাপ খেয়েছে—বাহু দু'টি লীলা-বল্লয়িত; দুই চোখে ভাবী মাড়ম্বের মধুরতা! তুমি তার এ বিধবা-বেশ দেখো না। তোমার কাছে সে গণতোষিণী।

ইন্দিরার এতক্ষণে ঠাহর হ'ল অশ্রুর এই আকস্মিক আবির্ভাবের পেছনে একটা গুঢ় অর্থ আছে। সহসা কলেজের বন্ধুর প্রতি তার এই অহরাগের কোনই মানে হয় না, এর সঙ্গে আরেকটি উল্লেখ্য ছিল। নেটা যে কার প্রতি, দাঁত নিয়ে ঠোটটা একটু কামড়ে ইন্দির ঠিক

ধরতে পেরেছে। অবশিষ্ট অক্ষরও সেটা সোজাসুজি খুলে বলেছিলো—
 কোথাও তার বাধে নি। সে নাকি দেশভ্রমণে বেরিয়েছে, মাঝ-পথে
 থেমে দে তার অতীতম শিকারের জন্ত কয়েকদিন ৩৭ পেতে থাকবে—
 তারপর দু'জনে একসঙ্গে লাহোরের দিকে ভেসে পড়বার আগে সে
 ইতিমধ্যে একা নির্মলের সঙ্গে মরা প্রেমটাকে একটু ঝালিয়ে নেবে
 মাত্র। দেহস্থ-কাঙাল স্বামীর প্রতি ইন্দিবার স্নেহ জ্যাম্-এর মতন
 ঘন ছিল না বলে' অক্ষর এই প্রোগ্রামটা তার কাছে গোড়াতে মনঃপূত
 হয় নি, এমন বলা যায় না। মেয়ে যেমন বেহায়া—ইন্দিরা এখন
 রীতিমত বর্বর ভাষায় ভাবতে পারছে—তার পক্ষে এই দুর্নীতিটা
 অশোভন নয়। কিন্তু সে যখন স্বভাবের ব্যতিক্রমে একেবারে তপস্বিনীর
 বেশ পরে' নিঃশব্দে অতিমহুর পা ফেলে ফেলে স্বামীর ঘরের দবজার
 পর্দাটা সরালো, তখন নিমেষে ইন্দিরার চোখে সমস্ত ঘর-বাড়ি যেন
 ভূমিকম্পে কঁপে উঠলো। এটা কেন যে তাব সহিলো না বলা কঠিন।
 শুধু যে সে অক্ষর আচরণ মার্জনা করলো না তাই নয়, স্বামীর প্রতি
 তার প্রতিদিন এই অবহেলাকেও সে ক্ষমা করতে পারলো না।
 সামান্য লুচি ভাজতে ভাজতে হঠাৎ কোথা থেকে তার এক মমতা
 উথলে উঠলো যে শুধু স্বামী নয়, অনিচ্ছাধৃত ভাবী সন্তানকে পর্যন্ত
 তার রমণীয় লাগছে। কি জানি কি ভেবে ইন্দিরা চট করে' দাঁড়িয়ে
 পড়লো, নিজের দিকে বার কয়েক চোখ বুলিয়ে নিলো—সত্যিই সে
 সুন্দরী, এবং সে-সৌন্দর্য সে মা হবে বলে'।

এটা সত্যিই ভাবি আশ্চর্য। কিন্তু মেয়েমানুষের পক্ষে আশ্চর্য
 আর কী আছে! ছাত্রা রঙ-বদলানো সঙ্ঘারাগ। তাদের মনের ঘড়ির
 কাঁটা চলতে বন্ধ হ'লে দম দেবার জন্ত তাদের আর ব্যস্ততা থাকে
 না। একটা ধরা-বাঁধা সীমার মধ্যে নিজেকে কোনরকমে খাপ

খাওয়াতে পারলেই তারা বাঁচে। যতোক্ষণ পর্যন্ত এমনি খামতে না পাবে ততদিন তাদের যত-সব ফ্যাশান : কেউ বলে ভালোবাসি, কেউ বলে বিয়ে না করে' পি-এইচ . ডি. হ'ব। মেয়েরা যাকে বলে ধর্ম, বিজ্ঞান তাকেই বলে গ্রাকামি।

বস্তুত ইন্দিরার এই মনোভাবের ব্যাখ্যাও একটা নিশ্চয় আছে। পুরুষ নারীকে যেমন কবে' চায় তাকেও ঠিক তেমনি ভাবেই ধরা দিতে হয়। যেখানে মেয়েরা নিজের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব দেখাতে গিয়েছে সেখানেই তার এমন একটা রোগ হয়েছে যেটাকে শুদ্ধ করে' বললে বলতে হয় হিষ্টিরিয়া। তাই কোনো কোনো পুরুষের কাছে নারী দেবী—কল্পনা-কায়া ; যেমন নারীতৃপ্ত সন্তানপরিবৃত দাস্তুর কাছে বিধাদিচে ছিল ! কাক কাছে সে পিশাচী—নারীর তখন পিশাচী না হ'য়ে উপায় ছিল না, পুরুষ তাকে তেমনি কবে' চেয়েছে। কেউ চায় মেয়েব মাঝে একটা হাবা-গোবা ছেলেমানুষি ভাব, মেয়ে তাই অবিকল নকল করে' সংসারের চোখে সাফল্যের সাট্রিফিকেট নেয় ; কাক কাছে নাবী শুধু এজোডা জঘন, কাক কাছে বা মূর্তিমতী অস্পৃশ্যতা। একটা প্যাটার্ণ না পেলে মেয়েদের মুক্তি নেই—ঘে-বকমেই হোক একটা প্যাটার্ণ-মাফিক জীবন না পেলে ওরা হয় অকারণে পিকেটিং করবে, নয় ধূয়ো ধরবে বিয়ে করবো না। তরল জল রাখবার জন্তে পাত্র চাই। জলের কি রঙ আছে ? পাত্রের রঙ তার রঙ।

ইন্দিরা একবার ভাবলো পদা' সবিয়ে ও-ও ঢুকে পড়বে কি না। স্বামী বাড়ি পৌঁচেছেন প্রায় আশঘাট হ'ল, কিন্তু এরি মধ্যে অশ্রু কেমন তৈরি হ'য়ে নিয়েছে। আর ও না গেলো ছুটে কুশল প্রশ্ন করতে, না করলো একটা প্রণাম। নরকেও ওর যায়গা হ'বে না।

অশ্রু পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে দেখলো নির্মল চাকরের হাতের ওপর ভান পা-টা ভুলে দিয়ে জুতোর কিতে খোলাচ্ছে। ঘরে আলো যথেষ্ট ছিল না। এমনি স্তিমিত ফিকে আলোর সঙ্গে একটি ন্নানমুখী মেয়ের বোধ করি একটা নিকট সাদৃশ্য আছে—নির্মল ত' প্রথমটা থমকে গেলো। তবু মুখখানিকে যেন ভারি চেনা-চেনা লাগছে, ভুরুর হালকা টানটি যেন চক্ষুতে আঁকা, লঘু গতিতে সামান্য ক্রান্ত চলার অনায়াস ভঙ্গিটি যেন নিজের নিঃশ্বাস ফেলার সঙ্গে অছূভব করা যেতো। চাকরের হাত থেকে পা-টা সরিয়ে নিয়ে নির্মল লাফিয়ে উঠলো : তুমি, অশ্রু ? আমি স্বপ্ন দেখছি না ত' ? তুমি এখানে ? এলে কবে ?

অশ্রু ধীরে বললো—তোমার কাছে আজ এলাম। বোধ হয় স্বপ্ন হ'য়েই।

নির্মলের এখন এ-সব অবাস্তব কথায় কান দেবার সময় নেই। সে চাপা স্থিতিতে গাল দুটোকে লাল করে' বললে—হঠাৎ তুমি এখানে ? আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না।

আঁচলের তলা থেকে শুভ্র হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে অশ্রু বললে—আমাকে অছূভব করে' দেখ, আমি শরীরী, বেশ স্থূল, নিরাকাবা কল্পনা নই।

নির্মল হেঁচকা-টানে শূ-হুটো টেনে ফেলে সোজা দাঁড়িয়ে পড়লো : এই মাত্র আসছি, জামা কাপড়গুলো এখনো ছাড়া হয় নি। একটু দাঁড়াও।

—বসি। বলে' অশ্রু একটা চেয়ারে বসলো। বললে—আরো একটু দেরি করে' অসুতে পারতাম বটে, কিন্তু দেরি করার মতো দৈর্ঘ্য আমার শেখা হ'ল না। তুমি আজ আসবে বলে' বিকেলে স্নান করলাম, চুলগুলি পিঠের ওপর প্রসারিত করে' রাখলাম। বাগান

থেকে এই পরিচ্ছন্ন ফুলটি তুলে এনেছি। অশ্রু চুলগুলির গ্রন্থি থেকে রজনীগন্ধার ছোট্ট কুঁড়িটি আলগা করে' আনলে: ঘেন বঞ্চিত তাপসী ফুলটি! নির্বাককুণ্ঠিত। আমার মতো প্রগল্ভতা ওর স্থলভ নয়। কিন্তু ধাই বল, ওরই মতো মনটা এমন লম্বু ও পরিষ্কার হ'য়ে গেছে যে কী বলব? তুমি কেমন আছ?

—ভালোই আছি। আমাদের আবার ঝাকাঝাকি! দাঁড়াও, বাথ-রুম থেকে চট্ট করে' মুখ হাত-পা ধুয়ে আসি। তুমি যে এসেছ ইন্দিরা জানে তো?

—মানে, আমি আজ এসেছি নাকি? ইন্দিরা জেনে বড়ো হয়েছে।

—বেশ, ভালো কথা। তুমি এসেছ, আমার কী যে ভালো লাগছে। আমি একটুও আশা করি নি কিন্তু। আচ্ছা। এই বলে' নির্মল পর্দা ঠেলে পাশের স্নানের ঘরে চলে' গেলো।

অশ্রু একা। সমস্ত ঘরে ধূসর সন্ধ্যাছায়া। মিলনশেষের প্রথম ক্লাস্তি মতো ঘন। এটি নির্মলের বসবাব ঘর। ভারি ফিটফাট, বাহ্যিকবজ্জিত। ছত্রিশ ইঞ্চির ছোট একটা সেক্রেটারিয়েট টেবল, পিঠেব আধখানা পর্যন্ত তোলা ছোট একটা ঘোরা-চেয়ার, টেবলের ওপরে দু' তিনখানা মোটা মোটা অঙ্কেব বই, অঙ্কেব কাগজ-পত্র। দেয়ালের তাকে ব্রঞ্জের একটা বড়ো মূর্তি—মুণ্ডহীন। অঙ্ককাবে ঝাপসা। মূর্তিটা প্রশস্ত, দুর্দর্শ। আবছারায় এইটুকু তার আভাস। এতো বড়ো ঘরে নির্মল নিজের জন্তে এইটুকু স্থান মাত্র অধিকার করে' আছে—চারিপাশের শূন্যতাটা যেন কর্ম দিয়ে ঠাসা; সেই শূন্যতাটা আলস্লাম-বকাশের প্রকাশ নয়। ঘর দেখে অধিবাসী সম্বন্ধে ধারণা হয়, যেমন সংসর্গ থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষকের চরিত্র বিচার করে। এ ঘর দেখে কে না বলবে যে নির্মলের মনে ভাবাবুলতার কণামাত্র কুস্মা নেই,

তার মন ফাস্তনের রোদ্রের মতো খটখটে, ছুরির ফলার মতো প্রখর।
তেজস্বী ঋজু উজ্জল! সারা ঘরের আবহাওয়ায় একটা নিবিড়
তেজোময়তা আছে। সেটি অশ্রু যেন স্পর্শ করতে পারে। একটা
দুর্নমনীয় কাঠিন্তের তেজ, কিন্তু সে-নিষ্ঠুরতার মাঝে কোথায় যেন একটা
অস্থলীন মাধুর্য!

বড়ো একটা টার্কিশ তোয়ালে দিয়ে মাথার চুলগুলি মুছতে মুছতে
নির্মল ঘরে ফিরে এলো। আঁচলের খুঁটে সমস্ত বুক ঢাকা পড়ে নি,
স্ফীত স্ফার বন্ধ—প্রেয়সীর যোগ্য উপাধান। পা দুটি নয়, সিন্ধু
অঙ্গ থেকে সন্তান্রানের একটা শাস্ত গন্ধ আসছে। স্নান করবার পর
পুরুষকে যে এমন জ্যোতিঃসিদ্ধ ও সুন্দর লাগে এটা অশ্রুর জানা ছিল
না। সে চেয়ারটাতে স্থির হ'য়ে বসে' বইলো।

খানিকটা লাইম্-জুম চুলের মধ্যে রগড়ে নিয়ে নির্মল হেসে বললো
—প্রসাধনটা তোমার সামনেই সেরে ফেলি। কি বল? আমার এই
রবর বেশ দেখে তুমি আহত হ'য়ে না। বলে' নৃঞ্জির মতো খাটো
করে' পরা কাপড়টার প্রতি সে ইঙ্গিত করলো।

অশ্রু একেবারে প্রশ্ন করে' বসলো : আমি আসবো এমন আশা তুমি
একটুও করনি কেন?

প্রশ্নটা শুনে নির্মল থামলো; জিজ্ঞাসায় একটু যেন অহুযোগের
অঙ্গুনয় আছে। হেসে বললে—আমি পৃথিবীতে আশাই কিছু কম করি,
অশ্রু। তা' পূর্ণ হবে না বলে' নয়, আশা করবার মধ্যে চিন্তের কণিক
অব্যবস্থা ঘটে। অথবা অতখানি শক্তি ব্যয় করতে ইচ্ছে হয় না।

অশ্রু চোখ নামিয়ে বললে—কিন্তু চোখের জানলা দিয়ে মন যদি বারে-
বারে ঊঁকি মাঝতে থাকে তখন চোখ বুজলেই অবাধ্য মনকে শাসন করা
হয় না। তোমার মনে আমার আসন নেই ব'লেই তোমার আশা নেই।

ততক্ষণে নির্মল জামাটা গায়ে দিয়েছে। অতিরিক্ত চেয়ারটিতে বসে' সে স্বচ্ছ হাসিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করে' তুল্লো : যাকে বর্জন করেছি তাকে আহ্বান করবার ভাষা থাকে না। যদি বলো, আশাও ছিল না। কিন্তু আমার কাছে ফের ফিরে আসবার তোমার কি কোনো প্রয়োজন ঘটেছে ?

লক্ষ্যায় স্নায়ুগুলো অত্যন্ত স্নিগ্ধ হয়েছে বলেই অশ্রুর কথায় তীক্ষ্ণতা নেই। সে ঠাণ্ডা মেয়ের ওপর পা দুটো একটু ঘষে' বললে—তোমার যেমন আকাজ্জনা নেই আমারো তেমনি প্রয়োজন ঘটে না। ইচ্ছাই আমার বাহন—সবস্বতীর যেমন হংস।

—লক্ষ্মীর যেমন পাঁচ। নির্মল এমন একটা সহজ রসিকতা সংবরণ কর্তৃতে পারলে না : তোমার ইচ্ছাটা পেচক জাতীয়-ই।

অশ্রু চোখ তুলে বললে—তুমি আমাকে আজো অপমান করবে নাকি ?

নির্মল অস্থির হ'য়ে উঠলো : ছি ছি, না, না, সে-কথা নয়। আমার কথাগুলোই অমনি মেডো, বুনো। তুমি আজ আমার অতিথি—তোমাকে অপমান করব কী ? ছি ! ওটা একটা ছেলমান্বি করলাম মাত্র। এত বুদ্ধি রেখে এ-কথাটি বোঝ না ?

বোঝো, কিন্তু তবু কথার সুরে কোথায় যেন বিদ্রূপের খোঁচা আছে। অশ্রু বললে—বর্জন আমিও তোমাকে করেছি, সে-গৌরবের ভার তুমি একা নিলে চলবে কেন ? কিন্তু বর্জন করেছি বলে'ই তোমাকে বিশ্বাসিত্তে বিসর্জন দিতে হ'বে আমার বদ্ধতা এতটা অহুদার নয়। বুঝলে ?

নির্মল নড়ে' বসলো ; টিনের ছোট বাক্স খুলে একটা ইঞ্জিপশিয়ান সিগারেট ধরালো। বললো তাহ'লে আশ্রয় হ'লাম। কিন্তু আজো যদি জম্বাট নিরেট অশ্রু নিব'রবন্তার মত উদ্বেল হ'য়ে উঠতো, তা, হ'লে আমার আর পার ছিল না ; আশার চেয়ে' সে-ভয়ই আমার বেশি ছিল।

যাক, আমিও এখন মুক্তকণ্ঠে একটু কবিত্ত্ব করি। জানো, অশ্রু, জীবনে দু'টি জিনিস কখনো কিরে আসে না : এক, মৃত শৈশব, আর প্রথম প্রিয়া।

কণ্ঠস্বর স্নিগ্ধ করে' অশ্রু শুধোল : আমি কি তোমার প্রথম প্রিয়া ?

একটু ঘাবড়ে গিয়ে নির্মল বললে—তুমি অমন সোজা করে' প্রশ্ন কর কেন ? এ তোমার মারাত্মক দোষ। আমি এখন এ-প্রশ্নের কি উত্তর দেব ? একটা সিগারেট ধাবে ত' খাও।

—না, এখন খাবো না। অশ্রুর স্বর ভারি ঘোলাটে !

নির্মল বললে—চুল সিঙ্‌ল্‌ড্‌ করনি ? বড়ো চুল রাখাটা ত' সেকেনে, কালিদাসি আমলের।

অশ্রুর উত্তরে নির্মম : পুরুষের মনোহরণ করতে দীর্ঘ চুল আমাদের দেশে এখনো প্রশস্ত। ইউরোপে যদি কোনো দিন যাই এবং কোনো প্যারিসিয়ান যদি আমার গায়ের এই শ্রামল রঙ দেখে মুগ্ধ হ'য়ে আমাকে প্রার্থনা করে, আমি তাকে খুশি করতে তখন না-হয় চুল ও পোশাক খর্ব করে' ফেলবো। আমার সময় আছে।

—হ্যাঁ, আছে। কিন্তু একবার চুল ঘাড়ের তলায় এনে ছেঁটে ফেললে দেশে ফিরে তাকে ফের গজিয়ে আবার কোনো বেচারী বাঙালি যুবককে মুগ্ধ করতেই যা সময় লাগবে। তা, বেশ ! প্রভাতকে ছেড়ে প্যারিসে যাবার মতলব আছে নাকি ?

—আছে বৈ কি। প্রভাতো সঙ্গে যেতে পারে।

—প্রভাত যাবে ? প্যাসেজ জোটাবে কোথেকে ? যাট-টাকার কেরানির এত মুরোদ ! অবশিষ্ট, প্রভাত যদি যথেষ্ট পণ নিয়ে কোনো বাঙালি মেয়ের কুলরক্ষা করে ! তখন তার বউ তাকে তোমার সঙ্গে যেতে দেবে কেন ?

অশ্রু ঝিটুঝিটু করে' উঠলো : সে-ভাবনা তোমার না করলেও চলবে। কিন্তু আমি যা জিজ্ঞাসা করছি তার উত্তর দাও। তুমি আমাকে কোনোদিন ভালোবেসেছিলে ?

নির্মলের মুখে সেই ক্ষণস্থায়ী হাসি—যে-হাসি মুখকে প্রসন্ন করে না, অন্তর্ধানের সঙ্গে-সঙ্গে একটা কঠিন দৃঢ়তা রেখে যায় : এ-প্রশ্নের একটা উচ্চারিত উত্তর আছে নাকি ? তুমি কিছুই অস্বভব করতে পারো নি ?

অশ্রু স্পষ্ট করে' বললো—আমি অস্বভবে বিশ্বাস করি না, আমি উচ্চারণ চাই।

—এই জন্তেই তোমার সঙ্গে আমার মিললো না। তুমি কর্মে প্রবল, প্রতিজ্ঞায় প্রথর হ'তে পার, প্রকাশে তোমার একটা অপরিমিত উদ্বেগ থাকতে পারে, কিন্তু যখন ভাবি অস্বভব তোমার দিকে, তখন—তখন তোমাকে সর্বাস্তঃকরণে ক্ষমা করতে পারি না, অশ্রু। এই আমার স্পষ্ট উত্তর।

অশ্রু একটুখানির জন্ত কোনো কথা কইলো না। নির্মল ফের বললে—আচ্ছা, সত্যি করে' তুমি কাউকে ভালোবেসেছ ? তুমি প্রভাতকে কি এত ভালোবাস যে তার প্রেম না পেলে তুমি এই প্রকাণ্ড পৃথিবীতে একেবারে একাকিনী হ'য়ে যাবে ? তোমার অন্তরে বৈধব্যের সেই বৈরাগ্যবোধ আছে ? তোমার হ'য়ে আমিই-উত্তর দিচ্ছি : নেই। যে-প্রেমে একপ্রাণতা আছে, যার অস্বভবে মানুষ বিরহের অন্ধকার থেকে বিশাল আকাশের সৃষ্টি করে—সেই প্রেম তোমার আছে ? কতগুলি ফাঁকা কথা'র মূলধনে এ জীবন নিয়ে জুয়ো খেলতে বসো না।

অশ্রু হেসে বললে—বেশ কবিতা করছিলে, কিন্তু শেষ দিকে ওয়ার্ডলোয়ার্থের মত ঐ নীতিবচনটুকু না আওড়ালেই আমি হাততালি

দিয়ে উঠতাম। কিন্তু আমার কথা আমিই বলবো। আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি আমাকে তোমার জীবনের অসতর্ক কোনো মুহূর্তে একটুও ভালোবাসনি ?

নির্মল বললে—ঐ চার অক্ষরের শব্দটা আমার কাছে আগাগোড়া গ্রীক। ওটার সংজ্ঞা নেই।

—কেন, উচ্চারিত উত্তর নাই বা দিলে, গাঢ় করে' অহুভবও কখনো কোনোদিন ?

—বোধ হয়, না। আমি ভালোবাসা বুঝি না, ওটা যৌবনের একটা রঙিন বিকার মাত্র। তাই সে-বিকারকে হুস্থ ও স্বাভাবিক করবার জগ্নেই আমি বিবাহের পক্ষপাতী। দৈহিক কামনাকে হুস্থব ও সংযত করতে পারলেই তা প্রেম এবং সে প্রেমে সংসার ব্যবস্থিত হয় বলে'ই তা সমাজের নামাস্তর। সমাজকে আঘাত করতে গেলেই যে-শক্তি প্রয়োগ করতে হয়, নেহাৎ সহজ অঙ্কের নিয়মামুসারে সেই আঘাত নিজের ওপর ফিরে আসে—প্রেমের শাস্তি তাতে ব্যাহত হয়। তাই সমাজকে লঙ্ঘন করতে গেলে প্রেমেরো স্থলন ঘটে, তখন সেটা মনে হয় উৎপাত—প্রণিপাত নয়। তখন তার নিপাত হ'লেই বাঁচা যায়। নিউটন গতি সম্বন্ধে যে-থিওরি করেছিলেন, গোড়ায় তাঁর hypothesis ছিল হয় ত' নরনারীর অসামাজিক প্রেমের স্বাভাবিক-পরিণতির দৃষ্টান্তটা। কিন্তু বড়ো বড়ো জিনিস নিয়ে তর্ক করতে গেলে খিদে আমার আরো বেড়ে যাবে। ইন্দিরাকে ডাকি।

অশ্ব বাধা দিলো : ডাকবে'খন। কিন্তু অসামাজিক প্রেমে যে প্রেমের আয়ুক্ষয় হয় এমন একটা মত স্থির করলে ত' আমাকে দেখে, আমার সংস্পর্শে এসে, না ?

—হয় ত' হ'বে। বিবাহেব অতিরিক্ত কোনো প্রেমে আমার বিশ্বাস নেই। প্রেমকে বিবাহের সীমার মধ্যে বিস্তারিত না করলে সেটাকে আমার কাছে ব্যভিচারের মতোই দৃষ্টিকটু লাগে।

অশ্রু ডান হাতটা তুলে বললে—আচ্ছা, আচ্ছা। কিন্তু আমার প্রেমটা ত' তোমাব এই সিদ্ধান্তের পক্ষে একটা পরীক্ষা ছিল? আমাব সঙ্গে ছ'দিন না মিশ্লে ত' আর তুমি এমন ভুঁই-ফোড় পাড়ি হ'তে পারতে না?

—না।

অশ্রু এতক্ষণে একটা কথা পেলো : আমরা তাই সে-পরীক্ষা; আমিও তাই জীবনে লাখো লাখো বার পরীক্ষা করছি, হয় ত' প্রত্যেক-বারই হাব্বো, কিন্তু তাতে আমার শক্তিক্ষয় হ'বে না, বরং সংকল্পের সঙ্গে সকল শংকা দূর হ'য়ে যাবে। আমি কাকে প্রেম দিয়ে কৃতার্থ হ'ব সে-বিচার পাডাব পাঁচ জনকে কবতে দিলে আমাব অস্তিত্বের ময়াদা থাকে কোথায়? সে-বিচার আমিই কব্বো—বহুতর পরীক্ষার মধ্যে, বহুতর অকৃতকাযতার মধ্যে। বুঝেছ?

—বুঝলুম। কিন্তু তোমার অন্ধ বিচারেই যে পরিপূর্ণতম সফল হ'বে তার কোনো গ্যাবাস্টি আছে?

অশ্রু বললে—তবু সে বিচার আমার বিচার। মিল্টনকে তুমি অন্ধ বলবে কিন্তু অন্ধ চোখেই তিনি হারানো প্যারাডাইজ খুঁজে পেয়েছিলেন।

—তোমার উৎপ্রেক্ষাকে আমি উপেক্ষা করি। প্রেম একটা কায়াহীন মাদকতা মাত্র—

কথা কেড়ে নিয়ে অশ্রু বললে—তাই প্রেমকে লোকে বলে ভগবান। আমি অবিশ্বি বলি শরীরী সুর।

—কিন্তু প্রেম যেখানে পরীক্ষা-সাপেক্ষ সেখানেই সে লোভী, সেখানেই তার অস্বহীন কদর্যতা। আমি অত কথা বুঝি না অশ্রু, একটা উদ্ধার জীবন কামনীয় নয়।

—কিন্তু উল্লাসের। তার সর্বনাশটা দেখবার মতো।

—কিন্তু সেই সর্বনাশ জীবনে স্বীকার করে' নেবাব মতো তোমার ধৈর্যশীল বৈরাগ্য আছে ?

—সেটা আর বৈরাগ্য নয় বন্ধু, অবসান।

এমনি সময় ইন্দিরা প্রবেশ করলো খাবার নিয়ে। ডিস্টা টেবলের ওপর বেধে সে নির্মলের পা ঘেঁষে মেনের ওপর বসে' পড়লো। এই ষাচিৎ সান্নিধ্যের নতুন একটা অর্থ নির্মলের কাছে হ্যাং স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। অশ্রুর একবার বলতে ইচ্ছা হয়েছিলো : আচ্ছা তুমিই তোমার জী-র পূর্ব ইতিহাস সব জানো ? কিন্তু মনেব চিন্তাটা জিভেব ডগায় এসে মুখর হ'বার আগেই নির্মল বললে—এই দেখ ইন্দুকে। বিয়ের আগে এক অসামাজিক প্রেমের নেশায় মাতোয়ারা হয়েছিলো। সেটা নেহাৎই মিথ্যা, অবাস্তব। এমন অবাস্তব রঙিন স্বপ্ন হয়ত' প্রত্যেক যুবক-যুবতীরই দেখতে হয়। না ইন্দু ? বলে' নির্মল হো-হো কবে' হেসে উঠলো।

অশ্রুর দু'কান রাঙা হ'য়ে উঠলো। বললে—শিগ'গির এর প্রতিবাদ কর, ইন্দিরা। রমাপতির প্রতি তোমার প্রেম মিথ্যা, অবাস্তব ? এ অবমাননা তুমি সহিবে ?

উঠে স্বইচ্ছা টেনে আলো জ্বলে নির্মল বললে—এ-ঘরে ইন্দিরার স্বামী উপস্থিত আছেন এ-কথা তুমি ভুলে যেয়ো না, অশ্রু। ইন্দিরা তাঁর পাতিব্রতের অবমাননা করবেন না।

ইন্দিরাকে চুপ করে' থাকতে দেখে অশ্রু মুহূর্তে ঘেমে উঠলো। বললে—তুমি ইন্দিরাকে তার অটল প্রেমের সিংহাসন থেকে ভ্রষ্ট ক'রে

তাকে একটা মহান রাজ্য থেকে বিচ্যুত করেছ। তুমি তার কী ক্ষতি করেছ তার পরিমাণ স্বার্থান্ধ পুরুষ হ'য়ে তুমি বুঝবে না।

নির্মল ফের চেয়ারে বসে' স্নিগ্ধস্বরে বললে—তুমি যদি ইন্দিরার এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু না হ'তে, আর আমার সঙ্গেও যদি তোমার কোনো ব্যাপার না ঘটতো, তা হ'লে আমি সোজা বলে' বসতাম : তোমার সঙ্গে আমি আমার স্ত্রীর ক্ষতি বিচাব কবতে চাইনে, অশ্র। কিন্তু এর উত্তর ইন্দিরাই দেবেন। তোমার আমি কী ক্ষতি করেছি, ইন্দু ?

ইন্দিরা স্বামীর পায়ের আরো কাছে ঘেঁষে এসে বললে—আমার আবার কী ক্ষতি কববে ?

—কী ক্ষতি কববে। অশ্র দীপ্ত হ'য়ে উঠলো : ইন্দিরা নেহাৎই ভীকু ও দুর্বল বলে' বাক্যে বা ব্যবহারে অশ্রুটতম প্রতিবাদও করতে পাবলো না। স্বচ্ছন্দে সমাজের যুপকাঠে আগ্নবলি দিলো। তুমি তার যে-অপমৃত্যু ঘটিয়েছ, তার যে-মহান ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নষ্ট করেছ—সমাজ যদি তাব বিচাবেব ভার নিত—

—তা হ'লে আমার ঈর্ষা হ'ত। এই বলতে চাও, অশ্র ? কিন্তু আমাব তিরোবানে তুমি সত্যিই কি স্ত্রী হ'তে, ইন্দু ?

ইন্দু নিরীহ ইচ্ছবের মতো চোখ লুকোল।

অশ্র বললে—এর তুলনায় ঢের বেশি স্ত্রী হ'ত। তার সৌন্দর্য তার শিল্পানুরাগ তাব কবিস্বপ্ন তোমাব বিবাহের কয়েদখানায় দীর্ঘদিনের উপবাসে শুকিয়ে গেছে। তোমার এই তুচ্ছ প্রেম থেকে বঞ্চিত হ'য়ে সে স্বর্গ খোঁজাতো না, বরং অববস্থ লাভ করতো। পড়নি তার ভায়েরি ?

নির্মল আশ্চর্য হ'ল : ভায়েরি ? আমি মাহুষের দ্বিতীয় ব্যক্তিস্বের পরিচয় চাইনে। নেপথ্যেব ইন্দিরাব প্রতি আমার চোরাদৃষ্টি নেই, অশ্র। কিন্তু (ইন্দিরাব প্রতি) এ-সব কী বলছে ?

ইন্দিরা হেসে বললে—ও একটা পাগলি। যা মুখে আসে তাই বলে।

অশ্রু থামবে না : ও এই নিরানন্দ বিবাহজীবন চায় নি, সন্তান চায় নি, তোমাকে চায় নি।

—পাগলি! নির্মল আবার হো হো করে' হেসে উঠলো : চায় নি ? ইন্দিরার শরীরের প্রতিটি রক্তকণা চায়। নারীর প্রেমে যদি কোনদিন কোনো মাহাত্ম্য থাকে তবে সে মা হবে বলে', পুরুষের মনোহারিণী হবে বলে' নয়।

ইন্দিরা সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো। তার সর্বাঙ্গে কোথা থেকে সৌন্দর্যের ঢল নেমেছে। সে তীক্ষ্ণ স্বরে বললে—তোমার এই সব কী হচ্ছে, অশ্রু ? ভদ্র সমাজে সৌজন্মের সীমা মেনে চলবে না, নাকি ?

অশ্রু পরিষ্কার গলায় বললে—আব বেশি ভদ্র হ'য়ে কাজ নেই, ইন্দিরা। ঢেব হয়েছে। অস্তবে যাকে সত্য ও সর্বস্ব বলে' স্বীকার করেছ সামান্য শরীরের ভয়ে তাকে অমযাদা করো না। শরীর ত' তোমার কাছে ছ' মুঠো ছাই—এইবার জীবনে পরম সুযোগ এসেছে— যা তুমি চাও না, তা তুমি নেবে না, না, কক্খনো নয়।

নির্মল হঠাৎ ইন্দিরাকে নিজের কাছে ধীরে টেনে আনলো, তাব ঈষদ্রমিত পিঠটি নির্মলের কাঁধের কাছে এসে নির্ভর পেলো। ইন্দিরার আলুলিত চুলের ওপর ধীরে একখানি হাত রেখে নির্মল বললে—কী, তুমি চাও না, ইন্দু ? আমাকে ?—তারপর ব্রান একটু হেসে অশ্রুর দিকে সয়ণ দৃষ্টি ফেলে বললে—কী যে কে চায় না, বুঝে ওঠা বড় মুশকিল। চাই না বলে' হাত সরিয়ে নিতে নিতে যে-টুকু পেয়ে বসি সেও আমাদের সকল চাওয়ার অতীত হ'য়ে দেখা দেয়। হয় ত' ইন্দু আমাকে কোনোদিন চায় নি, কিন্তু আজ ? ও-কথা মুখেও এনো না, অশ্রু।

স্বামীর এ-উত্তরটা বড় মোলায়েম হ'ল, ইন্দিবার তা মনঃপূত হ'ল না।
তাব ইচ্ছা হচ্ছিল লৌকিক বিনয়ের নীমা লজ্জন ক'রেই তিনি তীক্ষ্ণ
বাক্যবাণে অশ্রুকে ক্ষতিবিক্ষত করে' দেন। তাই সে ক্ষতিপূরণ করলে :
তোমার মতো সবাইব আব মৃগী-রোগ হয় নি, অশ্রু। উচ্ছ্বলতাই
জীবন নয়, সে একটা নিদারুণ কুশ্রিত। এক কথায় সেই অসতীত্ব।

অশ্রু বললে—প্রেমহীন দেহদানের চেয়ে সে মহৎ। আমাদের এমনি
অন্ধ দৃষ্টি যে চাকলাকে উচ্ছ্বলতা বলে'ই আমবা তৃপ্তি পাই। প্রেমের
দ্রব প্রতীক্ষা করতে পাবো, কিন্তু পবীক্ষা কবতে গেলেই যত গোল
বাধে। তুল কবলে ইন্দিবা, আজকেব এই ক্ষণস্থায়ী সন্ধ্যাকালটাই
তোমার জীবনের শেষ সত্য নয়। এই অলস কর্মবিমুখ স্বামীসন্তোষকাতর
জীবনই তোমাব স্বর্গ ছিল না, এর চেয়েও বিস্তৃত স্বর্গের তপস্তা কববে
বলে' বিধাতা তোমাকে দেহ ভরে' রূপ দিয়েছিলেন, বুক ভরে' অতৃপ্তি।

—আর পেট ভবে' ক্ষুধা। নির্মল হেসে উঠলো : এ অবাস্তব
বিষয় নিয়ে তর্ক আর আমাকে পোষাবে না, অশ্রু। আমার দারুণ খিদে
পেয়েছে। তুমিও একটু সাহায্য কব না? আশা কবি এখনো এত
প্রাচীন হওনি যে পুরুষেব সামনে খাবাব জন্তে দাঁত বের করতে
কুণ্ঠিত হবে।

—প্রাচীন ?

—নিশ্চয়। নইলে বিয়ে করে' স্বস্থ সংযত পরিমিত জীবন-ধাপনের
আদর্শটাই ত' অতি আধুনিক। তোমার ও-মতটা ত' এ-শতাব্দীর
প্রথম দশকের। কুড়ি বছর আগেকার।

—আমি ঐ পেপেটা খাবো বটে, কিন্তু সেটা তোমার মতে সাধ
দিচ্ছি বলে' নয় কিন্তু। তুমিও একটু নাও, ইন্দিবা।

খাওয়ার মধ্যে দিয়ে ঘবেব আবহাওয়াটা তরল হয়ে উঠলো।

বলা নেই কণ্ডা নেই নির্মল হঠাৎ এক টুকরো নাস্পাতি ইন্দিরার মুখের কাছে তুলে ধরলো। জিনিসটা ইন্দিরার কাছে নতুন, একেবারে অপ্রত্যাশিত! এতগুলি দিন-রাত্রির স্মৃতিপটে স্বামীর এমন একটি ভঙ্গির রেখাপাত হয় নি। আরেকটু হ'লে ঐ আঙুল দু'টি অধর দিয়ে ছুঁয়ে ইন্দিরা প্রথমম্পর্শিতা কুমারীর মতো রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠতো হয় ত'। স্বামী যেন তাঁর ঐ দু'টি আঙুলে করে' স্বর্গের সমস্ত সুখ তুলে ধরেছেন।

নাস্পাতির টুকরোটি ইন্দিরা শব্দ করে' চিবোতে লাগলো। নির্মল বললে—তোমার পরীক্ষার জটিলতা প্রণিধান করতে পারি তেমন অণু-বীক্ষণ আমার নেই। সে আমার ক্রটি হয় ত', মানলুম। কিন্তু কোনো পরীক্ষারই পরিণাম নেই, কোনো প্রেমই সংসারে প্রামাণ্য নয়। মাঝের থেকে কপালে ঘটে অশেষ দুর্গতি, নিত্য পদস্থলনের দুঃসহ কলক।

অশ্রু মুখ গোমরা করে' বললে, মানুষের অভিধানে শব্দের অপপ্রয়োগ ঘটে' থাকে, নির্মলবাবু। পরিণামের চেয়ে পরীক্ষা বড়ো, যেমন প্রাপ্তির চেয়ে অতৃপ্তি, সন্ধানের চেয়ে অসুধাবন।

ইন্দিরাকে নির্মল আরো কাছে টেনে আনলো। তার স্বর গদগদ হ'য়ে উঠেছে : সন্ধান বুঝি না, অশ্রু, বুঝি সন্ধি; শ্রান্ত পরীক্ষার চেয়ে প্রতীক্ষাহীন শান্তিই আমাদের বেশি কামনীয়। এই পরিপূর্ণ প্রগাঢ় বিশ্বাসের মধ্যে কী যে প্রয়াসহীন বিরতির মাদকতা রয়েছে তা তুমি বুঝবে না। আমি বুঝেছি ব'লেই কথাটা খুলে বলতে গিয়ে আরো ঘোরালো করে' তুললুম। নিয়ত সন্ধানের নিষ্ফল অধৈর্যে স্নায়ুমণ্ডলীকে অকারণে উত্তেজিত করতে হয় না, অতৃপ্তির বিষবাস্পে চিত্ত কলুষিত হয় না, নির্জল মেঘের মতো মন লঘু হ'য়ে উড়তে থাকে। দম্পতীর সংকীর্ণ শয্যার দু' প্রান্ত থেকে দু'টি বিপুল জগতের জন্ম হ'তে থাকে— এক ধরিজী, অস্ত্র স্বর্ণ। মধ্যে মাত্র আকাশের ব্যবধান। ধরিজী

হচ্ছে পুরুষ—স্বর্গ নারী ; আর আকাশ হচ্ছে দু'য়ের মধ্যকার বিস্তীর্ণ
প্রেম !

ঠোটো দু'টো কুঁচকে অশ্রু বুললো—হাতি !

ব'লেই আচম্বিতে ঘর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলো ।

ঘবের সমস্ত শৃঙ্খলা নিমিষের মধ্যে ইন্দিরাকে গ্রাস করলে । সে-
নিস্তব্ধতা ঘেন কঠিন পাথর দিয়ে তৈরি । এর পর স্বামীর সঙ্গে যে
সে কী ব্যবহার করবে, কী কবলে যে এমন চমৎকার সন্ধ্যাটার সঙ্গে
একটা সুবন্দিত থাকে সে প্রথমে বুঝে উঠতে পারলো না । এতো
খানি অবকাশ পেয়ে সে যেন একেবারে হাঁপিয়ে উঠলো । স্বামীর
মুখের দিকে সে অত্যন্ত সংকুচিত হ'য়ে একবার তাকালো—কিন্তু সে-
মুখ নিবেট স্থল উদাসীন । খানিক আগে যে-মুখে সন্ধ্যার স্নিগ্ধতা
ছিল, সংসা তা ঘেন দুপুরের রোদের মতো রুক্ষ হ'য়ে উঠেছে । ইঠাৎ
তিনি যে কেন ইন্দিবাস সান্নিধ্য বিস্মৃত হ'য়ে টেবলের উপরকার একটা
মোটা বই নিয়ে এত ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন বোঝা বঠিন । পেটের মধ্যে
নাস্পৃহাতির টুকরোটা এখনো হজম হয় নি ।

মাথা তুলে নির্মল বললো—পেছনেব জান্নাটা বন্ধ করে' দাও দিকিন্,
ঠাণ্ডা আসছে ।

ভয়ে ভয়ে ইন্দিরা বললে—হাঙ্গুলহানাব ঝাড় থেকে কেমন গন্ধ
আসছিলো ।

একটু বিরক্ত হ'য়ে নির্মল বললে—গন্ধ শুকতে হ'লে বন্ধুকে বাইরে
নিয়ে বেড়াও গে ।

এর পর হয় ত' ইন্দিরা আর দাঁড়াতো না ; কিন্তু নির্মল আবার
ভাকলে : দেখছ না ব্র্যাকেট থেকে আমার টাই-স্লক কলারটা গড়ে'
গিয়েছে ; চোখে দেখতে পাও না ? তুলে রাখ ।

ইন্দিরা তুলে রাখলো।

নির্মল ফের বললে—বাত্রে আমার স্নপটা তৈরি করে' রেখো। আর শোন, রামসেবককে বলে' কিছু চুরুট আনিয়ে দাও ত'। সিগারেট আর খাবো না। দোকানটা যেন চিনে যায়। আর—ই্যা, তোমার এই বন্ধুটি কবে এসেছে, কেন এসেছে, কবে যাবে ?

ইন্দিরা তিক্তস্বরে বললে—বন্ধু ত' মে তোমারো। জিজ্ঞাসা করলেই পারতে।

—পারতুম হয় ত'। কিন্তু তোমাকে কিছু বলে নি ? একটা সাধারণ ব্যাখ্যাও তার নেই ?

--না।

ইন্দিরা চলে' যাচ্ছিলো।

—আচ্ছা, তুমি ত' ভায়েরি লেখ। আমাকে কিছু বল নি কেন ?

ইন্দিরা বললে—সাহিত্যে সব জিনিস যেমন লিখতে হয় না, তেমনি স্বামীকেও সব বলতে নেই !

—কিন্তু ইঙ্গিতেই হচ্ছে আটের নিশানা। আমি সে ইঙ্গিত আজ পেলুম, ইন্দু।

আবাব ইন্দু ! ইন্দিরা বৃষ্টিত হ'য়ে শুধোল : কিসের ?

—তুমি আমাকে চাওনা, ভালোবাস না।

চোখ, মুখভাব, দেহের সমস্ত অটল ভঙ্গি দিয়ে ইন্দিরা বললে—মিথ্যা কথা।

অভিমানের সুরে নির্মল বললে—আর এখন ভায়েরি লেখার প্রয়োজন নেই কি না, তাই ঠিক আজকের দিনটিতেই যে আমাদের বিবাহিত জীবনের ছাটি বৎসর পূর্ণ হ'ল তা তুমি স্বচ্ছন্দে তুলে আছ। অথচ,

আজকের দিনটি যাতে না হারাই তারি জন্তে আমি লাক্কো থেকে সাত-তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি।

তাই নাকি? ক্যালেন্ডারটার দিকে চেয়ে দেখলো—সত্যিই ত'। আজকের তারিখ। ইন্দিরা এতোক্ষণ এই কথাটিই ভুলে ছিল কি করে? সে হয় ত' তক্ষুনি স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হ'য়ে চুম্বনভিক্ষা করতো, কিন্তু নির্মলের মুখে আবার নিরেট স্থূল হ'য়ে উঠেছে। ইন্দিরা এক মুহূর্ত্ত শুদ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

ইন্দিরা তবু আশা হারায় নি। আজ যে তাদের বিবাহের বার্ষিকী, এ-সংবাদটি স্বামী মনে রেখে ইন্দিরাকে আকাশে তুলে দিয়েছেন। অথচ এই স্বামীর প্রতিই বিমুখ ও বিজ্রোহী হ'বার জন্তে অশ্রুর দিক থেকে তার ওপর এমন জোর তাগিদ এসেছিলো। ইন্দিরা যে তার তর্জনীটা উদ্ধৃত করে নি সে তার জীব-জীবনের পরম সৌভাগ্য। সে এতোদিনে বাঁচলো বোধ হয়।

ইন্দু! নামকে সংক্ষিপ্ত ও হ্রস্ব-উকারান্ত করার মধুর আটটা বাঙালি রচনা করেছে ভালোবাসতে গিয়ে। যেন ঐ হ্রস্বতাব আডালটুকুতে একটা অসীম ইশারা—যেন সবটুকু বলা হ'ল না বলেই যা বলবার তার চেয়ে ঢের বেশি বুঝিয়ে দিলে; ঠিক কবিতার অর্থের মত। শব্দে নেই, ছন্দে নেই, ভাববিচ্ছাদনে নেই, ভাষা-প্রসাধনে নেই—কোথায় যে আছে ধরা কঠিন, কিন্তু আছে যে, সেটা জলের মত সোজা। যাব নাম সত্যি-সত্যিই ইন্দিরা—কাকারা যাকে ইন্দ্রি বলতেন—তাকে ইন্দু বলে' ডাকার মাধুর্য যে অক্ষরসন্নিবেশে নয়, উচ্চারণভঙ্গিতে নয়, তা বেশ বোঝা যায়; কিন্তু ঐ ছোট ডাকটিতে ভীষণ বুক যে রসবোমাঞ্চে শীতল হ'য়ে আসে তাবো মতো সত্য আব নেই কিছু।

বিয়ের পর এক বছর পূর্ণ হ'ল বটে—কিন্তু স্বামী তাকে সম্বোধনে রূপণতা করতে গিয়ে কোনোদিন এমন অজস্র হ'য়ে ওঠেন নি। এ যদি জনসাধারণের নৈপথ্যে কামকেলিব নিভৃত বঙ্গমঞ্চে উচ্চাবিত হ'ত তা হ'লে ইন্দিরা তাকে আমোল দিতো না, কিন্তু এ আর উচ্চারণ নয়, ঘোষণা। নির্জন নিরানায় নয়—তৃতীয় ব্যক্তির সম্মুখে—এই তৃতীয় ব্যক্তিটিই প্রেমিক-প্রেমিকার নিকষ-পাথর। এ তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থ-তায়ই এর বিচার, এর মূল্যধারণ—এ তৃতীয় ব্যক্তিই সমাজ, সংস্কার, মনস্তত্ত্ব। এ আর কেউ নয়—স্বয়ং অক্ষ, যার কাছে বিবাহ অর্থ শুধু

বি-পূর্বক বহু-ধাতু ঘঞ্; সমাজ অর্থ জীবনীশক্তির শাস্ত্রান-ভঙ্গ।
ভালোই হ'ল—অশ্রুই মুখের উপর সে বলে' আস্তে পেরেছে—স্বামীই
তার জীবন-সঙ্গীবনী; সে যে আজো বিধবা নয় এই তার ত্রিলোক-
পতিত্বের চেয়ে বড় সৌভাগ্য। আজ ঐ সামান্য একটি সম্বোধনের
বাতায়ন দিয়ে বহুবিস্তৃত আকাশের মুক্তি তাকে ঘিরেছে। সে স্বামীর
জন্তেই দেহধারণ করেছিলো, এ জ্ঞান তার নশ্বর দেহটাকে উবার
হাতের স্বর্ণ-বীণা কবে' তুললো। স্বামীর পূজায় এ-দেহকে সে ধূপের
মতো দগ্ধ করবে—এর চেয়ে সার্থকতাময় আত্মসমর্পণের গরিমা মেয়ে
হ'য়ে সে ভাবতে পারে না। স্বামীই তাব দেহ, তার দেশ, তার দেবতা।

তুমি বিজ্ঞপ কবছ, বমাপতি। কিন্তু যে-প্রেম বন্ধন নেই, সন্তান-
জনের প্রয়োজন নেই, নব জীবনের মাঝে নিজেকে সম্প্রসারণ নেই,
সে-প্রেম মদ খাবার কাচের বাসন মাত্র। মদ ফুরোলে বাসন যায়
ভেঙে। ক্ষুধার্ত সময়ের একটি মাত্র সুদীর্ঘ চুমুকে তোমাব সে-মদ
ফুরিয়ে গেছে। মদে আছে মত্ততা, সুখায় আছে স্বাদ। মদে আছে
রোগ, সুখায় আছে কচি। তোমাব সে-আদর্শ হাতে বিকোত না
বলে'ই মচে পড়ে' অগ্ন্যবহৃত অবস্থায় ক্ষয় হ'য়ে যেত বমাপতি, তাকে
বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে তুমি হ'তে কুৎসিত আমি হ'তুম স্বহৃৎ। সে
আর তপস্রা না হ'য়ে হ'ত খালি তাপ—আলোক থাকতো না বলে'
তৃপ্তিও থাকতো না। সুব কেটে গেলে বেশ থাকতো না, স্বাদ
ফেলতুম বটে, কিন্তু আশ্বাস কই।

তার চেয়ে ইন্দ্রিরা এখন স্বামীর জন্তে সযত্নে বিছানা পাতুক। অশ্রু
শোভারমুখিটা বেজায় বেড়েছে—নিভান্ত বেহায়া বলে'ই না তার স্বামীর
কাছে এমন একটা খেলো নাটুকেপনা করতে সাহস পেলো। ওর
কপালে আছে গভীর দুঃখ। ব্যবসা করতে বসে' যে ছিনিমিনি খেলে

তাকে হ'তেই হবে দেউলে। ধারে মাল বিকোয় না। মূলধন উড়িয়ে যে জুয়া খেলতে বসে তার মূল্যও সে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু একদিন ও ঘা খাবে, একদিন ও শাস্ত হবে, একদিন ওর সোনার স্বপ্ন প্রথম প্রেমের মোহের মতই বাষ্প হ'য়ে মিলিষে যাবে দেখো। সেই দিনটি পর্যন্ত ইন্দিরা যেন বাঁচে।

দু'মিনিটে ইন্দিরা স্বামী'র বিছানা ও নিজের মন গুছিয়ে নিলো। গুছিয়ে নিতে মেয়েমানুষের দেয়ি হয় না। প্রথম জীবনে ভালোবাসার সে স্ব-স্বাদ পেয়েছিলো সে শুধু স্বামী-প্রেম চাখ'বাব একটা আপাত-পরীক্ষা মাত্র। আজ মনে হ'ল রমাপতি গৌণ, নির্মল গৌণ—বড় তার স্বামী, যে তাকে বিধি-অনুসারে সন্তানের জননী হ'তে দেবে, যার অন্ন-প্রাশনে পাডাব পাচজনকে ডাকলে তাঁরা পাত ফেলতে কুণ্ঠিত হ'বেন না। দর্পণে ইন্দিরা আবার নিজের ছায়া দেখলো—প্রথম যৌবনে রমাপতির সংসর্গে এসেও সে এতো বড়ো সন্তাবনার স্বপ্ন দেখেনি। সে ভাবী মা, পবাবীন ভারতবর্ষের আসন্ন স্বাধীনতা, ঋষিকণ্ঠের আদিম স্রুতি! তার পীবর বুক, হুল উদর, ভাবাকুল চোখ, ভাবময়ব দেহ—সব-কিছুই তার চোখে নবীনতর আবির্ভাব।

চাকরকে ডেকে অশ্রু'র খাবাব তার ঘবে পৌছে দিতে বলে' ইন্দিরা বই নিয়ে পড়তে বসলো। বইয়ে মন দেয় কার সাধ্য। কিন্তু আজ আর বাইরে পাইচারি করবার মানে থাকে না। সে আজকের বাতের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সমস্তগুলি মুহূর্তের তলানি পর্যন্ত পান করবে। রমাপতির ঘে-দিন বাইরে থেকে এসে ইন্দিরার বন্ধ জান্নালায় টোকা দেবার কথা, সে দিনো সে এমন স্তব্ধ হ'য়ে প্রতীক্ষা কবেনি। আজ না আছে সংশয়, না বা সমস্তা। আজকের প্রতীক্ষার ফলটা অবশ্যভাবী জানা সত্ত্বেও কেন জানি রহস্যময়। প্রথম রাত্রির বধূর মতো একটি

রোমাঞ্চময় আশংকাত্বভূতি, একটি সুখসুনিবিড় তন্ত্রাচ্ছন্নতা। অথচ কতো সহজ। নিখাস ফেলবার মতো অনায়াস।

স্বামী হাত মুখ ধুচ্ছেন—এইবার শুতে আসবেন। স্বামীর এই শুতে আসাটা ইন্দিরার মনে হ'ত একটা নির্মম দয়্যতা, পরস্বাপহরণের ছদ্মবেশ। কিন্তু আজ মনে হল মালিনীর কুঞ্জে মালাকার আসছে—বরবেশে চোব। শয্যা যূপকাষ্ঠ নয়, সুখতীর্থ। ইন্দিরার দেহ বলি নয়, নৈবেদ্য।

ইন্দিরা বুঝেছে—কেন তাব এই স্বাভাবিকতা, এই দৃঢ় সংযত স্নেহতা। তার স্বামীর তুলনায় সে কতো ছোট, কত নীচে পড়ে। সেই ববং এতদিন নিজের ইচ্ছাকে দমন কবে' বেথে নিজেকে মিথ্যে করে' উপদ্রুতা ভেবেছে, স্বামীব কতব্যে সে তার নিজের কামনা-মাধুযকে সঞ্চারিত করে নি বলে' অপরাধী সে নিজেই। তার ইচ্ছা এতো দিন শীতার মতো নির্বাসিতা ছিলো—বমাপতির আদেশে। অস্বরোধ নয়, আদেশে। তার জন্তে তার স্বামী দায়ী নয়। ওষুধ রোচক না হ'লেই রেচক নয় প্রমাণিত হয় না। সে মূর্থ, হীন, একচক্ষু—সম্পূর্ণ অন্ধ হওয়া চাইতেও তা immoral। তার স্বামী বীণ, তপস্বী—দুখোবন তার উপযুক্ত বিশেষণ।

মতি কবা বলতে কি, নির্মল যে অশ্রু-তে গলে' পড়ে নি, আজো তাকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে বাম্পাকায়ে উড়িয়ে দিলো—স্বামী-পূজার প্রথম পাঠ পেলো সে এই উদাহরণে। স্বামী তাকে নিয়ে দীর্ঘ ত্রিপর্যন্তে কাব্য না 'করুন, জীব প্রতি অর্থদানার ঘণায়ই যে তিনি পরনারীর প্রেমকে সদর্পে লাক্ষিত করেছেন এ গর্ব ইন্দ্রানিরো ছিলো না। শুধু প্রত্য্যখ্যান বা লাক্ষনাই নয়, উর্টে জীব প্রতি সহজ কর্তব্যবোধ তার সম্পর্কে এমন বড়ো বলে' স্বীকার করা ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার মতোই মহিমাব্যঞ্জক—অথচ তার মতো ভারপ্রবণ নয়। স্থির বুদ্ধি দিয়ে

প্রণোদিত, সহজ আত্মীয়তার দায়িত্বে দৃঢ়ীভূত সে-বিশ্বাস। অশ্রুর মুখ কালো হ'য়ে গেছে—নির্মল তার তারা। হোক দূর তবু অবিচল, হোক ক্ষণপ্রভ তবু চিরস্থায়ী। নির্মল ভোগী কালিদাসের প্রবাসী নায়ক—যে বিরহ বোধ করে অন্তঃপুরচারিণী প্রিয়তমা স্ত্রী-র জন্ত, যে তার পরিশীতা, প্র-গীতা নয়।

নির্মল ঘরে ঢুকলো। অবাক—সমস্ত ঘরটি পরিপাটি ফিটফাট। তার দৃষ্টি সচরাচর এতো সূক্ষ্ম নয়—তবু ঘরটিকে ঘিরে যে একটি শুচি-স্মৃতি রয়েছে তা তাকে আকৃষ্ট করলো। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে অযথা বাক্য-ব্যয় করা তার অভ্যাস নয়। দীর্ঘদিনের শান্তির পর সে এখন ঘুমবে। ইন্দিরা রাত্রে খায়নি—আশা করেছিলো স্বামী একবার জিজ্ঞাসা করবেন: খেয়েছ? ও বলবে না। তার পর উনি কি বলেন তাই শুনবার জন্তে ও কান পেতে থাকবে।

কিন্তু কান পেতে ইন্দিরা শুনতে পেলো স্বামী ইতিমধ্যেই ঠোটো সামান্য একটু ফাঁক করে' গাঢ়ভাবে নাক ডাকাচ্ছেন। স্বামী যে স্ত্রীতে এসে নাক ডাকান এ মর্মান্তিক সত্য কথাটাই সে এতক্ষণ ভুলে ছিলো। সংক্ষিপ্ত করে' ইন্দু বলে' ডাকার রস এই শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দের ঘায়ে মিলিয়ে যায়-যায়। কিন্তু,—এ কী ছেলেমানুষি। ইন্দিরা নিজেব মনেই হাসলো।

কিন্তু আজকের রাতটি যদি সে এমন করে' হারিয়ে যেতে দেয়, তা হ'লে তার দাবী থাকে কী? এমন রাত কি যখন তখন আসে! এতো গুলি দিনরাত্রি নিঃশল প্রেমের পসরা বয়ে' তবে এমন একটি সুখসমৃদ্ধ শান্তিময় রাত্রির সন্ধান মেলে। মরুভূমিতে কতো চোখের জল ফেলে তবে এমন মরুস্তান চোখে পড়ে। লাভটাই ত' বড়ো নয়, বড়ো হচ্ছে উপলব্ধি। তাই ইন্দিরা আজ ঘেঁছায় স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হ'বে।

ইন্দিরা বইটা মুড়ে রেখে ধীরে স্বামীর বিছানার ধারে এসে বসলো। আকাশে বুঝি সামান্য মেঘ করেছে—হাস্যুহানার ঝাড়টা গন্ধে গঙ্গদ। সমস্ত পৃথিবীময় একটি বচনহীন স্তব্ধ নিরাকুলতা। ইন্দিরা ধীরে নির্মলের চুলগুলিতে হাত বলুতে লাগলো।

নির্মলের পাতলা ঘুম—জ্বগে উঠলো। অস্বাভাবিক হয় ত', বা ক্রী-হীন। বললে—ঘুমে ঘাওনি যে।

ইন্দিরা বললে,—এমনি। ঘুম আসে না। তুমি ঘুমোও, আমি এমনি বসে থাকি।

নির্মলের স্বর বটু : না। পাশে বসে থাকলে আমার ঘুম হয় না। সমস্তটা দিন ট্রেনের ধকলে ঘাবপবনাই নাকাল হ'তে হয়েছে।

ইন্দিরা তবু ওঠে না, পা দুটি ছমড়ে বিছানার ওপর উঠে বসে।

নির্মল বিবক্ত হ'য়ে বললে : এ কি ? তোমার খাটে গিয়ে শোও গে। বেশি বাত জাগলে শরীর খাবাপ হ'বে যে।

ইন্দিরা আরো একটু সবে এসে বললে—হ'বে না।

—হ'বে না মানে ? না, যাও। ঘুম না আসে, টেবলে বসে ডায়রি লেখ গে যাও। আমাব থেকে তোমার যতো কিছু ক্ষতি হয়েছে সে-সব দুঃখ তোমাব বমাপতিব কাছে নিবেদন কর গে। বলে' নির্মল পাশ ফিরলো।

ইন্দিরা আবার ভুল করলে। উচিত ছিলো অভিনয় করা, কেন না তাকে গভীর করে' অনুভব করে', তার সত্যাবিস্কার করবে ইন্দিরাব পক্ষে একটা ইতিহাস নির্মলের সংসারে জন্মে' ওঠেনি। তাই তার উচিত ছিলো উচ্ছ্বাসের বশবর্তিনী হ'য়ে স্বামীকে জাহ্নু করা; প্রণামে চুষনে মিনতিতে শপথে মিথ্যাবাদিতায় প্রতিবাদে একেবারে একটা মেলোড়ামার মহলা দেওয়া। সে তা না করে' বরং স্বামীর গা ঘেঁষে আরো একটু সরে' এলো মাত্র। কিন্তু নির্মল সহসা জীবর স্পর্শ থেকে সংকুচিত হ'য়ে বললে—যাও, যাও, এখানে নয়—

নির্মল উঠে বসলো। রাগে ইন্দিরাব নিচের চোঁটটি বৃষ্টি-লাগা ফুলের পাপড়ির মতো ফুলে ফুলে উঠছে। তবু বললে—তুমি অশ্রুর কথা সব বিশ্বাস কর নাকি ?

নির্মল ক্রোধে উঠলো : আমি কার কথায় কিছু বিশ্বাস করে' কাজ করি না। যেমন অশ্রু তেমনি তার বন্ধু। ছা'টিই এক-গোয়ালেব যাও, আমাকে আর বিরক্ত করো না।

ইন্দিরা তবু ওঠে না। মুদ্রস্থরে বললে—যখন কিছু শুনলে-ই তখন সবটাই শোনো। পথের বিচার না করে' প্রাপ্তিব বিচার করলে তোমাকে বুদ্ধিমান বলবো।

—তোমার কাছ থেকে বুদ্ধিমত্তার মাটিফিকেট নেবার জন্যে আমি রাত জাগতে চাই না। দয়া করে' তোমার স্পর্শ থেকে আমাকে মুক্তি দাও, রক্ষা কর।

ইন্দিরা এক সেকেণ্ডে স্থব্ধ হ'য়ে রইলো। তবু বলতে হ'ল : আমাব স্পর্শ কি এতই অশুচি ?

—নিশ্চয়। তুমি বিবাহিত হ'য়েও অন্তকাজিনী। সামাজিক সামঞ্জস্যে তুমি একটা উৎপাত।

—মিথ্যা কথা। ইন্দিরা খাট ছেড়ে মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে পড়লো।

—তবে নিষে এস তোমার ডায়বি। যে-নাবী দেহ ও মন ভাগাভাগি করে' ব্যবসা করে, তাকেও দ্বিচারিণী বলেই আমি ঘৃণা করি। যাকে মন দিলে তাকেই যখন দেহ দাও নি, তখন যাকে দেহ দিলে তাকেও মন দিলে না কেন ?

ইন্দিরা বললে—তুমি আমাব মন চেয়েছিলে ?

—মন আমি চাই নি, কেননা ওটা আমাব পাওনা, দেহের মতোই আমাব ক্রীত সম্পত্তি।

—মিথ্যা কথা।

—গোক মিথ্যা কথা। দয়া করে' এখন আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড়। আমাকে ঘুমতে দাও, কালকে আবাব আমার বেরুতে হবে।

—কিন্তু ভাবিগিটা পড়-ই না। পূর্ব ইতিহাস খালি আমারই নয়, তোমাবো ছিলো। তুমি যেমন তাকে অতিক্রম করেছ, আমিও তেমনি তাকে পথ চলতে থইয়ে এসেছি। অতীতেব প্রতি যেহু আমার অস্পষ্ট মোহ আছে সেটা শুধু আমাব কাণ্যাহুভূতির প্রবলতা মাত্র। তোমার মন পাঠনি বলেই এতটাকে নূতনতর কব' সৃষ্টি করে' আমার মনেব ক্ষুধা মেটাতে হয়েছে—

—রক্ষা কব, মনশুদ্ধের অমানুষিক বিঘে আমার নেই। কিন্তু তুমি আমাকে মতিহী স্বীকার কর ?

—স্বীকার না করে' আমাব উপায় কি ? সেই স্বীকারের চিহ্ন আমার সর্বক্ষেত্রে।

—স্বীকারই কব, ভালো তো আর বাসো না ?

—তুমি বাসো ?

নির্মল স্পষ্টস্বরে বললে—না। আমাদের যাত্রাটা সমানতালে স্নক হয় নি। আমি বিয়ে করেছি বিয়েকেই বড়ো করে' প্রতিষ্ঠিত করতে, তুমি বিয়ে করেছ সংসার-সংগ্রামে হেরে গিয়ে। আমার কাছে বিয়ে সংস্কার, তোমার কাছে সংহার। এ-যাত্রায় আবাব ত্র্যাহম্পর্শ আছে—সন্তান। এখানে খালি স্বীকার-শপথবই কথা ওঠে—ভালোবাসা বলে' একটা ভূতও এখানে ছায়া ফেলে না।

ইন্দিরার স্বব গাঢ় : তবে ?

—তবে। মীমাংসা, একটা সোজা সিদ্ধান্ত চাই। আমরা পরস্পরের প্রয়োজনসাধক—দেহপ্রসাধন। সেই পবিচক্ষেই আমাদের সত্যাকারের আত্মীয়তা। কই, তোমার ডায়রি দেখি ? বলে' নির্মল উঠে আল্‌মারি খুলে একটা মোটা খাতা বার করে' স্তম্বোল : এটা ?

কয়েক পৃষ্ঠা উল্টে যেতেই বুঝতে তাব আর দেবি হ'ল না। দু'হাত দিয়ে খাতাটাকে টুকুণো টুকুণো কবে' ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো।

ইন্দিরাকে যেন কে চাবুক মাবলে। আতঁস্বরে চোঁচিয়ে উঠলো : এ-কী ?

—নির্লজ্জতারো একটা সীমা থাকতে হয়। বলে' খাতার ছেঁড়া টুকরোগুলো নির্মল জান্না দিয়ে থুঁড়ে দিতে লাগলো।

ইন্দিরা আর টুঁ-টি করলো না। ধীবে নিজেব খাটে গিয়ে বসলো। তবু একবার বলতে ইচ্ছা হ'ল হয় ত' : খাতা ছিঁড়ে ফেললেই মনটাকে মুছে ফেলা যায় না। কিন্তু বলে' কিছু লাভ নেই। স্বামীব সঙ্গে মীমাংসা একটা কবতেই হবে। সেইটেই তাব সাধনা। লাগুক-দীর্ঘ দিন, সে প্রতীক্ষা করে' থাকবে।

নির্মল বল্লো—অশ্রুকে বলো সে যেন শিগ্গিরই এখান থেকে সরে' পড়ে। তার সংসর্গ অন্তঃপুরের শুচিতার পক্ষে অহুকূল নয়।

ইন্দিরা বললো—বনবো।

—আর রমাপতিকে বলো সে মরেছে।

ইন্দিরা অল্প একটু হেসে বললো—বহুশাল। সে এমন মরেছে যে তার একটি কণাও সমস্ত পৃথিবীর ধুলো যেটে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

নির্মল সরে' এসে বললো—মনে রেখো তুমি আমার স্ত্রী, আমার সন্তানের জননী, আমাব অবিকৃতা, বংশধা।

ইন্দিরা দীর্ঘাকুল চক্ষু মেনে বললে—সেই সত্যই আমি লাভ করেছিলুম আজ। সেই সত্যই আমার সীমন্তের সিন্দূবেব মতো আমার জীবনে উজ্জল হোক। বলে' ইন্দিরা গলাব ওপব আঁচল টেনে নির্মলকে প্রণাম কবলো।

পালা হ'ল শাক। প্রদীপও নিভলো। আবার নির্মলের নাক-ডাকা স্নক হয়েছো। ইন্দিরাও শুলা। খানিকক্ষণ ঘুম এগে না বটে। অল্প অল্প করে' মেঘ ডাক্ছ। দূর কোন গাছের পাতায় পাতলা একটু হওয়াব কান্না। জানলাব বাইবে জমাট স্বাক্ষকার। গলা পর্যন্ত চাদবটা টোনে নিয়ে ইন্দির বা কাং হ'যে ঘুমিয়ে পডলো।

তার মন হাক্কা হ'যে গেছে—আজকের এই বাতটা পুইয়ে গেলেই সে বাঁচ। ডাববিটা নেই অক্ষকে কাল সে চলে' যোত বল্বে—ইয়া এল্বেই ত'—তারপব সে, তাব স্বামী—আব তার সোনার ভবিষ্যৎ। হা, সে বাঁচবে বৈ কি।

এক ঘুম পাবে অশ্রু জেগে দেখলো বৃষ্টি হচ্ছে। দেশলাইটা জ্বল
 শিয়রের টাইম্পাস্‌এ দেখলো পাঁচটা বাজে—বৃষ্টি হচ্ছে বলে' আলো
 ফুটছে না। আর ঘুমোব না। জানলাগুলো মেলে দিয়ে সে চেঁচাবে
 পিঠ রেখে পা ছড়িয়ে দিলো। তার মাথায় কি-যেন একটা ভাবনা
 ঢুকেছে। কিন্তু কোনো ভাবনাই অশ্রু তলিয়ে দেখতে শেখেনি। তবু
 মনে কে যেন তাকে একটা নাড়া দিয়েছে। সে কি প্রভাতকে সত্যিই
 এতো ভালোবাসে যে তাকে না পেলে ভাঙ খোব শিবের গতো সমস্ত
 ভুবন চষে' কিবাবে ? সত্যি কথা বলতে কি, এ পাওয়া-শব্দটা নিয়েই অশ্রুব
 যতো তর্ক, যতো গরমিল। নিয়ম কানুন দিয়ে আট্টেপুটে বেঁধে যে-পাওয়া
 সে ত' একটা শিকারীব পাওয়া—যেমন চিড়িয়াখানায় বাঘ, কয়েদখানায়
 কমেদি। পাওয়াব বেলায় যদি দায়েব কথা ওঠে, তবে বিদায়, বন্ধ,
 বিদায়। পাওয়াব মনো চাই মুক্তি, ফিরে পাওয়াব সম্ভাবনা। সে-অখে
 নির্মলকেও অশ্রু হাবায়নি। দেহ দিয়ে পাওয়াটাই যদি বড়ে,
 তবে গবম জ ল এঁটো মুখ কুলুকুচো কবে' খেয়ে ফেলাও স্বাস্থ্য।
 এই পাওয়াটকে কয়েমি কবতে গিয়েই বিয়ে হয়েছে ব্যানি,
 আইন নিয়ে আযান্ ঘোষই ফুঁসতে থাকেন, রাই আর কানাই
 গেছে নিধুবনে। দেহ দিয়ে পাওয়ার কথাই যদি ধরো, তবে দেহেব
 স্বাস্থ্যটাও বিচাব কোরে। রাত কতটা জাগলে বদহজম হবে, ক'
 সিঁড়ি ভাঙলে হাটে ধব্বে কাঁপুনি, হিমে কতক্ষণ খোলা গায়ে থাকলে
 হ'বে প্রুরিসি, আয়ের দিক থেকে ক'টি সম্ভান হবে কামনীয়। প্রভাত
 বে-হাত হ'লেই ভেউ ভেউ কবে' বৈদে-ককিয়ে কোনো স্বর্ণ লাভ
 হবে নাকি ? বৈধব্যটাই নাবীজীবনের কৌস্তভমণি। বিধবা হয়েছে বলে'
 শারীরিক প্রক্রিয়া তার কিছুই বাদ পড়ে না, অর্থাৎ যেগুলো তার
 স্বয়ং-সাধ্য। সম্ভানের সুস্থ ও স্বাভাবিক কামনাটাই তার পক্ষে

কলুষ। এমন দিনো ছিল যখন মেয়ের বিয়ে না দাও, সমাজ উঠবে নাক সিঁটকে, বিধবা বানাও, সমাজেব মুখ বন্ধ। অশ্রুর আশ্রয় খালি প্রভাতের বাড়ির বোয়াকটুকুতেই নয় সেটুকু কেন্দ্র হবে' সমস্ত বস্তুত্ব। সে-আশ্রয় থেকে সে যদি বঞ্চিত হয়, তবে, তাই বলে' নিজেকেও সে বঞ্চিত কববে না। তাব মন তখনো পিবাসী, দেহ উন্মুখ। সে স্থপ্তি চায় বটে, কিন্তু স্বপ্ন চায় না।

গভীরতাই হৃদয়েব সব কথা নয়, তাব চাই বিস্তৃতি, তার চাই ব্যাপকতা। সমুদ্র গভীর বলে'ই স্তম্ভর নয়, প্রশাবিত বলে'। আকাশ মহনীয় তার নিরুত্তর বহুস্রাব্যতায় নয়, তাব অনন্ত অবকাণে। মরুভূমি ত' প্রাতিব নিবানন্দ বৈরাগ্যেব ছবি, কিন্তু একটি শস্যঝড় ভূমিখণ্ড তাব চেয়ে বেশি স্তম্ভর। সৌন্দর্যের অর্থ যদি কিছু থাকে তবে তার প্রযোজনেই। কবির কাছে তা গ্রাহ্য না হোক, কিন্তু ভালোবেসে স'মানি কবা আর কবিত্ব করা এক কথা নয়।

প্রেমেব মলা বিবাহে নয় বিহাবে, বৈরাগ্যে নয় পাগের ছ'রকম অর্থে—বৃষ্টি আন প্রীতি। তবে খালি প্রেমে খালি পেট ভাব না বলে'ই একটু হিসেব চাই—সেইটেকেই যদি বড়ো করে' বলি, নীতিশাস্ত্রে তার অতিস্তুতি চলবে। সেইটেই সংযম। কিন্তু নীতিশাস্ত্রের দিক থেকে নয়, দেহতত্ত্বের দিক থেকেই তার কীর্তন হওয়া উচিত। কেননা সংযমেই থাকে সমস্তোগের স্বাদ, জীবনের ছন্দোবদ্ধতা। দেহ যাদের কাছে অশ্লীল, প্রেম ও পরমায়ুও তাদের কাছে মূল্যহীন। কিন্তু অশ্রুর কাছে দেহ হচ্ছে তীর্থ, গিরিস্থলিতা তটিনীর মতো তার চঞ্চল রূপপ্রবাহ—তাই তার চাই অপরিমেয় প্রেম, চাই তাব অনবদায়ী আয়ু। এবং এর জন্তেই সংযম শুধু সৌখিন বিলাস নয়, ব্যায়াম—তাতে ক্ষুধায় আসে খার, দেহে আসে আভা।

হুমিনিটে অশ্রু মন ঠিক করে' নিলো। নির্মলের সঙ্গে দেখা করে' তার লাভ হ'ল এই, লাহোরের দিকে আব এগোনো গেলো না। তাকে আবার ফিরতে হবে। কল্‌কাতায়ই, ফিরুতি-মেল্‌এ। প্রভাতেব কিছু একটা হয়েছে। আজকে যদি তার কোনো চিঠি বা টেলি না আসে, তবে বুঝতে হবে বেরোবাব আগে তার পাঞ্জি দেখা উচিত ছিলো। আর এখানে বসে'-বসে' জিরোবারই বা কী মানে আছে আর ? ইন্দিরাকে ত' সে এক ধাক্কা মবে সীতা-সাবিত্রীর বেষ্টিতে তুলে দিয়েছে। এ তার একটা কম কীতি নয়। সে না হ'লে ইন্দিবা একা মই বেয়ে স্বর্গে উঠতে পারতো না, যাতে পড়ে' না যায় সেই জন্তে তলায় থেকে তাব ভার রক্ষা করতো কে ?

'স্বামী তার কোনো ক্ষতিই করে নি।' অহুষ্ঠানেব আড্ডারে নিধা ভেঙেছে, সম্ভানকে অদূরবর্তী রেখে কাব্যাহুনাগেব মুখে দিয়েছে ছাই, দেহবীণাকে কবেহে ভাঙা কুলো। নিজের ক্ষত ভুল্লো বলে'ই হয়ত সে ক্ষতি ভুলেছে। ইন্দিবা বাঁচলো। জীবনের বাকি ক'টা দিন ছেলের জন্তে কাঁথা সেলাই করে' ও ঘোবার হিসেব ঠিক মতো রেখে যেতে পারলেই সে উৎরে গেলো। তাব মবাব পর নির্মল যদি একটা ইন্দিরা-নারী-মঙ্গল-সমিতি খাড়া করে' চাঁদার খাতা নিয়ে বার হু, তখন ইন্দিবার জীবনী নিয়ে স্ততিবচনের আর অস্ত থাকবে না, নির্মলের কীতিটাও হ'বে তাজমহলের সঙ্গে তুলনীয়।

চা নিয়ে চাকব এলো না, এলো ইন্দিরা নিজে।

কথা পাড়া মুশকিল। তবু বলতে হ'ল অশ্রব : তোমার চাকবকে একবার পোস্টাফিসে পাঠাবো, একটা তার কববে। প্রভাতের খবর না পেয়ে ভারি চিন্তা হচ্ছে। যতদিন লোকটা হাতে আছে হাতেখ নাচও তারই প্রাপ্য। কি বল ?

ইন্দিরা বললে—ডেকে দিচ্ছি। কিন্তু আর্টটার আগে ডাক-ঘর হয় ত' খোলে না।

চায়ে চুমুক দিয়ে অশ্ব বললে—তারপর? চোখে তার দুই হাসি :
বাত্রে বেশ ঘুম হ'ল?

ইন্দিরাও হেসে বললে—আমার insomnia বলে' কোনো উপদ্রব
নেই। না কবি না বা প্রেমিনী।

—কিন্তু প্রেতিনীদেয় রাত্রে ঘুম আসে না, যেমন আমি।

চট করে' আব কি বলা যায় ইন্দিরা তাই ভাবছিলো। হঠাৎ যেন
দু'য়ের মধ্যখানে একটা ব্যবধান নেমেছে। ইন্দিরার বিশ্বাস অশ্বই
শুকে আবেকটু হ'লে পথে বসিয়েছিলো, অশ্বব বিশ্বাস তাব অতটুকুন
এগোনোতেই ইন্দিরা এ জয়েন মতো পেলো বেংাই। ভূমিকম্পে বাড়ি
যখন পড়লো না, তখন দেখালে যে টুকু সামান্য চিড় ধরছে তা মেরামত
করে' নিতে সময় লাগবে না। এ-বাড়িতে ইন্দিরার বুলবে ঠিক।

টোষ্ট্ একটা চিবোতে চিবোতে অশ্ব একটা বইয়ে হঠাৎ
মনোনিবেশ কবলে।

ইন্দিরা বললে—যাই। ভূমি পড়। উনি সকালে আবার কোথায়
বেবোবেন, ওঁর জন্তে খাবাব তৈরি করি গে।

শেষের কথাটা ইন্দিরা অমন জোর করে' না বলে' গেলেও পারতো।

কাক জন্তে সকালে উঠে খাবার তৈরি করাটা বেবিলন্‌এর শূন্তো-
জানের মতো তেমন একটা কিছু নয়। ঘটা করে' বলতে হয় বলা,
স্বামীকে না ভালোবেসেও পুছো কবলাম। পুছি-দিদিও তার স্বামীর জন্তে
এমন-সব তপস্চারণ করে যে, সম্বীক্সের connotation তাতে বেড়ে
গেছে। তার সঙ্গে দশটা ইন্দিরা বুড়ি হাতে পেরে উঠবে না। কিন্তু
পুছি-দি পুছি দি, ইন্দিরা ইন্দিরা। এইটুকুনই তফাৎ। পুছি-দির

মনে স্বামীষেব সমস্তা নেই, তাই তাব কাছে ওর আত্মদান আত্মহত্যা নয়। ইন্দিরা তার টের পেছনে। আঁচলে আগুন চাপা দিয়ে সে তার মোমের ঘব সামলে চলেছে। তাতেই বা কম কুতিত্ব কিসে? সে যে অসহায়। তাই বলো, অসহায়—যেমন ডেস্‌ডেমোনা, তাই তার মিথ্যা কথাটাও ঐশ্বরিক।

চাকরকে আর পোস্টোপিসে পাঠাতে হলো না। তাব আগেই এলো সকালবেলাকার ডাক। অশ্রু নামে একটা খাম আছে। প্রভাতের লেখা। অশ্রু খুলে ফেললো।:

অশ্রু,

ছুটি পাওয়া গেল না। মাঝ অস্থির সঙ্গেও না। গৌর অস্থির শুনলে ছুটি মিলতো হব ত', কিন্তু বোঁ কৈ? তাই এ যাত্রায় আমি রহলাম পিছে। তুমি এখন কা করবে? যাবে না ফিরবে? না খামবে? আমাকে জানিয়ে।

কলকাতার রূপ দেখবে এস—পুজোর কলকাতা। একটি প্রথবঙ্গাধিলী বঙ্গো নগরী। আমি অগত্যা তার প্রেম পডলাম।

পত্নী

ভালোই হ'ল। অশ্রু যেন এমনি একটা খববেব জাল্য ব্যাগুল হ'য়েছিলো। তক্ষুনি টাইম-টেবল খুলে দেগলো বিকেলব আগে ফিবতি-টেনের সুবিধা নেই। চাকরকে সে নিজেই ডাকলো। এলো ইন্দিরা। অশ্রু বললে—চাকরটাকে ডাক ত'। তাব একটা কবতেই হচ্ছে।

—কোথায়? কেন?

—প্রভাতকে। স্টেশনে থাকাত।

—তুমি আজই যাচ্ছ নাকি?

—আজই।

—লাহোর কি হ'ল ?

—মানচিত্র থেকে সবে' পড়েছে।

—কল্‌কাতায় যাবার এত তাড়া ?

হেসে অশ্রু বললে—আমার বিয়েটা পাকাপাকি করতে।

ইন্দিরার মুখ গম্ভীর : পাকাপাকির আর বাকি কি ?

—একটু বাকি আছে বৈকি। তোমার মতন যদিও শিগগির পাকছি না। যাক, জিনিস পত্র গুছিয়ে ফেলতে হয়। বলে' অশ্রু চেয়ার ছেড়ে উঠে হাত পা ছড়িয়ে একটা হাই তুললো।

ইন্দিরা বললে—একেবাবে আজই যেতে হবে ?

—তোমার সাব খাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কববার সময় নেই। যা থাক, মনে খুব স্বপ্ন নিয়ে যাচ্ছি ইন্দিরা, তুমি স্বামী পেয়ে এতদিনে সুখী হয়েছ। মানে, হচ্ছ। মানুষ বদলাবে না, এটা বাড়াবাড়ি—বদলাতো মানাই বৃদ্ধি। ব্রহ্মপতি চিরকাল ভূত হয়ে কাঁধ জুড়ে থাকবে -- ভবিষ্যৎক এমন সংকীর্ণ কার' বাখার পক্ষপাতিত্ব আমার নেই। তুমি তোমার খ্যাতি ও ঐশ্বর্য নিয়ে মহত্ত্ব হও। ভাষায় বেশ মুন্সিয়ানা হচ্ছে, না ? বলে' অশ্রু তার ব্যাগ গাছাতে বসলো। মুখে তার গুন্‌গুনানো চলেছে। এটা নাডে ওটা ফেলে এটা খোলে ওটা গুটোয়।

ইন্দিরা বললে—সত্যি তাই, অশ্রু। যে পরিবর্তন জীবনে স্বীকার কবলাম তাকে যেন কায়মনে অভিনন্দিত করতে পারি। সত্যি তাই।

অশ্রুও পুনরুজ্জীবিত করলো : সত্যি তাই। যেখানে শেষ সেইখানেই শুরু। জীবনের চাক। গালি ঘুরে চলেছে। সাধু ইন্দিরা, সাধু।

নির্মলকে সকালের ট্রেনে নাইনি যেতে হয়েছিলো। ফিরলো সন্ধ্যার একটু আগে। বারান্দা দিয়ে নিজের ঘরে আসতে সে অশ্রুর কোঠার দিকে চোখ না ফেলে থাকতে পারলো না। দরজাটা বন্ধ। বাইরে থেকে শেকল।

ইন্দিরা কালকেব মতোই জলচৌকিতে বসে' ষ্টোভে লুচি ভাজছে।
নির্মল কাছে এসে শুধোল : অশ্রু ?

—বিকেলের ট্রেনে কলকাতায় চলে' গেলো।

—গেলো ?

নির্মলের প্রশ্নের সুরে বিস্ময় আর হতাশা। কেন গেলো—প্রশ্নটা যেন সমীচীন হতো না। টাই-পিন্টা নাডতে নাডতে পরদা সরিয়ে সে ঘরে ঢুকলো।

ঘরটা যেন কেমন সঁয়াতসঁতে। কেমন যেন খালি-খালি। ঐ চেয়ারটায় যেন কি ছিল। যেন বড়ো বেশি স্বচ্ছ। দেয়ালগুলো অতিমাত্রায় স্থির। টেবলের ওপবকাব বইগুলো বোবা। আড় বাগানে রজনীগন্ধার একটি কলিরো ঘুম ভাঙেনি।

বাথ-রুম থেকে জ্ঞান দেবে ঘরে এসে দেখলো সাম্নে ইন্দিরা—
টেবলের ওপর খাবারের ডিস, চায়ের কাপ্, গুছিয়ে বাথছে, চুল আঁচডালো, জামাটা গায়ে দিলো, সিগারেট ধবালো। এখুনিই তাকে খাবার খেতে হবে। খাবার খেয়ে বই-খাতা-ম্যাগাজিনগুলো নিয়ে বসতে হবে। সবই ঠিকঠাক। চুপচাপ তেমনি।

না।

দু' পা হেঁটে ফিরে সে ইন্দিরার দিকে তাকালো। ইন্দিরা আজ দারুণ সেজেছে—তবু বোকার মতো যে খোলা-চুলে গিঁট বেঁধে রজনীগন্ধার কলি আটকায়নি, নির্মলের সৌভাগ্য। ইন্দিরা যেন মৃতিমতী

শান্তি, কিন্তু শান্তির মাঝে কি আশ্বিত্য থাকে না? ইন্দিরা মূর্তিমতী
দিশা, কিন্তু দানের অরূপণ ইচ্ছার মাঝে কি দারিদ্র্য নেই?

চেয়ারে বসে' নির্মল শুধোল: হঠাৎ চলে' গেলো? তুমি বুঝি
কিছু বলেছিলে?

—আমি আবার কি বলতে যাবো?

—তবু এত সাত-তাড়াতাড়ি পাড়ি মারলো?

—সকালের ডাকে কি-এক চিঠি এলো, অমনিই দে-ছুট।

—যাবার আগে আমার সঙ্গে একবার দেখা করে' গেলো না?

একটু স্তব্ধতা। নির্মল রাশীকৃত খাবার ফেলে ছোট একটি পেন্সের
টুকরো দাঁতে কাটলো।

—কেন চলে' যাচ্ছে কিছু বলে' গেলো না? ওদের ত' একমুহু হ'য়ে
আরো up-এ যাবার কথা শুনেছিলাম। কিছু জিজ্ঞাসা কবলে না কেন?

—আমার এমন কি গরজ পড়েছে?

নির্মল বিরক্ত হ'ল: বা, তোমার বন্ধু, তোমার বাড়িতে অতিথি।
কেন হঠাৎ চলে যাচ্ছে, জিজ্ঞেস করতে হয় না?

নিচের ঠোটটা উল্টে ইন্দিরা বললে—ছাই বন্ধু। অমন মেয়ের
সংস্পর্শ থেকে সরে' থাকা উচিত।

কিন্তু এমন কথাযো স্বামী আশ্বস্ত হ'লেন না: সরে' থাকা উচিত
মানে? এমন একটি মেয়ে তুমি আর কোথাও দেখেছ? বিংশ শতাব্দীর
মৈত্রেরী। ঘেনাহং নামুতা স্ত্রাম্ কিমহং তেন কুণাম্?

কথার সুরটা বিদ্রূপের হয় তো, কে জানে, প্রত্যুত্তরে ইন্দিরা জোরে
হেসে উঠলো। হাসিটা কৃত্রিম, কর্কশ।

চায়ে চুম্বক দিয়ে নির্মল বললে—রাস্তার জন্তে' খাবার তৈরি করে'
দিয়েছ ত'?

—রাস্তায় খাবার খাওয়াটা ত' বর্বর প্রথা।

—হোক, দিতে চেয়েছিলে ?

—না।

—স্টেশনে তুলে দেবার জন্যে সঙ্গে বিমলকে পাঠিয়েছিলে ?

—বিমল কোথায়। গেছে খেলতে।

—কিন্তু রামসেবক ত' ছিল।

—ঘরে তখন কতো কাজ।

—কাজ মানে ?

—কাজ মানে কাজ। এবার ইন্দিরার চট্টাব পাল্লা : এতো যখন মরদ তখন নিজে এসে বাগ্‌টা গাড়িতে তুলে দিলেই ত' পারতে। এইটুকু পথ ত' স্টেশন। হেঁটেই চলে গেলো।

—হেঁটেই চলে' গেলো ? একটা টাড়া পর্যন্ত ডাকিয়ে দাও নি ? খাবারের ডিস্টা ঠেলে দিয়ে নির্মল দস্তবমতো গালাগাল করলে : বর্বর কোথাকার ! এতটুকু মৌজা তোমাব নেই ?

কটু স্বর হয় ত' ইন্দিরার মুখ দিয়েও বেরোত, কিন্তু সে সংযম অভ্যাস কবছে। এখানে আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে তার পা টলবে—তাড়াতাড়ি সে ঘর ছেড়ে বেবিষে গেলো।

চুকলো, এসে শোবাব ঘবে। ধপাস্ করে' দরজা বন্ধ করলে। ছি ছি, সে আবার ঘটা করে' তার পাতিব্রতোর বিজ্ঞাপন দিতে বেরিয়েছিলো। ইন্দিরা এক ঝটকায় তার শাড়ির আঁচলটা বিস্তৃত করলে, খোলা চুলগুলো উন্মথুস্ কবে' দিলে। এ-অবস্থায় কান্দলে বুঝি ইন্দিরাকে মানাতো। কিন্তু সে তার খাটের ওপর শুয়ে পড়ে' শূন্য চোখে দিলিঙ্ দেখতে লাগলো। আলো অবধি লো না।

কিন্তু হাল যখন সে একবার ধরেছে তখন সহজে তার মুঠি সে আলাগা কববে না, শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে থাকবে। নৌকো যদি ডোবে ডুববে, কিন্তু চরম দুর্ঘটনার দিনে সে বলে' যেতে পারবে যে সমানে সে হাল ধরে' ছিলো। না, তার অভিমান কববার মানে হয় না। 'অভিমান করে' কী-ই বা সে করবে? বেরিয়ে পড়বে? কার সঙ্গে। হঠাৎ শরৎচন্দ্রের ত্রীকান্তের অন্নদা-দিদির কথা মনে করে' সে একটু হাসলো। শরৎচন্দ্র ভারি চালাক—সাহসও দেখাবেন সমাজকেও চটাবেন না—এই তাঁর সাহিত্য-রচনাব শস্তা কোশল। অন্নদাদিদি ঘর ছাড়লেন, কিন্তু যাব সঙ্গে পথে নামলেন সে মুসলমান সাপুড়ে নয়, সে তাঁর স্বামী। জীবানন্দ নাবী-মাংসের লোভে চণ্ডীগড়ের ভৈরবীকে ঘরে পুরালে, কিন্তু সেই হ'ল তার অলকা—লোকের খুঁৎখুঁৎ কববার কারণ ঘুচলো অচলা সুরেশের সঙ্গে ঘর ছাড়লো, কিন্তু স্বেচ্ছায় নয়—সুরেশ তাকে একটা কায়াদা করে' লুফে নিলো ট্রেনের কামবায়। শরৎচন্দ্র ব্যক্তিত্বেব দিকে না তাকিয়ে সমাজের মুখ চেয়েছেন খালি। শুধু এক কিরণময়ী। সে স্বেচ্ছায় উপেনের হাতে নিজেকে উপহাব দিতে চেয়েছিলো, প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে তার ছোট ভাইকে নিয়ে রেঙ্গুনের জাহাজের বন্ধ কামবায় ঝড় তুললে। কিন্তু অন্নদার সমাজতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্রের হাতে পড়ে' সে হ'ল পাগল, সে হ'ল ব্যাধি-বিজ্ঞানের একটা খেলো নিদর্শন মাত্র।

বেরবার পথ ইন্দিবার বন্ধ—একটি ঘুলঘুলিও কোথাও নেই। পেটে তার ছেলে। ইব্‌সেনের নোরা ছেলে-মেয়ে, পুতুল পুত্রা—সব-কিছু ফেলেই পথে পা দিলো কিন্তু। দিক্, নরোয়ে আর বাড়'লা দেশ এক নয়—যেমন কাছাকাছি নয় ইব্‌সেন্‌ ও শরৎচন্দ্র। এমন কেউ নেই যে ষার সঙ্গে বেকলে দৈনিক খবরের কাগজগুলো খেঁকাবে না। যদি ধরা

যেতো রমাপতিই তার স্বামী, নির্মলের কাছে সে বন্দিনী—রাবণের কাননে সীতার মতো—সে এই পাপপুত্রী ত্যাগ করে' স্বামী-অভিসারিণী হ'ল, তা হ'লে হয় ত' সমাজ খুশি হয়, শরৎচন্দ্র খুশি হন। কিন্তু রমাপতিই যে তার স্বামী এ কথা সমাজকে বোঝাবে কে? অতএব তা থাক। সমাজের সঙ্গে বিরোধ ঘটাতে ইন্দিরা বসেনি, তার সে উদ্বৃত্ত সামর্থ্য নেই, নেই বা সে তেজ। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্তেই সে নিজেকে ছোটো-ছোটো খাটো করে' খাপ খাইয়ে নিয়েছে। আত্মহত্যা। আবার সেই বাধা। পেটে তার ছেলে। তা ছাড়া আত্মহত্যা করলেই কি জালা জুড়ায় নাকি? মৃত্যু সম্বন্ধে এমন একটা মিথ্যা কল্পনায় কত লোক সেখানে গিয়ে দেউলে হ'ল কে তার হিসেব রাখে? তা ছাড়া নিজের হাতে নিজেকে মাঝবার মধ্যে যে একটা প্রচণ্ড বীভৎসতা আছে তার কুঞ্জীতা দুর্বিসহ। সে-কথা ভাবলেও তার সমস্ত মায়ুতত্ত্ব কুঁকড়ে আসে। আত্মহত্যা যদি সে করতে পেতো তা হ'লে এ-অভিনয়ের এত সাজ-সরঞ্জাম করতে গিয়েছিলো সে কি ভেবে? সে সংসারশ্রোতে গা ভাসবে। এখনো আশায় সে ফতুর হয়নি।

অতএব এখন তার খাটোব ওপর শুয়ে-শুয়ে অলস চিত্তবিনোদের অবসর নেই। শাশুড়ি সেই যে কাশীতে গেছেন কবে ফিরবেন কেউ জানে না।' সংসার এখন ওব হাতের তালুতে, উপুড় করলেই উল্টে পড়ে। ঠাকুবটাকে বাগ্না দেখিয়ে দিতে হ'বে। কালকের পুনর্জীবন-লাভকে উৎসবরমণায় করবার জন্তে সে আজকে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিলো। এ উৎসব অশ্রুকে বাদ দিয়েই। উৎসব সমাধা না করবার কোনো মানে নেই। পাড়ার কয়েকটি মহিলাকে সে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছে। তারা এখনি এসে পড়বে। মিলি আনবে তার এশ্রাজ্জ, বীণার বোদি অংগমালা বাজাবেন অর্গ্যান। ইন্দিরা অর্গ্যানটা

কত দিন হোঁয়নি। এখন শুষ্ঠা যাক, জাকামো টের হয়েছে। যার প্রতিকার নেই তার প্রতিবাদ করবার লজ্জাটা আরো অমানুষিক। এখন না উঠলে নিমন্ত্রিতাদের উপযুক্ত আতিথ্য করা হবে না।

আলো জালিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ইন্দিরা চুল আর আঁচল ঠিক করতে ব'লো। অশ্রু নির্মলের চোখে কৃষ্ণাটিকার জাল বুনে গেছে। কিন্তু রমাপতি যেন তার অশ্রুশোষণের থেকে উঠে না আসে। রমাপতিই অনাহৃত, অবাক্তনীয়-অশ্রুর জগ্নু দুয়ার খোলা, মুক্ত আতিথেয়তা।

বড় দুঃখে ইন্দিরার মনে পড়লো পাগল হ'য়ে নীটশে পাগল-ঈশু বার্গকে কি চিঠি লিখেছিলেন :

আমি একটি দিন ঠিক করেছি। সে-দিন ইউরোপের সমস্ত রাজা উপস্থিত হবেন। আমি তাঁদের মারতে আদেশ দেব।

বিদায়। আমার আমাদের দেখা হ'বে।

কিন্তু এক শর্ত। আমাদের বিবাহবিচ্ছেদ করতে হ'বে।

নীটশে নীজার্,

পাগল-ঈশু বার্গ উত্তর দিলেন :

ইতিমধ্যে এস উন্নত আনন্দ করে' নি। বিদায়।

তোমার ঈশু বার্গ

সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ বিধাতা

নীটশের উত্তর :

যথেষ্ট। চাই শুধু বিবাহচ্ছেদ।

'The Crucified'

খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'তে-হ'তে বারোটা।

নির্মলের সঙ্গে ইন্দিরার নিভূতে দেখা হলো বারান্দাতেই। নির্মল শোবার ঘরে না ঢুকে বসবার ঘরের দিকে মুখ করেছে। ইন্দিরা বললে রাত অনেক হ'ল।

নির্মল বললে—জানি।

—শুতে যাবে না?

—যাবো। এখনো আরো কয়েকটা কাজ সেরে ফেলতে হ'বে। কিন্তু আজকে হঠাৎ এত ঘটা কিসের?

—এসো শোবার ঘরে বলছি।

—এখানে বললে রাতের অঙ্ককার ঘনতর হ'য়ে উঠবে না।

ইন্দিরা জীবনে আরেকটি সুযোগ হারালো। নির্মল যদি ঘরে আসতো, তা হ'লে perspective ছোট হ'য়ে উঠতো বলে' তার অভিনয়োচ্চাস বেমানান হ'ত না। পতিভক্তি নাটকের পঞ্চাঙ্কের অবশ্যস্তাবী শেষদৃশ্যটির সে এতক্ষণ মহলা দিয়েছে। কিন্তু যেখানে দাঁড়িয়ে আকাশ ও আকাশের তারা দেখা যায় সেখানে এতো বড়ো একটা ব্যঙ্গভূয়িষ্ট নাটক করতে হাত পা তার একটুও নড়তে চাইলো না। তবু এখানে দাঁড়িয়েই তাকে বলতে হ'ল: কাল তোমাকে পরিপূর্ণ করে' গ্রহণ করেছি, নিজেকে দানও করেছি মনের মত করে' পরিপূর্ণ আত্মপ্রসাদে। এই জন্তেই আজকের এই উৎসব। ভেবেছিলুম ঘরে এলে তোমাকে আরো ভালো করে' বুঝিয়ে বলবো। কথা দিয়ে সব জিনিস প্রাঞ্জল করা যায় না।

নির্মল এ-কথার ধার দিয়েও গেলো না। বললে—এমন একটা উৎসব করবে অথচ বিকেল বেলায়ই অশ্রুকে বিদায় করলে? অস্বস্ত আঙ্গকের রাতটার জন্তে তাকে তুমি ধবে' রাখতে পারলে না?

ইন্দিরার হৃৎপিণ্ডে কে যেন হাতুড়ি চালানো : আমি তাকে ধরে' বাথবো কি করে' ? সে যেমন জেদি মেয়ে তাকে ঠেকায় কার সাধ্য।

—তুমি নিশ্চয়ই তাকে কটু কথা বলেছ।

—আমি বলতে যাবো কোন্ লজ্জায় ? কাল রাত্রে অপমান তুমি তার কম করেছ নাকি ?

—আমি করেছি অপমান ? তুমি বললেই হ'ল।

—হ্যাঁ, আমি বললেই হ'ল। বিবাহিত ভদ্রলোকের লুকোনো মনোবৃত্তি টের পেয়ে সে লজ্জায় মুখ ঢেকে সম্মত বাঁচিয়েছে।

—কি বললে ?

ইন্দিরার সকল প্রতিজ্ঞা গেলো ভেসে : ঠিকই বললুম। তোমার চবিত্তগর্ব আত্মভরিতাব ভাণ মাত্র। এ লজ্জা খালি আমার নয়, অশ্রুর মতো মেয়েবো। বলে' ইন্দিরা তাড়াতাড়ি তার নিজের ঘরে এসে দুয়াব বন্ধ কবে' দিলে।

এবার স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে প্রভাত। এলাহাবাদে গিয়ে মিলিত হওয়ার চেয়ে অশ্রুর ফিবে আশার মধ্যে চমৎকারিষ্য বেশি আছে, কেননা শেষেরটা অপ্রত্যাশিত। যা কিছু চাওয়ার বাইরে তার পাওয়ার মধ্যে একটু চমক থাকে—কবিতায় আনুকোরা ও অব্যবহিত-পূর্ব মিল পেলে মানেটা যেমন আরো ধারালো হ'য়ে ওঠে। বায়রনের Don Juan-এর চমকপ্রদকতা কতকটা সেই কারণে। বিষয়বস্তুটা খেলো, খোলসটাতেই তার জোলুস। মানুষের সভ্যতাটাও তাই। লৌকিক ব্যবহারে সে বিলাস চায়, জীবনে নয়। কাজের মানুষ তারাই যারা আর্টিস্ট-হিসেবে নিতান্ত খাটো, তারা আত্মপ্রকাশ করে সৃষ্টিতে নয়, পরাধিকারে অকারণ হস্তক্ষেপ করে'। প্রেম বা বন্ধুতা নিয়ে তাদের তৃপ্তি নেই, না বা More-এর Utopia-য়, তাদের চাই শক্তি-প্রসাব, তারা চায় পবেব চরকায নিজেরা তেল জোগাবে। তাবা রাজ্য গড়ে, শাস্তি ভাঙে—সত্য না চেয়ে চায় নিরাপত্তি। পুলিশকে সে সভ্য বলবে? তবু তারাই হ'ল সভ্যতাব বাহন। এক নিয়মেব বশবর্তিতাব অর্থই সভ্যতা। তুমি তোমার শিরদাঁড়া খাড়া করে' উচু হ'য়ে দাঁড়াও, লিলিগুটের দেশের লোকেরা মই বেয়ে তোমার ঘাড়ে চেপে কান্ মলতে চাইবে। বলবে: সভ্য হ'তে চাও ত' পিঠ কুঁজো করে' আমাদের সঙ্গে মাথা মেলাও। তুমি যেখানে সৃষ্টি করবে সেইখানেই তুমি সভ্য নও, তুমি যখন সে-সৃষ্টির গুণগ্রহণ করবে তখনই তুমি সভ্য। সত্যের নবাবির্ভাবের দিনে যদি তুমি আহত হ'য়ে আংকে ওঠ, বুঝতে হবে তোমার বিচারবুদ্ধিতে মর্চে ধরেছে। 'সীতা' শুনে কান্না পায় বলে'ই শিশির ভাঙুড়ি বড় অভিনেতা এ-উক্তিটা সভ্যতার পরিচয় নয়, বা সীতা-সম্বন্ধে 'ঘরে বাইরে'তে সন্দীপের উক্তিটা মালায়েম নয় বলে'ই তাকে গালি পাড়াটাও বর্বরতা। পরকে মেনে নেবার sense of

humour-টাই হ'ল সভ্যতার মাপকাঠি। 'চরিত্রহীন'র উপেন চরিত্রগর্বে এতো হীন ও কাপুরুষ যে সতীশের ঘরে সামান্য একটা শাড়ি শুকোচ্ছে দেখেই সে পিট্টানু দিলো। এমন একটা মেকদুহীন মূর্খকেই কি না শরৎচন্দ্র সতীশের foil বলে' দাঁড় করিয়েছেন। নিজের নিজের মানসিক ও বুদ্ধিগত অকর্মণ্যতাকেই নিরীহ মানুষ বড়ো করে' তার নাম রাখে নীতি, আদব-কায়দা, শিষ্টাচার। বালক ডিজ্বেইলির জু হ'য়ে কম লাঞ্ছনা হয় নি—রাস্তায় বেরোল সে হলুদে পায়জামার লাল কুর্তা এঁটে। অতএব সে ইতর। শবদেহ সমাজের ব্যাধির সৃষ্টি করে, কিন্তু শবদেহ কেটে-কুটে ছিঁড়ে-ফেঁড়ে তার সদগতি না করলে ব্যাধি-নির্গম্যই চলতো না। সাপ আমাদের দংশন করে বলে'ই তা কুংসিত, কিন্তু প্রাণিতত্ত্ববিদদের কাছে ওর চেয়ে স্তম্ভর আর কিছু নেই—তা ছাড়া ওর বিষে নাকি পচা ঘায়েব ওষুধ হয়।

আমি আছি—এর চেয়ে বড়ো জ্ঞানাবিকার মানুষের আর কি হ'তে পারে? শুধু জীবনে নয়—জীবনের অমুক্তি যে সাহিত্য—তাব মাঝেও মানুষের কারদা-কাহ্ননের বাঁধা গং আছে। সেই গংএ সুর মিলিয়ে ভাষাযোজনা করতে হ'বে। উপন্যাস লিখতে বসে'ও সেই এক নিয়ম; চাই একটা সুসম্পূর্ণ প্রট, কথোপকথনেব প্যাচ, একটা অতি প্রত্যাশিত আকস্মিকতা। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাঁর 'গোরা'য় বিনয়ের বাড়ির সামনে পরেশবাবুর গাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটিলে প্রথম আলাপের সূত্রপাত করলেন,—লাবণ্য ও অমিতের মোটরে একটা সজ্জা লাগছিল আরেকটু হ'লে। এগুলি অত্যন্ত মামূলি প্রথা, আমাদের অভ্যস্ত পাঠকের তা মুখস্থ হ'য়ে আছে। ছাঁচে ফেলে চরিত্রকে একটা নমুনায় রূপান্তরিত করতে হ'বে স্বপ্রধান ও সীমাবদ্ধ একটা ব্যক্তি করতে নয়। গল্প হ'লেই চাই তার ঘটনা, চাই তার সমাপ্তি, কবিতা হ'লেই চাই তার একটা

বোধ্যতা। দূরের তারাকে আমার চোখে যদি হৃদয়ে লাগে, অন্ধকারকে লাগে যদি নীল, তবুও আমাকে লিখতে হ'বে শাদা তারা, কালো আঁধার যদি বলে লুভারুএ Phedias-দেবীদের মুণ্ডহীন মূর্তিগুলির সৌন্দর্য তাদের গঠন গোঁববে বা ভঙ্গি-সুঘমায় নয়, তাদের মুণ্ডহীনতায়, তবে সমসাময়িক সমালোচনাও হ'বে চামুণ্ডা। লোকের মূখ চেয়ে সত্য আমার কাছে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে না, এ-সত্য কথা বোঝাই কাকে? বস্তুতাত্ত্বিকতা এককালে সাহিত্যরচনার ফ্যাশান্ ছিলো—যেমন ধরো জোলা, আবেগ আগে যেমন ধরা, জেইন্ অস্টিন্। কিন্তু হুবহু বস্তুতে গিয়ে বহুবর্ণনাতেই ব্যক্তির সত্য পরিচয় ধরা পড়ে না, তা হ'লে 'পথের পাচালী'ও একটা উচু-দরের নভেল হ'ত। আগে নিয়ম ছিলো: বিষয় ও ব্যক্তি নির্বাচন করো, এখন নিয়ম হোক: কিছুই অনির্বাচিত রেখো না। ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম থিয়োরেম্ নিয়েও কবিতা হয়, গ্রাম্য গৃহস্থবধূর বর্ণচ্ছটাহীন সোজা সাধারণ জীবন নিয়েও বারো খণ্ডে উপন্যাস হ'তে পারে। মানুষের সত্যিকার জীবন তার জীবনের ব্যবহারে নয়, জীবনের অন্তঃশীল অবচেতনায। তুমি চাঁদ দেখে কি ভাব সেইটেই তোমার জীবনে সত্য, তুমি চাঁদ দেখে হাত বাড়িয়ে তাকে ডাক কি না সেইটে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক। শেহভ এ-কথা বুঝেছিলেন, তাই তাঁর নাটকে চিন্তাই হচ্ছে ক্রিয়া, ছোতনাই হচ্ছে সম্পাদিত ক্রিয়ার চেয়ে বড়ো সত্য।

উপন্যাসকে আমরা ব্যবহারিক জীবনের একটা প্রতিফলন করে' তাতে রঙ চড়াতে চাই; নায়ককে করতে চাই বীর, অনন্ত মহনীয়— হয় তার ভয়াবহ সচ্চরিত্রতায় নয় দুর্দাম বলিষ্ঠতায়, নয় বা তার জঘন্ত হীনবৃত্তিতে, যাতে সে লোকের ঘৃণা কুড়োবে, নয় বা সহানুভূতি। হয় প্রতাপ; নয় গোরা—বা কিরণময়ী বা দেবদাস। এমন লোক না খুঁজি

যে মুদির দোকানে দু' বেলা হিসেব রাখে, তামাক খায় আর তাস খেলে। এমন লোক খুঁজি না যার জীবনে দুর্ঘটনা নেই, সম্ভাবনা নেই। একঘেয়েমিই যে জীবনের প্রতিপাল্য সত্য, সাহিত্য তা বিশ্বৃত হয়েছে। ঔপন্যাসিকদের বিশ্বাস করে' নেপোলিয়নকে আমরা চিরকাল বলদৃষ্ট বীরপুরুষ ব'লেই পূজা করে' স্থখ পেতুম, কিন্তু লুড্‌উইগের কাছে নেপোলিয়নের জীবনের কবিতাই বড়ো বলে' দেখা দেয় নি। নেপোলিয়ন্‌ যে খালি যুদ্ধ জয় করে নি, ভালোও বেসেছে এ সত্য কথাটা আমাদের কাছে এতো দিন লুকোনো ছিলো। আঁদ্রে মরোয়া শেলিকে দেখলেন প্রমিথিউস্‌ আন্বাউণ্ড্‌ বলে' নয় : ফ্রান্সে ওয়ার্ডসোয়ার্থেব নাকি একটি জারজ শিশু ছিলো। গান্ধি যে এককালে চামড়ার মাস্ক ছিলেন ভারতবর্ষের ভবিষ্যত বংশধরেরা হয় ত' তা ভুলে যাবে। মুসোলিনি যে এককালে ভিক্ষা করতো এ-কথা ক'টা লোক মনে রেখেছে ?

তুমি যা তুমি তাই—তুমি যুবে-যুবে বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে না পার, সোজাই চলে' যেয়ো, পরের হাত ধরে' নিরাপদ হ'বার জন্তে তবু বঁকো না। তুমি যা তুমি তাই। তুমি তোমার নিজের নায়ক হও। কি তোমার কবা উচিত—তার চেয়ে কি তুমি কর, তাহাতেই আমাদের বেশি অহুরাগ, বেশি কৌতূহল। পবেব জুতোয় পা ঢুকিয়ে তুমি চলবার বেগ তুমি হারিয়ে না, পরেব আদর্শ তোমার পক্ষে আশ্রয়ভী। তুমি নিজে যা তুমি তাই : জীবন যেমনি ভাবে আসে তেমনি কয়ে' নিলেই তুমি অবিনশ্বর।

ট্রেন লেইট হয় নি—প্রভাতই আগে এসেছে। ভাগ্যিস আজ রবিবার, বোধ উঠে গেলেও কেরানিরা এখনো উঠে নি—আজ সকালে তাদের নিদ্রোৎসব চলেছে। আপনি ঘেঁর্তে হবে না—এটার স্বাদ অশ্রর

আমার চেয়েও মিষ্টি। এঞ্জিনটা প্লাটফর্মে এত জোরে প্রবেশ করলে, যেন তার যে এখানে থামতে হবে তা তার মনেই নেই একেবারে। অশ্রু নেমে এলো, মাথার চুল কঁকু, চোখ দুটা ঘুমো-ঘুমো, এঞ্জিনের কয়লায় জামা-কাপড়গুলি অপরিচ্ছন্ন। সজ্জা সম্বন্ধে অশ্রুর এ-অমনো-যোগটি প্রভাতকে স্পর্শ করলো—অন্তত মুখটাও সে ধোয়নি। চেহারাটির মধ্যে মধুর একটি মালিন্য আছে। প্রভাতকে দেখতে পেয়েই অশ্রু একটু হাসলো—হাসিটিও তীক্ষ্ণ নয়, কেমন-যেন একটু চাপা, ব্যাকাসে। যেন আর চটুলতা নয়, অন্তরময়তাব সূক্ষ্ম একটি ইসারা। প্রভাত গেলো এগিয়ে।

ট্যান্ডিতে উঠে বাঁচা গেলো। অশ্রু বললে ভালোই হ'ল ফিরে এসে। বলে' তার একখানি হাত প্রভাতের কোলের ওপর রাখলো।

প্রভাত বললে—কোথায় যাবে এখন ?

অশ্রু অবাক : বা রে কোথায় আবাব যাবো ? বাড়ি !

বিস্ময় প্রভাতেরো কম নয় : বাড়ি। সেখানে ত' তোমার দুয়ার বন্ধ।

—সে-বাড়ির কথা কে বলেছে ? তোমাব বাড়ি। তোমার বাড়ি কি ঝড়ে উড়ে গেছে নাকি ?

—আমার বাড়ি !

অশ্রু অভিমান করতে জানে : ও। জান্তাম না যে আমি তোমার পর, আমাকে তুমি দূরে সরিয়ে রাখতে চাও।

অশ্রুর এ কি অভাবনীয় পরিবর্তন ! চোখ দু'টিতে গভীর মৌন, মুখচ্ছায়ায় একটি অস্পষ্ট কাকূতি ? প্রভাত তাকে নিজের আবো কাছে আকর্ষণ করলে। ক্ষণেকের জন্তে যেন হিসেবের সবগুলি অঙ্ক মিলিয়ে গেলো, সকল লজিককে মত্তমুগ্ধ করে' দেখা দিলো ম্যাজিক। বললে—নিশ্চয়ই যাবে, আমার মা তোমারও মা।

প্রভাতের পশ্চাৎভর্তিনী একটি অপরিচিতা মেয়ে দেখে মা প্রথমটা ঘাবড়ে গেলেন। বুঝে নিতে দেবি হ'ল না এই-ই অশ্রু যার জগদ্ব্যাপিনী খ্যাতি, —সম্প্রতি যিনি তাঁর ছেলের পশ্চাদ্ধাবন করছেন। তাঁর ছেলেকে এ-মেয়ের যে কেন পছন্দ হ'ল বলা কঠিন—উন্টো প্রস্রুটি তার মনে ঘেঁষতেই পারলো না, কেননা প্রথম দেখাতেই তিনি ঠিক ধরে' নিতে পেরেছেন যে বয়সে অশ্রু তাঁর ছেলেকে ছাপিয়ে গেছে। যদিও অশ্রুর বয়স তেইশ, মার কাছে মনে হচ্ছিলো তেত্রিশ। বেশ চ্যাড়া, স্বাস্থ্যবতী। বাহু দুটি স্তূর্ভোল, আঙুল ক'টি সূঁচলো। চোখ দুটি গভীর। মুখে নানান রকমু খুঁত, কিন্তু সব মিলিয়ে কেমন-যেন ঢলঢলে।

কিন্তু কিছু একটা ভেবে নেবাব আগেই অশ্রু মায়ের পায়ের কাছে উবু হ'য়ে প্রণাম করলো—সভক্তি প্রণাম। মা গুরু খোঁপার গুপার হাত রেখে আশীর্বাদ না করে' পারলেন না। দুই চোখে স্নিগ্ধ নম্রতা নিয়ে সে বললে—আমাকে তুমি চিন্তে পাচ্ছ না, মা? আমি অশ্রু।

—খুব চিনেছি, মা। এসো ভেতবে। ট্রেনে খুব কষ্ট হয়েছে বুঝি?

হেসে অশ্রু বললে—কষ্ট আমার কিছুতেই তেমন হয় না। আমি তেমন-দরের মেয়ে নই না, যে, আত্মকর্তৃত্ব চলা-ফেরা করবো অথচ বাস-এ কিংবা ট্রামে উঠে কোন পুরুষের জায়গা ছেড়ে দেবার আশায় কাঙালের মতো দাঁড়িয়ে থাকবো। সে যদি জায়গা ছেড়ে দেয়-ও আমি তাতে বসি না। আমি সেবে অপমানিত হ'তে চাই নে। দিলদারনগরে এমনি কাণ্ড ঘটেছিলো, মা। গাড়িটা একদম ঠাসা। মেয়েছেলে দেখে একটি ছোকরা ভদ্রলোক জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কী আপ্যায়িতই না করতে লাগলেন। কিন্তু আমি তাঁব ঐ অরূপণ বদান্ধতা নিই কি করে'? আমি বড্ড বেশি বাজে বকি, না? আমাকে তুমি যে কী ভাবছ কে জানে! তোমার সমস্ত কাজ যে এখনো পড়ে'

আছে। তবকারি কুটছিলে? ও কি, বিছানা এখনো তোল নি? অশ্রু বিছানাটা তুলতে ব্যস্ত হ'ল।

মা বাধা দিয়ে বললেন—তুমি এ সব করছ কি? এখন একটু জিবোও। চান্ করবে? না, এখন না-হয় মুখহাত ধুয়ে একটু বোস, আমি তোমাকে চা করে' দিচ্ছি।

অশ্রু একেবারে আকাশ থেকে পড়লো: তুমি চা করে' দেবে কি মা? আমি কি তোমার তেমন মেয়ে নাকি? আমি এখনো এত শিক্ষিত হই নি মা, যে চা বানানো, ঘর ঝাঁট দেয়া, তরকারি কোটা বা বাসন-মাজায় একেবারে ফেল্ করে' যাবো। তুমি যদি আমাব জন্তে অক্লান্তে ব্যস্ত হও, তা হ'লে বুঝবো তুমি আমাকে মেয়ের মতো স্নেহ দাও নি। আগে চান্টাই আমি সেবে নি। (প্রভাতকে) তুমি ততক্ষণ একটু দাঁড়াও, এসে আমি চা করছি।

অশ্রুর প্রতি মা'র মন বরাবরই বিমূখ ছিলো। কিন্তু নদী এখন উজোন। তিনি ভাবতেন আজকালকাব পড়িয়ে মেয়ে, নয়কে হয় করাই ওদের ব্যবসা। সৰু লিকলিকে চেহারা, বঙ ফ্যাকাসে, পিঠা কুঁজো, মেজাজ টেডা, কথাবার্তা চিবানো-চিবানো—এমনি ধবনের একটা আজব চেহারা তাঁব মনে চিরকাল ধরা ছিলো। কিন্তু অশ্রু ত্রিমতী, দেহ ভরে' তার স্থির স্বাস্থ্য, শাড়ি পরার ভঙ্গিটি সাধারণ বলে'ই সুষমাস্থিত, দুই হাতে অজস্র শুশ্রূষা, কথায় দোজন্ত। মেয়েটি বেশ। এর নামে অনেক কলঙ্ক-কখনই দিগ্বিদিকে প্রচলিত ছিলো, বাপের বাড়ির দরজা তার বন্ধ হয়েছে। কিন্তু প্রতিজ্ঞার কি তেজ থাকলে চক্ষুর দৃষ্টি এমন গভীর ও স্নেহার্জ হ'তে পারে মা যেন তা এক নিমেষে বুঝে ফেললেন। মেয়েটা হয় ত' অবাধ্য, কিন্তু এমন মেয়েকে তাড়িয়ে দিয়ে বাপ তাঁর মুখে ভাত তুলছেন কিসের ক্ষুধায়? সব কথা তাঁর জানতে হ'বে।

মা'র ঘরের কাজে অশ্রু তার হাত বাডালো। তরকারি কুটলো, ঘর ঝাঁট দিলো, কাপড় কুঁচালো, দেয়ালের ঝুল সাফ করলো। এ যেন তার নিজের বাড়ি। মেথরানি উঠোন সাফ করতে এলে নিজ হাতে জল ঢাললো, বালুতি-ভরা জলে চায়ের বাসন ডুবিয়ে নিজে ধুতে বসলো, নীচেকার পেরেক-অভাবে দেওয়ালে যে দেবদেবীর ফটোগুলির ফাঁসি হচ্ছিলো সেগুলিকে প্রকৃতিস্থ করলো। বললো—আমি আজ রাঁধবো, মা। নতুন যুগের ধুমো উঠেছে যে মিউনিসিপ্যালিটি বেঁধে বাড়ি-বাড়ি ভাত-তরকারি বিলি ক'রে বেডাবে—বাঙলা দেশে আমার-তোমাব মতো মেয়ে থাকতে তা আমরা হ'তে দেব না। আমরা পাঁচ আঙুলে পঞ্চ ব্যঞ্জন তৈরি ক'বে' পাঁচজনকে তৃপ্ত করবো বলেই মেয়েমানুষের জন্ম নিয়েছি, মা। বলে' অশ্রু হাসলো।

মা বললেন—আমিই পাববো মা, তুমি যে অতিথি।

—মা'র ঘবে মেয়ে অতিথি হ'বে আসে না, মা। পাজিব যে-তিথিতেই আসুক, সে মেয়ে। উহুন ধবানো আছে, আমি ভাতের ঝাড়িটা চাপিয়ে দিই। প্রভাত ততক্ষণ বাজার করে' ফিরুন। তুমি আমিষ ঘেঁটে চান্ ক'রে আবার গিযে নিজেব উহুন ধরাবে, সে হ'বে না—আজকে থেকে তোমাব ছুটি।

—বোজই ত' আমার সেই পালা।

—এবাব থেকে বোজই তুমি মাহের রান্নাঘর থেকে পালাবে।

—কিন্তু আগে তুমি কিছু খেয়ে নাও।

—খেয়ে নেবো বৈ কি। খাওয়া-সম্পর্কেও আমি লেডি হ'তে পারলাম না। তবে চায়ের কেৎলিটাই আগে চাপাই। ততক্ষণে প্রভাত নিশ্চয়ই ফিরবেন। কি বলো?

—এই ত' বাজার। ড' মিনিটে এসে যাবে।

দশ মিনিটে প্রভাত ফিরলো। প্রতিদিনকার মতো নিজ হাতে বাজার করে' নয়, মুটের মাথায় করে' বাজারের বহর দেখে অশ্রু চক্ষু স্থির : তুমি এ করেছো কী ? মাংস ? মুড়ো ? এক হাঁড়ি রসগোল্লা ? ছি ছি ! করেছো কী ? তুমি যে দেখছি বড় সেকেলে। ভেবেছিলাম আজ শুধু খাবো শুকতো, শাকভাজা। ভাইটামিন্।

মাকে অশ্রু ঘেসতেই দেবে না : এ-ঘরের এলেকা থেকে তোমার নির্বাসন। হুন আর ঝালের একটু এদিক-ওদিক হ'লে দ্রৌপদী আব আত্মহত্যা করবেন না। সব আমি নিজের হাতে করবো। মাছের মৃগুচ্ছেদ করবো, ছাগশিশুকে টুকরো টুকরো। ওদের পূর্বজন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তপ্তকটাহে ওদের ভর্জন করবো।

প্রভাত বল্লো : আর আমি ?

—তোমাকে বয়কট।

অশ্রু তার করতলে এই ক্ষুদ্রায়তন সংসারটিকে কেড়ে নিয়েছে। সে এমন একটা চঞ্চললাবণ্যনিব্বার। পদে পদে তাব ব্যস্ততা, কথায় কথায় কোলাহল। ভিজ়ে থোপাটাও এঁটে থাকে না, আঁচলটাও অব্যাহত।

হলুদ বার করে' দাও নি ত' মা ? ফোড়ন কৈ ? মাছ কিছু সাংলে রাখবো নাকি ? নাটু মাংস খায় না ? আর আমিই এমন কী violent ! প্রসাদ কণিকামাত্রঃ। আতিথ্যও তাই শাকাম্নে। কত দিনে যে দেশ সভ্য হবে। মাগো, খাওয়াটা কি নোংরা ! এর চেয়ে ইউলিসিসএর লোটাস-ল্যাণ্ড এ গিয়ে ঘুমলে হ'ত ভালো। পোষাক আর খাওয়া নিয়ে এ দেশের রীতিনীতিগুলো এত স্থূল কেন ? চরিত্র সম্বন্ধে যেমন বাধা গৎ, এদের সম্বন্ধেও তাই। প্রত্যেক মানুষের জীবনে এক-একটা আলাদা weather। এই যাঃ ! কিছু হয় নি মা, মাংসের

ঢাকাটা পড়ে' গেল। না না, হাত-পা পোড়াবো কি? প্রেমও সেই weather। বসন্তের পরেই বর্ষা—বর্ষার পরেই আবার সেই জলহারা মেঘ। ঘি কোথায় মা? ছোট এলাচ?

অশ্রু ঘেমে উঠেছে।

ছোট উঠোন, কলতলার আঙিনাটি ছোট, একটা পাথরের টিবি খুঁড়ে ছোট একটি গহ্বরে তুলসীর অঙ্কুর। নোনা-ধরা দেয়ালে দুধয়ালের খড়ি-কাটা হিসেব, একধারে মার হাতে ঘুঁটে দে'য়া। গলির মধ্যে বাড়ি—তবু আশ্রমোপবন। উঠোনে দাঁড়িয়ে উপরে তাকাও—সংকীর্ণ এক টুকরো আকাশ, চোখে অত অল্প বলে'ই কল্পনায় সত্যি ক'রে অসীম। 'চোখ বড়ো করলেই আর বড়ো করে' দেখা হয় না।'

—তোমার হ'ল মা? আমার ত' প্রায় সারা। আর শুধু এই চাটুনিটা। এবার স্নান করতে যেতে পার হে পেটুকরাম। নাটু, স্নান করেছ?

—করেছি, বৌদি।

—বৌদি কি রে? অশ্রু খিলখিল করে' হেসে উঠ'লে।

হঠাৎ এক সময় অন্তরালে প্রভাতকে অশ্রু জিগ্গেস করলে—তুমি বুঝি নাটুকে শিথিয়ে দিয়েছ?

প্রভাত অবাক : কি? কখন?

—আমাকে বৌদি বলে' ডাকতে?

—না ত'। মা বলেছেন হয় ত'।

—মা?

অশ্রু রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে চাটুনি ঘন করতে বস্লে।

প্রভাত বল্লে: জিনিসপত্রগুলি এখানে গুছিয়ে রাখ আগে। পরে তুমিও আমাদের সঙ্গে বসে' যাও। তুল্বে আর খাবো।

মাও সায় দিলেন : বারোটা বেজে গেছে। তুমিও বসে' পড়, অশ্রু।

অশ্রুর তাতে আপত্তি আছে : হু' ভাইকে আগে খাওয়াই। পরে আমার পাল। আবার যখন তোমার মত দায়িত্ব হ'বে মা, তখন সবাইব শেষে।

এক টুকরো মাংস মুখে দিয়ে প্রভাত বললে—অতিশয়োক্তি ধরো না, অশ্রু। সত্যিই বলছি সুপার্ব।

অশ্রু বললে—আমাকে তুমি তেমনি বোকা মেয়ে ঠাওরেছ নাকি যে পরের মুখেব ঝাল খেয়ে আমি রসাস্বাদ কববো? আগে নিজেকে গিললে কোনো গাল্ই গ্রাছ কববো না। আরো একটু দেব নাকি?

—ভালো হয়েছে বলে'ই বেশি খেতে হ'বে নাকি। খালি গুণ কব্বলেই গুণবৃদ্ধি হয় না। পরিমাণ একটা প্রমাণই নয়।

—তাই নাকি? তবে আমিও এই সঙ্গে বসে' যাচ্ছি, মা।

দেখালে পিঠ রেখে মা তৃপ্ত চোখে এদেব খাওয়া দেখতে লাগলেন।

কী স্বন্দর ঘন চুল ! খোঁপাটা ঘাড়ের কাছে ভেঙে পড়ে' কাঁধ বেয়ে বাহুর কাছে নেমে এসেছে। বাহু দু'টিও নিটোল, লীলাবলয়িত ! বসবার ডক্টিটিতে রুদ্ধতা নেই। খাবার গ্রাসগুলি পরিমিত, হাতের আঙুলগুলি কুশাগ্র, পায়ের পাতা দু'টি পদ্মপাতা। এর চোখে মুখে আসনে ভাষণে হাস্তে লাস্তে কোথাও এতটুকু বেস্বরো লাগে না। যেন স্বর্ণার জল, সমীরমর্মর ! এর প্রতি মা নিরাসক্ত থাকেন কি করে' ?

নিশ্কুরের মুখে ছাই পড়ুক, এর হাতে মা সোনার পাঁখা দেবেন। প্রভাত যদি একে পেয়ে কৃতার্থ হয় তবে কী হবে তাঁর অর্থে, কী হবে তাঁর কুলগরিমায় ? প্রভাতের স্বখের বিনিময়ে মা'র কাছে কোনো কবির কোনো স্বর্গই বিকোবে না। অবিষ্টি পুত্রবধূরূপে যে-রকম মেয়ের চেহারা ও গুণপনা নিয়ে তিনি কল্পনা-বিলাস করতেন তাব সঙ্গে অশ্রুর নখাগ্র পর্যন্ত অমিল : সে-মেয়ে হবে রূপে আলোকলতা, গুণে লজ্জাবতী। রূপে পৌর্ণমাসী, স্বভাবে ভোরবেলাকার নদী-কিনারের জলটুকুর মতো টলটলে। তার মাঝে শ্রামল গ্রাম্যতা, প্রথর প্রগল্ভতা নয়। গিল্টি নয়, সোনা। কিন্তু সোনারই বা যাচাই হয় কিসে ? আগুনে পুড়ে' খাদ বেরতে কতক্ষণ ? তার চেয়ে এই ভালো, ছেলে তাঁর কল্পনার আয়তনের সঙ্গে প্রাপ্তির সামঞ্জস্য ঘটাতে পারলেই সোনায় মোহাণা।

তবু কোথায় যেন বাধে। বয়সে হয় ত'। এই নৈকট্যটাই মা'র চোখে কটু লাগে। কেমন-যেন তার মাঝে একটা লালসার অসহিষ্ণুতা আছে, যেন একটা বিসদৃশ বিলাস। দু'টো বয়সের মধ্যেই প্রতীক্ষার আর অবসর নেই, একটা প্রথর উন্মুখতা। সেইটেই যেন বড় বেশি স্পষ্ট ; এবং এত বেশি স্পষ্ট বলে' যেন দে-বাকুলতায় সৌরভ নেই, আছে একটা রুঢ় স্বাদ—আনন্দ নয়, আহ্লাদ। কিন্তু এ কি মা'র গোঁড়ামি নয় ? মা'র সংজ্ঞানুযায়ী প্রভাতের যোগ্য বধু করতে চেয়ে

বিধাতা ত' অনায়াসেই অশ্রুকে তিন-চার বৎসর পিছিয়ে রাখতে পারতেন--বয়স বেশি হওয়া ত' অশ্রুর একটা স্বেচ্ছাকৃত ফ্যাশান নয়। যদি বলা, সে একটা দুর্ভাগ্যের দুর্ঘটনা মাত্র। কিশোরী অশ্রুকেই ত' এক কালে বরংসা হ'তে হয়েছে। তাই বিবাহের অনতিকাল পরেই যদি অশ্রু সম্ভাবনবতী হয় তার মধ্যে রূঢ়তা কোথায়? এটুকু উদার না হলে চলবে কেন?

মেয়েটি যা হোক পছন্দের। কাজ-কর্মে চতুর, কথায়-বার্তায় চটুল—কিন্তু এ-চটুলতায় বিভ্রম নেই, বেশ সহজ সাবলীল স্বভাবশূর্ত। আধুনিক মেয়ের কৃত্রিমতাই তার কুশ্রিতা। হাড়ের তলায় কোথায় যে তার হৃদয়, সার্জারি করে' তার সম্ভান মেলে না। এক বাঙালি হাড় আর এক প্যাকেট মশিদাবাদ সিঙ্ক এই ত' আধুনিক শিক্ষিত মেয়ের রূপ। অশ্রুকে কাছে পেয়ে তিনি চশ্মার কাঁচ বদলাবেন। হয় ত' তা নয়। কেটি মিত্রের নিকেল-করা গালের ওপর দিয়েও হয় ত' চোখের জলের ধারা নামে। হয় ত' পুঁথি-কেতাব মুখস্থ করবার ফাঁকে-ফাঁকে কদাচিত্ত তারা নিজের মনটাকে বহর লেখার সঙ্গে মিলিয়ে না রেখে আপনার কাছেই অজ্ঞাতে গভীর ও আস্তবিক হ'য়ে ওঠে। ভগ্নামির খোলস খসে' গিয়ে হয় ত' কখনো কখনো তারা নিজের দারিদ্র্য ধরে' ফেলে। সেই দারিদ্র্যই তাদের পূর্ণতা, সেই আত্মোৎসর্গ তাদেরই আত্মার স্বর্গ।

মা, অশ্রু তাঁর ভুল ভাঙলো। সেবায় গৃহসজ্জায় কর্মনৈপুণ্যে বিনয় বাক্যে নম্রশ্রীতে সে মা'র চোখে একটা অপরূপ বিস্ময়! বয়েস তার বেশি, আচরণে সে বিদ্রোহিনী, স্বাধীনকর্ত্রী, গৃহসংসারের বন্ধনচ্যুতা—এ-সব নিতান্তই খুঁটিনাটি ক্রটি। বড়ো পরিচয় প্রভাতকে সে ভালোবাসে। মা হ'য়ে তিনি যদি তা না বোঝেন তবে আকাশের সূর্য

অস্তাচলে থাক। বচনে তার প্রকাশ হয় না, না বা ব্যবহারে—কথার নেপথ্যে যেটুকু স্তব্ধতা, ব্যবহারেব অস্তরালে যেটুকু রুদ্ধ ব্যাকুলতা সেইটুকুতেই তার পরিচয়। কোথা দিয়ে কি কথা উঠবে যা তাতে কান দেবেন না। সংসারে সমাজে কোথাও যদি কিছু সংঘর্ষ ঘটে, তবে তার দায়িত্ব তাদেরই, যাদের সংস্পর্শে এই সংঘর্ষের সূরু হ'ল। মিলন যদি তাদের, মীমাংসাও তাদেরই। প্রেম যদি এটুকু পরীক্ষা না নয়, তবে তার আগুন খালি দগ্ধই করবে, শুচি করবে না। না, মা'র এই খুঁৎখুঁতে স্বভাবের জন্তে দায়ী তাঁর চিরাচরিত প্রথা, বাঁধা-ধরা সংস্কার। যা সংস্কৃত হবে না তা আবার সংস্কার কি করে? যা সহ্য কবে না তার মধ্যে সত্য কই?

অশ্রুর ব্যবহারে ও স্বভাবে একটা কঠোর নিয়মাত্মবৃত্তি আছে। কথায় এমন একটা দৃগোপলক্ৰিয় তেজ আছে যে, তার কাছে সমস্ত প্রতিবাদ যেন একটা খেলো বিবাদেব মত শোনায। সমস্ত বিশ্বাসের মূল নড়ে' ওঠে। অথচ এমন সহজ, এমন নিষ্ঠুর। এই নির্দয়তাই তার সত্যত। এমন ঐজ্জল্য যার চবিত্রে, তাকে মন্দ বলতে নিজেরই মা'ব সন্দেহ হয়।

ঘন-দোবু দেয়াল-মেঝে ছাত-উঠোন সমস্ত অশ্রু ফিট্কাট করে' ফেল্লে। বারণ করো, মান্বে না, অথচ তার এ অতি-অন্তবদ্ধতায় কোথাযো যেন সামান্য কৃত্রিমতা নেই। এখন বিকেল হ'য়ে আসছে, ছাতেব ওপর নাটকে নিয়ে অশ্রু কথার খেলা করছে। ধামাব ভেতর ঘুঁটে গুনে রাখতে বাখতে মা তাই শুনছেন :

—মাথার ওপরে আকাশ, তাতে তারা ফুটেছে। তারা কি রকম বলো না?

অশ্রু নাটুর আঙুল তুলে নিজের চোখ স্পর্শ করালো : এই রকম।

নাটু বললো : আমি প্রায় দেখতে পাচ্ছি। চাঁদ উঠবে না আজ ?
—আরেকটু রাত হ'লে উঠবে।

—চাঁদ ? কি রকম বলো না ?

অশ্রু অধর স্পর্শ করালো : এমনি তুচ্ছতুচ্ছ, বাঁকা, হাসি-হাসি।
তুমি একবার হাসো, সেই ত' আকাশের চাঁদ।

নাটু হাসতেই অশ্রু তাকে জড়িয়ে ধরলো : মেঘ দেখবে নাটু ?

নাটু দু'হাতে অশ্রুর কতগুলি চুল তুলে বললে—ঠিক বুঝতে পারছি,
বৌদি। এমনি ঘন, এমনি নরম, না ?

—এমনি ঘন, এমনি নরম—আকাশময় ছড়িয়ে থাকে। তারপর
বৃষ্টি।

—হ্যাঁ, মা যেমন শিয়রে বসে' আমার কপালের ওপব চোখের জল
ফেলেন না ? আচ্ছা বৌদি—

অশ্রু বাধা দিলো : বৌদি নয় নাটু। খালি দিদি।

—না, না, বৌদি। মা বললেন তুমি আমার বৌদি এসেছ। চাঁপা
ফুলের মতো গায়েব রঙ, তাবার মতো চোখ চিক্চিক কবছে, মেঘেব
মতো নরম চুল। আমি তোমাকে পেয়ে সব কিছু দেখতে পাচ্ছি।
চাঁপা ফুল, তারা, মেঘ, তাজমহল, ইডেনগার্ডেন, মহুমেন্ট, চোরঙ্গি—
সমস্ত। তুমি আমার বৌদি না হ'য়েই পাবো না। দিদি আমাব একজন
আছেন, তিনি থাকেন সি, পি,-তে, তিনি আমাদের সঙ্গে থাকেন না।

—আমি তোমার দিদি হ'য়েই থেকে যাবো, নাটু।

—বা, তা কি হয় ? তোমার সঙ্গে দাদার বিয়ে হ'বে, সানাই
বাজবে, চাটুনি মেখে পাঁপর থাকবে, নতুন জামা পরবে—আমাকে
তোমার বিয়েতে কি দেবে শুনি ? বাঃ, আমাকে আবার কি দেবে ?
আমিই ত' তোমাকে দেব। আচ্ছা, আমার স্মেলিং সটের শিশিটা,—

তার চেয়ে লুকয়ে তোমাকে দাদার সেই ওয়াটারপ্ৰফ্টা এনে দেবো, বৌদি, বুঝলে ?

—আর দিদি হ'লে বুঝি কিছু দেবে না ?

—তা হ'লে কম দেবো,—জমানো ডাক-টিকিটগুলো। ভুল হয় নি একটুও—হল্যাণ্ডের পর্যন্ত টিকিট আছে। দাদা সব বেছে দিয়েছেন। ভুল হ'লে দাদাই কান-মলা খাবেন। আমার কি, আমি ত' দেখতেই পাই না।

—তবে তোমার ডাক-টিকিটগুলিই নেব, নাটু।

—তার মধ্যে গোটা তিরিশ ও-বাড়িব বিগুট চুরি করে' নিয়েছে। তুমি যদি পারো ওর থেকে আদায় করে' নিয়ে, বৌদি।

অশ্রু হেসে বললে—বা, আমি যে তোমার দিদি হ'য়ে গেলাম।

—ছাই, ডাক-টিকিটগুলি ছাই। তার চেয়ে দাদার ওয়াটার প্ৰফ্টা ঢের বেশি টেকসই। আমি কতো দিন রুষ্টির সময় সেটা গায়ে দিয়ে উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। সে যে কী মজা, তুমি তা ভাবতেই পারো না। বুঝলে, বাইবেটা সব ভিজ়ে যাচ্ছে, ভেতরের জামা কাপড় যেমনি ঠিক তেমনি। তুমি দেখ নি ? তোমার নেই ত' ? তুমি কাউকে কিছু বোল না, আমি ঠিক তোমাকে এনে দেবো দেখো। ঘর-দোর সব আমার মুখস্থ। আজ রাত্রে যদি রুষ্টি নামে, তুমি ওটা পরে' উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়ে,—সে যে কী মজা—দেখো দাদাকে যেন বলে' দিয়ে না।

—কিন্তু ডাক-টিকিটেই যে ভালো ছিল—কতো রাজার কতো রকম মুখের ছাপ। কেউ হাঁদা, কেউ উটের মতো, কেউ বা একটা বড়-বেড়াল।

মুখ ব্রান করে' নিচের ঠোট উল্টিয়ে নাটু বললে—সে-সব আমি কবে ছিঁড়ে ফেলেছি। বেশ, মাকে গিয়ে জিগগেস করো না। আমার

বাল্লেন ত' আর চাবি নেই, বেশ, নিজেই দেখে এসো না। উটও চিনি না, প্যাচাও চিনি না।

মা বললেন—নিচে এসো অশ্রু, চুল বেঁধে দি।

তবু কথাটা মা সোজা হুজি পাড়তে পারলেন না। বললেন—বাপে বাড়ি যাবে না একবার ?

স্পষ্ট করে' অশ্রু উত্তর দিলো : না।

—সে কি মা ? তিনি তোমার বাবা—

—হোন। যিনি আমাকে বহিষ্কৃত করে' দিয়েছেন পা স্পর্শ করে' তাঁকে অপমানিত করতে চাইনে।

—কিন্তু তুমিই ত' সেদিন নিজে ইচ্ছে করে' বেরিয়ে এসেছিলে।

—ভাগ্যিস বেরিয়ে এসেছিলাম, মা। নইলে এতদিনে হয় ত' সমস্ত প্রেরণার সঙ্গে আত্মপ্রসারের প্রেরণাও খুঁয়ে ফেলতাম। আমার সে গভীর সত্যসন্ধানের চেষ্টাকে বাবা-কাকার মর্ষাদা দেবেন আশা করিনি, কিন্তু তাঁদের নীতিসংহিতা অহুসারে অগ্রায় যদি একবার করেইছিলাম তবে এককণা ক্ষমাও আমি পাবো না—অতটা হীন আমি নই, মা।

মা কুণ্ঠিত হ'য়ে বললেন—শুনেছি তোমার পরের আচরণগুলিও তাঁদের মনঃপূত হয় নি, চিরকালই তুমি তাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছ।

হেসে স্বচ্ছ স্বরে অশ্রু বললে—বিরুদ্ধাচরণ সব-সময়েই প্রত্যেকের কিছু-না-কিছু করতে হয়। বাবার কথা শুনতাম, বিবেকের বিদ্রোহী হ'তে হ'ত। সব জিনিষই সব মাহুঘের সয় না, মা। বিকেলে স্নান করলে অনেকের হয় সর্দি, কারুর কারুর দাঁড়ায় নিমোনিয়া। কিন্তু বিকেলে স্নান না করলে আমার হয় না হজম। আমাদের বিলু রোজ একটা পৰ্ব্বন্ত রাত জাগে, ঝিক্কিনি না খেয়ে, ঘড়িতে দশটা বাজলেই

আমাকে কে মরফিয়া খাওয়ায়। মাস্তাজি মেয়েরা দেয় কাছা, ছেলেরা পরে লুঙ্গি। যার যেমন খাত, তেমনি তার যুতি।

—কিন্তু বাবার বাড়ি তুমি যাবেই না ?

—সে-বড়াই দেবী-আদি-দেবী পার্বতীরো শোভা পায় না। যেতে আমি যে-মুহুর্তে পারি, তবে সসন্মানে, হাঁটু আমি ছমড়াতে পারবো না। বাকি সত্য বলে' করায়ত্ত করেছি, করজোড় করতে গেলেই তা সংকুচিত হ'য়ে আসবে। বাড়িতে আমাব দু'টি আকষণ ছিলো—মা আর তিহু। আমাব মৃতবৎসা মায়ের আমরাই দুটি সন্তান সশরীরে আঁতুড় ঘব ছেড়ে গৃহবাসের যোগ্য হয়েছিলাম—আর সবাইর আটকডায়েই দম আটকেছে। সন্তানের ঋণ শোধ করতে মা ফতুর হ'লেন—দল বেঁধে এলো কাকিমারা। তোমাদের গ্রাম্যগৃহস্থকন্টার আদর্শ-কপিনীরা। তিহু গেল জলের ওপরে, আর আমি জলে। বাবার বাড়ি কি করতেই বা যাবো ? শুন্'ছি বাবা নাকি কোন্ সন্ন্যাসী'ব চেলা হ'য়ে দেশপর্ষটন করছেন। কাকারা এক-একটি কাক। বক্ষে করো, মা।

মা বিহুনিতে ফাঁস দিতে দিতে শুধোলেন : তুমি তা হ'লে এখন কি করবে ?

অশ্রুর উত্তর ভাবতে হয় না : যা করছিলাম। মাস্টারি। কাজের মধ্যে ছুই—হাই-তোলা আর পরীক্ষার কাগজ-দেখা। তবে মাস্টারিতেও ক্যামেমি আমার কাহিল্ হ'তে চলেছে। কি করবো, কিছু কি ঠিক বলা যায়, মা ? তুমিই বলো না, কি করা যায় ?

এইবার অনায়াসে কথাটা মা পাড়তে পারতেন, কিন্তু প্রভাত বেরোবার পোষাক পরে' এসে বললে—তোমাব যে এখন চুলই বাঁধা হয় নি। যাই বলো, মেয়েরা যতোই কেন না দস্ত করুক, বেশবিশ্রাস-ব্যাপারে তারা চিরটা কাল পুরুষের থেকে পিছিয়ে থাকবে। তবু

মেয়েদের কতো কম স্বাক্ষি। একটা পেটিকোট, আর দুটো-তিনটে সেফ্টিপিনএর ত' ব্যাপার। পুরুষের কত মাল-মশলা। হাতে ঘড়ি বাঁধা, মনিব্যাগে পয়সা নেওয়া, রুমালটা সাফ্ আছে কি না, দেশলাইটা কোথায় ফেললো—কতো তাব হিসেব, কতো তার ফ্যাসাদ। বলি, বেরোবে না ?

অশ্র হেসে বললো—পাগল ! এমন মাকে ছেড়ে কোথায় বেরোব ?

প্রভাত একাই বেড়াতে বেরোল। অশ্র বললে—আমি যদি এখানে কয়েক দিন থাকি, আমাকে তাড়িয়ে দেবে না ত' মা ? আমাকে সবাই যতো খাবাপ ভাবে আমি তত খাবাপ সত্যিই হয় ত' নই। দেবে না মা থাকতে ?

—নিশ্চয়, এখানেই থাকবে বৈ কি। এখানে যদি তোমার আশ্রয় না হয় তা হ'লে সে যে তোমার বড় ছুযোগ, মা। কয়েক দিন কেন—আমরণ, অশ্র।

ইঙ্গিতটা এর চেয়ে আর কি স্পষ্ট হ'বে। অশ্র উঠলো শিউরে। কিন্তু মুখ দিয়ে তাড়াতাড়ি কোনো কথা এলো না। চুল বাঁধা সাক্ষ ক'রে উঠে দাঁড়াতেই তার মনে হ'ল এ-সংসারের সমস্ত মারুর্ষ যেন নিঃশেষে শুষ্ক গেছে। এখন বেরিয়ে পড়লেই ত' চুকে যায়। কিন্তু বেরিয়ে পড়ার মধ্যেই বীরত্ব নেই। ছাতের বেলিঙ ধরে' দাঁড়িয়ে অশ্র মোটর গাড়ির নখব দেখতে লাগলো। কিন্তু দৃশ্য জগতের বাইরে মন আবার কখন অন্ধকারে ডুব মাবে, সেখানে অপরিচয়ের পরিধিহীন সমুদ্র তাকে ডাক পাঠিয়েছে ! কোথায় এবার সে যাবে, জীবনে আবার তার ফেরবার আশ্রয় কোথায় ? সে কি শুধু মৃত্যু ? এই প্রাণ-স্বাদের অভিযানে কি কোনো-গভীরতম তৃপ্তিতে তার কামনার সমাধি হ'বে না ?

সন্ধ্যা হ'তেই প্রভাত ফিরেছে। দুপুরেই তার ঘর অশ্রু গুছিয়ে রেখেছিলো। দরজা খুলতেই চোখে লাগলো ধাঁধা। আলো জ্বালা হয় নি—তার বিছানার ওপব অশ্রু শুয়ে। প্রভাতকে ঢুকতে দেখেও অশ্রু উঠে বসলো না, মলিন মেঘজ্যোতির মত বিছানার সঙ্গেই মিশে রইলো। প্রভাত ক্যাণ্ডলটা জ্বালালো। বললো : শরীর খারাপ লাগছে নাকি ?

অশ্রু শুয়ে শুয়েই বললো : মা কিছুতেই রাগে রাঁধতে দিলেন না। হাতে আর কোনো কাজ নেই—তুমি কখন ফেবো তাই শুয়ে আছি। তোমার নতুন উপত্যাসের কিছুটা পড়ে' শোনাও, তাই খানিক শুনি না-হয়।

কথাব স্থবে কেমন-যেন একটা করুণ ক্লাস্তিব আভাস। প্রভাত বিস্মিত হ'ল। তাড়াতাড়ি তার গা ঘেঁষে বসে' বললো : নিশ্চয়ই তোমার মন ভালো নেই, কি হয়েছে আমায় বলো।

অশ্রু উঠে বসে' বললো : তুমি পাগল হয়েছ। মন আমার কাছে ব্যাধি নয় যে তার দ্বাৰা আক্রান্ত হ'ব। আছি আমি ভালোই, কিন্তু এর পর কি ক'বা যায় তাই ভাবছি।

প্রভাত জিজ্ঞেস করলো : কিসের পর ?

—এলাহাবাদ থেকে কলকাতা আমার পর।

—এলাহাবাদের জগু কষ্ট হচ্ছে ?

—একটু একটু—নির্মলের জগু।

প্রভাত বললো : তা আব আশ্চর্য কি ?

—আশ্চর্য নিশ্চয়ই। মানুষ যে-আদর্শই ধরুক তার অপ্রাপ্তি ঘটে বসে'ই তার ট্র্যাজিডি নয়। সে-আদর্শকে সে আঁকড়েই থাকবে এইটেই তার অধঃপতন। আদর্শকে বড়ো রাখতে গিয়ে নিজেকে ছোট করার মতো অবনতি আর কি হ'তে পারে ?

প্রভাত বিছানার ওপর সরে' বসলো : কথাটা খোলসা করে' বলো।

—নির্মল বিবাহকে জীবন-যৌবনের পরমৈশ্বর্য বলে' ধরে' নিয়েছিলো; ইন্দিরাকে আন্তরিকতা দিলো, কিন্তু অন্তর দিতে পারলো না। সেইটেই তার ধ্বংস। আদর্শকে ছোট রেখে নিজেকে মহীয়ান করা ভালো, নিজেকে কালো করে' আদর্শকে অদৃশ্য রাখাটা বাহবার নয়। ইন্দিরাকে সে বিয়ে করেছে—এইখানেই তার কর্তব্যের শেষ, পরিশিষ্ট ঘেটুকু তার আছে তা নিতান্ত স্থূল। প্রেমহীন দেহভোগ আর গণিকাবৃত্তিতে তফাৎ কোথায়। তাই আগাগোড়া মনে হয় এমন সত্তীক্ষ একটা শস্তা জলুস মাত্র, মন সাম দেব না।

—কিন্তু ইন্দিরা?

—তার কথা সবিস্তারে বলে' তোমার নারীজাতির প্রতি ক্যাশানেব্ল্ বিমুখতাকে প্রশ্রয় দেব না। ইন্দিরাকে আমি ক্ষমা করি, তাকে বিচার করবার সহজ মানদণ্ড পাই। সে ব্যক্তিত্বের চেয়ে সমাজকে বড়ো করে' দেখে, বেগের উচ্ছ্বলতার চেয়ে জড়তার অবসাদ,—বিস্তারের চেয়ে সংকীর্ণতা, চাঞ্চল্যের চেয়ে সামঞ্জস্য! তাকে অনায়াসে বোঝা যায়, অন্ধাও করা যায়। রমাপতিব প্রতি—

প্রভাত বাধা দিয়ে বললে—তোমার এ-সমস্ত স্বগতোক্তির কোনো মানেই আমি বুঝতে পারবো না যতক্ষণ না তুমি বুঝিয়ে বলো ইন্দিরার সঙ্গে রমাপতির সম্পর্কটার মধ্যে শব্দগত কোনো অর্থাহুকূল্য আছে কি না।

একটু হেসে সংক্ষেপে অশ্রু কুশীলববর্ণনা সেরে নিলো।

—রমাপতির প্রতি ইন্দিরার প্রেমের মধ্যে ঔজ্জল্য না হোক, প্রবলতা আছে। এবং এই প্রবলতাই তাকে হয় ত' একদিন পবিত্র করে' তুলতো। কিন্তু নির্মলের ঔদাসীন্য ও নিশ্বেজতাই এর বাধা। তবু তান্ন প্রেমের সীমা নেই। প্রেম পাগলামি দেব-তুল্য, কিন্তু পেরে গেলে অতি

শতা, অতি বাজে—তার পাওয়ার প্রচেষ্টার মধ্যেই মহত্ব। নির্মল যদি নিরন্তর না থাকত, যদি তার কামনায় থাকত কবিত্ব, প্রয়োজনসাধনে থাকতো প্রয়োজন্য প্রসাধন, তা হ'লে ইন্দিরার জীবন শকুন্তলারই মতো হয় ত' সার্থক হ'ত। কিন্তু এ-বিষয়ে নির্মলের নির্মমতার মার্জন্য নেই। আমাদের দেশের বিয়েতে এ-বিষয়ে বরবধূর একটা অত্যাশ্রয় অসহিষ্ণুতা থাকে। স্বভাবে মেয়েরা নিষ্ক্রিয় বলে' দোষটা বেশির ভাগ পুরুষেরই। পাওয়াটাকেই প্রাধান্য দিয়ে চাওয়াটাকে আর ধন্য করবার জ্ঞান দেয় করে না। নির্মল সেই ভুলই করেছিলো, ভেবেছিলো সেই ভুলই তার সংসার-সমুদ্রেব ভেলা। ইন্দিরাকে সে হয় ত' চাইতোও, কিন্তু ইন্দিরা অত্যাশ্রয় রমা, ও তার দক্ষিণ দিকে একটি পতি থেকেই তাকে পতিত করেছে। সেই ট্যাঞ্জিডিটা ইন্দিরার যতো না তত নির্মলের। এর যে কোথায় গিয়ে সমাবান হ'বে সে-চিন্তা আমাদের দোলা দিয়েছে। তা ছাড়া নির্মলেব মাঝে সহনশীলতাই আছে, উদারতা নেই। যে-যুগে আঠারো বছর আগে মেয়ের বিয়ে হয় না, তার জীবনে সামান্যতম হৃদয় নাটিও ঘটবে না, মাটির নিচে পচে' পচে' সে খালি স্বামীর ভোগেই ওলুড় ওয়াইন্ হ'বে—এমন একটা ক্ষমাহীন মনোভাব অসহ্য। ইন্দিরাকে মুক্তি না দিক্, অন্ধা দেওয়া উচিত ছিলো। যৌবনকে সে স্পন্দিত বেখেছে, কল্পনাকে সৃষ্টিশীল। চিরাচরণ যে একটা মহত্বই নয় এ-কথা আমরা বুঝবো কবে? সাময়িকতা, সংযম আর স্বাস্থ্যই হচ্ছে আমার মতে জীবনের মূল্যধ'বক। সংযমটা স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে'ই মহৎ, সাহিত্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে'ই সুন্দর। কিন্তু ও-দব কথা থাক্ ; কি নিয়ে বইটা লিখ্ছ ?

অশ্রুকে প্রভাত ধীরে স্পর্শ করলো, ঠিক কহুইয়ের কাছটিতে :
ও-কথাও থাক্।

—না, তবু বলো! স্তন্যে আমার বেশ লাগবে। তুমি যে খালি কেরানি এক কথা ভাবলে আমার হাঁপ ধরে, তুমি সাহিত্যিক—আমি তাতে মুক্তি পাই, প্রভাত। মানুষের পরিচয় কি সে করে তাতে নয়, কি সে হয়। এবং হওয়ার মূলেই তার সৃষ্টিপ্রয়াস। যে নিজেকে সৃষ্টি করে না তাকে আমি মানুষ বলি না। সে-হিসেবে কেরানিও কবি হ'তে পারে বৈ কি।

—আমাদের দেশে কেরানির গুণ-নির্দেশ অত্যন্ত সংকীর্ণ হ'য়ে আছে। কিন্তু কোনো বড়ো বিষয় নিয়েই তোমার সংগে আজ আর তর্কালোচনা করতে সাধ হচ্ছে না। আমরা দু'জনে মিলে এই যে মূর্ত্ত ক'টি রচনা করেছি তাব তুলনায় কোনো উপগ্রাসই বাস্তব নয়, অশ্র।

অশ্রর কোনো সাড়া মিললো না দেখে প্রভাতকে সেই কথাই পাডতে হ'ল : উপগ্রাসটা পলিটিক্যান্। কোনো cult নিয়ে নয়, আমাদের এতো বৎসরের জাতীয় সংগ্রামের একটা প্রকাণ্ড ইতিহাস। যৌবনারম্ভ থেকে বার্ধক্যোত্তীর্ণ নায়কের একটা ধারাবাহিক ভাব-বিবর্তন। মোটামুটি সেইটেই থীম্। যা লেখা হয়েছে তাতে চাখবার মত হয় নি। কিন্তু ভাবছি কথাগুলোকে অত্যন্ত পারস্পরিক ও ব্যক্তিগত করে' তুলি। কি বলো ?

ঘন হ'য়ে সরে' এসে অশ্র বললে—বলো।

প্রভাত প্রশ্ন করলো : ফিরতে তোমাকে এক দিন হ'তই—আমারই ঘরে, আমারই শয্যায়, নয় কি ?

অশ্র একটু হেসে অশ্র বললে—অস্তুত আপাতদৃষ্টিতে ত' তাই মনে হ'বে। তুমি আমার কত বড়ো বন্ধু তা আমার হৃদয় যেমন জানে দেহকে তত জানতে দিতে চাইনে। ভয় করে। তবু মা আমার এখানে থাকবার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করেছেন, নাটু আমাকে তোমার ওরাটার প্রফ

উপহার দিতে চাইছে, দিদি হ'লে খালি ডাক-টিকিটগুলি—তাও নাকি সব নেই, বিগুই সাবড়েছে। তোমাদের ঠিকে-ঝি পর্যন্ত বললো : এ বৌ আনলে মা, কপালে সিঁদুর দাওনি? আমি ত' হেসেই খুন। মা বললেন : শিগগিরই হ'বে, লক্ষ্মী যখন এলেন তখন তাঁকে আমরা বেঁধে রাখলাম। নেপথ্য থেকে শুনে আমি হাসি।

প্রভাত বললে—সম্পর্ককে সহজ করে' না দেখালে সমাজের সাথ মেলে না, ঐ ঠিকে-ঝিটি পর্যন্ত সমাজের প্রতিনিধি।

—তাই ত' দায। ছুটির ক'টা দিন ত' আমার এখানেই কাটাতে হ'বে। হোটেলের বেশি দিন থাকলে আমার মনি-ব্যাগটি পটল তুলবেন। তোমার সঙ্গে কয়েকদিন থাকতে আমার ভারি ভালো লাগবে—উষা থেকে সন্ধ্যা, আবাব পরিপূর্ণ বাত্মি। রাত্রিটা অবিশিষ্ট মা'র বিছানায়।

—কিন্তু ছুটির ক'টা দিন মাত্র?

—ও হবি! তুমিও আমাকে কাযেমি করতে চাও নাকি?

প্রভাত অশ্রুর হাতেব ওপর হাত বুলুতে বুলুতে বললো—যদি অমন হাল্কা কবে' না বলো, ত' বলি, চাই অশ্রু।

খানিকক্ষণেব জগ্ন অশ্রু শুক্ক হ'য়ে রইলো, বোধ হয় চোখের পাতাটিও নড়লো না। ধীবে গদগদগাশ্চীর্ষে বললে—আমি একদিন বিবাহের সভা থেকে পালিয়ে এসে তোমারই দুয়ারে কড়া নেড়েছিলাম। তোমার দুই চোখ অশ্রুযুথিত, দেহ অবসন্ন। সেদিন তোমার ঘরে এসেছিলাম ঈঠকারী বিজ্রোহিনী'ব বেশে, আজ এসেছি স্থিতধী তপস্বিনী'র বেশে। অন্তত আমার তাই মনে হচ্ছে! সেদিন যে বেরিয়ে এসেছিলাম আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে মাত্র, তোমাকেই বিবাহ করতে নয়।

প্রভাত স্নিগ্ধ স্বরে বললো—সে আমি জানতাম। কিন্তু সেদিনের বন্ধুতা কি নিভৃত নৈকট্যের জগৎ তৃষিত হ'য়ে ওঠে নি ?

—হয় ত' উঠেছে, কিন্তু স্থায়িত্বই কি প্রেমের বড়ো পরিচয়, তার প্রচুরতা কি কিছু নয় ? তুমি কি মনে কর দু'টো দেহ একসঙ্গে বেঁধে দিলেই কি প্রাণ একত্র হ'ল ? আনন্দ হ'ল সহজ ?

—কিন্তু প্রাণ যখন একত্র হয়, তখন দেহের আর পার্থক্য কোথায় ? দেহ সম্বন্ধে তোমার এত ভয় কিসের ? পৃথিবীতে দেহের মতো ঐশ্বর্য আর কোথায় আছে—বিধাতার আদিম কীর্তিস্তম্ভ।

অশ্রু প্রভাতের কাঁধের ওপর দেহ প্রায় হেলালো। বললে—কবিতায় দেহ মন্দির, মানি, 'কিন্তু বিজ্ঞানে দেহ মিউজিয়ম্। দেহ সম্বন্ধে আমি নিম্নারূপ পৌত্তলিক। কিন্তু প্রয়োজনের নিয়মে একে বাঁধতে গেলেই এক রাতে সে এঁটো-কাঁটা কেলুবার সামান্য একটা উঠোন, শ্রামলতাই যদি পৃথিবী হ'ত তা হ'লে মানুষ আর ভূমিকম্পের ভয়ে কম্পমান থাকতো না। রঙ বা লাবণ্যটাই দেহেব সব নয়—ওটা পৃথিবীর শ্রামলতার সামিল। অন্তরালে এর কতো স্নায়ু কতো শিরা কতো প্রক্রিয়া কতো কারুকার্য। বিশ্বাসঘাতক দেহকে আমি ভীষণ ভয় করি। যখন সে বিশ্বাসঘাতক, তখনই সে ছন্দোহীন, কদর্য।

প্রভাত অশ্রুর হাত দিয়ে নিজের কণ্ঠ জডালো : সবই আমি বুঝি, অশ্রু। কিন্তু এমন অন্তবঙ্গতা এমন প্রেমকে কি আমরা উপবাসী কবে' রাখবো ? তাইতেই কি সংসারের ত্রী ফিরবে ?

অশ্রু বললে—উপবাসটা শক্তির পক্ষে মাদকদ্রব্য। তোমাকে Donne-এর এককুথাই একটু বলি তা হ'লে। সেদিন কি-একটা বইয়ে তাঁর জীবনের একটা টুকরো চোখে পড়েছিলো। বাপের অমতে ভালো-বুঝে জেনে-জেনে তিনি ষিয়ে করলেন। কাকার আপিসে কাজ

করতেন, এ বিব্রোহাচরণের ফলে তাঁর চাকরিটি গেলো। শোনো গেলো বিয়েটা আইনে বাধে, তাই তাঁর হ'ল জেল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে জীব সঙ্গে দু'বছর রইলেন এক দুঃসম্পর্কীয় ভাইয়ের গলগ্রহ হ'য়ে। দু' বছরে দু'টি সন্তান হ'ল। পরের বছরে আরেকটির সম্ভাবনা। স্বী যখন প্রসববেদনায় মুহুমান, Donne তখন ঘরে বসে কবিতা লিখছেন : যদি এখন মরি, তোমার কাছে এই প্রার্থনাই জানাই ভগবান, জন্মজন্মান্তরে যেন জীব সঙ্গে আর দেখা না হয়। একটার পর একটা ছেলে হয়, আব মরে—Donne-এর কবর দেবার পর্যন্ত পয়সা নেই। তাঁর *Brathanatos* পড়েছ ? তাতে তিনি আত্মহত্যার গুণগান করেছেন,—এই দেহ তাঁর বন্দীশালা, দরজার চাবি ত' তাঁরই হাতে। কিন্তু কবিতাই তাঁকে রক্ষা করেছিলো। বারোটি সন্তান প্রসব করে' Donne-এর স্ত্রী প্রসবযন্ত্রণা থেকে ত্রাণ পেলেন, সাতটি সন্তান বেঁচে ছিলো, তাদের Donne প্রতিজ্ঞা করালেন কখনো যেন তারা বিয়ন না হবে। ইতিহাসে অবিদ্রি তাদের কথা কিছু লেখা নেই। এখনো শেষ হয়নি সবটা। জীব মৃত্যুর পর Donne-এর জীবনে আরেকটি নারী অদ্ভুত হ'ল—Anne More. স্ত্রী হ'য়ে এলো না বলে'ই বাকি কয়েকটা দিন Donne কবিতা লিখতে পেরেছিলেন।

প্রভাত বললে—সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের একটা নির্দাক্ষণ উদাহরণ খুঁজা করে' আমাদের কেউ শাসাতে এলে আমরা ব্যঙ্গ করবো। আমাদের ছন্দজ্ঞান আছে, বিজ্ঞান আমাদের হাতের মুঠোয়।

—জানি, কিন্তু মূল ইঙ্গিতটা দু' শ' বছর পরেও ম্লান হয় নি। তা হ'লে তখন তুমি পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁরানিই হ'য়ে থাকবে, কবির আকাশ তখন উবে গেছে। আর তোমার এতো বছরের জ্ঞানতত্ত্বজ্ঞাননার ইতিহাস মূদির দোকানের হিসেব হ'ল উঠেছে।

উপর তখন একটি বড়ো সমস্যা। তুমি মাইনে পাও ঘাট, আমি এক ণ' পঞ্চাশ—তাও জলপাইগুড়িতে। কলকাতায় এলে আমার পঞ্চাশ টাকা জুটিয়ে নিতেও প্রাণান্ত হ'বে। যা সামান্য জমিয়েছিলাম তা ফুটিয়ে যাবে দু' নিশ্বাসে। টাকার সংস্থান না করে' কোনো ব্যবসাই উৎরোষ না, বিয়েটা ত' পুরোপুরি একটা ব্যবসাই।

—কিন্তু খালি আরাম পেতে হবে এ তোমার একচোখোমি, অশ্রু।

—আরাম না পেলে অভিরাম থাকা যায় না, বন্ধু। দুঃখে-দুর্দিনে সমবেদনার গান বাজারে কাটে বটে, কিন্তু এদিকে সংসাবে যে মাথা কাটা যায়, তা লুকোবে কি করে' ? আরাম চাই বৈ কি। ও বিবাহ-hygienics-এর একটা মূল নীতি। তার চেয়ে আমি থাকি জলপাই-গুড়িতে, তুমি থাক কলকাতায় ছোট সংসারি নিয়ে—মা আব নাটু। আমার কাছে তোমার অব্যবহিত নিমন্ত্রণ, তোমাব কাছে আমাব। মাঝখানের সমস্ত পথ উন্মুক্ত, সমস্ত আকাশ আনীর্বাদময়। তুমি যদি এতে মুখ ভার করো, তবে বুঝবো তুমি খালি আমাকেই চেয়েছিলে, অশ্রুকে চাওনি। যদি স্থায়িত্বের কথা তোল, বলি, আমিই এক দিন ছুরোব, অশ্রু অবিনাশী। তুমি চুপ করে' থেকো না, আমাব খারাপ লাগে তাতে।

অশ্রুর মুখখানি প্রভাত নিজের মুখের কাছে সরিয়ে আনলো। পরিপূর্ণ ওষ্ঠপুটে নিবিড় চুষন করতে করতে সে অক্ষুটস্ববে উচ্চারণ করল : "I cannot show my love except through carnal things."

কাটলো দু' মিনিট। অশ্রু নিজেকে সম্বৃত করে' বললো—বিয়ে করায় অনেক সঙ্গুণ ও সুবিধে হয় ত' আছে, কিন্তু আমার-তোমার বেলায় তা আবর্জনা। আমাদের জীবনে তার মার্জনা নেই।

তোমাকে পেয়ে আমি একদিন নবাবিষ্কারের সমস্ত প্রেরণা খুঁয়ে বসবো, আমার হাতে সে-অপমৃত্যু তুমি সযো না। কখন আবার আমাকে তোমাব স্নসমাপ্ত, নিঃশেষস্থধা মনে হ'বে সে-দিনের অপমান সহিতে আমি তিলে-তিলে নিজেকে ক্ষয় করে' ফেলবো না। কখন আমাদের সকল ফাঁকি ধরা পড়ে' যাবে। এই বেশ, এই ভালো। তুমি আব আমি। আমবা আছি, আমবা আছি—এর চেয়ে বড়ো পরিচয় আমাদের নেই।

অশ্রু প্রভাতের চুলগুলিতে হাত বুলুতে লাগলো। হঠাৎ জামার তলা দিয়ে প্রভাতেব গলার নীচে হাত রেখে বললে—তোমার মনে আবো বুঝি সন্দেহ আছে ?

অশ্রুর চুলের ভ্রাণ নিতে নিতে প্রভাত বললে—কিসের সন্দেহ ? তোমার constancy-র—একচারিতার ? আসা-যাওয়ার জন্তে ছুয়ার যদি খুলেই না বাখি অশ্রু, তা হ'লে আমাদের প্রেমের আর গর্ব কি নিয়ে ? যদি একদিন এলে, যেতে চাও তেমনি একদিন যাবে। দাযহীন বিদায়েব দিনে আবাব তোমাকে নিমন্ত্রণ করে' রাখবো। স্বাবীনতায যদি প্রেম স্থায়ী না হয়, তবে স্মশানে বসে' তার কংকাল পুজোর অঙ্কতাকে আমরা ক্ষমা করব কি করে' ? সে-সন্দেহ আমার নেই, অশ্রু। তোমাকে যদি পাবাব গর্ব করে' থাকি, হারবার গর্বও আমাবই।

আবেশে অশ্রু প্রভাতের কোলেব ওপব মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। জান্না দ্বিয়ে রাস্তাব গায়েব আলোটি রোয়াক্ ডিঙিয়ে ঘরের মেঝের লুটিয়ে পড়েছে, আজকেব রাতেব সেই আলোটি চাঁদের আলোকে হার মানায়।

মশাবির ধার গুঁজতে গুঁজতে মা বললেন—তোমার বাঁধাকে জানানো
দয়কার, না অশ্রু ?

অশ্রু শুয়ে পড়েছে । পাশ ফিরে বললে—কিসের জন্ত, মা ?

কথাটা মা সরাসরি পাড়লেন না : যাই বলে সমাজের চোখে তিনিই
ত' তোমার ত্রাণ্য অভিভাবক । তাঁকে ডিঙিয়ে চলাটা কি তোমার
ঠিক হ'বে ?

উদ্বিগ্ন হ'য়ে অশ্রু বললে—কথাটা পরিকার করে' খুলে বললে উত্তর
দেওয়া সহজ হ'ত, মা ।

মা লঠনটা নিবোলেন । বললেন—ধরো, তোমার বিয়ের খবরটা কি
তাঁকে দেওয়া উচিত নয় ?

কথা শুনে অশ্রুর ঘাবড়াবার কথা । মা এবার খোলা সডকে নেমে
এসেছেন, গলি-ঘুঁজিতে লুকোচুরি তাঁর আর সইবে না । তবু অশ্রু
কণ্ঠস্বর গম্ভীর না করেই বললে—তাঁকে খবর দেওয়াটা একেবারে বাজে-
ধরচ । তাঁর হয় ত' ধারণা আমি এতো দিনে একেবারে মরে' গেছি ।
তাঁকে বিরক্ত করে' লাভ নেই, মা ।

—তবু, তুমি ত' তাঁবই মেয়ে । তিনি যখন বর্তমান, তখন তাঁকে
একবার জিগগেস করা উচিত বৈ কি ।

—উচিত নয়, মা । আমি যদি বিয়ে করি দময়ন্তীর মতো প্রকাশ্য
সভায় মাল্যদান করে'ই বিয়ে করবো । আর বিয়ে যদি কোনোদিন ভাঙে,
তখন সে-সমস্তা আমাকেই মানিয়ে নিতে হবে । সে-দুর্দিনে, যাকে
তাগ করেছি তার থেকে খোরপোশের জন্ত আদালতের তাগাদা আমি
স্বীকার করবো না, বাবার অন্নও সে-দিন অরুচিকর । ভাগ্যের বিধান
মেনে নিতেও যদি আমি একা মা, সেই ভাগ্যকে নির্মাণ করতেও আমি
একই পারবো । কিন্তু হঠাৎ আমার বিয়ের ভাবনায় এত ব্যস্ত হ'য়ে
পড়লে কেন বলো দিকি ?

অশ্রুর একখানি হাত মা হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে বললেন—আমছে অগ্রহায়ণে প্রভাতের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো, মা।

অশ্রু ঢৌক গিললো। পর মুহূর্তেই পরিষ্কার গলায় বললে—
অগ্রহায়ণ? সে অনেক দেরি, মা। ততক্ষণ আমরা যুমুই।

—তবু তোমার বাবা-কাকাদের একটা মত না পেলো মন যে ভারি খুঁৎখুঁৎ করে।

—তার চেয়ে, আমার মত আছে কি না সেইটেই বড়ো জিজ্ঞাস্য।
আমার মত থাকে, তা হ'লেই সমস্ত উচিত-অনুচিতের দ্বন্দ্ব থেমে যাবে, মা। আমি ত' আর বিপণিব পণ্য নই মা, যে বাবা-কাকারা দর হাঁকবেন। কিন্তু আমি সে-কথা বলছি না—বলছি—

কথা কেড়ে নিয়ে মা বললেন—তোমার মত? মায়ের চোখের সামনে কিছই আর লুকিয়ে থাকে না। আমার প্রভাতের ওপর তোমার কী যে মায়। সে আমি স্বচক্ষে না দেখলে হয় ত' বিশ্বাস করতাম না।

—তা হয় ত' করতে না, কিন্তু বিয়ে আমাকে করতেই হবে এমন একটা মারাত্মক সর্বনাশের কথাও কি মার চোখের সামনে লুকিয়ে রইলো না না-কি? পাছে তোমার প্রভাতের ওপর মায়। মরে' যায় মা, সেই ভয়েই আমি পিছিয়ে রইলাম।

অশ্রুর কর্ণধরে হঠাৎ করুণালেশহীন দৃঢ়তার আভাস পেয়ে মা বিস্মিত হ'লেন : সে কি কথা, অশ্রু?

অশ্রু স্নিগ্ধস্বরে বললে—বিয়েটা মায়িখোর একটা কদম্ব আভিশযা, মা; এতো সব ছন্দের কারুকার্য বজায় রাখতে হয় যে প্রাণবস্ত্রটিই বাষ্প হ'য়ে উড়ে' যায়। সে-ভাবহীন কবিতা নিয়ে কোনো কল্পনাস্বর্গেই আর ছাড়পত্র পাওয়া যায় না, প্রাচীরাবন্ধ সংসারের সংকীর্ণ উঠোনটুকুর মধ্যেই তার ইতি। লাভ করাটাই বড়ো কথা মা, লাভ নয়।

মা বললেন—তুমি তা হলে বিয়ে করতে চাও না ?

—সম্প্রতি আমি প্রস্তুত নই বলে'ই যে কোনোদিনই বিয়ে করতে চাইবো না, জীবন-ভবিষ্যতের ওপর আমার তেমনি অনাস্থা নেই। তবে এ-কথাটা আমাকে বলতে দাও যে বিয়েটাই মেয়েমানুষের সব-কিছু নয়, মা। মৃত্যুর মতোই সে একটা অবশ্যম্ভাবী শারীরাবস্থা নয়। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নির্দেশানুসারে বিয়েটা এককালে বহুকীর্তিত হয়েছিলো, কিন্তু বিজ্ঞান এখন অনেক পুরোনো তথ্যই বাতিল করে' দিয়েছে। প্রয়োজনের দিক থেকে বিয়েটা 'ত' অকিঞ্চিংকরই, ধর্মের দিক থেকেও তুচ্ছ। পরত্র নিয়ে আমাদের আর ভাবনা নেই মা, যত ভাবি ইহের জন্তে। সেই আমাদের বড়ো ধর্ম, সেইখানে আমাদের অর্থ হ'লেই মোক্ষলাভ। কথাটা তোমাকে খুলে বললাম, মা।

খুলে বললে কি হবে, মা সেই যে মুখ ফেরালেন একটিও আর কথা কইলেন না। মুহূর্তে তাঁর মন আবার বিষিয়ে উঠতে লাগলো। পর দিন ভোর বেলা প্রভাতের ঘরে ঢুকে মা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে' দিলেন। ঘুম থেকে উঠে প্রভাত ব্যায়াম সেরে তখন বোধহয় খাতা-কলম নিয়ে বসেছিলো, মা'র অনিদ্রাতপ্ত চোখ-মুখের রক্ষতা দেখে সে যেন আকাশ থেকে পড়লো। কিছু একটা ভেবে নেবার আগেই মা শুধোলেন : তোরা বিয়ে করবি না ?

প্রভাত এখনো নিশ্চিন্ত হ'তে পারে নি। ঢৌক গিলে বললে— এই সন্দেহটা এমন কি ঘোরালো যে, এত উদ্বাস্ত হ'য়ে উঠেছ ? অশ্রু কিছু বলেছে বুঝি ?

মা একেবারে খান্সা হ'য়ে উঠলেন : সাথে কি অমন মেয়ের বাপের বাড়িতে স্থান হয় না ? অনাস্থাটির চূড়ান্ত। বিয়ে হবে না, অথচ এই মাখামাখির মানে কি ?

প্রভাত বললে—কথাটা শুন্তেই হয় ত' খারাপ মা, কিন্তু মানেটা ত' তুমিই জান। অশ্রু তেমন মেয়ে নয়, যাকে নিয়ে সংসারের স্রবধি বাড়ে। কিন্তু হৃদয়তার বেলায় ও অপরাধেয়। নর-নারীর সমস্ত হৃদয়তাকেই বিয়েতে পর্যবসিত করতে হ'বে এমন নিয়ম চালাতে গেলে তোমাদের জাতিভেদ আর বাঁচে না। বিয়েটা দাবার চালের মতো স্থির মস্তিকে ভাববার কথা, মা। রুগ্ন যে, সে বিয়ে করে সেবা পেতে, সংসারে মন যার উড়ু উড়ু সে চায় খাচা, দোজবরে চায় চরিত্ররক্ষা। কিন্তু যেখানে এমন কিছু লজ্জা ঢাকবার হাঙ্গামা নেই, সেখানে বিয়ে না করাটাই স্বাস্থ্য, মা।

মা চটে' বললেন—আমি অত-শত বুঝি না প্রভাত, অগ্রহায়ণেই আমি তোঁর বিয়ে দেব কৃষ্ণদয়ালবাবুর মেয়ের সঙ্গে। অশ্রু যাবে কবে বাড়ি ছেড়ে ?

প্রভাত বললে—থাক না, আমার বিয়ের নেমস্তম্ভটাই খেয়ে যাবে না-হয়।

রাতের পর রাত কাটে। এ-সংসারের সকাল-সন্ধ্যার রূপ যেন বদলে গেছে; রোজ্রে ঝরছে সোনার কণা, জ্যোৎস্নায় মূক্তোর কুচো। যে-বয়সে লক্ষ্মী ছিল চঞ্চলা, মনোরথপ্রিয়তমা, সেই যেন এ-সংসারে এসে বাসা নিয়েছে, কিন্তু বাঁধন তার বড়ো আলগা। মা'র দুই হাত অলস— অশ্রুই দিনে-রাত্রে দু' হাতে ছোট সংসারটাকে নিয়ে সাজাচ্ছে তার সাজ খুলছে। এই আচরণটাই তার স্ত্রী হ'ত যদি তার মাঝে থাকতো সহজাবিকারের সম্পর্ক; তা নয় বলেই মা'র কাছে তা অমিতাচার। আইনের ওপর যে-দাবি প্রতিষ্ঠিত নয় তার বাদী না হ'য়ে মা পারবেন কেন? তিনি দস্তুরমতো ঘুণায় নাসাকুঞ্জন করলেন।

অশ্রু দেখাদেখি প্রভাতো আজকাল পাঁচটায় শয্যা ছাড়ে; সন্ধ্য-জল-দেওয়া রাস্তার ওপর দিয়ে দু'জনে বেড়াতে বেরোয়। সারা রাস্তা অসাড়, আকাশের শুকতারাটি তখনো নির্নিমেধ। দূরের রাস্তায় গ্যাস দু'-একটা করে' নিব্ছে, বাস্ একটা দেখা যায়। কোনোদিন যায় মাঠে, কোনোদিন অলি-গলিতে। জ্যোতির্জগৎ থেকে স্তর করে' জন্মনিরোধ পর্যন্ত কোনো বাক্যলাপই ওদের মধ্যে নিষিদ্ধ নয়। ব্যাস ও বাৎসায়ন দু'জনকেই ওরা কম-বেশি প্রাধাত্য দেয়। রোদ উঠতে না উঠতেই ফিরে আসে। প্রভাত তার মোটা খাতা নিয়ে বসে' কলমের ডগা চিবোয়, অশ্রু নিজের ঘরে গিয়ে বই পড়ে, রাশি-রাশি চিঠি লেখে, তারপর সংসার নিয়ে মেতে ওঠে: ঝাঁটপাট, বাসনমাজা-তক্। সংসারকে ও কবিতার মতো সৃষ্টি করতে চার—মিল চাই, ছন্দ চাই, এমন কি যতি-চিহ্নও বাদ দেবে না। দুপুরটা ফাঁকা, প্রভাত চলে' যায় আপিস; অশ্রু না-ঘুমিয়ে, চরকা না-ঘুরিয়ে ছবি আঁকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি দেখে ওরো ছবি আঁকতে শখ গেছে। সেই জন্ত cubism সম্বন্ধে বই কেনে। কোনোদিন মাকে জানিয়ে একাই

বেরিয়ে পড়ে, নারী-মঙ্গল-সমিতিতে নয়, বা আর কোনো মহৎ প্রতিষ্ঠানে নয়—বেরিয়ে পড়ে টহল দিতে, কখনো-কখনো পরিচিত বা অর্ধ-পরিচিত মেয়ে-মহলে গিয়ে আড্ডা দিতে। পাশের বাড়ির একটা বউর নাগাল পেয়ে ও গলির এ-প্রান্ত থেকে শুরু করে' পাড়ার অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। হাতের তাস কেড়ে রেখে মেয়ে-মহলে ও বাক্যের তুফান চালায়, বই পড়তে দেয়, গান গায়, ছবি দেখায়। ওর মিত্রের সংখ্যা মাত্রা হারালো। এক দিন কি অদম্য কৌতূহলে ও ছপুর্-বেলায় একটা গণিকালয়ে ঢুকে পড়েছিলো। কিন্তু সে-কথা থাক।

—কেন থাকবে? বল না। প্রভাত আপত্তি করলে।

—রাস্তাটার যে জাত নেই জান্তাম না, কিন্তু সেদিন ভাল করে' জেনেছি বলে'ই মনে হচ্ছে ওব ভোল্ ফেরাতে হবে। মেয়েটির নাম সুরভি। কথায়-কথায় জানলাম লেখাপড়া শিখতে বড় আগ্রহ। যদি এখানে কিছুদিন থেকে যাই, ওকে ঠিক আমি মানুষ কবো। মুক পর্যন্ত পড়তে পারলো, কিন্তু মুক্তি-কথাটা মুখ দিয়ে আর বেরলো না। দেখি কি করা যায়। একটা প্ল্যান্ টিক করে' ফেলতে হ'বে।

বিকলে দু'জনে আবার বেরোয়। বেরোবার আগে অশ্রু ব্যায়াম করে। অবশি ব্রাহ্মনহুমোদিত পোশাকে। এবার যায় বেশির ভাগ টকিতে, কখনো-কখনো হাসপাতাল দেখতে, কখনো বা চীনে হোটেলে। রাত্রে ফিরে এসে ঘটা তিনেক প্রভাতের ঘরে নানারকম তর্ক চালায়। স্বর সপ্তগ্রামে উত্তীর্ণ হয়। উদ্বেল হৃদয়ের ফেনায় ফুঁয়ের মতো এক পক্ষের একটি অতর্কিত চুষনে তর্কের বাঁজ্ নিমিষে জুড়িয়ে আসে। সেই সাধারণত অধর এনে যুক্ত করে যার যুক্তি ফুরোয়। বাত্রে অশ্রু প্রায়ই উপোস করে। মাঝ রাত্রে প্রভাতকে শুইয়ে কপালে চুমু খেয়ে হাতের পাতায় খানিকক্ষণের জন্তে হাত রেখে ক্ষীণায়মান দিবাবসানের

মতো অশ্রু ধীরে অপসৃত হয়। মা'র কাছে শুতে আসে। ইদানি মা আর “হাঁ-হু” কিছুই করেন না। এর পর কি হবে ভাবতে ভাবতে অশ্রু ঘুম যায়।

মা'র আর সইলো না। অবশি একটা রাগারাগি মাতামাতি করলে কোনোই স্বরাহা হ'বে না, বরং তাল কাটবে। বেশি মোচড় দিতে গেলে ঘড়ির স্প্রিংই যাবে আলগা হ'য়ে। কাশীর অন্নপূর্ণা পুজোর ঊরু চলনদার জুটেছে। পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধা ছাঁদা শেষ করে' মা নাটুর হাত ধরে' বললেন—যাই।

প্রভাত হাঁ-না করেনি, খবরটা তার কাছে পুরোনো। মা'র ধর্ম-লিপ্সাই যে তাঁকে টেনেছে শাদা বুদ্ধিতে সে তাই বুঝেছে, কিন্তু অশ্রুর লাগলো খটকা। সে বললে—আমাদের একলা ফেলে যাচ্ছ কি, মা ?
মা বললেন—তোমরা একাই ত' থাকতে চাও।

অশ্রু প্রভাতের মুখের দিকে তাকিয়ে মেঝের দিকে তাকালো। দারা না হ'য়েই সে মাতা-পুত্র বিদীর্ণ করলো নাকি ? কিন্তু এই অব্যবহিত উন্মুক্ততার মধ্যে সে তার বন্ধুতাকে কতো কাল জিইয়ে রাখবে ? সে বললে—তার চেয়ে আমিই চলে' যাই না কেন, মা ?

মা বুঝলেন অশ্রুর কোথায় জেজেছে। তাড়াতাড়ি তার মাথাঘ হাত রেখে বললেন—ছি মা, তুমি যাবে কি ? এই ঘর-সংসার তোমার হাতে সমর্পণ করে' যাচ্ছি। যদি সময় পাও, একদিন বুঝবে মা, এর ভাঙারে রসের আর থৈ নেই ! সে-দিনটি যেন তোমার জীবনে আসে। তোমাকে এর চেয়ে বড়ো আর কী আশীর্বাদ করবো ?

চলনদার ব্যস্ত হ'য়ে হাঁক পাড়লো।

মা বললেন—যাই। এমন একটা সুযোগ খোয়ালে ধর্মের কাছে আমার মুখ থাকবে না। একদিন আবার এই সংসার ছেড়ে ধর্মের জন্তে

আকুল হ'য়ে উঠতে হবে, অশ্রু। আমি কিছুই বিশ্বাস হারাইনি। সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে গিয়ে তোমার যে শিক্ষা হবে তাতেই হয় ত' তোমার ভবিষ্যৎ তুমি দেখে নিতে পারবে। আমি মেয়েমানুষকে চিনি, মা।

অশ্রু নীচবে একটু হাসলো। নাটুর চুলগুলিতে হাত বুলুতে লাগলো। নাটু বললো—তুমি আমাদের সঙ্গেই চল না, বৌদি।

অশ্রু তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললো—মা যেতে দিলেন কৈ ? আমি চলে' গেলে সংসার কে দেখবে ?

অস্ত্রাঙ্গ গেলো ঘুচে'। সকাল হ'তে নিশীথ। যেখানে অবসর সেখানেও অবকাশ নেই। শারীরিক নৈকট্যের যেখানে অভাব সেখানেও শারীর-চেতনাই প্রখর। অশ্রু হাঁপিয়ে উঠলো।

আফিস থেকে ফিরে এসে প্রভাত আত্মকথা আর অশ্রুকে নিয়ে বেড়াতে বেরোনো না। দু'জনে মিলে রাঁধে, গল্প করে, ঠাট্টা খুনহুড়ি, খুঁটিনাটি ঝগড়া, দুয়েকটি চিম্টি, কয়েকটি চুমু। রাত আসে ঘনিয়ে। তখন তারা পরস্পরের কাছে অসহায়, নীরবে পরস্পরের কাছে অভয় প্রার্থনা করে। দু'জনেই বোঝে একটু সরে' বসতে হবে। অগত্যা রাজনীতি নিয়ে কথা চালাতে হয়। মুশকিল এই, দু' জনেরই মতে গরমিল নেই। তারপর অল্প কথা পাড়া দরকার। অশ্রু এ হিসাবে খুব মৌলিক। ও মাঝমাঝ করবে; তারই প্ল্যান ফাঁদে। ইন্ডুস্ট্রিয়ারি ঘৃণ্য কাজ। প্রভাতো তার এই হাড়-ঝরানো চাকরিটায় ইস্তফা দিক। অত্যাশ্চর্য সব বাস্তব সমস্যা। পয়সা না হ'লে বিয়েটাই অপয়া। যাকে বিয়ে করো তাকে ভালবেসো, কিন্তু যাকে ভালো বাস তাকে বিয়ে বরো না। কর্তব্যে সে আবিল, দায়িত্বে সে বাধাগ্রস্ত। জুনের চোখ তখন অন্ধ, সাইথেরার নিশ্বাসে তখন দুর্গন্ধ।

পরস্পরের মাঝে এতোটা ব্যবধান রেখে ওরা এখন বলে যাতে হাত বাড়িয়ে হাতের নাগাল পাওয়া যায় মাত্র; এই স্পর্শটুকু দিয়েই ওরা পরস্পরের দেহের প্রতি প্রগতি জানায়। একটুখানি দূরে সরে' গিয়ে ওরা এখন যেন গভীর হ'য়ে উঠছে, অজস্র চাঞ্চল্যের ওপর নেমেছে ভাবের পাচ মন্থরতা, ব্যাকুল প্রকাশকে বাধা দিচ্ছে অহুভূতির অবিচল তন্ময়তা! অশ্রুর সজ্জা-প্রসাধনে এখন আর কৃত্রিম প্রসাধন নেই, মুখখানা লাঘাত্ত একটু মলিন দেখায় বলে'ই লাভণ্যের আর অবধি মেলে না।

প্রভাত এখন প্রশান্ত সমুদ্র, তার ওপরকার সৌম্য অনন্তবিস্তীর্ণ আকাশ হচ্ছে অশ্রু। সমুদ্র নিস্তরঙ্গ, আকাশ তামসী !

প্রভাত বলে : কিন্তু সীতার প্রতি রাবণের প্রেম রামায়ণে তুচ্ছ হ'লেও পৃথিবীতে তুচ্ছ হয় নি। প্রেম অর্থ যদি দুঃখের তপস্রা হয়, passionই তা হ'লে প্রেম। হেলেনের প্রতি প্যারিসের কিংবা ফ্রান্সেস্কার প্রতি প্যাওলোর প্রেম আমার-তোমার ঈর্ষার জিনিস, অশ্রু। তোমার Donne-এর কথাই নাও না :

Love's mysteries in souls do grow,

But yet the body is his book.

শরীর একটা ঐশ্বর্য, যদি বলো তাজমহলের চেয়েও কীর্তিময়। প্রাকৃত ভাষায় যাকে বলো এর অশ্লীলতা, তাই তার সম্পদ, তার উজ্জলতা। সম্ভোগহীন সংযম ও কামনাহীন তপস্রা দু'টোরই কোনো অর্থ নেই।

অশ্রু হেসে বলে : দেহের স্তবগান করতে আমি আরো বাস্তব ভাষা প্রয়োগ করে' থাকি। কিন্তু প্রেমকে শরীরের সহজ স্রুবিধায় রূপান্তরিত করবার সময় তার পরমায়ুর সন্নিবেশ চিন্তা হয়। সে স্রুবিধা টিকিয়ে রাখবার জন্মেই টাকা চাই। যতো দিন তা না হয় তত দিন আমিও হেরিক্-এর একটা stanza আওড়াই :

A sister (in the stead

Of wife) about I'll lead ;

Which I will keep embraced,

And kiss, and yet be chaste.

ষড়ির কাঁটা ঘুরে চলে। রাস্তার গোলমাল ক্রমে-ক্রমে মিলিয়ে এলো। দু'জনেরই মুখের কথা ফুরোয়। যখন পরস্পরের গাঢ় নিশ্বাস

শোনা যায় তখনই সে ভয়কর স্তব্ধতা। সাবধান! অশ্রু উঠে পড়ে।
বলে : শুতে ঘাই।

প্রভাত বলে : আমরা ঘুম পাচ্ছে।

আলান দুই ঘরে শুয়ে কারুরই ঘুম আসে না। খানিকক্ষণ ধরে
এই ঘুম-না-আসাটুকু হ্রাস্যতে একটা মাদক শিহরণ তোলে। আবার
কখন এক সময় যে তারা ঘুমিয়ে পড়ে খেয়ালই থাকে না। ভোরবেলা
জেগে উঠে ওরা ভাবে : একটি অসহিষ্ণু রাত্রি আমরা জয় করেছি।
হয় ত' এও আবার ভাবে : পূর্ণাঙ্গ পরিতৃপ্তির যুগে এই কামনাতে
বলি দিতে না পারলে পবিত্রতা কোথায় ?

বিবাহের দুপুর। দশটা থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কলকাতার
দুপুর বেলাকার বৃষ্টিতে একটি অনতিগাঢ় তন্দ্রাস্বচ্ছ মাদকতা আছে।
গলিটা জলহীন, ইলেকট্রিক পোস্টের দাঁড়ের ওপর বসে' কাক পাখা
ঝাডছে। ঘরের দুটো জান্না বন্ধ, পূব দিকেরটা আর্দ্র-খোলা।
জলের হাঁট আসছে বটে, কিন্তু বিছানা পর্যন্ত না। দেয়ালে পাশাপাশি
দু'টো বালিশ রেখে তাতে পিঠ দিয়ে অশ্রু আর প্রভাত কাঁধে কাঁধ
ঠেকিয়ে বসে' আছে। পা চারটে সম্মুখে প্রসারিত, হাঁটু অবধি একটা
গায়ের-কাপড় দিয়ে ঢাকা। 'দু'জনে চুপ করে' একটা বই পড়ছে
—একটা নিষিদ্ধ বই। মনোযোগ অশ্রুরই বেশি। প্রভাত তখন
অর্ধ-জাগরণে প্রায় নিষ্পন্দ। চিত্রকর মুরিলো যেমন সর্বদা এক

কুমারীর স্বপ্নে বিভোর থাকতেন তেমনি প্রভাত হঠাৎ সে অশ্রুকে নিজের কাছে আকর্ষণ করলো; অশ্রু বাধা দিলো না। বইটা শেষ হ'তে আর দশ মিনিট। তারপর আবার আরেকটা নতুন কিছু ভাবতে হ'বে। হাতের কাছে যদি কিছু না জোটে তবে বুষ্টিতে বেগিয়ে পড়বার বায়না ধরে' নিতান্ত অবাধ্যপনা করবে সংকল্প করেই' অশ্রু প্রভাতকে চুমু খেতে দিলে। বোয়াকের ওপর হঠাৎ ডাক-পিওনের আবির্ভাব না হ'লে চুমু বোধ হয় কর্কশ হ'য়ে উঠতো। দু'টোর ডাক এলো। পিওন জানলার ফাঁক দিয়ে খামে-মোড়া একটা ভারি চিঠি মেঝের ওপর ফেলে দিলো। অশ্রু তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে' আন্লো কুড়িয়ে। কা'র এ চিঠি? ইন্দিরার!

প্রভাত বল্লো: পড়ো ত' চিঠিটা! আমার উপস্থাসের উপাদান হ'তে পারে।

অশ্রু দূরে বসে' পড়তে লাগলো:

অশ্রু,

তুমি আমাকে—

বলে'ই একটু খামলে। বললে—ইন্দিরা কোনোকালে চিঠি লেখে না, তাই শংকিত হচ্ছি, প্রভাত। তা ছাড়া চিঠির আয়তনটাও নীর্ণ নয়। হস্তাক্ষরটাও দু'রকম। দ্বিতীয়টা হচ্ছে পুরুষের।—তোমার উপস্থাসটা কি ডিটেক্টিভ্ নাকি?

আবার আরম্ভ হ'ল:

অশ্রু,

তুমি আমাকে যে আশীর্বাদ করে' এসেছিলে তা আর ফললো না।
[টীকা: আমি ত' অতো বড়ো সতী নই।] আমি স্বামী-পুত্র নিয়ে

পরমার্থ খুঁজে পেলুম না। কিন্তু নারীর পরমার্থ যে সেখানেই লুকোনো ছিলো এ সত্য-প্রতীতি আমার হ'য়েও হ'লো না। কায়মনে আমি স্বামীর প্রেমহীন ব্যভিচারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলুম, কিন্তু অতৃপ্তির মরুভূমি পেরিয়ে যেখানে এসে বুঝলুম সে আমার পলাতক মরীচিকা, তখন মরতে আমার আর বাকি নেই। খুলেই বলতে হ'বে, অশ্রু। আর জর একটু কম বলেই লিখবার চেষ্টা করছি। কিন্তু সর্বদেহ বিষাক্ত হ'য়ে গেছে—কবির ভাষায় নয়, ডাক্তারি কথায়। বাঁচবো আর না।

তবু জীবনে আমি মরতে চাই নি। রমাপতিকে ভুলতে পারবো না, নারী হ'য়ে এমন অসম্ভব কল্পনা-প্রবণতা আমার ছিলো না। তাকে আমি স্বচ্ছন্দে ভুলেছিলুম। সে-ভোলার মধ্যে আমার আনন্দ ছিলো। তাকে আমি হৃদয় দিয়ে গুরু করেছিলুম, হৃদয় আমার ক্ষয় হ'য়ে গেছে। [টীকা : আমাদের হৃদয় কিন্তু এতো সহজে ক্ষয় হয় না। আমাদের হৃদয় সিঁদুর মতো বিস্তারিত, বিস্তারিত। একজন বালুতি করে' জল নিয়ে গেলেই সমুদ্র ডোবা হ'য়ে যায় না] স্বামী আমার দেহের দুয়ারে এসে দৈন্ত জানালেন। আমি অল্পপূর্ণা। শিবকে সন্ন্যাসী হ'তে দিলুম না। হৃদয় থেকে দেহ—পূর্বরাগে এই হচ্ছে পূর্বাপর সম্বন্ধ; বিবাহে হচ্ছে দেহ থেকে হৃদয়। সে-প্রতীকার দৈর্ঘ্য আমার ছিলো বলেই আত্মহত্যা করি নি। আমি ভীকু যতোখানি সত্য, তার চেয়ে বড়ো সত্য আমি সহিষ্ণু। নইলে এই কদর্যা দিনরাত্রিযাপনের বীভৎসতা থেকে মৃত্যু আমার কাছে অধিকতর বিসদৃশ ছিলো না, অশ্রু।

মনে হয়, স্বামীকে আমি ভালোবাসতে পারতুম। ভালোবেসেও ছিলুম হয় ত'। স্বামী সংজ্ঞাটার ওপর সত্যিই আমার মোহ জন্মেছিলো। যেদিন প্রসব বেদনা শুরু হ'ল, উনি [টীকা : অতিপ্রণয়ে

সর্বনাম।] শিয়রে বসে' কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। সেই-দিনই দেহে মনে এই কথাই বিশ্বাস করেছিলুম অশ্রু, এর চেয়ে বড়ো সাফল্য বড়ো কৃতিত্ব নারীর স্বর্গে-মর্তে কোথাও কিছু আর নেই। আমি নাথবতী এর চেয়ে বড়ো পরিচয় আমি সম্ভানবতী। সম্ভানেই আমার স্বামীর পরিচয়। মনে হ'ল ব্যক্তিবিশেষ গোণ, সম্ভানই আমার সম্ভান ছিলো। এর জন্তে দেহপাত করে' সুখ আছে। আকাশের কোলে সূর্যোদয়ের চেয়ে জ্যোতির্ময়, যুগান্তকারের পরে নব প্রতিভার নবীন প্রদীপ্তি। আমি মুখ' ছিলুম বলে'ই এতো দিন দেহের এই উৎসবকে সম্মান করিনি, কিন্তু সেদিনের সম্ভাবনার স্বপ্নে আমি মেরির চেয়েও গৌরবগবিতা ছিলুম।

ছেলেবেলায় সেই যে বিজ্ঞানাগরের মা ভগবতী দেবীর কথা পড়ে-ছিলুম সে আমার মনে কোথায় যেন দাগ ফেলেছিলো। ভগবতী দেবীই আমার কাছে মা'র আদর্শ ছিলেন। আমি মনে-মনে তাঁকে প্রণাম করে' তাঁর কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করলুম। কিন্তু ঈশ্বর আমার সদয় হ'লেন না।

তিন দিন তিন রাত্রি অশ্রু যন্ত্রণা সহ করে' মৃত পুত্র প্রসব করলুম, অশ্রু। আমার জীবনে এত বড়ো ক্ষতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার সমস্ত আকাশ শূন্য হ'য়ে গেলো। খালি ধুলো আর আবর্জনা। কর্দমের সমস্ত আবিলতা ঘেঁটে যে-পথ উদ্ধার করতে চেয়েছিলুম তার কাঁটাই আমাকে বিধে রইলো। মনে হ'ল আমি কতো কুৎসিত, স্বামী কতো রুঢ়! মনে হ'ল আমরা দুটো যন্ত্র, কর্কশ, স্থূল, স্রবমাহীন। যা ছিলো "pulse of the machine" তাই গেলো হারিয়ে। ভাবলুম বাঁচবার আর মানে কী ?

ডাক্তার ভয় দেখালো। নিজেও বুঝি এ আমার অন্তিম আব্দার

—বাঁচা আমার হ'বে না। তবু আমার দুঃখ নেই। আত্মহত্যা যদি একটা experiment হয়, জীবনো তার চেয়ে বড়ো পরখ, অশ্রু। আমি আরেকবার পরখ করবো। আবার কাদা ঘাঁটবো, কাঁটা দলবো, মরু ডিঙাবো। মরীচিকা নয়, জল চাই; সেই জলই আমার কাছে নামাস্তরে জীবন। সন্তান আমার চাই। সেই আমার আসন, আমার আশ্রয়, আমার মহিমা। এর চেয়ে দেহের আর কী বড়ো কবিতা হ'তে পারে ভাবতে পারি না। বিবাহকীর্তনে ভল্টেয়ারের সঙ্গে না মিলি ক্ষতি নেই, কিন্তু এ-সম্পদ অর্জনে পরাভুত থাকবার মধ্যে অহংকার দেখতে পাইনে। আমি যাতে বাঁচি, দিনে-রাতে ভগবানের কাছে এইই খালি প্রার্থনা করছি। তুমিও অশ্রু, প্রার্থনা করো।

না না, এর পরে বিজ্ঞপাত্তক সমালোচনা বেথাপ্ হ'বে। অশ্রু গৃষ্ঠা উন্টোল :

বৌদির ও-চিঠিটা আর ভাকে দেওয়া হয় নি। টেবিল গুছোতে গিয়ে চিঠিটা আজ নজরে পড়লো। বৌদির লেখা সবুজে গুছিয়ে রাখবার ইচ্ছা ছিলো বলে' ওটা পড়তে হ'ল। দেখলুম চিঠি—অশ্রু-দিকে লেখা। ভাবলুম, আর একটা লাইন্ জুড়ে না দিলে চিঠিটা অসম্পূর্ণ থাকবে।

কাল সন্ধ্যায় বৌদি মারা গেছেন। ইতি।

বিমল

আজকে অশ্রুর শেষ রাত্রি। মানে, কাল সে কলকাতা ছাড়বে।
এ-সত্য অবস্থি সে দিনের বেলায় জানতে পায়নি। পাবে—রাত
আরেকটু গভীর হোক।

এ-অকলটায় মশা কম বলেই ত' মনে হয়—মার মতো অশ্রু মশাবি
খাটায় না। জানলাগুলো খোলা থাকে, দোরটা ভেজানো। আলো
নিবেছে। অশ্রু ঘুমিয়ে।

ঘুম অশ্রুর পাতলা নয়। তাই কে একজন যে তার শিয়রে বলে'
কপাল ও কানেক কাছের চুলগুলিতে আঙুল বুলুচ্ছে সে তা টের পায়
নি। কিন্তু সেই হাত যখন গ্রীবা উত্তীর্ণ হ'য়ে বুকের সমীপবর্তী হয়েছে
তখন সে চোখ খুলে। বুঝলো প্রভাত।

বুঝতে অশ্রুর দেহি হ'ল না। সান্নিধ্যের অপচয় হয়েছে। কিন্তু
প্রেম অর্থ যেমন আত্মদান তেমনি আবার শাসন। প্রতীক্ষাটা হচ্ছে
প্রস্তুত হওয়া। প্রস্তুত আজো কেউ হয় নি। অশ্রু এক মুহূর্ত কি
ভেবে মাথাটা প্রভাতের কোলের ওপর তুলে দিলো। সকল উগ্রতা
উপশান্ত হ'ল বুঝি। প্রভাত তার কপালে চুমু খেলে।

অশ্রু বললে—এসে অক্ষি আমার এতাজটা খেলের মধ্যেই বন্দী হ'য়ে
আছে—তাও তক্তাপোষের তলায়। তাই আজ একটু বাজাই। বা'র
করো না।

ইকিতটা ব্যক্ত। তবু প্রভাত বললে—গান তুমি কাল
পেয়ে।

অশ্রু উঠে বসলো, হেসে বললে : গান তা হ'লে আমি কালই
গাইব। কাল আমি জলপাইগুড়ি চলে' বাব, প্রভাত। আমার
বিচ্ছেদেই হবে তোমার গান। বলে' এবার সে প্রভাতের মাথাটা
নিজের কোলের ওপর টেনে আনলো। তার মুখে হাত বুলুতে-বুলুতে

বললে—পৃথিবীতে আজো এমন কবিতা লেখা হয় নি বন্ধু, যে আকৃতি করে' তোমার চোখে স্বপ্ন এনে দি।

প্রভাত বললো : কাল তুমি নতিই যাবে ?

—তোমার কষ্ট হ'বে খুব ?

—হ'বে ; তবু তুমি যাও।

খুশি হ'য়ে অশ্রু বললে—আর তুমি ?

—আমি তত দিনে আমার উপগ্রাসটা শেষ করে' ফেলি। তোমার টাকা দিয়ে সেটা ছাপা যাবে। কিন্তু তুমি কি আর ফিরে আসবে না ?

—আমি ত' তোমার কাছেই আছি।

দার্জিলিং মেইল ছাড়লো রাতে। প্রভাত প্র্যাটফর্মে—অশ্রু একখানা সেকেন্ড-ক্লাস কামরার জান্না ধরে' বাইরের দিকে চেয়ে।

কান্ন মুখে কোনো কথা নেই।

গাড়ি ছাড়বার ঝগটা দিয়েছে। প্রভাত তাড়াতাড়ি জান্নার কাছে সরে' এসে বললে—আর কি তুমি ফিরে আসবে না ?

অশ্রু হাত বাড়িয়ে প্রভাতের হাত স্পর্শ করলো : আমি ত' তোমার কাছেই আছি।

କ ୭
ଅ.ଖ. ୨୫ ବି

5523

